পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ও বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথামৃত

দ্বিতীয় ভাগ

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথামৃত

(দ্বিতীয় ভাগ)

সংগ্রাহক ও প্রকাশক

শ্রীহরিগোপাল দাস,

সম্পাদক

শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামি-স্মৃতিসঙ্ঘ

শ্রীগোস্বামী প্রেস, কটক-২

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
১০৮শ্রী শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের
৬৭তম বর্ষপূর্তি-প্রাকট্য-তিথি বাসর—
১৯শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ,
৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ।

মুদ্রাকর—শ্রীনির্মল কৃষ্ণ বসু
নির্মল প্রেস
২১ নং রাজা লেন
কলিকাতা-৯

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাস্থদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীহরিকথামৃত

(দ্বিতীয় ভাগ)

"হে শ্রীগুরো জ্ঞানদ ! দীনবন্ধো !
স্বানন্দ-দাতঃ করুণৈক-সিন্ধো ! ।
বৃন্দাবনাসীন ! হিতাবতার !
প্রসীদ রাধা-প্রণয়-প্রচার ! ॥"

"ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো ! সংসার-বহ্নিনা ।
দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥"

"কূজৎ-কোকিল-হংস-সারস-গণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নানারত্ন-নিবদ্ধ-মূল-বিটপ-শ্রীযুক্ত-বৃন্দাবনে
রাধা-কৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘু-যুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥"

"সংসার-দুঃখ-জলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য ।
দুর্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র ! মম দেহি পদাবলম্বম্ ॥"

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধার্বাহ্বদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম-বন্দনা

"নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠস্বরূপিণে।
গোস্বামি-প্রবর-শ্রীমৎপুরীদাসাভিধায়িনে ॥
সন্দর্ভালোকদানেনাভক্তিধ্বান্ত-বিনাশিনে।
ভক্তিবীজার্পণেনৈব স্বেষ্ট-স্মৃতিবিধায়িনে ॥
নামকৃপৈকনিষ্ঠায় কারুণ্যঘনমূর্তয়ে।
ভাগবত-রসাম্ভোধৌ নিরন্তরাবগাহিনে ॥
শ্রীরাধামাধবপ্রেম-প্রোজ্জ্বলারতিবর্ধন !
বিপ্রলম্ভরসাবিষ্ট-রূপানুগায় তে নমঃ ॥"

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বান্বিত-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

"শ্রীশ্রীহরিকথামৃত"-গ্রন্থ-প্রকাশকের নম্র নিবেদন :—

মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেব নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের কীর্তিত শ্রীহরি-কথা বিভিন্ন দেশবাসী কতিপয় শ্রদ্ধালু ভক্তের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া "শ্রীশ্রীহরিকথামৃত" (দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশ করিলাম।

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপাবলেই এই দীনাতিদীন অযোগ্যতম ব্যক্তির দ্বারা 'শ্রীশ্রীহরিকথামৃত' সংগ্রহ এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। আমি নিজে জানি যে, পরমারাধ্যতম দেবের হরিকথা আমার নিকট সংক্ষিপ্ত আকারে রহিয়াছে। সেজন্য কোন স্থানে কোন পরিবর্তন না করিয়া সংক্ষিপ্ত কথাগুলিই প্রকাশ করিলাম।

হিন্দীভাষা বর্তমান সময়ে প্রায় সকলেই বুঝিতে পারেন এবং অনুবাদে মূলের ভাব ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করা অতি কঠিন। এজন্য বাংলায় অনুবাদ না করিয়া, হিন্দীতে কীর্তিত শ্রীহরিকথা-সমূহ বাংলা-অক্ষরেই অবিকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

যাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীশ্রীল পরমাধ্যতম দেবের অমূল্য হরিকথা আমাকে প্রকাশ করিবার জন্য দিয়াছেন, তাঁহারা কেহই নিজের নাম প্রকাশ করিতে চাহেন না। এজন্য তাঁহাদের নামোল্লেখ করা হইল না। "শ্রীশ্রীহরিকথামৃত"-গ্রন্থের প্রথম ভাগ প্রকাশ-কালেও এই কারণ-বশতঃই কাহারো নাম উল্লেখ করিতে পারা যায় নাই। আমি সকলের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ করতঃ আন্তরিক

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। শুধু কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন নহে,—সকলের শ্রীচরণেই পুনঃপুনঃ কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

পরমারাধ্যতম দেব যখন শ্রীহরিকথা কীর্তন করিতেন, তখন এত আবেগভরে—অনর্গল গঙ্গাধারার ন্যায় তাহা প্রবাহিত হইত যে, তৎক্ষণাৎ যথাযথভাবে তাহা লিখিয়া লওয়া অত্যন্ত কঠিন বিষয় ছিল। তদীয় কৃপাদৃষ্টি-প্রাপ্ত ভক্তগণ তাঁহারই করুণাবলে যতটুকু সংগ্রহ করিয়াছেন, এ' অধম সেবক তাহারই কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়াছে।

এই শ্রীগ্রন্থের প্রকাশ-কার্যে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত সুধী বৈষ্ণব-সজ্জনগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। করুণাময় বৈষ্ণবগণকে ভুল সংশোধন করিয়া সার-গ্রহিতার সহিত গ্রন্থপাঠ করিতে বিনীত নিবেদন জানাইতেছি।

আমার ন্যায় জীবাধম সততই ভ্রম, প্রমাদ, করণা-পাটব ও বিপ্রলিপ্সাদি দোষ-চতুষ্টয়ে দূষিত। কিন্তু পরমারাধ্যতম দেবের শ্রীশ্রীহরিকথামৃত এই দোষ-চতুষ্টয় বর্জিত। তথাপি আমাদের অনন্ত অযোগ্যতাবশে এই সংগ্রহীত হরিকথায় যে সমস্ত ভ্রম-প্রমাদাদি দৃষ্ট হইবে, তজ্জন্য সেই পরমকৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীগুরুপাদ-পদ্মে বারংবার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন পূর্বক দুরন্ত অপরাধ-ক্ষালনের জন্য কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

এই শ্রীগ্রন্থপাঠে যদি কাহারও বিন্দুমাত্র উপকার হয়, তাহা হইলেই সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব। বিনীত নিবেদন ইতি।

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবাভিলাষী—দীনাতিদীন

শ্রীহরিগোপাল দাস।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশচী সুত (গৌর) গুণধাম
(গীতিকা)

মনরে, গাও গাও অবিরাম,—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
শচীসুত গুণধাম ॥
নীলাচলপুরে, প্রাণের ঠাকুরে,
ঘিরিয়া ঘিরিয়া সবে,—
তুমুল হর্ষ-রবে,
কিবা গাহে অবিরাম।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
শচীসুত গুণধাম ॥
সেই রাধিকা-মাধব, সম্মিলিত তনু,
মিলিত একই ঠাম।
মহাভাব আর রসরাজশ্যাম—
মিলেছে একই ঠাম ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম ॥
সেই ব্রজরাজনন্দন, বৃষভানুনন্দিনী,
নীল উৎপল, হেম কমলিনী,
কিবা প্রতি অঙ্গে অঙ্গে, মিলন-রঙ্গে,
আজু প্রকটিত একঠাম।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম ॥

—•—

মহোৎসব

(গীতিকা)

শ্রীরাধা-মাধব-সম্মিলিত তনু,
শচী দুলালেরে ঘিরে'।
আজি শুভ নব মহা-মহোৎসব,
সুনীল পয়োধি-তীরে ॥
শচীর দুলালে ঘিরে' ॥

অদ্বৈতচন্দ্রে, পরমানন্দে,
নিতাই-চাঁদেরে ল'য়ে।
প্রণয়-বিভোর হ'য়ে,
হরষে মাতিয়া, ঢুলিয়া ঢুলিয়া,
কতনা রভসে নাচিয়া নাচিয়া,
ঐ যে, গাহিছেন অবিরাম।
জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম ॥

গৌর আনা ঠাকুর শান্তিপুর-নাথ,
গৌরদাতা ঠাকুর নিত্যানন্দ-সাথ,
নেচে নেচে কত পীরিতির ভরে,
ঐ যে, গাহিছেন অবিরাম।
জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম ॥

তাঁদের মধুর মধুর শ্রীপদ-তাল,
অতি সুমধুর শ্রীকর-তাল,
অতি অদভূত নটন-ভঙ্গী,—
অতি রসময় প্রীতির তান।
দোঁহার কণ্ঠে প্রণয়-সরস,
সুধা-সুমধুর গান।
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম ॥"
মনরে ঐ দেখ্ দেখ্—
প্রেম-মাতালিয়া দুইজন,—
গৌর-মাতালিয়া দুইজন,—
ঢুলিয়া ঢুলিয়া নাচিয়া মাতিয়া,
ঐ যে করিছেন কীর্তন,—
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম ॥"

———

মহোৎসব

(গীতিকা)

ঐ যে, ঠাকুর শ্রীহরিদাস—
নাচিয়া নাচিয়া, ঢুলিয়া ঢুলিয়া
দু'বাহু তুলিয়া, প্রেমেতে মাতিয়া
কতনা পুলকভরে,
অতি সুমধুর স্বরে,
গাহিছেন প্রাণারাম,—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শচীসুত, শচীসুত
গৌর-গুণধাম॥

ঐ যে প্রেমোন্মাদী বক্রেশ্বর,—
কণ্ঠে কী এক মাদক স্বর !
গোরারে ঘিরিয়া, নাচিয়া নাচিয়া,
গাহিছেন অবিরাম, কী মধুর অভিরাম,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত,
শচীসুত গৌর গুণধাম॥
গোবিন্দ, মাধব বাসুর সঙ্গে,
গোবিন্দ দত্ত, মুকুন্দ রঙ্গে,
ঐ যে, করিছেন জয়-গান !
কণ্ঠে কণ্ঠে কী মধু-তান !

কী নব নাম—কী নব নাম !
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম ॥"
ঐ যে, আকাশ বাতাস করি' উতরোল,
কৃষ্ণচৈতন্য-নামেরি রোল,
সুনীল সাগর-লহরী গাহিছে—
জয় জয় গৌরধাম,—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
নাচে সার্বভৌম মধুর মধুর,—
কণ্ঠে হরষ বিহ্বল স্বর।
করতাল আর পদতাল তাঁর,
রসময় সুমধুর কণ্ঠে অপূর্ব সুর ॥
গাহিছেন অবিরাম—
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।"
শ্রীশচীসূনুরে ঘিরিয়া ঘিরিয়া, নাচেরে বিজ্ঞবর,
কণ্ঠে প্রণয় বিহ্বল স্বর,—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম—
শচীসুত গুণধাম ॥

পরিশিষ্ট (চ)

(গীতিকা)

শ্রীগৌর-প্রণয়ী, গৌররসিক, অগণিত গৌরজন
ঐ যে, পীরিতি-রসেতে ডুবায়ে মন।
গাহিছেন অবিরাম,—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম ॥
তাঁরা জপিছেন অবিরাম,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম ॥
তাঁরা মানস-মন্দিরে পূজিছেন অবিরাম,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম ॥
তাঁদের মনোমন্দিরে ধ্যান-মঙ্গল,
ঐ সুমধুর নাম,—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম ॥
শয়নে-স্বপনে, জীবনে মরণে,
প্রতি নিমেষের প্রতিটি করমে,
তাঁরা স্মরিছেন অবিরাম,
গাহিছেন অবিরাম,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম ॥
গুণধাম,—গুণধাম,—
শচীসুত গৌর-গুণধাম, গুণধাম—গৌরগুণধাম ॥

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের রচিত ও কীর্তিত

"শ্রীশ্রীনামাবলী"

শ্রীমন্নবদ্বীপ-কিশোর-কৃষ্ণ, স্বানন্দ-বিশ্বম্ভর ভক্তভাব।
হা শ্রীশচীনন্দন প্রেমদাতঃ, প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর ॥
গৌরাঙ্গ হরে কৃষ্ণ, গোবিন্দ জয় জয়।
শ্রীরাধারমণ রাম, গোপাল জয় জয় ॥
হরে হরে হরে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাম রাম রাম।
দামোদর দামোদর, বংশীধর বংশীধর, গিরিবরধর গিরিবরধর,
শ্যাম শ্যাম শ্যাম ॥

কেশব মাধব মুরারী মুকুন্দ।
দামোদর গিরিধর বংশীধর গোপাল গোবিন্দ ॥

"জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে।
জয় জগদীশ হরে, জয় জয়দীশ হরে ॥"

"জয় জয় দেব হরে, জয় জয় দেব হরে।
জয় জয় দেব হরে, জয় জয় দেব হরে ॥"

"জয় জয় গৌর হরে, জয় জয় গৌর হরে।
জয় জয় গৌর হরে, জয় জয় গৌর হরে ॥"

"জয় জয় কৃষ্ণ হরে, জয় জয় কৃষ্ণ হরে।
জয় জয় কৃষ্ণ হরে, জয় জয় কৃষ্ণ হরে ॥"

"জয় জয় রাম হরে, জয় জয় রাম হরে।
জয় জয় রাম হরে, জয় জয় রাম হরে ॥"

"জয় জয় শ্যাম হরে, জয় জয় শ্যাম হরে।
জয় জয় শ্যাম হরে, জয় জয় শ্যাম হরে ॥"

"জয় শ্রীশ্রীনিতাই গৌর সীতানাথ।"

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গৌর গুণধাম।"

গৌর হরি বোল্ গৌর নিত্যানন্দ বোল্।
গৌর হরি বোল্ গৌর অদ্বৈত বোল্॥
গৌর হরি বোল্ গৌর গদাধর বোল্।
গৌর হরি বোল্ গৌর শ্রীবাস পণ্ডিত বোল্॥
গৌর হরি বোল্ গৌর ভক্তবৃন্দ বোল্।
গৌর হরি বোল্ গৌর শচীমাতা বোল্॥
গৌর হরি বোল্ গৌর জগন্নাথ মিশ্র বোল্।
গৌর হরি বোল্ গৌর লক্ষ্মীপ্রিয়া বোল্॥
গৌর হরি বোল্ গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া বোল্।
গৌর হরি বোল্ গৌর গোবিন্দ দত্ত বোল্॥
গৌর হরি বোল্ গৌর বাসু ঘোষ বোল্।
গৌর হরি বোল্ গৌর গোবিন্দ ঘোষ বোল্॥
গৌর হরি বোল্ গৌর মাধবঘোষ বোল্।
গৌর হরি বোল্ গৌর মুকুন্দ দত্ত বোল্॥
গৌর হরি বোল্ গৌর মুরারী গুপ্ত বোল্।
গৌর হরি বোল্ গৌর জগদানন্দ বোল্॥
গৌর হরি বোল্, গৌর হরি বোল্, গৌর হরি বোল্।

---

* এই 'শ্রীশ্রীহরিকথামৃত' নামক গ্রন্থ-প্রকাশের দ্বারা মদীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রীত হউন, এই সকাকু প্রার্থনা।

(গীতিকা)

অনুরাগ-পরায়ণা, গৌর-সর্বস্বা, গৌড়ীয় গৃহিণীগণ,—
গৌরগত-প্রাণা, গৌর-নাম-পরায়ণা,
মুখে সদা কীর্তন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শচীসুত গুণধাম।
তাঁরা গাহেন গো অবিরাম ॥
গৌর-ভক্তিতে ডুবায়ে মন,—
যবে করেন গো রন্ধন,
মুখে সততই ঐ নাম, প্রাণে সদা গৌররূপ-ধ্যান,
নয়নে প্রেমাশ্রু করি'—
তাঁরা যে প্রেমিকী নারী,—
সদা নাম-গান সনে, বিচিত্র নৈবেদ্য—
করেন,—গৌরবে সমর্পণ ॥
মুখে নাম-কীর্তন ॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যাভীষ্ট শ্রীশ্রীল গুরুপাদ-পদ্মে

দীনাতিদীনের কৃপাভিক্ষা

পতিতপাবন প্রভো!

ভক্তি-বিহীন কঠিন হৃদয়,
জানিনা তো আরাধন।
নাইকো কিছু ভাণ্ডারে মোর,
তোমার পূজার উপায়ন॥
ঠাকুর! গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা,
সবার সেরা উপচার।
তোমার দেওয়া '**হরিকথা**'
দিলাম তোমায় উপহার॥
কতই দোষ, কত-না ভুল,
এ' সংগ্রহে ভরা আছে।
অপরাধী সেবক শুধু,
পদে তোমার ক্ষমা যাচে॥
কৃপাসিন্ধো শ্রীগুরুদেব!
করুণাই স্বভাব তব।
সেই ভরসায় এ' পাষণ্ডী,
মাগিতেছে কৃপা-লব॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্‌-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্‌ ।

পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথা

(দ্বিতীয় ভাগ)

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্‌ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্‌।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্‌ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

"শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি ভাল করিয়া পাঠ করা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যভাগবত—স্বয়ং শ্রীমন্নিত্যানন্দস্বরূপ ।"

"শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর লীলা সর্বক্ষণ স্মৃতিপটে রাখিতে হইবে। "এক জন্মেই যদি বা সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহা হইলে বাস্তব সত্যে কখনও সংশয়াত্মা হইতে হইবে না।" ধৈর্যের সহিত, একাগ্রচিত্তে শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা করিতে হইবে।"

"লাঠি মারিয়া প্রেমশিক্ষা দেওয়া যায় না। 'লাঠি মারা' কার্যটি 'বিধি'। উহা অত্যন্ত অবৈধ কার্যপরায়ণ ব্যক্তিদের জন্য—যেমন চোরদের জন্য পুলিশ আবশ্যক। যাঁহারা ভালভাবে জীবনযাপন করেন, নিয়মভঙ্গ বা অনাচার করেন না, তাঁহাদের

প্রতি শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলেও হইতে পারে, শ্রীগুরুকৃপাবলে তাঁহাদের ব্রজবাসীর ভাবে লোভ জন্মিতে পারে।”

“চামড়া বা মাংসদর্শন করিও না, নিজেকেও হাড়-চামড়া জ্ঞান করিও না। নিজের চেহারা দেখাও, নোঙ্গর তোল।”

“জড়ে যে আসক্তি বা রাগ হইয়াছে, উহা ‘বিধি’ আদি-দ্বারা শীঘ্র দূরীভূত হয় না; রাগভক্তি জাগরিত হইলে উহা যায়। শ্রীভগবানের বা শ্রীভগবদ্ভক্তের কৃপা-লেশ হইলে রাগমার্গে রুচি হয়।”

“শ্রীগুরুদেবের আদেশানুসারে যদি জীবন গঠন না করা যায়, তবে বুঝিতে হইবে নিশ্চয়ই শ্রীগুরুতে মর্ত্যবুদ্ধি আছে। তাহার সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় হয় নাই, বুঝিতে হইবে।”

“ভূতোদ্বেগ দেওয়া ‘শুনা’ মধ্যে গণিত। জীবকে উদ্বেগ দিলে ভগবান্‌কেই উদ্বেগ দেওয়া হয়। সর্বভূতে মৈত্রীভাব জাগ্রত হওয়া দরকার। সকলের প্রতি সহানুভূতি থাকিবে। নিজেকে বৈষ্ণব-অভিমান করিতে হইবে না। বিষ্ঠার কৃমিকীটের আবার অভিমান কি?”

"ক্ষিত্যভিমান, জাত্যভিমান ও দেহাত্মবোধ থাকিতে হরি-ভজন হইবে না।"

"শ্রীগুরুদেব বা শ্রীভগবদ্ভক্তগণ যদি **অভিনিবেশ-সহকারে** কাহারও প্রতি স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তবেই সে'টী কৃপাদৃষ্টি। তাহা না হইলে 'ফাঁকা-ফাঁকা'-ভাবে, 'ভাসা-ভাসা'-ভাবে ত' অনেককেই দেখেন। তাঁহাদের কৃপা-দৃষ্টিতে পতিত হওয়াই মহা-সৌভাগ্যের বিষয়।"

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শ্রীহরিকথা

অর্চা হইতে অন্তর্যামী, তদপেক্ষা বৈভব, ব্যূহ এবং পরতত্ত্বের পরপর শ্রেষ্ঠতা, তদপেক্ষা পরমতত্ত্ব শ্রীনাম-প্রভুর সেবাই শ্রীশ্রী-রাধাগোবিন্দের সাক্ষাৎ সেবা, ইহাই শ্রীগৌড়ীয়-গুরুবর্গ শিক্ষা দিয়াছেন।

আমার প্রত্যেক আচার-প্রচার, চাল-চলন, ষোল আনা পরিপূর্ণভাবে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্তোষ-বিধানের জন্য, শ্রীশ্রী-গুরুদেবেরই মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণের জন্য। ইহা তাঁহারই অনু-মোদিত, স্বয়ং শ্রীগুরুদেবই এই সকল করাইতেছেন,—এই বিচার যেখানে নাই, যেখানে সন্দেহ, সেখানেই সর্বনাশ।

জীবের দুর্ভাগ্যক্রমে সেবা-শৈথিল্য-বশতঃ মধ্যম ও উত্তম অধিকারের 'নাম-ভজন'-মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিলে ক্রমশঃ কনিষ্ঠ অধিকারের অর্চনে পৌঁছায় ও অবশেষে অর্চন হইতে চ্যুত হইয়া পঞ্চোপাসনায় পতিত হয়।

অবশেষে তাহারা আশ্রয়-বিগ্রহের সহিত বিষয়-বিগ্রহের বিলাস অস্বীকার করিয়া বিষয়-বিগ্রহকে বিলাসহীন নির্বিশেষ দেখিতে গিয়া, নির্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে। ইহা জীবের চরম দুর্ভাগ্য।

যদি কাহারও চিন্তাধারা শ্রীগুরুদেবের চিন্তাধারার সঙ্গে ভাগ্যক্রমে মিশে যায়, কেহ যদি শ্রীগুরুদেবের সহিত সমচিত্ত-বিশিষ্ট হ'তে পারেন, তাঁ'র তত্ত্ববিচার-নৈপুণ্য থাকুক, আর না থাকুক—তা'তে কিছু যায় আসে না। এইটাই দরকার।

মুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত Negative side. মুক্তির পর Positive side আরম্ভ হইল। সেখানে কৃষ্ণের বিলাস এবং পঞ্চরসের যে-কোনও রসে সেই বিলাসের কোনও সামগ্রী হওয়া,—ইহাই সিদ্ধিলাভ। জীবের বদ্ধ ভূমিকা—ব্রহ্মাণ্ড। তদূর্দ্ধে তটস্থ-ভূমিকা বিরজা ও ব্রহ্মলোক। তথায় বিশেষ ধর্ম নাই। তদূর্দ্ধে বাস্তব ভূমি বৈকুণ্ঠ ও সর্বোপরি গোলোক-বৃন্দাবন অবস্থিত। সেখানে সর্বেশ্বরেশ্বর অখিল রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ কেবল ক্রীড়াময়।

যেমন কোন ডোবা বা খালের পানা যদি কোনওক্রমে একবার নদীর স্রোতে পড়িতে পারে, তাহা হইলে উহা সমুদ্রে যাইয়া পড়ে ; তেমনই আমরাও যদি সাধুগণের আকর্ষণ ও চিন্তাস্রোতের মধ্যে পড়িয়া যাইতে পারি অর্থাৎ প্রপন্ন হইয়া তাঁহাদের সহিত নিজেকে Adjusted করিয়া নিতে পারি, তা'হলে আমরাও তাঁহাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারিব। এস্থলে আমাদিগকে Adjusted হইতে হইবে।

শক্তিমান্ বা ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ, আর সকলেই শক্তি-জাতীয় বা ভোগ্য জাতীয়। যেমন একজন নারী অন্য নারীকে ভোগ করিতে পারে না, তেমন জীবগণ প্রত্যেকেই স্বরূপতঃ প্রকৃতি বলিয়া অপর জীবকে ভোগ করিতে পারে না।

সমস্ত গ্রন্থ মন্থন করিয়া ফেলিলেও এমন একটু ফাঁক আছে, যেটা কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। সেটি সম্পূর্ণ অনুভূতির বস্তু।

বৈষ্ণবেরা যদি সন্তুষ্ট হ'ন, তবেই বুঝা যাইবে যে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কারণ কৃষ্ণ অন্য কোথাও নাই, ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে তিনি নিয়ত বিরাজমান।

সেবাকার্যে মহাবীর হইতে হইবে; সময় নাই নিশ্বাস ফেলিবার। সঙ্কুচিত হইলে হইবে না। তুলার বস্তা হইলে হইবে না, এ্যারোপ্লেনের মত গতিবিশিষ্ট হইতে হইবে।

বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই গুরুত্বের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়। যিনি যতটা বৈষ্ণবের-সেবক, তিনি তত অধিক বৈষ্ণব। যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক বৈষ্ণব-সেবক, তিনি বৈষ্ণব-শিরোমণি অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের সম্রাট্ শ্রীগুরুদেব।

আশ্রয়-বিগ্রহ-শিরোমণি শ্রীবৃষভানুনন্দিনী সর্বোত্তমা হইয়াও গোপীগণের, নন্দযশোদার, শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের, দাসগণের গো-বেত্র-বিষাণ প্রভৃতি শান্ত-রসের রসিক-গণের সেবন-লীলা-প্রকট-কারিণী।

এই সম্বন্ধযুক্ত-সেবাই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী। কুল, পাণ্ডিত্য, তপস্যা বা অন্যান্য জাগতিক গুণ শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতে পারে না। বিশ্রম্ভসেবার প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহাতে কোনও প্রকার **পদ্মানীতি** অর্থাৎ বণিগ্‌বৃত্তি নাই। ভৃত্য বণিক্ নহে, বণিক্‌ও ভৃত্য নহে। গুরু অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হইয়াও যিনি বৈষ্ণবের সেবা করেন, **তিনিই আশ্রয়-বিগ্রহ জগদ্‌গুরু।**

এখনও মাহাত্মা যিশুখৃষ্টের মত সত্যের প্রচারকগণকে ক্রুশে বিদ্ধ হইতে হয় নাই। শ্রীরামানুজাচার্যের শিষ্য কুরেশের মত এখনও তাহাদের চক্ষু উৎপাটিত হইতে পারে নাই, স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মত কলসীর কাণায় তাহাদিগকে আহত হইতে হয় নাই;

শ্রীনামাচার্যের মত বাইশ বাজারে প্রহৃত হইতে হয় নাই ; স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরের মত নবদ্বীপ হইতে অন্যত্র গমন করিতে হয় নাই ; শ্রীল প্রভুপাদের মত কুলিয়ায় প্রৌঢ়ামায়া-তলার সম্মুখে মৎসর-গণের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতে হয় নাই। পূর্বাচার্যগণের সহিষ্ণুতার আদর্শসমূহ অনুসরণ করিবার জন্য শুদ্ধ সংকীর্তনকারীদের সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। দুর্যোধন-পক্ষীয়গণের চক্রান্তে কৃষ্ণসখা পাণ্ডবগণের জতুগৃহ-দাহ, সাধারণ সভায় দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিবার চেষ্টা, নানাপ্রকারে লাঞ্ছনা-প্রদান ; স্বয়ং কৃষ্ণের মাতা-পিতা দেবকী-বসুদেবের এবং নন্দ-যশোমতীর প্রতি কংস-পক্ষীয়গণের নানা প্রকার কল্পনাতীত দৌরাত্ম্য ও প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর অকথ্য নির্যাতন প্রত্যেক আচার্যের চরিত্রে সহিষ্ণুতার আদর্শ দৃষ্টান্ত-সমূহ স্মরণ করিয়া আমাদিগকে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের পদনখ-শোভার সৌন্দর্য ও মাধুর্য উপলব্ধি করিতে হইবে।

খবরের কাগজগুলিতে ছাপার অক্ষরে নাম বা সংবাদ বাহির হইলেই যে খুব প্রচার হইল, তাহা নহে।

কতকগুলি ভোগী রিপু-তাড়িত ব্যক্তি জানিতে পারিল বা না পারিল, তাহা দেখিয়া কৃষ্ণকথা-প্রচারের মাপ করা হইবে না।

বহির্মুখ জনমত শুদ্ধা ভক্তি-প্রচারের Metre নহে। সত্য সত্য নিষ্কপট প্রাণ কতটা সেবোন্মুখ হইল, সত্যকে বরণ করিল, আচরণও বাস্তব জীবনে পরিণত হইল, তাহাই প্রচারের মাপকাঠি।

"প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে 'ভাল আমির' বিচার গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ বৈষ্ণবের সেবা-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইতে হইবে ; নতুবা 'বড় আমি'র বিচারের মধ্যে পড়িয়া ব্রহ্মনির্বাণে আত্মবিনাশ বরণ করিতে হইবে। তাহা কখনও সঙ্ঘ বা সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য নহে। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের নিত্য চেতনময় সেবা-মুখে অহৈতুক অকৃত্রিম আনন্দ-লাভই শোক, মোহ ও ভয়-নিবারণের একমাত্র উপায়।"

কৃষ্ণের বিলাসের উপকরণই বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ও কৃষ্ণের পরস্পরের মধ্যে বিলাস নিত্যকাল চলিতেছে। সেই বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া যে কৃষ্ণদর্শনের চেষ্টা বা ইচ্ছা, তাহা নির্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান মাত্র। যিনি কৃষ্ণকে দিতে পারেন, যাঁহাকে লইয়া ভগবানের ভগবত্তা অর্থাৎ কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব, তিনিই বৈষ্ণব। তাঁহার সেবার জন্য সর্বক্ষণ যাঁহার হৃদয়ে তীব্র বিরহ জাগরূক হইয়া উঠিতেছে, যিনি সর্বক্ষণ "হায় হায়! আমি ত' বৈষ্ণব-সেবা করিতে পারিলাম না, 'কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার"—ইত্যাদি বলিয়া সত্য সত্য ব্যাকুল হইতেছেন, তাঁহারই প্রতি বৈষ্ণবের কৃপাশীর্বাদ বর্ষিত হইতেছে। বৈষ্ণবের আবেদনে অমন্দোদয়-দয়াময় কৃষ্ণ তাঁহাকেই কৃপা করিতেছেন।

আমার বৈষ্ণবসেবা হইল না বলিয়া বৈষ্ণব-সেবক-মাত্রেরই দৈন্য থাকা দরকার। সেই নিষ্কপট দৈন্য যাঁহার যত বেশী, তিনি তত অধিক কৃষ্ণের প্রিয়, কৃষ্ণ তাঁহার নিকট তত বেশী আকৃষ্ট। বৈষ্ণব-সেবার বিচারই প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত এবং তাদৃশী ভক্তিই কৃষ্ণাকর্ষণী। **সকলের ইহা দৃঢ় এবং নিশ্চিতরূপে জানা**

দরকার যে, "শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বিরহ-স্মৃতিই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভ করায়"।

বৈষ্ণব-সেবক নিজে নামপরায়ণ থাকিয়া, প্রত্যেকে যাহাতে শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্তনে উন্মুখ থাকেন, তজ্জন্য চেষ্টা করিবেন। তাহা না করিলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে বাধা পড়িয়া নানাপ্রকার অমঙ্গল আক্রমণ করিবে।

প্রত্যেকেরই অধিকার যাহাতে উন্নত হয়, তজ্জন্য আমাদের পরস্পরের মিলিয়া মিশিয়া চেষ্টা করা আবশ্যক। যিনি তাহা চাহেন না, তিনি কৃষ্ণকেই ফাঁকি দিতে চান। যেখানে পরস্পরের ভজনোন্নতি বিধান করিবার চেষ্টা দেখা যায় না, সেখানে কৃষ্ণের সুখ নাই।

—(গৌড়ীয় ১৭শ খণ্ড, ২য় সংখ্যা)

দম্ভ ও বিরহ

দম্ভ—কুৎসিৎ কুরূপ, উহা সনাতন রূপের বিরোধী। সম্ভোগের পূর্ণতম বিকট রূপই দম্ভ; আর বিরহে প্রকৃত সেবায় দৈন্য, বিজ্ঞপ্তি ও লালসাই অভিব্যক্ত। বিরহের মধ্যে অমানিত্ব ও মানদত্ব-ধর্ম অনুস্যূত।

"নিজমানে স্পৃহাহীন" ও "অন্যকে যথাযোগ্য সম্মান-দান"—ইহা কৃষ্ণ-বিরহ-বিভাবিত হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম। সম্মান-দান দুই প্রকার—মানবোচিত বা জীবোচিত, আর একটি বৈষ্ণবোচিত। বিরহ ও দৈন্য পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। দয়ার প্রবৃত্তির মধ্যে দম্ভ নাই, অহঙ্কার নাই। 'আমি দাতা'—দয়া-বিতরণ-

কারীর এইরূপ প্রাকৃত অহঙ্কারজনক ভোক্তৃবুদ্ধি নাই। দয়ার Messenger বা Bearer এর কোন ব্যক্তিগত Credit (বাহাদুরি) নাই। যে স্থলে নিজে Credit (বাহবা) লইতে প্রস্তুত, সে-স্থলেই দম্ভ ; সেই দয়াতে কোনও মঙ্গলোদয় হয় না।

যদি শরীর চালনা করিয়া সাধুর সঙ্গ করা সম্ভব না হয়, অর্থাৎ সাধুর সঙ্গে বাসের সুযোগ না হয়, তাহা হইলে চিত্তের দ্বারা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ সাধুর সঙ্গ সর্বদা করিতে হইবে। দেহের দ্বারা হরিভজন হয় না। সুস্থ বা অসুস্থ দেহ কোনওটীই হরিভজন করিতে পারে না। **আত্মা বা চেতনই হরিভজন করে।** দেহের সঙ্গে হরিভজনের কোনই সম্বন্ধ নাই। কেবলমাত্র শুদ্ধভক্তির সুষ্ঠু নির্বাহ যাহাতে হয়, তৎপ্রতি বিশেষ তীব্রদৃষ্টি ও যত্নাগ্রহ রাখিয়া যুক্তবৈরাগ্যের আশ্রয়-লাভ ঘটিলেই দেহে বা ইন্দ্রিয়ে শুদ্ধভক্তির অভিব্যক্তি হইয়া পড়ে।

দূরে দূরে থাকার দরুণ শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের কোনও সেবা করিতে পারেন নাই ; তাহা হইলেও তাঁহারাই প্রকৃত সঙ্গ বা সেবা করিয়াছেন। সমচিত্ত-বিশিষ্ট থাকিলেই সাধু-গুরুর সেবা হয়।

"অহংমম"-ভাবরূপ অপরাধই প্রবল অপরাধ। জীব কখনও নিজের শক্তির দ্বারা এই সকল বর্জন করিতে পারে না। একান্ত নামপরায়ণ সাধুর কৃপা ও শ্রীনাম-প্রভুর কৃপায় এই সকল অপরাধ

বিদূরিত হয়। এজন্যই শ্রীগুরুদেব ও সাধুগণের আনুগত্য প্রয়োজন। শ্রীনামের নিকট সর্বদা অকপটে সকাতরে ক্রন্দন করিয়া নিজ-দুর্দৈবের কথা অনুক্ষণ জানাইতে হইবে। "নাম-ভজন ব্যতীত অন্য কোনও পথ নাই।" এই সকল কথা প্রচলিত ধর্মসম্প্রদায়ের পুঁথিপত্রে পাওয়া যায় না। ইহা একমাত্র গৌড়ীয় আম্নায়-ধারার সুগোপ্য রহস্য। **নাম-কীর্তনের পথ ব্যতীত পথ নাই, পথ নাই, পথ নাই।**

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।"

আমি যদি অপরকে কৃপা না করি, তবে নিতাই-ই বা আমাকে কৃপা করিবেন কেন? আমি স্বার্থপর হইয়া গোলোক-ধামে যাইব, ভজন-কৌশল কাহাকেও বলিব না, একা-একাই ধনী হইব, কাহারও জন্য একটু সময় নষ্ট করিতে পারিব না, এইরূপ মনোবৃত্তি নিতাই পছন্দ করেন না। আমার মত একটা মহানারকী, পাতকী, অপরাধী, পাষণ্ডী—যা'র নিতাই-এর কৃপা ছাড়া গতি নাই, তা'কে কৃপা করিতে নিতাইর কি দায় ঠেকিয়াছে, যদি তিনি না অপরকেও একটু কৃপা করেন?

কৃষ্ণের জন্য নিরন্তর দারুণ ব্যথা চিত্তে জাগ্রত থাকা চাই। দিবানিশি অভাববোধ—বিরহবোধ। ব্যাকুল হ'য়ে কৃপাভিক্ষা করা দরকার। কৃষ্ণকে না পেলে বেঁচে থেকে লাভ নেই; আর সময় নাই। শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর সমস্ত লীলাটা চলিয়া গেল,—

এই প্রকার শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাসঙ্গ, এত অনুকূল পারিপার্শ্বিকতা, এতেও যদি কৃষ্ণ পাওয়া না যায়, তবে কি আর কোনও দিন সুবিধা হবে ?

হৃদয় হইতে শুদ্ধভক্তির প্রতিবন্ধক ভাবসমূহ দূর হইলে স্থায়িভাবের বা রতির উদয় হইবে। **স্থায়িভাব বা রতির উদয় হইলে ভক্তির পূর্ণতা বা প্রেমপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হইল, তখন আর ভয় নাই; তখন হৃদয়ের ভিতরে যে উল্লাস, তাহা ভাষায় প্রকাশিত হয় না।** বাহিরে ভজন-প্রতিবন্ধকতার সহিত যুদ্ধ বা ব্যবহারিক দুঃখ প্রভৃতি যাহাই দেখা যাউক না কেন, ভজনকারী তখন ভিতরে কেবল সেবানন্দের অনুভূতিতেই মগ্ন থাকেন। আর স্থায়ী ভাব গাঢ় হইয়া গেলে যে প্রেম হয়, তাহা একেবারেই অবর্ণনীয় ও অনির্বচনীয়। এই প্রেমসেবায় কৃষ্ণ একেবারে মুগ্ধ। বৈকুণ্ঠে ভগবান্ সেবকের সেবায় মুগ্ধ—বশীভূত হইয়া যান না। কিন্তু বৃন্দাবনে তিনি সেবকের নিকট ঋণী বা বশীভূত। **যতই দ্বিতীয়াভিনিবেশ কমিতে থাকে, ততই সাক্ষাদনুভূতি হইতে থাকে।** যতই সেবানন্দের অনুভূতি হয়, ততই অনুভূতির আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িতে থাকে। সেবক সেবানন্দ কোটি গুণে লাভ করেন, আর কৃষ্ণ স্ব-মাধুর্যদ্বারা আকৃষ্ট করিয়া তাহা যেন কোটি কোটি গুণে বাড়াইয়া দেন; কাজেই তৃপ্তি আর হয় না, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এইরূপ ভাব চলিতে থাকে।

প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ-স্পৃহা—তমোধম ।

তমোগুণের স্থান দ্যূত-সদন। 'দ্যূত'-মানেই জাল-জুয়াচুরি, কপটতা বা কুটিনাটি। রজোগুণের স্থান—গ্রাম অর্থাৎ গৃহ, অর্থাৎ রজোগুণ-মানে গৃহারামতা, দেহারামতা,ইহাই জগৎ জুড়িয়া আছে। সত্ত্বের স্থান বন অর্থাৎ নির্জন বা শান্তিপ্রিয়তা, এই নির্জন বা শান্তিপ্রিয়তারূপ বনবাস হইতে নিঃশ্রেয়স্ বনের অনুসন্ধান আরও শ্রেষ্ঠ। উহাই বিশুদ্ধ সত্ত্বের আশ্রয় ও গুণ। নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠেই আত্মা স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন। এই নিঃশ্রেয়স্ বন হইতে গৌরবন অর্থাৎ রাধাবন বা শ্রীবৃন্দাদেবীর বন আরও শ্রেষ্ঠ। নিঃশ্রেয়স্ বনে অধিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। এ জগতে অধিষ্ঠান নাই, কেবল ভ্রমণ। এ জগৎ হইতে অস্তিত্ব মুছিয়া যায়,—যাউক। কিন্তু তাহার আগে বিশ্বক্সেনের খাতায় নামটা লেখা হউক। বিশ্বক্সেনের খাতায় শ্রীনারায়ণ-সেবকের নাম লেখা হয়। শ্রীকৃষ্ণসেবকের নাম ওঠে—মধুর রসে শ্রীবৃন্দা-দেবীর খাতায়, বাৎসল্যে শ্রীনন্দযশোদার, সখ্যে শ্রীদাম-সুবলের, দাস্যে রক্তক-পত্রকের খাতায়। সেখানে নামটা লেখা হউক, ইহাই আমাদের প্রতিজন্মে একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ এই কীর্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপের স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীরাধামাধবের যে নিত্যকীর্তন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার সাহিত্যরূপে প্রকাশিত। সেই সাহিত্য রসামৃতসিন্ধুর একটি বিন্দু আস্বাদন করিবার যোগ্যতা হইলে প্রত্যেক জীব কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন।

"হায় হায়! আমি কৃষ্ণ পাইলাম না,—এই দুশ্চিন্তা আমাকে উৎপীড়ন করিয়া দুর্বিষহ হৃদয়-ভার নিশ্চিন্তে বহন করাইতেছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও লজ্জার কথা—আর কি হইতে পারে?"

নিজেকে বলি দিতে হইবে। যে যত নিজকে বলি দিতে পারিবে, সে তত শীঘ্র শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাইবে। মহাপ্রভু দীনের ঠাকুর। কাঙ্গাল—দীন হইতে হইবে। ভাল খাওয়া ছাড়িতে হইবে। বেশী নিদ্রা ত্যাগ করিতে হইবে। প্রজল্প একেবারেই ছাড়িতে হইবে। প্রজল্প হরিভজনের পথে বিশেষ বাধাজনক। অসচ্চিন্তা দূর করিতে হইবে। সর্বক্ষণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের চিন্তা করিতে হইবে। গুরুবর্গের ও সকল বৈষ্ণবের পাদপদ্মে নিরন্তর প্রার্থনা জানাইতে হইবে। নিজের দীনতার কথা স্মরণ করিয়া নিজেকে শত শত ধিক্কার দিতে হইবে। গুরুবর্গের চিন্তা জোর করিয়াও করিতে হইবে। জোর করিয়া অসচ্চিন্তাকে দূর করিয়া, গুরুবর্গের কৃপা প্রার্থনা ও স্তবাদি স্মরণ করিতে হইবে।

আগে নিজেকে জানিতে হইবে। সর্বক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুস্পষ্টরূপে হরিনাম করিতে হইবে। আমি সকলের চেয়ে ছোট, আমি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের পদধূলি, এরূপ অভিমান বা দীনতা থাকিলে শ্রীধাম শীঘ্রই কৃপা করিবেন। প্রত্যহ শ্রীশ্রীগুরুবর্গকে দণ্ডবৎ প্রণাম ও শ্রীতুলসীদেবীকে প্রণাম করিলে বা তাঁহাদের

প্রতি টান থাকিলে শ্রীহরিভক্তি লাভ হইবে। প্রত্যহ পরিক্রমা করা দরকার। হরিভজন করিতে আসিয়া যা'তে আমার সুখ হয়, এরূপ কার্যে যদি অভিনিবেশ যায়, তবে হরিভজন হইবে না। কৃষ্ণের সুখ কিসে হইবে, সেই দিকে লক্ষ্য থাকা অত্যন্ত আবশ্যক।

কৃষ্ণকে মনে রাখিতে হইবে। প্রত্যেক জিনিষ বা ঘটনা কৃষ্ণের ইচ্ছায় আমার নিকট আসিয়াছে বা আসিতেছে,—জানিতে হইবে। অবিরাম নামগ্রহণ করা দরকার। নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণ করিলে সমস্ত অপরাধ দূর হইয়া যাইবে।

ভক্তি—আস্বাদনের ব্যাপার, সেখানে প্রশ্ন নাই। জ্ঞান—খোসা ছাড়ানোর ব্যাপার। যেখানে কেবল প্রশ্ন, সেখানে অনর্থ আছে। বিধিমার্গীয় ব্যাপারেই প্রশ্ন। রাগের উদয় হইলে প্রশ্ন থাকে না। সম্বন্ধ-জ্ঞান হইলে এবং আপন-বোধের উদয় হইলে আর অসুবিধা নাই।

মুক্তি ব্যাপারটি সোজা নহে। অজামিলের নামাভাসেই মুক্তি হইয়াছিল। মুক্তি হইলে তাহার লক্ষণ-স্বরূপ অকপট দৈন্য জাগ্রত হইবে; অনুতাপ, অনুশোচনা, সকলকে শ্রেষ্ঠ দর্শন, নিজকে দীনহীন, নগণ্য, পতিতাধম বলিয়া জ্ঞান আসিবে।

প্রাত্যহিক সাধারণ সেবাকার্যের সঙ্গে মৃত্যু-সময়ের ব্যাপারের পার্থক্য আছে। সারাজীবন পরিশ্রম করিয়া যদি মরণ-সময়ে নারায়ণের স্মৃতি না আসে, তবে সবই ব্যর্থ; অথচ সারা জীবন

বেশী কিছু না করিয়া মৃত্যুসময়ে যদি নারায়ণের স্মৃতি আসে, তবে সব সার্থক। সর্বক্ষণ ফলের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমার কার্যের কি ফলটি উদিত হইতেছে, ইহা লক্ষ্য করিয়া সেবা অথবা কর্ম, তাহা পরীক্ষা করিবে। শ্রদ্ধার উদয়ে প্রতিষ্ঠাশা ও দম্ভের লেশ থাকিবে না। দৈন্য ও অশ্রুর সঙ্গে কৃপাভিক্ষা হইবে। ভক্ত ভগবানের কাছে কিছুই চাহেন না। ভগবান্‌ও ভক্তের নিকট কিছুই চাহেন না।

সর্বক্ষণ নিজেকে ঝাঁটা-জুতা মারিতে হইবে। যাহাতে দেহাত্ম-বুদ্ধি চলিয়া যায়,তাহার জন্য সর্বক্ষণ শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পাদপদ্মে কৃপাপ্রার্থনা করিতে হইবে। কৃপা-ভিক্ষা দুই প্রকারের,—শুষ্ক ও ভিজা। নিজের আধ্যক্ষিকতা প্রবল রাখিয়া যে কৃপাভিক্ষা—তাহা শুষ্ক, তাহাতে ফলোদয় হয় না। দৈন্য ও অশ্রুজল-সহ নিজেকে নিঘৃণ্য জানিয়া যে ভিক্ষা, তাহা ভিজা। তাহাতে ফল হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের বিরহোৎসবে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের বিরহ-স্মৃতি পরম বাস্তব বলিয়া বোধ হওয়া চাই। কেবল পরোপদেশে পাণ্ডিত্য বা বাগ্‌বৈখরীর প্রদর্শনী বা বিষয়রাগ-দুষ্ট চিত্তের প্রাণহীন কীর্তন-দ্বারা পিত্তবৃদ্ধি এই বিরহোৎসবের অনুষ্ঠান নহে।

অনন্তকোটি জীবাত্মার একমাত্র নিত্য স্বাভাবিক ধর্মই সপরিকর শ্রীশ্রীলীলাপুরুষোত্তমের জন্য মিলনের পরিপোষক তীব্র বিচ্ছেদের অনুভূতি।

"হায়! শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সাক্ষাদ্‌ভাবে আমার শাসক ও নিয়ামকরূপে এইস্থানে আর দর্শন করিতে পারিব না বা পারিতেছি না! কি দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা, তাঁহার শাসনগর্ভে থাকিবার সৌভাগ্য হইতে চিরদিন বঞ্চিত হইয়াছি"—এই দুঃখ-বোধের জ্বালা বাস্তবভাবে যাঁহার যতটা সুতীব্র হইবে,তিনি ততটা শীঘ্র মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিজজন বা প্রেষ্ঠ সেবকরূপে ভজন-সিদ্ধি লাভ করিবেন। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের সাক্ষাৎ শাসনগর্ভে থাকিবার জন্য যাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা নাই, তাহাদের হৃদয় দাম্ভিকতায় পরিপূর্ণ। তাহারা কোনও দিন হরিভজনের রাজ্যে প্রবেশ করে নাই বা করিতে ইচ্ছুক নহে। নিজের মাপকাঠির মধ্যে শ্রীগুরুবর্গকে আনিবার চেষ্টা করা ঘৃণিততম দাম্ভিকতা ও প্রতিষ্ঠাশামূলক অপরাধের পরাকাষ্ঠা ছাড়া—আর কিছুই নহে। এই দাম্ভিকতা ও প্রতিষ্ঠাশার লেশ রহিত হইলেই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বা ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের সর্বপ্রথম যোগ্যতা হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের নিজ-জনের যিনি নিজজন, তাঁহারই ত' একান্ত বাধ্য—অখিল-লীলারসময় শ্রীকৃষ্ণ। সর্বতোভাবে মায়া-সঙ্গ, প্রতিষ্ঠাশা ও পুরুষাভিমান বিসর্জন দিয়া, সম্পূর্ণভাবে অকপট দীন হইয়া,শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জনগণের অতুল সেবা-সম্পত্তিকে প্রাণধন সর্বস্বজ্ঞানে অগ্রসর হইবার সুদৃঢ়তা ও তজ্জন্য কোটীপ্রাণ বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত থাকিলে শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠ ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের অবশ্যই নিশ্চিত করুণা হইবে, ইহা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

নিশ্চিন্ত ব্যক্তি পশু অপেক্ষাও অধম। "ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন"—এইরূপ ভাব অত্যন্ত জড়াসক্ত আচ্ছাদিত

চেতনের ধর্ম। চিত্তে শ্রীগুরুবর্গের সেবার পথে লোভ ও হৃদয়-ফলকে শ্রীগুরুবর্গের অপ্রাকৃত ভজন-চেষ্টারূপ গুণাবলীর রেখাপাত হওয়াই একান্ত আবশ্যক ; নতুবা ভজনসিদ্ধি-লাভ সুদূর-পরাহত।

প্রত্যেক কার্যে যদি ভগবৎস্মৃতি না আসে, চিত্তটি দৈন্য ও আর্তিতে বিগলিত না হয় এবং সেবাতে উত্তরোত্তর আবেশ, অভিনিবেশ, লোভ ও প্রীতি না আসে, তবে সমস্তই বৃথা। স্মৃতি না হইলে জানিতে হইবে, বাধা আছে !

পরমারাধ্যতম

শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের হরিকথা।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

সর্বপ্রকার উপাসনার মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। ভক্তির মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে—নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি।

"মদ্‌গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥"—(ভা ৩।২৯।১১)

গঙ্গার সাগরাভিমুখে গতির ন্যায় ভগবানের প্রতি হৃদয়-বৃত্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। 'সর্বগুহাশয়ে ময়ি ভগবতি।"

গুহা—যাহা মানবজাতির অক্ষজজ্ঞান-গম্য নহে, কায়-

মনোবাক্যে যেখানে থামিয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভূমিকার নাম "গুহা"। গহ্বর—যাহা মানবজাতি চিন্তা করিয়াও পায় না, তাহার নাম বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠে যিনি শয়ন করেন—কারণ-সাগরে—গর্ভসাগরে—ক্ষীর-সাগরের উপরে আর একটি বৈকুণ্ঠ,—তাহা পরব্যোম। উপরোক্ত তিন সমুদ্র অতিক্রম ক'রে যিনি অবস্থান করেন, তিনি গুহাশয়—গূঢ় পুরাণ-পুরুষ। নারায়ণ মানব-জাতির ইন্দ্রিয়াতীত, মনের চিন্তার বা ভাবনার অতীত স্থান 'গুহাতে' যিনি শয়ন করেন, লীলা করেন, বিহার করেন।

যে ভূমিকা বিরজা অর্থাৎ সত্ত্বরজোস্তম-রহিত—যেখানে ফল-কামনা নিবৃত্ত হ'য়ে যায়, দ্বৈত-ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হ'য়ে যায়, দ্রষ্টা-দৃশ্য এবং ভোক্তা-ভোগ্য নিবৃত্ত হ'য়ে যায়।

ক্ষীর—শুভ্র। গর্ভ—আকার। কারণ—জড় ও জীবের কারণ। তটস্থ-শক্তির অবস্থান—সমগ্র জীবশক্তির Total—একত্র যেখানে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা—তাহার অন্তর্যামী—গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু। এক এক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার অন্তর্যামী ক্ষীরোদক-শায়ী বিষ্ণু। জীব ও জড়ের কারণ—কারণ-সাগর—তাহাতে শয়ন করেন যিনি, তিনিই কারণোদক-শায়ী বিষ্ণু। জীবাত্মার শুদ্ধ চিত্তে শয়ন করেন যিনি, তিনি ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। কারণসাগর-শায়ী, গর্ভসিন্ধুশায়ী ও ক্ষীরশায়ী—সকলেই নারায়ণ। নারের অয়ন বা আশ্রয় যিনি, তিনি নারায়ণ। 'নারকে' অর্থাৎ জীবকে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে দান করেন যিনি, তিনি শ্রীনারদ। কর্মকাণ্ডের স্মৃতিশাস্ত্রের কর্তা মনু, তিনি নিরীশ্বর কর্মী জৈমিনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মনু যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা হেতুবাদের দ্বারা খণ্ডন

সেটী অপ্রাকৃত না হইলে রসের উল্লাস হয় না। চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা—অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনে।

অখিল-রসামৃতসিন্ধু—যুগলিত শ্রীকৃষ্ণ। অতুল্য মধুর প্রেম-দ্বারা মণ্ডিত শোভিত প্রিয়বর্গ—তাঁহাদের মণ্ডলীবেষ্টিত যিনি, তিনিই যুগলবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। "ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকল-কূজিতঃ।" তিনি বেণু-বংশী-মুরলীধারী, সকলের চিত্তহারী—সমস্ত ধর্ম চূরমার করিয়া দেন। যার যাহা আসক্তির জিনিষ, সব চূরমার ক'রে তিনি নিজের শ্রীচরণকমলের দিকে টানেন ; দীর্ঘবেণু, দীর্ঘতর বংশী, দীর্ঘতম মুরলী, "অসমোর্দ্ধ্ব রূপশ্রী বিস্মাপিত চরাচর"—যাঁহার রূপের ছটায় স্থাবর-জঙ্গমকে বিস্ময়-সাগরে ডুবাইয়া দেয়। ৬৪ গুণের মধ্যে লীলা ও রূপ—গুণের মধ্যেই ধরা হয়। বৃন্দাবনেশ শ্রীকৃষ্ণের ৬৪টি গুণ। দ্বারকেশ ও মথুরেশের ৬২টি গুণ।

এক সেকেণ্ডও যাঁহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান হইতে বিরত হয় না, মনের যে প্রবাহ তাহাতে ভগবানের চরণকমলের সুখানুসন্ধান বন্ধ হয় না—যেই কৃষ্ণকথা-শ্রবণ হইল, অমনি কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল, তাঁহাদের বিষয়েই গঙ্গার সহিত উপমাতে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক যথার্থ হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবত—অপ্রাকৃত মহাকাব্য-সাগর। গুণ-শ্রবণকে কি বলা যাইবে ? অবিরত চিত্তবৃত্তির দ্বারা স্মৃতি কোথায় ? গুণ-শ্রবণমাত্রই যে চিত্ত, তাঁহার প্রতি অভিনিবিষ্ট রহিল—ইহাতে ফলান্তর কামনা রহিল না। তাই ইহা অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। নিজের কিছু সুবিধা করিয়া লইব, এরূপ কামনা নাই। যেমন—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—নিজেরই স্বার্থ। শ্রীকৃষ্ণগুণাবলীর

সেটী অপ্রাকৃত না হইলে রসের উল্লাস হয় না। চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা—অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনে।

অখিল-রসামৃতসিন্ধু—যুগলিত শ্রীকৃষ্ণ। অতুল্য মধুর প্রেম-দ্বারা মণ্ডিত শোভিত প্রিয়বর্গ—তাঁহাদের মণ্ডলীবেষ্টিত যিনি, তিনিই যুগলবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। "ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকল-কূজিতঃ।" তিনি বেণু-বংশী-মুরলীধারী, সকলের চিত্তহারী—সমস্ত ধর্ম চূরমার করিয়া দেন। যার যাহা আসক্তির জিনিষ, সব চূরমার ক'রে তিনি নিজের শ্রীচরণকমলের দিকে টানেন ; দীর্ঘবেণু, দীর্ঘতর বংশী, দীর্ঘতম মুরলী, "অসমোর্দ্ধ রূপশ্রী বিস্মাপিত চরাচর"—যাঁহার রূপের ছটায় স্থাবর-জঙ্গমকে বিস্ময়-সাগরে ডুবাইয়া দেয়। ৬৪ গুণের মধ্যে লীলা ও রূপ—গুণের মধ্যেই ধরা হয়। বৃন্দাবনেশ শ্রীকৃষ্ণের ৬৪টি গুণ। দ্বারকেশ ও মথুরেশের ৬২টি গুণ।

এক সেকেণ্ডও যাঁহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান হইতে বিরত হয় না, মনের যে প্রবাহ তাহাতে ভগবানের চরণকমলের সুখানুসন্ধান বন্ধ হয় না—যেই কৃষ্ণকথা-শ্রবণ হইল, অমনি কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল, তাঁহাদের বিষয়েই গঙ্গার সহিত উপমাতে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক যথার্থ হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবত—অপ্রাকৃত মহাকাব্য-সাগর। গুণ-শ্রবণকে কি বলা যাইবে ? অবিরত চিত্তবৃত্তির দ্বারা স্মৃতি কোথায় ? গুণ-শ্রবণমাত্রই যে চিত্ত, তাঁহার প্রতি অভিনিবিষ্ট রহিল—ইহাতে ফলান্তর কামনা রহিল না। তাই ইহা অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। নিজের কিছু সুবিধা করিয়া লইব, এরূপ কামনা নাই। যেমন—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—নিজেরই স্বার্থ। শ্রীকৃষ্ণগুণাবলীর

শ্রবণ-রূপা ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা অর্থাৎ ব্যবধান-রহিতা। আরোপসিদ্ধা ভক্তিতে পর্দা বা ব্যবধান আছে। কেন-না—করিব ত' আমি। দেহে আত্মবুদ্ধি হইতে 'সুরু' করিয়া আরোপসিদ্ধা ভক্তিতে পর্দা আছে, কিন্তু ফলত্যাগ করিয়া উহা কৃত হয়। তোমার রূপ-গুণাদি-শ্রবণ-কীর্তন—তোমারই কার্য।

তোমার হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি আমার কর্ণে অবতীর্ণ হইল। শ্রবণের ফলে আমার পৃথক কোন লাভ নাই, তোমারই সুখ হইবে,—তোমারই লাভ,—সুতরাং অব্যবহিতা।

শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তি অব্যবহিতা, উহাতে কেবল সেব্যেরই সুখানুসন্ধান।

প্রত্যেকটি কীর্তনের শব্দে চিত্ত তোলপাড় হয় কি? নিজের দৈন্য ও ইষ্টদেবের সুখ হচ্ছে কিনা চিত্তে জাগে কি? যেখানে ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানে মনোযোগ, সেখানে নিদ্রা আসে কি?

শ্রবণ-কীর্তনাদি শ্রীহরিরই সুখানুসন্ধানমূলক কার্য, যেখানে এই চিন্তা নাই, তাহা প্রাণহীন শব্দ—তোতা-পাখীর বুলি। তাঁ'র সুখ আছে কিনা—এই সুখানুসন্ধান যেখানে নাই, তাহা সকৈতবা ভক্তি। শ্রবণ-কীর্তনাদির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা থাকিবে—ইহা আমার ইষ্টদেবেরই আনন্দদায়িনী ক্রিয়া। এই স্মৃতি যদি না থাকে, তবে—

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"—(শ্রী চৈ চ আ ৮।১৬)

এই যে দৈন্যপূর্ণ আত্মনিবেদন—সমগ্রভাবে সত্তাকে দিয়া, তাঁ'র হইয়া যে শ্রবণ-কীর্তনাদি করা—দাস্য-অভিমানের সহিত—

তোমার আনন্দদায়িনী বৃত্তির ক্রিয়া আমার ইন্দ্রিয়ে অবতীর্ণ, তোমার দয়াল নামের পূর্ণ সার্থকতা,—আমার কিছুমাত্র স্বার্থ নাই, আমার ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ-কামনা নাই—কোনও ফলান্তর কামনা নাই, ইহাই **"অকিঞ্চনা স্বরূপসিদ্ধাভক্তি।"** সকামা আরোপসিদ্ধা ভক্তিতে ব্যবধান আছে। আবার সকামা ও কৈবল্য-কামা-সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিতেও ব্যবধান আছে। কিন্তু ভক্তিমাত্রকামা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিতে ব্যবধান নাই।

নিরবচ্ছিন্না স্মৃতিই ধ্রুবানুস্মৃতি। যেখানে প্রীতি, সেখানে স্মৃতি থাকিবেই। দ্বেষ ও ভীতি হইতে যে স্মৃতি, তাহা ভক্তি নহে।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

ঢাকা
ইং সন ৩১।১২।৩৭

কতিপয় শ্রদ্ধাযুক্তা মহিলা পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত হইয়া নিজেদের কর্মফল-জনিত দুর্বিপাক-রাশির বিষয় নিবেদন করা মাত্রই কৃপাপূর্বক বলিতে লাগিলেন,—

"শরণাগতি ব্যতীত কোনও পথ নাই, বিপদের কোনই মীমাংসা নাই। অসংখ্য বাধা-বিঘ্ন, বিপদ্-আপদ্ আসিলেও

তাহা শরণাগতের কোনও অমঙ্গল করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শরণাপত্তিই একমাত্র অবলম্বনীয় বিষয়। তাহাতেই পথ পাওয়া যাইবে, আলো দেখা যাইবে।”

পাণ্ডবজননী কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইয়াছিলেন। শ্রীদ্রৌপদীদেবী কৌরবগণের সভাস্থলে বস্ত্রহরণকালে লজ্জা রক্ষার্থে শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাগত হইয়া, সেই দারুণ বিপদে রক্ষা পাইয়াছিলেন। শরণাগত-বৎসল শ্রীকৃষ্ণ কি তাঁহার আশ্রিত জনের ডাকে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারেন? ডাকার মত ডাকা চাই। বিবসনা হওয়ায় লজ্জা ও ভয়ে, একান্ত নিরুপায় হইয়া দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীচরণকমল চিন্তা করিতেছিলেন, মুখে কেবল “হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! হা দীনবন্ধো!”—এই নামই উচ্চারণ করিতেছিলেন। নয়ন-জলে ভাসিতে ভাসিতে ‘কৃষ্ণা’ কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই ডাকিতেছিলেন, দীনবন্ধু শ্রীহরি কি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন? বস্ত্রের ভিতরে কি প্রবেশ করিলেন না? কুরুপাণ্ডব-সমরে জয়দ্রথ বধের বৃত্তান্ত কহিয়া অবশেষে বলিলেন,—

“কর্ণের কবচ-কুণ্ডলাদি গ্রহণ করিয়া ইন্দ্র তাহাকে ‘একাঘ্নী’-অস্ত্র প্রদান করেন, ঐ অস্ত্রটি কর্ণ অর্জুনের বধের জন্য সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে হিড়িম্বা-তনয় ঘটোৎকচের বধার্থে ঐ একাঘ্নী-অস্ত্র প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কর্ণের চিত্তবৃত্তি কাহার প্রেরণায় পরিবর্তিত হইয়াছিল? শ্রীকৃষ্ণ নিজের একান্ত ভক্তকে সর্বদা রক্ষা করেন।”

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভু শকটাসুর বধের বৃত্তান্ত বলিলেন। শকটের নিম্নেও কৃষ্ণ আছেন। অক্ষজবিচারে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের

কোনই অস্তিত্ব নাই বলিয়া বোধ হয়,—সেখানেও তাঁহার নিত্য প্রাকট্য। বিপদ্-আপদ্ দেখিয়া প্রাকৃত লোক মনে করে,—ভগবান্ শাস্তি দিতেছেন।

না,—শ্রীকৃষ্ণ পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি এই বিপদের মধ্যেও আছেন,—তোমাদের মঙ্গলই করিতেছেন।

ভক্ত-বৎসল শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকদের অঘাসুরের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

তিনি দাবাগ্নি পান করিয়া ব্রজবাসীদের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন; গিরিরাজ গোবর্ধনকে বামকরাঙ্গুলির উপর সাতদিন পর্যন্ত ধারণ করিয়া অনায়াসে ইন্দ্রকৃত ঝড়-বৃষ্টি হইতে ব্রজবাসী স্বজনগণকে রক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ শরণাপন্ন ব্যক্তিকে অবশ্যই রক্ষা করেন। শ্রীগীতায় তিনি অর্জুনকে বলিয়াছেন,—

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥"—(শ্রীগী ৯।৩১)

"হে কুন্তীনন্দন! তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার ভক্ত কদাপি বিনষ্ট হন না।"

শ্রীহরিনামে প্রপন্ন হইলেই সব মঙ্গল, নতুবা কোনরূপেই মঙ্গল নাই।

শরণাগতিই বিজয়ী হয়; শরণাগতই রক্ষা পায়।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীহরিকথা

ঢাকা

ইংসন ৫।১।৩৯

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥"

অনন্তশক্তিসম্পন্ন, অত্যদ্ভুতবিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণের তিনটি বিশেষ শক্তি ঃ—যথা (ক) চিচ্ছক্তি, পরা শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি।

(খ) মায়া শক্তি, অপরা শক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি।

(গ) জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি।

জীব অনুচৈতন্যস্বরূপ, চেতনতাই তাহার ধর্ম। ভগবান্ বিভু-চৈতন্য বা বৃহৎ চৈতন্য। অনন্ত অনুচৈতন্য জীবের তিনি আধার বা আশ্রয়-বস্তু। তিনি বাস্তব, নিত্য, সনাতন।

অনুচৈতন্যস্বরূপ জীব যেন একটি বিস্ফুলিঙ্গ, ছাই-চাপা অবস্থায় ও বদ্ধাবস্থায় পতিত হওয়ার যোগ্যতা তা'র গঠনের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। কেননা তাহা তটস্থা শক্তি হইতে জাত।

জল ও স্থলভাগের মধ্যে যে এক **অনির্দেশ্য রেখা**, তাহাকেই বলে 'তট'।

জীব তাহার স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারের দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখও হইতে

পারে, আবার উহার অপব্যবহারের ফলে দারুণ শোচনীয় অবস্থায় অর্থাৎ কৃষ্ণবিমুখতায়ও পতিত হইতে পারে। জীব তাহার স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের ফলেই এই ব্রহ্মাণ্ডে পুনঃ-পুনঃ গমনাগমন করিয়া মায়ার দাসত্ব করিতেছে।

বিভুচৈতন্য ভগবান্ মায়াধীশ, মায়া তাঁহার অধীন তত্ত্ব। আর অনুচিৎ জীব মায়া-কর্তৃক বশযোগ্য। মায়ার দ্বারা বশীভূত হইবার যোগ্যতা তাহার গঠনের মধ্যেই রহিয়াছে।

আগুনের ফুল্কি—ছোট একটু অগ্নিকণা ; ছাই-চাপা পড়িলেও তা'র স্বরূপ তো অগ্নিময়। জীবের শুদ্ধস্বরূপেও সেইজন্যই চেতনতা ছাড়া,—পরমচৈতন্যস্বরূপের দাস্য ছাড়া ভোক্তৃত্ব-ধর্ম নাই। যখনই জীব ভোক্তা সাজিতে যায়, তখনই সে মায়িক নিগড় গলায় পরিয়া মহামায়ার কারাগারের আসামী হয়।

বৃহৎ চৈতন্য ভগবান্ অনুচৈতন্যের বদ্ধাবস্থার ক্লেশে অতিশয় ব্যথিত। তিনি প্রত্যেকটি অনুচেতনকে চাহেন। প্রত্যেকের স্বরূপের শোভা দেখিবার নিমিত্ত তিনি আগ্রহান্বিত।

বদ্ধাবস্থায় পতিত অনুচেতন জীবকে নিজদাস্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ—সাধু-গুরু ও শাস্ত্ররূপে জগতে নিত্যকাল বর্তমান রহিয়াছেন।

ভজন-রাজ্যে অগ্রসর হইতে হইলে খাদ্যাখাদ্যের বিচার আবশ্যক কি ? অনেকেই এই প্রশ্ন করেন।

ভজন-রাজ্যে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা থাকিলে অবশ্যই সদ্বিচার-পরায়ণ সাধুর আনুগত্য করিতে হইবে।

ভোগবুদ্ধিতে যাহা গ্রহণ করা যায়, তাহাকেই 'খাদ্য' কহে।

ভক্তিধর্মে ভোগবুদ্ধিজাত ধারণার 'খাদ্য' বলিয়া কোন কথা নাই। সেখানে মহাপ্রসাদের বিক্রম প্রকাশিত।

ভজনকারিগণ ভোগও করেন না, ত্যাগও করেন না। তাঁহারা মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। অল্পবুদ্ধি জীবের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হয় না।

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্! বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়-দ্বারা বদ্ধ জীব কৃষ্ণের বিষয় সংগ্রহ করে। ভোগবুদ্ধিতে বিষয় বা খাদ্য সংগ্রহ করিতে যাইয়া জীব নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ বা বন্ধনের কারণ হয়।

চক্ষুর দ্বারা রূপ, কর্ণের দ্বারা ধ্বনি, নাসিকার দ্বারা সৌরভ, জিহ্বার দ্বারা রস এবং ত্বকের দ্বারা স্পর্শসুখের সংগ্রহ-কামনায় এই নিদারুণ বদ্ধাবস্থা জীবের পক্ষে লাভ হইয়াছে।

রূপের লোভে পতঙ্গ, সুললিত ধ্বনির লোভে কুরঙ্গ, ঘ্রাণের লোভে ভৃঙ্গ, স্পর্শসুখের মোহে মাতঙ্গ ও জিহ্বার রস-লালসায় মীনগণ নিজ বন্ধন বা মৃত্যু বরণ করে।

জীব বহির্মুখতাবশতঃ আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ—এই পাঁচটি বিষয়ের প্রভু হইতে যাইয়া তত্তৎ বিষয়ের দাস হইয়া পড়িয়াছে।

বিষয়ই খাদ্য। ভোক্তাভিমানী জীব এই খাদ্য খাইতে পারে না, নিজেই বিষয়ের খাদ্যরূপে পরিণত হয়।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথায় বলিতে গেলে God সাজিতে গিয়া Dog হয়।

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ মহাপ্রসাদ-সম্মানকালে "সাধু সাবধান" এই ধ্বনি দেন। ইহার উদ্দেশ্য—সাবধান হও, ভোগবুদ্ধিতে দেখিও না, মহাপ্রসাদকে কেহ ভোগ করিতে পারে না। দুর্বুদ্ধি যেন গ্রাস না করে!

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের রচিত নিম্নোক্ত এই কীর্তনটি প্রসাদ-সেবা-কালে কীর্তিত হইয়া থকে।

"শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তা'র মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্মতি,
তাকে জেতা কঠিন সংসারে।
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ অন্ন দিলা ভাই।
সেই অন্নামৃত খাও, রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য নিতাই॥"

জিহ্বাবেগ অতি অসুবিধায় ফেলিয়া দেয়।

"জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

—(শ্রীচৈ চ অ ৬।২২৭)

ভব-মহাব্যাধি হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যাঁহার অকপট ইচ্ছা জাগিবে, তাঁহাকেই মহাপ্রসাদের সম্মান করিতে শিখিতে হইবে।

মহাপ্রসাদই পথ্য, মহৌষধ—শ্রীহরিনাম, কেবল্ ঔষধ সেবন করিলে হয় না ; সদ্‌বৈদ্যরাজের ব্যবস্থিত পথ্য ও ব্যবহার করা চাই।

জড়রসের বশীভূত হইলে এক জিহ্বাবেগের দ্বারাই চরম অকল্যাণ হয়।

মহাপ্রসাদে ভিটামিনের বিচার করিতে হইবে না। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পূর্ণ উচ্ছিষ্টই 'মহাপ্রসাদ'।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"
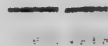
——

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীহরিকথা

ঢাকা

ইংসন ৬।১।৩৯

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

শ্রদ্ধারূপ বীজ হ'তে ভক্তি-লতার উদ্গম হয়।

"উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা,' 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায়॥
তদুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবন।
'কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

—(শ্রীচৈ চ ম ১৯।১৫৩-৫৪)

ব্রহ্মলোক পর্যন্ত বর্ণাশ্রম; বর্ণাশ্রমধর্ম ছেড়ে দিয়ে হরিভজন করতে হ'বে।

হংসগণের গতি বিরজা পর্যন্ত। সদসদ্ বিবেক যাঁ'র আছে, আনন্দ-নিরানন্দ জ্ঞান যাঁ'র আছে, তিনিই হংস।

ভক্তিলতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া যায়, ব্রহ্মাণ্ডে ভক্তিলতার আশ্রয়-ভূমি নাই। হংসগণ ভক্তিকে আশ্রয় করেন।

বিরজা—বিগত হয়েছে রজোগুণ যাহা হইতে। 'বিরজা' মানে কারণসাগর। নাম-রূপ-গুণ যাহা কিছু যেখানে একাকার হয়েছে, তাহা বিরজা। স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি যেখানে নাই, বৈশিষ্ট্য যেখানে নাই, তাহা বিরজা। রজঃ—অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গ যেখানে থেমে গেছে, তাহা বিরজা। তেজোময় লোকের নাম ব্রহ্মলোক, আর জলময় লোকের নাম বিরজা বা একার্ণব। বিরজা ভবানী ও ব্রহ্মলোক রুদ্রের স্থান। বিরজা ও ব্রহ্মলোকে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা নাই।

দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন নাই। এখানে ভক্তির পাত্র নাই, ভক্তি এখানে থাক্‌তে পারে না। তাই বলেছেন,—"বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়।" বিরজার অপর নাম অব্যক্ত; যা'র সীমা নাই। তৃতীয় মান ও চতুর্থমানের মাঝখানের অবস্থা জলময়

ও তেজোময়। ব্রহ্মের সঙ্গী বিরজা, বিরজার সঙ্গী ব্রহ্ম। এখানে নির্বিশেষ অবস্থা।

ব্রহ্মলোকের আভাস এই রকম। তেজোময় আভাস, প্রভা বা দ্যুতি-মণ্ডল চারিদিকে ব্যাপিয়া আছে। যাহা নিরঞ্জন, যেখানে রূপ নাই, বিশেষ ধর্ম নাই, রাগ' বিগত হইয়াছে যেখানে ; তাহাই বিরজা। বিরজা ও ব্রহ্মলোকে ব্যক্তিত্ব নাই, অভিব্যক্তি নাই।

ব্যক্তিত্ব যেখানে আরম্ভ হইল, সেই স্থানের নাম—পরব্যোম। পরব্যোমে ভগবানকে পাওয়া যাবে, ভক্তি পাওয়া যাবে এবং ভক্তকেও পাওয়া যাবে।

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যিনি স্বীকার করেন, তাঁ'কে বলে বৈষ্ণব। জ্ঞানময় অবস্থা, আনন্দময় ও শক্তিময় অবস্থা যিনি স্বীকার করেন, তিনি বৈষ্ণব। পরাকাশে একমাত্র অদ্বয়-জ্ঞান।

সাধু ভগবানের বাণী-বহনকারী বা শব্দ-বহনকারী দূত ; শব্দীকে তিনি জগতে শব্দের মধ্য দিয়া বিতরণ করেন। নাম ও নামীকে যিনি বিতরণ করেন, তিনিই সাধু। তাঁ'র সঙ্গে ঝগড়ার বিষয় কি ? দলাদলির কথা নাই এখানে।

শুদ্ধা ভক্তির যাত্রা পরব্যোম বা পরাকাশ হইতে। শুদ্ধা ভক্তির বিরোধিগণই বৈষ্ণবকে মাপিতে যায়। পরব্যোম আপত্তি ও বিবাদের ভূমি নয়। প্রেমময় ভূমিকায় প্রতিদ্বন্দ্বী কোথায় ? পরাকাশ হইতে যেখানে যাত্রা, সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ কোথায় ? চরম পরম মঙ্গলের কথা সেখান হইতেই আরম্ভ। শব্দ সেখানে :ধাতুর সহিত সংযুক্ত। সেখানে তাঁ'র নিজের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা আছে।

ভক্তি-লতার গতি আরও ঊর্ধ্বে।

"বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়।"
"তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

—(শ্রীচৈ চ ম ১৯।১৫৩-৫৪)

পরব্যোমপতি বৈকুণ্ঠনাথ—তিনি তুরীয় বস্তু; তিনি পরমব্রহ্ম, অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব, ভগবদ্বস্তু। তিনি সর্বগ, সর্বব্যাপক, তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হ'ন। ভগবান্ সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, অন্য কোন বস্তু তাঁ'কে প্রকাশ কর্‌তে পারে না। আড়াইটি রস বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোমে আছে। ভজনীয় বস্তু বৃহৎ, ভজনকারী ক্ষুদ্র, ছোট, কাঙ্গাল, দরিদ্র। এই ভাবটি সেখানে প্রবল! মাখামাখি সেখানে নাই, সম্ভ্রম সেখানে খুব প্রবল। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের ধাম পরব্যোম। সেখানে ভক্তি অর্ধেক স্থান-মাত্র পেয়েছেন, পূর্ণ আশ্রয় পান নাই। সেখানে তো তিনি ঈশ্বর, প্রভু—আমি দাস,—এই জ্ঞান। ভজনকারীর বড়ই ক্ষুদ্রতা, দীনতা সেখানে।

ঐশ্বর্যের ধারণায়ই নারায়ণের উপাসনা সর্বোত্তম বলিয়া জ্ঞান হয়। ভজনীয় বস্তুর সমান ভূমিতে পরব্যোমে ভজনকারীর অবস্থান নাই।

যেখানে সঙ্কোচ নাই, মর্যাদা, গৌরব বা সম্ভ্রম-জ্ঞান নাই, তাহাই গোলোক-বৃন্দাবন। বৈকুণ্ঠে বড় মর্যাদা, গৌরব ও সম্ভ্রম।

যতই বৃন্দাবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে,—ততই ভক্তের হৃদয়ে 'মমতা' প্রবল হ'য়ে যাচ্ছে। কা'র প্রতি মমতা? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। সঙ্কোচ-ভাবটা ক্রমশঃ কমে আস্‌ছে।

‘গো’-শব্দে ধাম,—‘গো’-শব্দে ভগবৎ-ইন্দ্রিয়-তর্পণ। ‘গো’-শব্দের অর্থ ‘জ্ঞান’।

ভক্তের চিত্তবৃত্তি-অনুসারে কৃষ্ণ কখনও নারায়ণ, আবার কখনও কৃষ্ণ।

মহারাজ যখন সিংহাসনে অধিরূঢ়, তখন তাঁ’র দোর্দণ্ড-প্রতাপে সকলেই ভয়ে কম্পমান হয়, সেই তিনিই যখন শয়ন-ঘরে প্রিয়ার নিকট অবস্থান করেন, তখন তাঁ’র সেই বিক্রম কোথায় থাকে ?

গোলোকে কৃষ্ণ—গোপীনাথ, গোপীজন-বন্ধু, ব্রজবাসীর প্রাণ-ধন। বড়ই আত্মীয়ভাব সেখানে, মাধুর্য সেখানে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত ; ঐশ্বর্য লুক্কায়িত রয়েছে। যেখানে সেবনকারী সেব্যকে প্রীতির দ্বারা বাধ্য করেছেন,ভজনকারী বা ভক্ত যেখানে অজিতকে জয় ক’রেছেন, প্রীতির দ্বারা অধীন ক’রে ফেলেছেন, তাহাই “গোলোক-বৃন্দাবন।”

সেখানে কেবলা সেবা—কেবলা প্রীতি। কেবলই একমাত্র লীলাপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তর্পণ-মহোৎসব। এখানে আমার বুদ্ধিটা বেশী, মমতার আতিশয্য বেশী।

ভজনের গাঢ়তার তারতম্যে দুইটি প্রতীতি। একটি ঐশ্বর্যময়, অপরটি মাধুর্যময়।

সেবিকা—সর্বশ্রেষ্ঠা। আরাধিকার চিত্তবৃত্তিটি আস্বাদনের অর্থাৎ জান্‌বার প্রয়োজন হ’য়েছিল আরাধ্যবস্তুর। গোলোক-বৃন্দাবনের সেবিকাগণের চিত্তবৃত্তিতে লোভ হ’য়েছিল সেব্যবস্তুর। সর্বোত্তমা আরাধিকা শ্রীবার্ষভানবীর চিত্তবৃত্তিটি নিয়ে ঐ আরাধ্য

বস্তুই জগতে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। গোলোক-বৃন্দাবনের গূঢ়-সম্পত্তি কলিহত জগতে দান করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব আরাধিকা-শিরোমণির ভাব—চিত্তবৃত্তি চুরি ক'রে এসেছিলেন।

এমন যে দাতা-শিরোমণি, এমন যে মহাবদান্য, তাঁ'র শরণাগত হ'তে হ'লে কিছু লাগে না! শুধু দক্ষিণাটি দিতে হয়—"তোমার হ'লাম আমি।"

"কৃষ্ণ! তোমার হঙ্' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করেন পার॥"

—(শ্রীচৈ চ ম ২২।৩৩)

ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেবগণ যাঁ'র একবিন্দু কৃপার জন্য যুগযুগান্তর ধ'রে তপস্যা করেন, সেই কৃপা—সেই পরম প্রয়োজনীয় ধন শরণাগতকেই কৃষ্ণ দান করিয়া থাকেন। চরম কল্যাণ, পরম প্রয়োজন ইহার নাম।

ভক্তিলতা—"কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

অত্যাশ্চর্য প্রেমামর কল্পতরুরূপে, যা'কে তা'কে পরম কল্যাণ প্রদান করেছেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতারে। পরতত্ত্ব-শিরোমণি স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ হ'য়েও ভজনকারিরূপে, ভক্তরূপে ভক্তির রাজকীয় পথ তিনি আচরণ ক'রে দেখিয়েছেন। কঠিন কঙ্করাবৃত, নীরস, বন্ধুর পথ নয়, গোলাপ-কমল বিছানো পথ। এতই করুণা করেছেন—অপার করুণাবারিধি শ্রীগৌরহরি। তাঁ'র এ দয়ার কোন তুলনা নাই।

তাঁ'র বড় ভাই নিত্যানন্দ, তাঁ'র স্বভাবই সেবা। নিত্যানন্দ

প্রভু দশ দেহ ধ'রে সেবা ক'র্‌ছেন। তাঁ'র আরাধ্যবস্তুকে সেবা কর্‌বার জন্য জীবকে তিনি সতত দয়া কর্‌ছেন। ত্রিতাপগ্রস্ত দীন-দুঃখী জীব যা'তে চরমকল্যাণ লাভ কর্‌তে পারে, সেজন্য তিনি জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বিলিয়ে দিচ্ছেন।

তিনি বল্‌ছেন—

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে'জন গৌরাঙ্গ ভজে, সেই মোর প্রাণ রে॥"

দক্ষিণা কি ? কায়-মন-বাক্য—এই তিনটি টাকা। "তোমার হ'লাম"—এই দক্ষিণা। ইহা মৌখিক নহে,—অকপটভাবে চাই।

শম্ভু যাঁ'র জন্য যুগযুগ ধ'রে কাঁদ্‌ছেন, লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত যে সম্পত্তির কণিকা পাওয়ার জন্য পাগ্‌লী, অকপট আত্ম-নিবেদনে সেই ধনটি পাওয়া যায়।

হনুমান্‌, যাদবগণ এমন কি উদ্ধব পর্যন্ত এই সম্পত্তির জন্য লালায়িত। প্রেমিক ভক্ত অজিত ভগবানকে জয় ক'রে ফেলেছে, বশ ক'রে ফেলেছে। প্রেমিক ভক্তের কাছে চোখের পলকও কৃষ্ণদর্শনের ব্যাঘাত-কারক বলে মনে হয়। এক পল-পরিমিত কালকেও কোটি যুগ ব'লে মনে হয়।

বারোটি রস যেখানে পরিপূর্ণভাবে বিচিত্রতার উদয় করাচ্ছে, তাহাই বৃন্দাবন। আনন্দের বেগ সেখানে অত্যন্ত প্রবল। এই শ্রীবৃন্দাবন-ধাম যাঁ'রা আশ্রয় ক'রেছেন, তাঁদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌তে হ'বে

স্বরাট্ রূপকে বলে বাস্তব রূপ। যাঁ'র অস্তিত্ব নিত্যকাল আছে, যাহা সনাতন—তাহাই বাস্তব। বাস্তব, শিবদ, অকৈতব শাস্ত্র,—মুক্তকুলের আরাধ্য শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র। এই শাস্ত্র প্রবঞ্চনা করেন না; সরল সহজ, পূর্ণতম বস্তু পূর্ণতম সত্যের সন্ধান ইনিই দেন; অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই।

অকপটভাবে, অন্যবাঞ্ছা ত্যাগ ক'রে যদি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা যায়, তবে ঈশ্বরকে বশ করা যায়। সৌভাগ্যবান্ হওয়া চাই, শ্রবণ করবার জন্য পিপাসা চাই। দরজা খুলে দিলেই কৃষ্ণকৃপারূপ আলোক আস্‌বে। অবিচলিতভাবে যদি শ্রবণের পিপাসা জাগে, আর যদি কপাল ভাল হয়; তবেই কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হবে।

এই সকল হরিকথা-কীর্ত্তনের পরে, কীর্ত্তন-সম্রাট্ শ্রীল পুরীদাস গোস্বামি-ঠাকুর অতিশয় আর্ত্তিভরে, অতি সুমধুর-কণ্ঠে নিম্নলিখিত গানটী সভাস্থলে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ওহে প্রাণের ঠাকুর গোরা!
প্রাণের যাতনা কিবা ক'ব আমি,
হয়েছি আপনা হারা।
কি আর বলিব, কি কাজের তরে,
এনেছিলে নাথ! জগতে আমারে,
এতদিন পরে কহিতে সে' কথা,
খেদে দুঃখে হই সারা॥

তোমার ভজনে না জন্মিল রতি
জড়মোহে মত্ত সদা দুরমতি
বিষয়ীর কাছে থেকে থেকে আমি
হইনু বিষয়ী পারা ॥

প্রাণের যাতনা কিবা ক'ব আমি
হয়েছি আপনা হারা ॥

কে আমি কেন যে এসেছি এখানে,
সে কথা কখনো নাহি পড়ে মনে,
কখনো ভোগের, কখনো ত্যাগের,
ছলনায় মন নাচে।

কি গতি হইবে কখনো ভাবি না,
হরি-ভকতের কাছেও যাই না,
হরিবিমুখের কুলক্ষণ যত,
আমাতেই সে সব আছে ॥

শ্রীগুরুকৃপায় ভেঙ্গেছে স্বপন
বুঝেছি এখন তুমিই আপন,
তব নিজজন পরম বান্ধব,
এ' সংসার-কারাগারে।

আর না ভজিব ভক্ত-পদবিন্দু,
রাতুল চরণে শরণ লইনু,
উদ্ধারহ নাথ ! মায়া-জাল হ'তে,
এ' দাসের কেশে ধ'রে।

পাতকীরে তুমি দয়া কর নাকি,
জগাই-মাধাই ছিল যে পাতকী,
তাহাতে জেনেছি প্রেমের ঠাকুর !
পাপীরেও তার' তুমি ॥
আমি ভক্তিহীন দীন অকিঞ্চন,
(এই) অপরাধীর শিরে দাও দু'চরণ,
তোমারি অভয় শ্রীচরণে, চির শরণ লইনু আমি ।
ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা !
প্রাণের যাতনা কিবা ক'ব আমি,
আজি হয়েছি আপনা হারা ॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাঙ্গদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্ ।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথা

"অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"
"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"
"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥"

"স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে, না দেখে তা'র মূর্তি।
সর্বত্র হয় তাঁ'র ইষ্টদেব স্ফূর্তি ॥"—(শ্রীচৈ চ ম ৮।২৭৪)

মহাভাগবত সর্বত্রই কৃষ্ণ দর্শন করেন। মায়িক জগতের স্থাবর-জঙ্গমাদির দর্শন তাঁ'র নাই। দিব্যদর্শন বা পরমহংস-দর্শনের নাম সমদর্শন।

১৮০ ডিগ্রী হ'তে মহাভাগবতের দর্শনের আরম্ভ। ৩৬০ ডিগ্রী দর্শনের কথা হচ্ছে—

"বন দেখি' ভ্রম হয়, এই 'বৃন্দাবন।'
শৈল দেখি' মনে হয়, এই 'গোবর্ধন' ॥
যাহাঁ নদী দেখে তাহাঁ মানয়ে 'কালিন্দী'।
মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি ॥"
—(শ্রীচৈ চ ম ১৭।৫৫-৫৬)

যাহারা ইন্দ্রিয়জ দর্শনে চালিত, তাহারা বৃন্দাবন দেখে না; তাহারা তাহাদের ভোগলিপ্সু নয়নের দ্বারা সাধারণ বন বা অরণ্য দর্শন করে মাত্র।

প্রহ্লাদের স্ফটিকস্তম্ভ-দর্শন হয় নাই; তাঁ'র ভগবদ্-দর্শন হ'য়েছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বরাট্‌পুরুষোত্তম, নিজের স্বতন্ত্রতা বিস্তার করেছেন। প্রত্যক্ষবাদী যে ভাবে দর্শন করে, প্রহ্লাদ তা দেখেন নাই। প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবকে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-রূপে দর্শন করেছেন, কেবল পরমাত্মা বা অন্তর্যামিরূপে দর্শন করেন নাই। তিনি শ্রীনৃসিংহকে বিলাসবান্ বিগ্রহরূপে দেখেছেন, সর্বভূতের মধ্যে ভগবানকে স্বরূপশক্তির সহিত বিলাসবান্ বিগ্রহ-রূপে দর্শন করেছেন। চিদ্বিলাসময় অদ্বয়জ্ঞান দর্শন করেছেন।

"সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" (ভা১১।২।৪৫)
"সর্বভূতে আত্মভাব, এক নারায়ণ।
সব ভগবানে বৈসে দেখয়ে যে-জন॥
ভাগবতোত্তম এই জানিহ নিশ্চয়।"

—(শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী)

"বন দেখি' ভ্রম হয়, এই ত' বৃন্দাবন"—ইহা গোলোকের দর্শন। ইহা ভ্রম নয়। যা'রা প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা, তা'রাই ভ্রম করে। মহাপ্রভুর অনুগত চিত্তবৃত্তিতে কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করেছেন,—"বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।" চিদ্‌ভূমির সর্বোচ্চস্তরে অবস্থিত শ্রীবৃন্দাবন। লীলাশক্তি যাঁ'র অংশ, তিনি বৃন্দা। সেই বৃন্দাদেবীর বন। প্রেমময়-ভূমির সর্বোচ্চস্তরের কথা হচ্ছে এখানে। মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনবাসীর চিত্তবৃত্তি নিয়ে দর্শন করছেন, তা'র সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী তখন বল্‌ছেন,—"বন দেখি' ভ্রম হয়, এই ত' বৃন্দাবন।"

স্বয়ংরূপ ভগবান্ পরিকর-সহ যেখানে বিলাস করেছেন, তাহাই বৃন্দাবন। ৩৬০ ডিগ্রীর দর্শন,—পরিপূর্ণতম বিজ্ঞান-ঘন আধার। আধার ও আধেয় সেই প্রেমময় ভূমিকায় অভেদ। বৃন্দাবন-নাথের করুণা, তাঁ'র মাধুর্য অপরিসীম।

বৃন্দাবনবাসিনীদের পদধূলি-লাভের জন্য উদ্ধবজী প্রার্থনা কর্‌ছেন।

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।

যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥”—(ভা ১০।৪৭।৬১)

বৃন্দাবনে যত আছে তরুলতা-গণে।
গোপীর চরণ-ধূলি করয়ে সেবনে ॥
তৃণ এক হৈয়া জন্ম হউ মোর তা'থে।
পদরজ গোপীর লভিব কোন মতে ॥
স্বজন-বান্ধব, আর্যকুল-ধর্ম ছাড়ি'।
ভজিল মুকুন্দপদ দৃঢ় ভক্তি করি'।
যে পদবী অন্বেষণ করে' শ্রুতিগণে।
হেন কৃষ্ণপদ গোপী লভিলা আপনে ॥”—(শ্রী প্রে ত)

শ্রুতিগণ যাঁ'কে বিশেষরূপে আরাধনা করেন, ভজন করেন, তিনি মুকুন্দ। 'মুকু' মানে প্রেম। মুক্তিকেও কুৎসিত বোধ করান্ যিনি—তিনিই মুকুন্দ। 'মুকু'কে দান করেন যিনি, তিনি মুকুন্দ। পঞ্চম পুরুষার্থ (প্রেম)'কে দান করেন যিনি, তিনিই মুকুন্দ। শ্রুতিগণ-কর্তৃক যাহা বিশেষরূপে অন্বেষণীয়, তাহা যিনি দান করেন,—তিনি মুকুন্দ।

আর্যপথ, নীতিপথকে পরিত্যাগ ক'রেও মুকুন্দের পাদপদ্মকে যাঁ'রা ভজন করেন, তাঁ'দের চরণরেণুর সেবা কর্‌ছে বৃন্দাবনের তৃণ-গুল্ম ও ওষধিগণ।

গমনাগমন-কালে সাধারণ ঘাস, তৃণাদির উপরে গোপীদের পদ স্পৃষ্ট হয়। উদ্ধব বল্‌ছেন,—'গোপীগণের পদসেবা করে বৃন্দাবনের সেই তৃণদের কোন একটা হ'তে চাই।'

শ্রীভগবানের নিকট ব্রহ্মা, রুদ্রাদির ত' কথাই নাই, লক্ষ্মী-

দেবীও এত প্রিয় নয়, উদ্ধবজী যত প্রিয়। সেই উদ্ধব বৃন্দাবনের কোন একটি 'ঘাস' হওয়ার জন্য প্রার্থনা কর্‌ছেন।

বৃন্দাবন কি রকম চিদ্‌ঘন, বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন পূর্ণতম প্রেমের আধার ; লীলা-পুরুষোত্তমের সঙ্গে অভেদ।

জ্ঞানের শেষ পরিমিতি যে পরমাত্ম-দর্শন, তাহাও অতিক্রম ক'রে 'বনদর্শন'। বৃন্দাবন কৃষ্ণের অবস্থান-ভূমি।

'গোবর্ধন'-শব্দের অর্থ—কৃষ্ণের সুখ যাহা হইতে বর্ধিত হয়। পূর্ণচেতনকে আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে অচেতন দেখ্‌ছে। অক্ষজবিচারে গোবর্ধনকে দেখ্‌ছে—পাথর। গোবর্ধন পূর্ণ কামদেব-বিগ্রহ।

মদন-মোহন মদনকে মোহিত করেন, তিনি 'মদন' নহেন। সমস্ত আশ্রিতগণকে ভোগ করবার জন্য তাঁ'র অভিলাষ। গোবর্ধন ও গোবর্ধনধারী একই বস্তু। বৃন্দাবন-বিহারীকে আধ্যক্ষিক দেখ্‌ছ, পাথর।

চেতনময়, চিন্ময় বেগময়, জ্ঞানময়, আনন্দময় প্রগতিশীলতা যেখানে, তাহাই বৃন্দাবন।

গ্রহগণ সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, কিন্তু পৃথিবীকে স্থিরই মনে হয় ; বাস্তবিক তা' নয়। গতিশীলতা যা'র নেই, সে দেখে স্থির। আলোর গতি চর্মচক্ষে অনুভব করা যায় না।

মাপা বুদ্ধিতে জ্ঞানঘন গোবর্ধনকে দেখ্‌ছে পাথর। এই পঙ্গুত্বকে নিরাস করছেন মহাপ্রভু। স্বয়ংরূপের দর্শন হউক, কি রকম চঞ্চল-চপল, কি রকম প্রগতিশীল। তোমার প্রগতি নাই, তাই দেখছ পাথর, তাই দেখ্‌ছ হিংস্র জন্তু-সমাকীর্ণ বন। বৃন্দাবন পরম স্বেচ্ছাচারী শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়-তর্পণ-ক্ষেত্র।

তাহা শ্রীকৃষ্ণের চিদ্‌বিলাস-ভূমি। যে বিলাসের হেয় বিকৃত প্রতিফলন নরনারীর মধ্যে প্রেম-নামে দেখা যায়। বস্তুতঃ প্রেম কেবল ব্রজেই আছে। প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় কেবল ব্রজে আছে। ব্রহ্মাণ্ডে, বিরজায়, ব্রহ্মলোকে, এমন কি পরব্যোমেও অপ্রাকৃত প্রেমের স্থিতি নাই।

যা নীতিশাস্ত্র গর্হণ করেন, যা'র ব্যতিক্রম হ'লে দেহ-ত্যাগান্তে যমরাজ শাস্তি দান করেন, তাহাই জাগতিক কাম; শুদ্ধ প্রেম জগতে নাই।

পরমবিলাসী মূল আকর বস্তুর অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যাঁ'র সঙ্গে তোমার নিত্যকালের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

পরম স্বাধীন দর্শন এই—

"বন দেখি' ভ্রম হয়, এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি' মনে হয়, এই গোবর্ধন ॥
যাহাঁ নদী দেখে তাহা মানয়ে 'কালিন্দী' ॥"

কালিন্দী—সেবাচঞ্চলা, পরা প্রগতিশালিনী—কৃষ্ণসুখ-বিধায়িনী। তিনি নক্র-মকর, রসবেদী মৎস্য, নৌকা ইত্যাদি-শোভিত নদী-মাত্র নয়। জরা, মোহ, শোক, ভয় সেখানে নাই। আত্মা অপিপাসু—যেখানে জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা নাই; সেখানে তুমি যাও; এটা বিদেশ—এটা কারাগার।

নদীর জলে পিপাসা-নিবৃত্তি হয়। প্রকৃতির অন্তর্গত নদী-পর্বত ইত্যাদি ভোগ্যবস্তু।

মায়ার বৈভব দর্শন না ক'রে ভগবদ্‌বৈভব দর্শন কর। প্রাকৃত দর্শন তোমার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি করিয়ে তোমার মহা অসুবিধা

ঘটায়। মহাপ্রভুর দর্শনের কথা তা' নয়। 'কালিন্দী' মানে যমুনা। যমুনা যমরাজের সহোদরা। কালিন্দীতে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ তাঁ'র আশ্রিতগণের সহিত বিহার করেন।

ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত নীতি যা'কে নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে পারে না, প্রেমসেবা যেখানে নিরঙ্কুশভাবে, পূর্ণভাবে আছে—সেটি কালিন্দী বা যমুনা। প্রেম মূর্তিমতী হ'য়েছেন জলরূপে। স্থিরতা বা স্তব্ধ ভাব সেখানে নাই। নব-নবভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখবর্ধক সেই জল। নদী-মাত্রকেই মহাপ্রভু কালিন্দী দেখ্‌ছেন, ইহা ভ্রম নয়। নিরঙ্কুশ প্রেমকে দেখ্‌ছেন সেখানে জলরূপে,—স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ ব্রজবাসিনী শিরোমণির—স্বয়ংরূপার ভাবে বিভাবিত হ'য়ে।

মহাপ্রেমের আবেশে,—"মহাভাবাবেশে—নাচে প্রভু কান্দি ॥" এটিকে উল্টো বল্‌ব বা প্রেমের বিবর্ত বল্‌ব। এটি অচেতনের দর্শন নয়, জড়ের দর্শন নয়; মুক্তদর্শনের চরম স্তরের কথা। মুক্তশিরোমণিগণের যেখানে সর্বোচ্চ স্তর, সেখানকার কথা। দামোদর-স্বরূপ, রায়-রামানন্দ এবং অন্যান্য গৌড়ীয় গুরুবর্গের এই দর্শন সর্বক্ষণ ইষ্ট-দর্শন; অনিষ্ট দর্শন নয়। "বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।" আধ্যক্ষিক বল্‌ছে—ইহা ভ্রম দর্শন।

বৈজ্ঞানিক ব'ল্‌ছে—জলে বীজাণু বা জীবাণু আছে। কিন্তু সাধারণ লোক বল্‌ছে—"কই? এতো নির্মল জল—বীজাণু কোথায়? ইহা বল্‌ছে কেন? প্রত্যক্ষবাদী দূর হ'তে পাহাড়কে দেখে বল্‌ছে—এতে তো গাছ-পালা নেই,একটা সবুজ আবরণ-মাত্র দেখ্‌ছি। পাহাড়ের খুব কাছে যে গিয়েছে, সে বল্‌ছে—না, ইহাতে কত বড় বড় গাছপালা, কত লতাগুল্ম, কতই বিচিত্রতা আছে।

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ দর্শন নয়, বৃন্দাবন-দর্শন অধোক্ষজদর্শনের শেষ কথা।

সমদর্শন হচ্ছে—পরব্যোম-দর্শন। এখানে ১০০ ডিগ্রীর কথা। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক অথবা **ব্রহ্ম, ইন্দ্র, বজ্র**—এই ত্রিদর্শনের মধ্যে **ভূত, ভব, ভব্য** ইহার পরাক্রম আছে। সুদর্শনের কাছে এই ভূত, ভব, ভব্য-শূল পরাস্ত হয়েছে। পণ্ডিতগণ সমদর্শী ; তাঁহারা বন্ধ-মোক্ষবিদ্। ১৮০ ডিগ্রীর উপরের কথা—৩৬০ ডিগ্রী। ১৮০ এর পর ৩৬০ ডিগ্রীর মধ্যে মাঝামাঝি কিছু নাই। বৃন্দাবন-দর্শন—অপ্রাকৃত বা কেবল দর্শনের কথা হচ্ছে ; অপরোক্ষ নয়, অপরোক্ষের অতীত যে তুরীয় পুরুষোত্তম,তাঁরও উপরের কথা হচ্ছে। গোলোক আর বৃন্দাবন একই। আমাদের স্বরূপের মধ্যে ইহা আছে। আমার উপলব্ধি হইতেছে না, কিন্তু আমার ধর্ম বা আমার স্বভাব আমি কিরূপে পাইব ?

> "আর কবে নিতাই-চাঁদ করুণা করিবে।
> সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥"

অতি সরল বাংলা পয়ারে ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম আমাদের স্বরূপ-ধর্ম ফিরিয়া পাইবার পথ দেখাইয়াছেন।

সংসার-বাসনা সত্য সত্য তুচ্ছ হওয়া চাই,—নিতাই-চাঁদের করুণায় বিষয় ছাড়িয়া তবে তো মন শুদ্ধ হইবে।

যেখানে সম্যক্ গমন হয়, তাহাই সংসার ; 'সংসার' মানে—ভব। 'ভব' অর্থে সংসার। যেখানে ভগবান্ ব্যতীত মায়াকে বরণ,—ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগ্য, দৃশ্য যাহা—তাহাই সংসার। স্বরূপ-

বিস্মৃত জীব আমরা, যেটা আমাদের কারাগার—যেটা অবাঞ্ছনীয়, তাকেই বলছি আমাদের ‘স্বদেশ’। দ্রষ্টৃ-অভিমান ক’রেই যত অসুবিধা হচ্ছে। জগন্নাথের সেবোপকরণরূপে জগৎকে দেখ্‌ছি না, —কিন্তু এটা যাবে কি ক’রে ?

শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু বিভুচৈতন্যের কাজ পূর্ণ করেন, তিনি নিত্যানন্দ,—নিত্য আনন্দের সন্ধান দুঃখী জীবকে দিয়ে দেন্—বড়ই দয়া ক’রে।

বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুকে বলে—বিষয়।

যোষিৎ—বিষয় ; ইহাই সংসার। ইন্দ্রিয়ের সুখ যাহা হ’তে বৃদ্ধি হয়—তাহা বিষয়।

“বিষয়সমূহ সকলি মাধব।” প্রকৃত বিষয় কেবল মাধব। বিষয় জিনিষটি একমাত্র শ্রীভগবান্। মুক্তদর্শনেই অধোক্ষজ-দর্শন হয়। তটস্থ দর্শনে সর্বদা মায়ার দ্বারা অভিভূত হওয়ার যোগ্যতা রহিয়াছে।

মনটা শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। অশুদ্ধ মনের জন্যই কর্মচক্র, জ্ঞানচক্র—যত অসুবিধা।

শুদ্ধ মনের আর্ত পিপাসা—“কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।” বিপ্রলম্ভ বা বিরহ সেখানে জাগ্রত। স্ব—মানে নিজ। নিরানন্দে ইহা আবৃত নয়, নিত্য সত্তা-যুক্ত, স্থিতিশীল, জ্ঞানময়, আনন্দময় অবস্থান।

সবচেয়ে বড় কথা—আকৃষ্ট হওয়া, মুগ্ধ হওয়া। প্রকৃতির সবচেয়ে বড় কথা—বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক সকলের মধ্যেই সবচেয়ে

বড় কথা ও শেষ কথা—'আকর্ষণ'। বৈজ্ঞানিকগণ দিন নাই, রাত নাই, ঐ আলোচনায় মত্ত। ঐ এক আকর্ষণ বা নেশা তা'দের পেয়ে বসেছে।

মূল আকর্ষক বস্তুর নাম—"কৃষ্ণ"। তিনি আকর্ষণকারী। সেই আকর্ষণকারী যেখানে নিজ পরম গুহ্যতম লীলা-বিলাসে প্রমত্ত থাকেন, তা'র নাম বৃন্দাবনধাম।

জীবের শুদ্ধ চৈতন্যের উপর আবরণটায় একটা মরিচা ধ'রে গেছে মাত্র। নিতাই বা নিতাই এর লোক—তাঁ'র কাজই হচ্ছে, মরিচা ঘষে, আগাছা ফেলে দিয়ে আকর্ষিত হওয়ার যোগ্যতা দান করা। বিষয় ছাড়ায়ে মন শুদ্ধ ক'রে দেওয়াই তাঁ'দের কাজ। নিত্যানন্দের বড় কাজ পড়ে গিয়েছে। তিনি দয়া কর্‌বার জন্যই জগতে আসেন।

মায়ার পাল্লায় প'ড়ে সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ইত্যাদি অভিমান। স্বামি-স্ত্রী, মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ইত্যাদি অভিমান।

নিত্যানন্দ প্রভু হলধর; উঁচু নীচু কিছু তিনি রাখেন না; কৃপা ক'রে সকল স্থান কর্ষণ ক'রে কৃষ্ণবসতিস্থল তৈয়ারী করেন। সকলকে কৃষ্ণ-সেবার নৈবেদ্য করাই তাঁ'র কাজ। ভাষায় যে সম্পত্তির কথা বর্ণনা করা যায় না, যে সম্পত্তির কোন তুলনা করা যায় না; সেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ অমূল্যসম্পত্তি নিত্যানন্দ-হলধর দিয়ে দেন। নিতাইএর করুণা হ'লে জীব চরম সৌভাগ্য লাভ করে।

"আর কবে নিতাই-চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥"

ভগবানের বিভূতির নাম শুদ্ধ বৈষ্ণব। তিনি অন্যাভিলাষের আগাছা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির আগাছা ফেলে দিয়ে জীবের হৃদয় নির্মল করেন।

সংসার-ভোগের কাল শেষ না হ'লে 'মেইন গেট' (Main Gate) খুল্‌বে না।

সদর দরজা যখন খোলে না, তখন বুঝতে হয়—কপাল নিতান্তই মন্দ, সর্বোত্তম দর্শনটা হ'ল এই—

"বন দেখি…………নাচে প্রভু পড়ে কান্দি'॥"

সত্য কথা শুনে যদি গ্রহণ কর্‌বার সৌভাগ্য না হয়, তবে বুঝ্‌তে হবে, কারাগারে বারে বারে আসার জন্যই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে।

পরম সত্য, চরম কল্যাণের কথা শুনেও শ্রদ্ধা হয় না, এমনই দুর্ভাগা জীব আমরা। আধ্যক্ষিক মনে করে,—জগতের আর আর পাঁচ মিশালি লোকের মতই এই হরিকথা-কীর্তনকারীরা আড্ডাই দেন।

কোন্‌টা খাঁটি, কোন্‌টা নকল, কোন্‌টা খাঁটি দুধ, আর কোন্‌টা চূণগোলা, তা' মেটেবুদ্ধি লোকেরা বুঝ্‌তে চায় না। বিষ্ঠার কৃমিকে ঘনাবর্ত দুগ্ধে রাখ্‌লে মরে যাবে, বাঁচ্‌বে না। বিষয়ীর কৃষ্ণকথায় রুচি হয় না।

নিতাইর দয়াই স্বভাব; তিনি পতিত-পাবন। কোটি কোটি বৎসরের জমাট অন্ধকার,—একটি দিয়াশলাইর কাঠি

জ্বাল্‌লেও খানিকক্ষণের জন্য লক্ষ কোটি বছরের রুদ্ধ গুহায় আলোক দিতে পারে।

সূর্যের আলোর ত' কথাই নাই। এর ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী। নিত্যানন্দরূপ সূর্যের কৃপা লোকের আভাসেই—চিরদিনের অবিদ্যান্ধকার দূর হইয়া যায়, অবশেষে প্রেমানন্দও লাভ হয়।

নিতাই হলধর,—তিনি কর্ষণ কর্‌ছেন, কেবল ধাক্কা দিচ্ছেন, জাগাচ্ছেন, এই তাঁ'র স্বভাব।

যখন যে জীবটা জাগে না, কিছুতেই শোনে না, তখন অন্য জায়গায় যান।

"মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য নাই, তবু যান তা'র ঘর ॥"—(শ্রীচৈ চ ম৮।৩৯)

তাঁ'র নিজের কোন কাজ নাই, তিনি ত' নিত্যানন্দ-স্বরূপ, তিনি ত' স্বানুভাবানন্দে পরিপূর্ণ বিগ্রহ। তিনি আপন-ঘরের সম্পত্তি দুঃখী জীবকে বিলিয়ে সুখ পান।

জীবের সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন হোক্—এই তিনি চান। নিজের হোক্ আর না হোক্।

শরণাগত হ'লেই সব সুবিধা। পৃথিবীর কোন জড়বস্তু শরণাগত হ'তে পারে না।

দরজা খোলা না রাখা কি সূর্যের আলোর দোষ? যে দরজা খোলা রাখবে, আলো তা'র কাছেই যাবে। আলো ত' খোলার বাড়ীও বোঝে না, রাজ-অট্টালিকাও বোঝে না। ভগবান্ জীবকে স্বতন্ত্রতা-রূপ অমূল্য সম্পত্তি দিয়েছেন। সেই সম্পত্তির অপব্যবহার করা অর্থাৎ আইনভঙ্গ করা কি কাউন্সিলের

কর্তাদের দোষ? আইন-প্রণেতাদের তো দোষ নয়, বিবেকের সদ্ব্যবহার না করাই আমাদের দোষ। চেতন ও অচেতন-বিষয়ে বিবেক জড়বস্তুর নাই। ইচ্ছাশক্তিরূপ সম্পত্তি ভগবান্ জীবকে দিয়েছেন। তুমি চেতনের সদ্ব্যবহার কর, অফুরন্ত সম্পত্তি পাবে। সংসার-ক্লেশকে যে বরণ করা হয়েছে, এটা জীবের দোষ। অচেতন-দর্শনে জগৎ, অনাবৃত দর্শনে বৈকুণ্ঠ। বহির্মুখ দর্শনেই জগৎ, ইহা সত্য। কেন-না মূল আকর-বস্তু সত্য।

স্বরূপ-শক্তি সত্য, তার বিকৃত প্রতিফলনও সত্য, তবে ইহা নশ্বর। **শক্তির বিকার বা পরিণামের পূর্বে আমি ছিলাম, এখনও আছি।** এই জগৎ সত্য, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী।

'আমি আমার' বুদ্ধিটা জাগতিক বস্তুর সঙ্গে অনিত্য। সম্বন্ধ যেটা হয়েছে, সে-টা মিথ্যা। 'গম্'-ধাতু হইতে জগৎ—যেটা যাওয়া আসা করে। **জগৎ আস্ছে যাচ্ছে, কিন্তু স্বরূপতঃ বস্তুটি আসা-যাওয়া কর্ছে না।**

বিষয়কে ত্যাগের সঙ্গে নয়, যুক্তবৈরাগ্যের সঙ্গে গ্রহণ কর। যাহা ভগবৎ-সম্বন্ধী, ভগবানের নৈবেদ্য—তোমার ভোগ্য নয়, যা'তে তোমার বন্ধন হয় না, তাহা ত্যাগও কর্তে পার না, ভোগও কর্তে পার না। মাথায় ক'রে তাঁ'র জিনিষ তাঁ'র কাছে পৌঁছে দিতে পার।

ভগবানের প্রসাদরূপে, অনাসক্তভাবে বিশ্বকে গ্রহণ কর।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্॥"—(ঈশোপনিষৎ)

এই শ্লোকের মর্ম এই প্রকার:—

"চরাচর সমগ্র জগৎ পরমেশ্বরের ব্যাপ্য বা ভোগ্য। বিষয়-সমূহ মাধবের সেবায় নিযুক্ত করিয়া তদীয় উচ্ছিষ্ট-দ্বারা জীবন যাপন করা কর্তব্য। অনাসক্তির সহিত ভগবৎ-সেবার্থ বিষয়-গ্রহণ ব্যতীত জীবের পক্ষে অপর ভোগ্যবস্তু-বিষয়ে লোভ করা অনুচিত।"

"ভোগের বস্তু-জ্ঞানে ভগবানের নৈবেদ্যে লোভ করো না। সব কিছু ভগবানের সেবায় লাগিয়ে দাও, যাঁ'র দ্রব্য তাঁ'র কাছে নিয়ে দাও।"

"জগৎ সত্য মানে—তাৎকালিক সত্য, নিত্য সত্য নয়। এ-জন্য জগৎকে অসৎ বলে; বিশ্ব তাৎকালিক হইলেও বিশ্বের যাবতীয় উপচার বিশ্বনাথ শ্রীশ্রীগৌরহরির সেবায় নিযুক্ত করাই শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর কার্য।"

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

(শ্রীহরিকথার পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেব অমৃত-বর্ষী সুমধুর কণ্ঠে বিদ্যাপতির রচিত নিম্নোক্ত কীর্তনের দ্বারা সমাগম শ্রোতৃবৃন্দের পরম মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন।)

"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু-সম, সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিলুঁ, অব মঝু হ'ব কোন্ কাজে॥
মাধব! হাম পরিণাম নিরাশা।
তুঁহু জগ-তারণ, দীন দয়াময়, অতয়ে, তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম, নিদে গমাওল, জরা, শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী-রসরঙ্গে মাতল, তোহে ভজব কোন্ বেলা॥

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ, তোহে সমাওত, সাগর-লহরী সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়, তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কহাওসি, অব তারণভার তোহারা॥"

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহ্বদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের উপদেশামৃত

"নিজের দিকে তাকাও, যদি তোমার নিজের নিকটই প্রচার করিতে না পার, তাহা হইলে সেই প্রচারের দ্বারা কোন সুফল হইবে না; কেবল অসদ্ব্যক্তির সমালোচনা ও পরের চর্চা করিতে করিতে তাহাদেরই সঙ্গ হইয়া যাইবে।

পূর্বে বাহিরের দিকে প্রচার করিতে করিতে সমষ্টিগত উপকারের দিকেই অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। অনেকেরই ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি লক্ষ্য ছিল না; কিন্তু বিদ্যায়তনের যে সকল ছাত্রের অধিক Deficiency আছে, তাহারা সাধারণ ক্লাসের সঙ্গে চলিতে পারে না; তাহাদের জন্য বিশেষ Coaching ক্লাস বা Private Tutor (শিক্ষক) এর আবশ্যক হয়।"

"নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥
দেহাপত্য-কলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥" (ভা ২।১।৩-৪)

অর্থাৎ রাত্রি কাটিল নিদ্রায়, যৌবনকাল কাটিল জড়রতিতে, দিবাভাগ কাটিল অর্থচেষ্টা এবং কুটুম্বভরণাদি কার্যে। এই দেহ ও স্ত্রী-পুত্রাদি সকলেই কালের সহিত যুযুৎসু আত্মার সৈন্যতুল্য। উহারা সকলেই অনিত্য; পিতৃপিতামহগণ সকলেই কালের দ্বারা বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

স্ত্রীপুত্র ও দেহাদি অসদ্ বস্তুতে অনুরক্ত লোকেরা পূর্বপূর্ব আত্মীয়-বৃন্দের দেহাদির বিনাশ দেখিয়াও দেখিতে পায় না অর্থাৎ বিনাশের কারণ অনুসন্ধান করিয়া ভগবদ্‌বিমুখতা পরিত্যাগ করে না।

প্রত্যহ হরিকথা আলোচনা করিতে হইবে; নতুবা প্রাণে বল বা ভরসা পাইবে না। প্রত্যহ নিজেকে পরীক্ষা করিবে।

একাদশীর অর্থ—ঐ দিবসে ১৫ দিনের হরিভজনের পরীক্ষা দেওয়া। জীবনের দিনগুলি খুব দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। "আমার গেল যে দিবস, না আসিবে আর, এবে কৃষ্ণ! কি হ'বে উপায় ॥" —এই বলিয়া ব্যাকুল ক্রন্দনে বুক ভাসাইতে যদি পার, তবেই এ'জন্মে গুরুকৃপা পাইবে। অন্য খুঁটিনাটির দিকে মন দিবার আর সময় নাই। আমরা এখানে লোক ঠকাইতে বা লোকের নিকট সাধু বলিয়া পরিচয় দিতে আসি নাই। সত্য সত্য প্রাণের সহিত

অকপটে হরিভজন করিতে আসিয়াছি। গুরুদেব সব জানেন, সব খবর রাখিতেছেন ; আমি তাঁ'র খবর না রাখিলেও। তিনি আমার খুব নিকটে, সম্মুখেই আছেন, এই বিশ্বাস যদি রাখ ; তবেই হরি-ভজনে অগ্রসর হইতে পারিবে। প্রত্যহ শরণাগতি, গীতমালা ও গীতাবলীর গানগুলি কিছু কিছু পড়িবে।

হরিভজনকারী সাধক ও স্ত্রীমূর্তিধারিণীগণ প্রাকৃত দেহে পুরুষ বা স্ত্রী অভিমান করিলে কখনও হরিভজন হইবে না ; পুনরায় সংসার লাভ হইবে।

ইংসন ২১।৬।৪০

জন্ম-ঐশ্বর্য-শ্রুত-শ্রী-রহিত অর্থাৎ জগতের প্রাকৃত ধন-রহিত হইয়া অকিঞ্চন হইলেও দেহে আত্মবুদ্ধি থাকার জন্য হরিনামে বা হরিকথায় রুচি হয় না। চঞ্চলতার ভূমির মধ্যে হরিসেবা ও হরি-ভজনের বীজ উপ্ত হয় না। বৈষয়িক কার্যই আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সর্বাগ্রে আত্মমঙ্গলের জন্য সময় ও ধৈর্য নিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। যাহার হরিকথা ও হরিনামে রুচি নাই, সে অত্যন্ত পাষণ্ড—অত্যন্ত জঘন্য। জগতে এমন কোন কাজ নাই, যাহা সে করিতে পারে না।

ইংসন ২২।৬।৪০

খুব সাবধান! আমরা শ্রীজগদানন্দের পক্ষও লইব না, আবার শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুরও পক্ষ লইব না। দুইজনেরই শ্রীপাদপদ্মধূলি দরকার। লাল চশ্‌মা-দ্বারা লাল জিনিসও

দেখা যায়, আবার সাদা জিনিষও লাল দেখা যায়; সেই প্রকার অক্ষজ-বিচার লইয়া নিজের দিকে তীব্র লক্ষ্য না দিয়ে পরছিদ্রান্বেষণ করিতে গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী। সমালোচনাটা খুব খারাপ। উচ্চাধিকারীর সমালোচনা আদৌ দরকার নাই। নিম্নাধিকারীর ত' দূরের কথা। সকলের নিকট (আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত) কৃষ্ণভক্তির জন্য কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে। সমালোচনা করিতে গিয়া নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির চরণে অপরাধ হইয়া গেলে কেবল নিজের মনকে হাজার ঝাঁটা মারাই অপরাধ-ক্ষালনের উপায়। নতুবা সেই সমালোচনাকারীর হরিভজন হওয়া অসম্ভব। অপরাধের ফল ভোগ করিলে অপরাধ-ক্ষয় হয়।

"বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং পূজয়েদ্ বিষ্ণুবদ্ হরিম্ ॥"

যেখানে কৃষ্ণ থাকেন, সেই স্থান হাজার মাইল দূরে থাকিলেও দেখা হইলেই পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ হয়—সাড়া দেয়।

প্রতিষ্ঠাশা যেন না জাগে। প্রতিষ্ঠাশাকে শ্রীল প্রভুপাদ শূকরের বিষ্ঠা বলেছেন। উহা গঙ্গার জলে ধৌত করিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুপাদোদক যে বিরজা, তাহাতে প্রতিষ্ঠাশা ধৌত করিয়া পর-ব্যোমে যাইতে হয়। সব ছাড়া যায়, কিন্তু প্রতিষ্ঠাশা ছাড়া যায় না। আমরা দীন-হীন হইয়া কৃষ্ণকৃপা চাহিব! কেবল কৃপাই চাহিতে হইবে।

একটি তটস্থজীব আর একটি তটস্থ জীবকে খারাপ বা ভাল করিতে পারে না। তটস্থ জীব হয় চিৎশক্তি, না হয় মায়াশক্তি-দ্বারা আক্রান্ত হয়। চিৎশক্তি বা স্বরূপ-শক্তির আকর্ষণে পড়িলে

'সৎ' হইতে পারে এবং মায়ার আকর্ষণে পড়িলে অসৎ হইয়া পড়ে।

ইংসন ২৭।৬।৪০

গ্রহণ কর্‌বেন কেবল কৃষ্ণ ; আর সকলেই অর্থাৎ নিত্য-মুক্ত, মুক্ত ও বদ্ধ—সকলকেই তাঁহার ভোগের উপকরণ জোগান দিবেন। গ্রহণ কাজটা কৃষ্ণের, আর দেওয়াটাই আমাদের কাজ।

জীব ইন্দ্রিয়-দ্বারে গ্রহণ করিতে গেলেই অসুবিধা ; কিন্তু গ্রহণ করাটাই সমগ্র মানব-জাতির স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে। গৌড়ীয় মঠের কথা তাহাদের চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত। গৌড়ীয় মিশনের কথা—সর্বস্ব কৃষ্ণকে দিয়ে কৃষ্ণের হইয়া যাওয়া। বৈষ্ণব সকলের সর্বস্ব গ্রহণ করেন—নিজের জন্য নহে, সর্বস্ব লইয়া কৃষ্ণকে দেন।

কবি—পণ্ডিত, বৈদ্য। কবিরাজ—বৈদ্যরাজ। বৈষ্ণবের কাজ—লোকের সর্বনাশ করিয়া দেওয়া।

মাখন-ক্ষীরাদি যত ভাল জিনিষ, সব কৃষ্ণই খাবেন। সমস্ত বদ্ধজীব তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া অসুবিধায় পড়িতেছে।

কাণটা Compounder ও Proof-reader. কাণের দ্বারা ঠিক ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ওজন করিয়া লইতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহ্বদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীবদন-বিগলিত অমৃত-কণিকা

"Engineer General বা Chief Superintending Engineer এর অধীনে অর্থাৎ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুপাদের অধীনস্থ Engineer ও Overseerগণের যদি একজন কুলিমজুর হইতে পারি, তবেই যুগল-সেবার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিব।"

"গুরুদেব! কৃপা কর"—মুখে বলি, কিন্তু যখন গুরুদেব কৃপা করিতে আসিবেন, তখন যেন ঝাঁটা না দেখাই।

তুমি যদি আমাকে না ঠকাও, আমিও তোমাকে ঠকাইব না। হরিভজনকারীর মত বেষ লইয়া আমরা এমন অবস্থা লাভ করিয়াছি যে, আমাদিগকে দেখিলে বিষ্ঠার কৃমি-কীটও লজ্জা পায়।

প্রেয়ের অনুসন্ধান ত' সকলেই করিতেছে, কিন্তু সদ্‌গুরুর নিকট আসিয়া আমার কি হইল ?

"নামের এমন শক্তি আছে, যাঁহার কীর্তন অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলিকে ছাপাইয়া যায়।

মনটা অনেক সময় নানাপ্রকার বদমাসী করে, প্রলোভন দেখায়, বঞ্চনা করে, হতাশ হইয়া পড়ে; কি করিব কিছুই কুল-কিনারা পাই না। সেই সময় জীবন-সর্বস্ব শ্রীগুরুবর্গের নাম প্রাণের আর্তির সহিত, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে যদি স্মরণ-

কীর্তন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা পথ দেখাইবেন। তখন আলোয় আলোকিত রাজপথ দেখা যাইবে। তাঁহারা দয়া করেন। তাঁহাদের এমন কোন স্বার্থ নাই যে, দয়া করিবেন না। অকিঞ্চন বা কাঙ্গাল হইলে তাঁহারা অবশ্যই দয়া করিবেন। কিছু রাখিয়া দিলে হইবে না।"

"হরিনাম-কীর্তনই একমাত্র পরতম অনুশীলন। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট চরম অভিধেয় নাম-কীর্তন। একমাত্র হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন ব্যতীত অন্য কুটিনাটির দিকে মন দিবার আমাদের সময় থাকিবে না; তবেই সৌভাগ্যের উদয় হইবে।"

"শ্রীগৌরসুন্দরকে ও শ্রীকৃষ্ণকে আমি চাই-ই, শতজন্ম পরেও যদি হয়, তথাপি তাঁ'কে চাই-ই। কারণ, তিনি ছাড়া আমার আর উপায় নেই—গতি নেই, এরূপ আকুলতা থাকা দরকার। তাঁ'কে পাওয়াই আমাদের সত্তা; আমাদের স্বভাব। আর আমাদের অন্য কোন রাস্তা নেই। তিনি আমাকে দৈহিক ও মানসিক কষ্ট যতই দিন্ অথবা না-ই দিন, তথাপি তিনি ছাড়া আর আমার গতি নেই—এইরূপ বিশ্বাস না হ'লে কপটতা হ'বে।"

'মায়ার সঙ্গে Compromise ক'রে হরিভজন হয় না। হরিভজন একটি পৃথক বস্তু। এতে ভেজাল নেই।

'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি"—এরূপ প্রবৃত্তি যখন আস্‌ছে, তখন বুঝতে হবে, মায়া এসে চেপে ধর্‌ছে। কুল ছেড়ে দিতে

হবে, শ্যামের দিকে ছুটে যেতে হবে। শ্যামের দিকে গেলে আর কোন বাধাই আমাদের আট্‌কাতে পার্‌বে না।

এটা ভোগ কর্‌ব, কি এটা ত্যাগ কর্‌ব—এ'সব হরিবিমুখ জীবের কথা, এ'সমস্ত ছেড়ে দিয়ে হরিভজনের পথে এগিয়ে যেতে হ'বে। হরিভজন কর্‌তে হ'লে নিষ্কপট শুদ্ধ সাধুর সঙ্গ বা সেবা কর্‌তে হ'বে।

গৌরবাণী বা সরস্বতী-বাণীর সেবাকে জীবনের ধ্রুবতারা ব'লে ঠিক কর্‌তে হ'বে। শ্রবণ-কীর্তনই বাণীর সেবা। শ্রবণ-কীর্তন সুষ্ঠু হওয়ার জন্য আমরা যা' করি, তাহাও বাণীর সেবা।

শ্রবণ-কীর্তন আমরা যে পরিমাণে বাদ দিয়েছি, সেই পরিমাণে মায়া এসে গ্রাস কর্‌ছে।

এ থেকে সাবধান হ'তে হ'বে। প্রতীপজনকে 'গড়ের পারে' রাখ্‌তে হ'বে। তা'রা কোন প্রকারে যেন শুদ্ধ হৃদয়-মন্দিরে ঢুক্‌তে না পারে, সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখ্‌তে হ'বে।

"তুম্‌ভি চুপ্‌ হাম্‌ভি চুপ্‌"—হরিজনের কথা নহে। জীবনের শেষ মুহূর্ত-পর্যন্ত সরস্বতী-বাণীর সেবা কর্‌তে পারলে তিনি আমাদিগকে আত্মসাৎ কর্‌বেন। সেই দিনই আমরা ব'ল্‌তে পারব—"কর মোরে আত্মসাৎ"॥

হরিভজনের কথা নূতন নহে, আবার অতি নূতন। বদ্ধ ভূমিকার নিকট হরিভজনের কথাও বিপ্লবের মত নূতন। কখনও বা হরিভজনের কথাকে মামুলি ব'লে বোধ হয়। মুক্ত ভূমিকাতেই হরিভজনের নব নব রসধাম বা চমৎকারিতা উপলব্ধির বিষয় হয়।

সরস্বতী-বাণী ধ্বংস হয় না। এ' আগুন অনন্ত কোটি কালেও নিভ্‌বে না। আম্নায়-ধারায় ইহা নিত্যকাল প্রবাহিত হ'তে থাক্‌বে ; তবে কখনও ক্ষীণ, কখনও উজ্জ্বল হ'তে পারে।

এ'বাণী একটি সসীম ব্রহ্মাণ্ডের নহে, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডেরও অনন্তকোটি জীবের একমাত্র উপাস্য। এ'বাণীর সেবা কর্‌তে পার্‌লে তা'দের জীবন ধন্য হ'য়ে যা'বে।

'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরোরপি সহিষ্ণু' এবং 'অমানী' ও 'মানদ' হ'লেই এ' বাণীর সেবা হয়। তবে যেখানে এ'বাণীর নিন্দা হচ্ছে, সেখানে যৎপরোনাস্তি অসহিষ্ণু হ'য়ে প্রাণপণে এই চেতনবাণীর জ্বলন্ত উল্কা বিস্তার কর্‌তে হবে।

যাঁ'র জন্য তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু হচ্ছি, তাঁ'র নিন্দা শুনে যদি চুপ ক'রে ব'সে থাকি, তবে বুঝ্‌তে হ'বে—নিন্দা-কারীর সঙ্গে Compromise আরম্ভ হ'য়ে গেছে।

"জীবের প্রাকৃত দেহ-প্রাপ্তিই অসূর্যালোক-গমন বিবেচনা করিতে হইবে। জীবের ভগবদ্বিমুখতাই সকল দুঃখের কারণ। যেহেতু আনন্দচিন্ময় ভগবান্‌কে ত্যাগ করিলে দুঃখময় জড়তাই ফল হয়। ইহাই জীবের বদ্ধাবস্থা।"

"পরমেশ্বরে যাঁহাদের অনুরাগ খর্ব হয়, তাহাদেরই স্বধাম হইতে চ্যুত হইয়া এই দেহাদিরূপ কারাগৃহে বদ্ধ হইতে হয়।"

"শ্রীহরিকথায় রুচি শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রীপাদপদ্ম-আশ্রয়ের ও শ্রীচৈতন্যমঠে প্রবেশের একমাত্র প্রাথমিক মূল লক্ষণ ও প্রয়োজন।"

"প্রীতির সহিত শ্রীবিগ্রহের সেবা ও শ্রীহরিকথা-কীর্তনকারী শ্রীবৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে।"

"সেবায় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সুখের উদ্দীপনা পাওয়া দরকার। তাহা হইলে সেখানে বাধা অতিক্রম করা সহজ হয়।"

—০—

"আঘাতকারীর উত্তোলিত উন্মুক্ত 'ছুরীর' অগ্রভাগে, বিষধর সর্পের দংশনে,—সর্বত্রই কৃষ্ণের কৃপা বিরাজিত, ইহাই শরণাগত সর্বস্ব-নিবেদনকারী স্নিগ্ধসেবকের বিচার। এ'জগতে সর্বত্র কৃষ্ণের কৃপাহস্ত প্রসারিত ; সুতরাং সেবকের ভয় কিসের ?"

"কৃষ্ণের কৃপা উপলব্ধি হইলে কৃপাকে কি কেহ ভয় করে ?"

—০—

"যদি কৃষ্ণের ইচ্ছায় কেহ আমাকে বধ করিতে আসে, আমি ভীত হইয়া পলায়ন করিব না।

'জয় নিতাই-গৌর-সীতানাথ'—বলিয়া বুক পাতিয়া দিব। ঘাতকের শাণিত কৃপাণের মধ্যেও শ্রীশ্রীমদ্ গৌর-নিত্যানন্দের কৃপা বিরাজমান। ভয় কিসের ?"

—০—

"আমার কোন শত্রু নাই। শত্রুর বেষধারীও আমার পরম মিত্র। আমার প্রতি দণ্ড বা পুরস্কার যাহাই বিহিত হউক না কেন, আমি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের করুণার কথাই কীর্তন করিব।

—০—

"যেদিন সমগ্র জগতের প্রাত্যহিক সংবাদপত্রগুলির প্রত্যেক স্তম্ভে কেবল আমারই নিন্দার কথা লিখিত হইবে, সেই দিন আমি জানিব যে শ্রীশ্রীমন্ নিতাইচাঁদ আমাকে প্রকৃতই দয়া করিয়াছেন।"

"আমি আমার নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীগোস্বামিবৃন্দের প্রচারিত সত্য সিদ্ধান্ত বরণ করিতে চাই। ইহাতে আমার যত নিন্দাই হউক না কেন, আমি বিরত হইব না।"

"নিন্দা তো আমার মঙ্গলের জন্যই। যাঁহারা আমার নিন্দা করেন, তাঁহারাই আমার বন্ধু। শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ তাঁহাদের কল্যাণ করুন।"

"আমি পতিত-পামর-পাষণ্ডী। অতি শোচ্যতম বলিয়াই আমি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের কৃপা পাইব।"

"নিন্দায় আমার কি করিবে? আমি তো প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক নহি। আমার জীবন-সর্বস্ব শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীশ্রীচরণকমলই সকল প্রতিষ্ঠার মালিক।"

—০—

"আমি আমার অকল্যাণকামী এবং নিন্দাকারীর জন্যও সর্বদা শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের চরণে কৃপাই প্রার্থনা করিয়া থাকি। আমার ত' শত্রু কেহ নাই, সকলেই (অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে) আমাকে দয়া করিতেছেন।"

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীহরিকথা

(শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম)

শ্রীধাম মায়াপুর
ইংসন ২।৪।৪৩

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥"

দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবকে প্রিয়তম, আত্মতুল্য ও দেবতা-জ্ঞানে সেবা করিতে হইবে।

কর্মার্পণটিও ভাগবতধর্ম; ভাগবতধর্ম এখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জ্ঞানমার্গেও কর্মার্পণ আছে, তাহা ব্রহ্মে কর্মার্পণ।

বাল্যকাল হইতেই ভাগবতধর্ম আরম্ভ করা উচিত।

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥—(ভা ৭।৬।১)

এই শ্লোকটি প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছিলেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মানবজন্ম লাভ করিয়া কৌমারকালেই (সুখজনক অন্য প্রয়াসাদি ত্যাগ করতঃ) ভাগবতধর্মের অনুষ্ঠান করিবেন; কারণ মনুষ্যজন্ম অতিশয় দুর্লভ, তাহাতে আবার অনিত্য; তথাপি ইহা অর্থদ। জীবন অল্পকাল স্থায়ী হইলেও ক্ষণকাল ভক্তির অনুষ্ঠান-দ্বারাও সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

ভাগবতধর্মপথে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিলেও কখনও প্রমাদ বা অন্যমনস্কতা আসে না ; এই পথ হইতে স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না।

এই বিষয়ে নবযোগেন্দ্রগণের অন্যতম শ্রীকবি বিদেহরাজকে কহিয়াছিলেন,—

"যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥"

—(ভা ১১।২।৩৫)

শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী-গ্রন্থে এই শ্লোকটির অনুবাদে কহিয়াছেন,—

"যে ধর্ম আশ্রয় কৈলে নহে পরমাদ।
যে ধর্মে থাকিলে কিছু নহে বিঘ্নপাত ॥
এ ধর্ম আশ্রয় করি' মুদিত নয়নে।
সুপথ তেজিয়া করে কুপথে গমনে ॥
শ্রুতি, স্মৃতি দুই শাস্ত্র—বিপ্রের লোচন।
এক না থাকিলে বলি—কাণা এ ব্রাহ্মণ ॥
দুই না থাকিলে 'অন্ধ' বলি যে তাহারে।
হেন বিপ্র হয় যদি, তথাপি না পড়ে ॥
হেন ভাগবতধর্ম ঈশ্বরের বাণী।
ইহাতে সংশয় বুদ্ধি করে' কেহো জানি ॥"

পরতত্ত্ববস্তুতে ফলকামনা-ত্যাগ হইতেই ভাগবত-ধর্ম আরম্ভ হয়। যেখানে কপটতা ও কুটিলতা—সেইখানেই দম্ভ থাকে

"ধামবাসী জনে প্রণতি করিয়া মাগির কৃপার দেশ।" ধাম-বাসিগণের চরণের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পরমাত্মা হরি আত্মদ, তিনি নিজেকে বিলিয়ে দেন।

শ্রীভগবানের চরণপদ্মে অপরাধ না হইলে শ্রীগুরুদেবকে পরিত্যাগের বুদ্ধি হয় না। গুরুকে যে ছাড়িতে পারে, সে আগেই ভগবানকে 'ইতি' দিয়াছে। চিন্ময় অনুভববিশিষ্ট নীরাগ বক্তা বৈষ্ণব-গুরুকে কখনই পরিত্যাগ করিতে হইবে না। মন্ত্রগুরু মাত্র একজন, শ্রবণ-গুরুগণের সকলেই যে মন্ত্রগুরু হইবেন, তাহা নহে। মন্ত্রগুরু শ্রবণগুরুর কার্য করিতে পারেন, কারণ তিনি শ্রীহরিকথা শ্রবণ করাইয়া শিষ্যের প্রকৃত মঙ্গল বিধান করিবেন। শ্রবণ-গুরুর সঙ্গ-ফলে শাস্ত্রীয় জ্ঞান-লাভ হয়। শিক্ষাগুরুর নিকট ভজন-রহস্য শিক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষা-গুরুকে বাদ দিয়া চলা,—যেন মাঝি ছাড়া সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা। নিজে পার হইতে যাইয়া সংসার-সমুদ্রেই ডুবিয়া মরিতে হইবে।

শিক্ষাগুরুর উপদেশ যাঁ'রা অক্ষরে অক্ষরে পালনের জন্য চেষ্টা করেন, তাঁ'দের মন শাসন মানিবে।

"মন যে পাগল মোর।" ইহা আর হইবে না।

শ্রীগোপীনাথ শ্রীবৃন্দাবনে ও শ্রীপুরীতে আছেন ; গোপীনাথের বামে শ্রীমতী রাধারাণী, আর দক্ষিণে শ্রীজাহ্নবা দেবী। শ্রীঅনঙ্গ-মঞ্জরী শ্রীমতীর অনুজা,—তিনিই শ্রীগৌরলীলায় শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী।

শ্রবণগুরু আর শিক্ষা-গুরু একই। নিত্যানন্দ-শক্তির আনুগত্য

যেখানে নাই, সেখানে হয়—"হার যে মেনেছি আমি।" যদি শিক্ষাগুরুর সঙ্গ বা কৃপা পাওয়া যায়, তবে বিপদের দ্বারা চিত্ত অভিভূত হইবে না। গুরুভক্তির দ্বারাই অজিত শ্রীভগবানকে পাওয়া যাইবে।

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"
—(শ্বেতাশ্ব ৬।২৩)

ভগবানের প্রতি যাঁহার পরমভক্তি এবং শ্রীগুরুদেবেরও প্রতি ঐ ভক্তি তুল্যরূপেই বিদ্যমান, সেই মহাত্মার নিকট তত্ত্বসমূহ যথযথভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

"আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥"—(ভা ১১।১৭।২৭)

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধবকে কহিয়াছেন,—"আচার্যকে আমার স্বরূপ বলিয়া অবগত হইবে, কখনও তাঁহাকে অবমাননা করিবে না, এবং মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার প্রতি অসূয়া করিবে না; যেহেতু গুরু—সর্বদেবময়।"

গুরুদেবের আশ্রয়গ্রহণ-পথে বাধাপ্রদানকারী কাহারও কথা শুনিতে হইবে না।

সংসারের মরণটা আর কিছুই নয়,—কেবল 'আমি-আমার'-বুদ্ধিটাই মরণ। এত বড় শত্রু আর কেহ নাই। 'আমি-আমার'-বুদ্ধিটা বজায় রাখিয়া হরিভজন হইবে না।

'দেশকে বাঁচান, শরীরকে বাঁচান, পেট-মাটি'—সমগ্র জগৎ এখন এই বুদ্ধিতে ধাবিত হইতেছে।

দয়ানন্দ ও রামমোহন রায়ের মতবাদে পৌত্তলিকতার বিরোধিতা দেখা যায় ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীর সাহায্যে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের মত এত বড় পৌত্তলিক পৃথিবীতে আর কেহ নাই। এত বড় হিংস্র মতবাদ পৃথিবীতে আর কেহ প্রচার করে নাই। জীবাত্মার ধ্বংসকারী এমন মতবাদ আর দেখা যায় না। দেহ-গেহ-সর্বস্ব জড়বাদের কথা লইয়া থাকিলে প্রকৃত মঙ্গল হইবে না। ভূতবাদী, জড়বাদী ব্যক্তিরা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর তুল্য। বর্তমান কালে জগতের বিচার-স্রোত কেবল 'পেট ও মাটির' দিকে যাইতেছে।

শুক্রাচার্য বলি-মহারাজকে বলিয়াছিলেন,—

"বামনরূপী বিষ্ণুকে সর্বস্ব দিলে তোমার চল্‌বে কি ক'রে ?" বলি ভগবৎ-সেবায় বাধাদানকারী গুরুকে পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিভীষণ স্বজন ত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রহ্লাদ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। খট্বাঙ্গরাজা দেবতাদের পরিত্যাগ করিবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। পতিদের পর্যন্ত পরিত্যাগ ক'রেছিলেন—যাজ্ঞিক বিপ্র-পত্নীগণ।

ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের জন্য অন্ন প্রার্থনা করা সত্ত্বেও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ তাহা প্রদানে বাধা দিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পত্নীগণ সেই বাধা মানিলেন না। তাঁহারা অতি সুস্বাদু চতুর্বিধ অন্ন ও নানাবিধ বিচিত্র ভক্ষ্য সামগ্রী লইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ-সকাশে গমন করিয়াছিলেন। যাজ্ঞিক বিপ্র-পত্নীগণ যমুনার তীরে ও অশোক-বৃক্ষের মূলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিলেন।

কি দেখিলেন ? দেখিলেন অপূর্ব সুন্দর—শ্রীশ্যামসুন্দর।

"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ,-ধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং,কর্ণোৎপলালক-কপোলমুখাব্জহাসম্॥
—(ভা ১০।২৩।২২)

"নবদল-পল্লব অশোক-তরুবরে।
কনক-পরিধি পরে শ্যাম কলেবরে॥
ময়ূরচন্দ্রিকা, নবধাতু, বনমালা।
নবদল-পল্লব, ধরয়ে নন্দলালা॥
নটবর-বেশ ধরে' ত্রিভঙ্গ সুন্দর।
অনুগত শিশু-স্কন্ধে দিয়া বামকর॥
অখিল-লাবণ্য-লীলা ধরে' যদুরায়।
দক্ষিণ কোমল-করে কমল ঢুলায়॥
ললিত-চলিত উতপল শ্রুতিমূলে।
চঞ্চল অলকা চারু সুন্দর কপোলে॥
শ্রীমুখ-পঙ্কজে চারু মন্দ-মৃদু হাস।
যেন ঘন-মেঘে চন্দ্র-কোটী-পরকাশ॥
এরূপ দেখিল দ্বিজ সতী পতিব্রতা।
জনমে জনমে তাঁ'রা মুকুন্দ-ভকতা॥
—(শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী)

পতিদের আজ্ঞা অমান্য করিয়াছেন বলিয়া কি বিপ্র-পত্নীদের দোষ হইয়াছিল ? না,—যাজ্ঞিক বিপ্র-পত্নীগণ এই শ্যামরূপ দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীভগবৎ-সেবা-পথে—শ্রীগুরুদেবের সেবা-পথে বাধা-প্রদানকারী কাহারও কথাই শুনিতে হইবে না।

মহাভারতের বক্তা শ্রীব্যাসদেবেরও আমাদের দরকার নাই। আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয়—শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়-গ্রহণ পর্যন্ত ভজনের পূর্বাঙ্গ।

'ভজন-বিশেষ' বা যোগপথেও প্রথমেই শ্রদ্ধা,তারপরে রুচি।

'বিশেষ'-শব্দের অর্থ এখানে আংশিক, অপূর্ণ। এখানেও রুচির পরে শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যাঁহারা ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করেন, তাঁহারা সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্যাদি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মা, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্—যাঁহার উপাসনাই হউক না কেন, শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের পর সাক্ষাৎ উপাসনা আরম্ভ হয়।

—০—

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহুদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীশ্রীহরিকথা

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম)

শ্রীধাম-মায়াপুর

ইংসন ২।৪।৪৩

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসর-প্রাতঃকাল।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥"

[হৃদয়ে যদি সর্বক্ষণ অভীষ্টদেবের স্মৃতি বর্তমান থাকে, তবেই তাঁ'র সঙ্গে যোগযুক্ত অবস্থা বলা যায় ; বিস্মৃতিই বিনাশের মূল। স্মৃতিই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সহিত সংযুক্ত করায়। স্মৃতির ফলে প্রীতি হয়। এমন কোন জিনিষ নাই, যা'তে প্রীতি কর্‌লে স্মৃতি হয় না।

একটি ফুল ভাল লেগেছে, সে'টি ঝ'রে গেলে মনের ভিতর 'তোলপাড়' করে।

স্মৃতি হওয়া মানে—প্রীতির বস্তুর বিষয়ে হৃদয়ে 'তোলপাড়' হওয়া।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম করুণার মূর্তি ধারণ ক'রে জগতে আবির্ভূত হ'ন।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম এত বড় জিনিষ—যাঁ'র দ্বারা স্বতঃপ্রকাশবস্তু শ্রীভগবানকে জানা যায়,—অর্থাৎ তাঁ'র দেখা পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ই সদ্গুরুরূপে আসেন।

শ্রীভগবানের সহিত জীবের যোগসূত্র প্রথম স্থাপন করেছেন—অক্ষরাকারে প্রকাশিত বেদ।

যিনি প্রকাশ করেন, তিনি বাচক ; যাঁ'কে প্রকাশ করা হয়,—তিনি বাচ্য।

একটি কল্পতরুর সহিত বেদের তুলনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত তাহার প্রপক্ক ফল। শ্রীমদ্ভাগবতে পরতম বস্তুর সমস্ত কথাই আছে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই মরুতুল্য জগতে প্রেমের প্লাবন এনেছিলেন। তিনি নিজ প্রিয়তম শ্রীরূপ-সনাতনকে বেদের নিগূঢ় কথা—(সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন) প্রয়াগ-ক্ষেত্র ও কাশীধামের দশাশ্বমেধঘাটে বলেছিলেন। বেদে এই তিন তত্ত্বের কথা অতি গূঢ়ভাবে রয়েছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সেই নিগূঢ় সিদ্ধান্ত শ্রীরূপ-সনাতনকে বিশদরূপে জানায়েছিলেন।

চাতুর্মাস্যকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীবেঙ্কটভট্টের গৃহে ছিলেন। শ্রীবেঙ্কটভট্ট শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁ'র সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা কর্তেন।

শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের পুত্র—শ্রীগোপালভট্ট সে'সময় অল্প বয়স্ক বালক ছিলেন, কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কীর্তিত কৃষ্ণকথা সমস্তই শ্রবণ কর্তেন। পরবর্তিকালে শ্রীশ্রীরূপ-

সনাতনের নিকট বৃন্দাবনে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের কীর্তিত নিগূঢ় শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সমূহ শ্রবণ ক'রে Note Book এ লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। এই স্মারক-লিপিতে কিঞ্চিৎ এলোমেলোভাবে সমস্ত নিগূঢ় সিদ্ধান্তই লেখা ছিল। জীবদুঃখী শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু পরে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীমুখে সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব-কীর্তিত সিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ ক'রে এবং শ্রীল ভট্ট গোস্বামি-প্রভুর সেই স্মারক-লিপির সাহায্য নিয়ে 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ' নামে ছয়টি সন্দর্ভ রচনা করেন। শ্রীজীবপাদ 'প্রমাণ-চক্রবর্তি-চূড়ামণি'-রূপে শ্রীমদ্ভাগবতকেই গ্রহণ করেছেন। তাঁ'র প্রকাশিত সেই সকল অমূল্য সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর্‌লে অতি অবশ্য পরমধন-পরতত্ত্ববস্তু লাভ হ'বেই।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথির ফল—শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি-প্রদানের জন্যই তিনি এ' কৃষ্ণবিস্মৃতি-পূর্ণ বিশ্বে এসেছিলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত প্রিয়,—শ্রীল শ্রীজীবপাদের রচিত এই ছয়টি সন্দর্ভ। ষট্‌সন্দর্ভের আলোচনা-ফলে পরম মঙ্গল উদিত হবে।

ভক্তই সমগ্রভাবে ভগবানের কথা বলেন। তাঁ'দের প্রেম-যুক্ত বর্ণন-পূর্ণ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত কে বুঝ্‌বে ?

শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বুঝিবার অধিকার কা'র আছে এবং কা'র নাই, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই বলেছেন যে, জীবদের মধ্যে দুইটি শ্রেণী আছে ; এক প্রকার জীব সৌভাগ্যবান্, আর এক প্রকার হতভাগা।

(১) সৌভাগ্যবানেরা সাধুমুখে হরিকথা-শ্রবণমাত্রই জেগে

যায়, (গূঢ়ভাবে, সুপ্তভাবে জিনিষটি ভিতরে আছে) শুনা-মাত্র দেশের কথা মনে পড়ে। পূর্ব পূর্ব জন্মের সুকৃতি তাঁ'দের আছে। আর এক প্রকার সৌভাগ্যবান্,—কোন মহৎ ব্যক্তি তাঁ'কে অহৈতুকী কৃপা ক'রে আপন জ্ঞান করেন, মহতের দৃষ্টির মধ্যে পড়ে গেছে সে সৌভাগ্যবান্। তখন শ্রবণ-মাত্রই ফল আরম্ভ হ'য়ে যায়। সে স্বরূপতঃ কি? কি তা'র আকৃতি, কি তাঁ'র সেবা, ক্রমে ক্রমে মহৎ-কৃপায় সবই জান্তে পারে।

(২) দুর্ভাগা বা হতভাগ্যদের সাধুমুখে হরিকথা-শ্রবণের ইচ্ছাই হয় না, কিংবা শুন্‌লেও মনে দাগ পড়ে না,—আদর জন্মে না। এদের কারাগারের দরজা খোলার বহু বিলম্ব আছে।

পাপিগণের মহাপ্রসাদে মহাপ্রসাদ-বুদ্ধি হয় না।

"স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্! বিশ্বসো নৈব জায়তে।"

বিনা পুণ্যে মহৎ পাওয়া যায় না। মহাভাগবত শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম লাভ করা বড়ই ভাগ্যের কথা।

"যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরৌ তথা॥
অনেক-জন্মজনিত-পুণ্যরাশি-ফলং মহৎ।
সৎসঙ্গ-শাস্ত্র-শ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥"

—(শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ)

মুখটি ভগবানের দিকে ফিরাতে হবে। মুখ ফিরানই উপাসনা। 'জানা'—শব্দের অর্থ—দেখা পাওয়া। অনুভব কি? অন্তরে বাহিরে দেখা পাওয়া। ভগবানের অনুভব হ'লে দুঃখ-কষ্ট আর হবে না। জীবের সকল দুঃখ দূর হ'য়ে যাবে।

সূর্যের উদয়ের পূর্বেই অন্ধকার দূর হ'য়ে যায় ; শ্রীনাম-সূর্যের আভাসেই অবিদ্যা-অন্ধকার দূরে যাবে, অভাব থাক্‌বে না। কোটী টাকার আভাস পেলেই আর অভাব থাকে না।

(ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেব শ্রীশ্রীভক্তি-সন্দর্ভের বিষয়ে দশটি প্রশ্নের অবতারণা করিয়া সংক্ষেপে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। এই স্থানে অতি সংক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।)

(শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভের প্রশ্নদশক ও তদুত্তর)

১ম প্রশ্ন—কাহার দিকে মুখ ফিরাইব ?

উঃ—পরতত্ত্বের দিকে। পরতত্ত্ব ত্রিবিধ—ব্রহ্মা, পরমাত্মা ও ভগবান্।

২য় প্রঃ। 'মুখ ফিরান' কাহাকে বলে ?

উঃ। সাম্মুখ্য বা উপাসনাই 'মুখ ফিরান'।

৩য় প্রঃ। 'ফিরিয়া তাকান' বা সাম্মুখ্য কয় প্রকার ?

উঃ। গৌণ ও মুখ্যভেদে দুই প্রকার। গৌণ সাম্মুখ্যের নাম কর্মার্পণ, তাহা ভক্তিমন্দিরের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়, কিন্তু প্রবেশ করাইয়া দিতে পারে না।

মুখ্য সাম্মুখ্য—জ্ঞান, ভক্তি ও তদন্তর্গত যোগ।

৪র্থ প্রঃ। কে কে ফিরিয়া তাকায় ?

উঃ। সাধু ও মহৎ বা সন্ত ও মহান্ত।

৫ম প্রঃ। কেন কেহ কেহ ফিরিয়া তাকায় না ?

উঃ। পাপও অপরাধ-মলিন হৃদয় বলিয়া ফিরিয়া তাকায় না।

৬ষ্ঠ প্রঃ। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 'ফিরিয়া তাকান' কাহাকে বলে ?

উঃ। কেবলা ভক্তি। ইহা কেবল ব্রজবিলাসী শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রতি প্রযোজ্য।

৭ম প্রঃ। কেন তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যাইবে এবং তাহার লক্ষণ কি ?

উঃ। কেবলা ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী, ভগবানকে বশীভূত করে বলিয়া ইহা সর্বশ্রেষ্ঠা। তাহার দুইটি লক্ষণ—

(১) অপ্রতিহতা ও (২) অহৈতুকী।

সুখ-দুঃখদ পদার্থান্তর রহিত বলিয়া অপ্রতিহতা, যেমন সমুদ্রের প্রতি গঙ্গার অবাধ গতির ন্যায়; আর ফলানুসন্ধান-রহিতা বলিয়া অহৈতুকী।

৮ম প্রঃ। সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ ফিরান কত প্রকার ?

উঃ। দুই প্রকার, যথা—বৈধী ও রাগানুগা।

বৈধী ভক্তি একাদশ প্রকার; শরণাপত্তি ও সাধু হইতে গুরু পর্যন্ত সকলের সেবা এবং শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা ভক্তি—এই একাদশ প্রকার উপাসনা।

রাগানুগা—স্বরূপগত ও পরিমাণগত ভেদে বহুপ্রকার।

৯ম প্রঃ। মুখ ফিরান কিরূপে হইবে বা কোন্ ক্রিয়া-দ্বারা 'মুখ ফিরান' যায় ?

উঃ। সাধুসঙ্গ-দ্বারা; সাধু-সেবা বা সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গরূপা এবং পরিচর্যারূপা ভেদে দুই প্রকার।

১০ম প্রঃ। মুখ ফিরাইবার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন কি ?

উঃ। ভগবৎসাক্ষাৎকার ও আনুসঙ্গিকভাবে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি অথবা ঋণ-মোচন ও ধন-সমৃদ্ধি-লাভ।

ভগ্‌বদ্‌ উপাসনা কিসে লাভ হবে? ভক্তমহতের কৃপাতেই ভগবানের উপাসনা লাভ হবে। সাধুর অহৈতুকী কৃপায় ভগবদ্‌বিমুখ জীবের মুখ ফিরিবে।

যাঁ'রা মহতের কৃপা পেয়েছেন, তাঁ'রা কয় প্রকার? কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম; চিত্তবৃত্তি অনুসারে এই বিভাগ হয়ে থাকে। সর্ব-শ্রেষ্ঠ উপাসনা দুই প্রকার,—বৈধী ও রাগানুগা। উপাসনা ঐকান্তিকী ও নিরবচ্ছিন্ন হওয়া দরকার। উপাসনার মধ্যে আবার ভেজাল ও খাঁটি আছে। মন শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে অবিচলিত, একাগ্র ও নিষ্ঠাযুক্ত হ'লে ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ হয়, নিরন্তর ভজন-প্রগতি চল্‌তে থাকে।

কিসে চঞ্চল মন স্থির হবে? ভক্তির দ্বারাই মন স্থিরতা লাভ কর্‌বে। ভক্তির ফল কি? ভক্তির ফল—প্রেম-ভক্তি,—ভাষার দ্বারা তাহা বর্ণন করা যায় না, এমন আনন্দ-লাভ।

ভগবানকে ভাল লাগা,—ভালবাসা, প্রীতির সঙ্গে সেবা কা'কে বলে—একথা আর একটি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তাঁ'র নাম 'শ্রীপ্রীতি-সন্দর্ভ'।

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীশ্রীহরিকথা

(শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম)

শ্রীধাম-মায়াপুর

ইংসন ৪।৪।৪৩।

ইতিপূর্বে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিচার-প্রধান পথ এবং রুচি-প্রধান পথ—এই দুইটি পথের কথা বলিয়াছেন।

সাধু-গুরুর কৃপাতেই জীব কৃষ্ণসাম্মুখ্য লাভ করিয়া থাকে। ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি হয় না, পরমাত্মার প্রতি এবং ভগবানের প্রতি ভক্তি-লাভ হয়।

প্রঃ। শীঘ্র অথবা বিলম্বে ভক্তি-লাভ হওয়ার কারণ কি? শীঘ্র বা বিলম্বে যে-টুকু ভক্তি-লাভ হইল, তাহার স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ। কৃপা বা শক্তি-সঞ্চারের তারতম্যানুসারে শীঘ্র বা বিলম্বে ভক্তির উদয় হইবে। প্রীতিরূপ বলের এবং ভক্তির তারতম্য-অনুসারে শীঘ্র বা বিলম্বে উহার ফল ফলিবে।

কৃপাদাতার ভক্তিবাসনার ভেদ-অনুসারে এবং কৃপা-গ্রহীতার ভক্তিলাভের আদর্শ ও বাসনা-অনুসারে ভক্তি-লাভ হয়। যেমন কৃপাশক্তি-সঞ্চার—তেমন লাভ। ভক্তের সঙ্গ বা কৃপাফলে ভক্তি-লাভ হয় এবং জ্ঞানীর সঙ্গ বা কৃপাফলে জ্ঞান-লাভ হইবে।

ভজনমার্গ-বিশেষ বা 'ভক্তি-বিশেষ'—ইহাকে **যোগ** বলে। 'জ্ঞানপথের' দ্বারা পরতত্ত্বকে ব্রহ্মরূপে, 'ভক্তিবিশেষ' দ্বারা পরমাত্ম-রূপে ধারণা হইয়া থাকে।

বিচার-প্রধান মার্গে দুইটি পথের কথা পাওয়া যায়। (১) ভক্তি-বিরহিত ও (২) ভক্তি-সহিত।

ভক্তি-সহিত যোগ-পথে (১) মুমুক্ষু, (২) জীবন্মুক্ত ও (৩) প্রাপ্তস্বরূপ।

অবরোহ-পথই আমাদের স্বীকার্য, আরোহ-পথ স্বীকার্য নহে। বুদ্ধির দ্বারা পরতত্ত্বকে বুঝিয়া লওয়া যায় না।

ভগবৎকৃপা দৈন্য-সম্পর্কে অধিক উচ্ছলিতা হয়। দৈন্যটি রুচিপ্রধান। রুচিপ্রধান পথে প্রবেশের মূলে আদৌ দৈন্য। দৈন্য হইলেই মঙ্গলের রাস্তা আরম্ভ হয়। সর্ববিষয়ে নিজেকে অযোগ্য বলিয়া মনে করা, সেজন্য তীব্র জ্বালা-বোধ, এগুলি দৈন্যের লক্ষণ। যাঁহারা প্রেমভক্তির অভিলাষী, তাঁহাদের জন্যই রুচি-প্রধান মার্গ। রুচির পরে গুরুকরণ।

শ্রবণগুরু বহু হইতে পারেন, কিন্তু দীক্ষাগুরু একজন হইবেন। মন্ত্র দুই প্রকার,—বীজপুটিত মন্ত্র ও প্রণব-পুটিত মন্ত্র। দুই প্রকার মন্ত্র গ্রহণ করিয়া মহাপুরুষের অর্চন করিতে হয়। কারণার্ণবশায়ী এবং গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু—মহাপুরুষ। 'কৃষ্ণ' মহাপুরুষের বাবা। সকল উপদেশ ও শিক্ষার মস্তক উপমর্দন করিয়া যে বাক্যটি আছে, তাহাকে বলে—'পরিভাষা'। সেই পরিভাষাটি হচ্ছে—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" বিপক্ষের সমস্ত কথা খণ্ডন হয় এই শ্লোকে।

মহাপুরুষ অর্থে 'নারায়ণ'।

নীরাগবক্তা শ্রবণগুরুর নিকট শাস্ত্রবাণী শ্রবণ করিতে হইবে। তাঁ'র কথায় মরা মানুষও জাগিয়া উঠিবে।

সরাগবক্তা নিজেকেও পরীক্ষা করে না এবং যা'দের কাছে শ্রীহরিকথা বলে, তা'দের অধিকারও বিচার করে না।

কেবল অপরোক্ষ অনুভূতিবিশিষ্ট নহে, চিন্ময় অনুভূতি যাঁ'র আছে, তিনিই কেবল শ্রবণগুরু হইতে পারেন।

নারদ রুচি-প্রধান মার্গের দ্বারাই চাতুর্মাস্যকালে সমাগত সাধুগণের উচ্ছিষ্টাদি-গ্রহণরূপ সেবা করিয়াছিলেন।

শ্রীগুরুদেবকে আত্মা, প্রিয়তম, দেবতা, জীবন ও ঈশ্বর (অনুগ্রহ-নিগ্রহে সমর্থ) বলিয়া জানিতে হইবে। জানা কি? জানা মানে 'অনুভব'—ভালবাসা-মিশ্রিত অনুভব। শ্রীগুরুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিতে নাই, কেহ কেহ শিবকে গুরু বলিয়া মানেন।

বৈষ্ণব-গুরুর নিকটেই মন্ত্রগ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর মধ্যে ভেদবুদ্ধি করিতে হইবে না। শিক্ষাগুরুর নিকট ভজন-বিষয়ে গূঢ় তত্ত্ব জানিয়া লইতে হইবে। যা'রা ভগবৎপ্রেষ্ঠ পারমার্থিক গুরুকে আশ্রয় না করিয়া নিজ-চেষ্টায় ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে চাহে, তাহারা কুকুরের লেজ ধরিয়া সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করে।

সবিশেষ মার্গ দুই প্রকার:—

(১) অহংগ্রহোপাসনা ও (২) ভগবদ্-বিগ্রহের উপাসনা।

ব্রহ্মের বিচিত্রতা আমাদের বোধগম্য হয় না। বহুদূর হইতে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে কেবল জ্যোতির্ময় বলিয়া মনে হয়, তাহাদের মধ্যে যে রথ, রথী, অশ্ব প্রভৃতি আছে; এ'কথা কে

জানে ? চন্দ্র-লোকে যে প্রাণী আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

ভক্তির কারণও নির্গুণ, কার্যও নির্গুণ। মহাপ্রসাদও নির্গুণবস্তু, আবার মহাপ্রসাদ-সেবনরূপ কার্যটিও নির্গুণ।

ভক্তি-বিরহিত জ্ঞানে পতনেরই যোগ্যতা রহিয়াছে। ভক্তি-সহিত জ্ঞানে পতন কোনরূপেই হয় না।

নির্বিশেষ ব্রহ্মোপাসকগণ ভক্তিরহিত ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন। (৮৮/১৫ অংশই পতিত হয়, ৫ অংশ সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে।)

স্বরূপশক্তির সহিত যত সম্বন্ধ, সবই নির্গুণ। স্বরূপশক্তি নিজে আবির্ভূত হয়েন।

অহংগ্রহোপাসনার ফলে চতুর্বিধ মুক্তি পাওয়া যায়। ইহা প্রেমভক্তির তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। গীতাতে অহংগ্রহোপাসনার কথা নাই।

ভক্তি-সাধকদের প্রথমতঃ কথা-রুচিরূপা প্রাগবস্থা,—পরাবস্থা হচ্ছে—প্রেমভক্তি। ভক্তি-পথের সাধকগণ হরিকথায় রুচিযুক্ত।

ভক্তিদেবী সকল কাল, সকল পাত্র এবং সকল দেশের মধ্যে নিয়ত বিরাজমানা থাকিতে পারেন; তিনি দেশ, কাল ও পাত্রের দ্বারা প্রতিহতা হন না।

ভক্তি পূর্ণতম বস্তু,শ্রীভগবানকে পূর্ণভাবে দিতে পারেন; এজন্য ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। ইহার সাহায্য ব্যতীত যোগ ও জ্ঞানের ফল হইতে পারে না। যোগ ও জ্ঞানের প্রাপ্যবস্তুও ভক্তির আভাসেই পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্‌-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীশ্রীহরিকথা

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যার চুম্বক)

শ্রীধাম-মায়াপুর

ইংসন ৫।৪।৪৩

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

রতিকে প্রেমের অঙ্কুর বলা হয়। 'শান্তপ্রেম' বলা যাইবে না, কিন্তু 'শান্তরতি' বলা যাইবে। দাস্য-প্রেম, সখ্যপ্রেম—ইত্যাদিও বলা যাইবে।

উন্মুখগণের নাম—উপাসনারত। উপাসনায় অধিকার কাহার? যাহার যোগ্যতা, সে-ই উপাসনা করিবে। যোগ্যতা হচ্ছে—'শ্রদ্ধা'। আদৌ শ্রদ্ধা—শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা আবশ্যক।

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।"—(শ্রীচৈ চ ম ২২।৬৪)

কর্মার্পণ, জ্ঞান ও ভক্তিবিষয়ক তিনটি রাস্তার কথা পূর্বেই বলা হ'য়েছে। ফলকামিগণের জন্য কর্মকাণ্ড। ইহ-লোকে ফল, নতুবা

পরলোকে ফল ; কেহ কেহ উভয় লোকেই ফল চাহে। ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়, প্রতিষ্ঠা-সুখ, লোকে আমাকে ভাল বলিবে, —এ' সমস্তই ফলকামনা।

নির্বিণ্নদের জন্যই জ্ঞান-যোগ। তাঁ'রা আর কোন কর্ম করেন না। নৈষ্কর্ম্যরত ব্যক্তিদের কর্তব্য বলিয়া আর কোন ধারণা নাই।

'নির্বিণ্নাণাং' আর 'ন্যাসিণাম্'—এই দুইটি পদের দ্বারা বিরক্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। মুক্তিকামনা যাঁ'দের দৃঢ় হইয়াছে, তাঁ'দের জন্যই জ্ঞানযোগ।

কর্মমার্গে যেমন সংকল্প করিবে, তেমন ফললাভ হইবে। অর্থ-হীন ও স্বাস্থ্যহীন মানব সুষ্ঠুভাবে কর্ম করিতে পারে না। কর্ম-কাণ্ডে দেবতাদিগকে ঘুষ দিতে হয়, বহুদেবতা-যজন কর্মকাণ্ডে প্রধানভাবে দেখা যায়।

দেবতা অথবা ভগবান্‌কে দিয়া নিজের ইন্দ্রিয়-সুখপ্রদ কর্ম করাইয়া লওয়া 'ভক্তি' নহে।

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' যে করয়॥"—(শ্রীচৈ চ ম ২৩।৯)

কোন ভাগ্যের অর্থ—সাধুর স্বেচ্ছাপূর্ণ কৃপা।

ভগবদ্ভক্ত স্বাধীন, পরম স্বতন্ত্র। ভগবদ্ভক্তের কৃপা হইতে জাত যে মঙ্গল,—তাহাই প্রকৃত ভাগ্য।

ভক্তের স্বাধীন ইচ্ছার ফলেই তিনি সঙ্গদান করেন।

"কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥"—(শ্রীচৈ চ অ ৪।৬৭)

স্ত্রী-শূদ্র, হুন, শবর, কোল, ভীল জাতি—সকলেই ভক্তি লাভ করিবে ;—যদি ভগবদ্ভক্তের আচরণ শিক্ষা করে, তাহা হইলেই

দেবমায়াকে অতিক্রম করিতে পারিবে। ভক্তি—দ্রব্য, জাতি, গুণ, ক্রিয়া কিছুরই অপেক্ষা করেন না।

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্বকর্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
ভিদ্যন্তে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥"

—(ভা ১১।২০।২৭-৩০)

"আমার কথায় যাঁ'র শ্রদ্ধা জনমিল।
সর্বকর্ম তেজিয়া নির্বিণ্ণ যদি হৈল॥
যদি বিচারিল—কামভোগ দুঃখময়।
তেজিতে না পারে, রাগ দূর নাহি হয়॥
পীরিতি করিয়া তবে ভজিব আমারে।
হৃদয়ে নিশ্চল করি' শ্রদ্ধা-পুরস্কারে॥
কামভোগ পরকালে দেখি' দুঃখময়।
ভোগমাত্র করে'—দুঃখ ভাবিয়া হৃদয়॥
ভক্তিভাবে নিরবধি সভে আমা' ভজে।
তবে আমি রহি তা'র হৃদয়-পঙ্কজে॥
হৃদিগত কাম তা'র সব দূরে যায়।
সংসার তরিতে এই উত্তম উপায়॥

আমাকে দেখিলা যে, সকল জীবময়।
হৃদিগত গ্রন্থি ছুটে, ছিণ্ডয়ে সংশয় ॥
সর্বকর্ম-ক্ষয় তা'র হয় সেই ক্ষণে।
এ বোল বুঝিয়া ভক্তি সাধিব যতনে ॥"

—(শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী)

দুর্বলতা-বশতঃ যে ব্যক্তি দুঃখদ সংসারকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া নিয়ত গর্হণ-মুখে বিষয় স্বীকার করিতেছে এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত হইতেছে, তাহার জন্য শ্রীমদ্‌-ভাগবতে বিশেষ আশার বাণী রহিয়াছে।

ভগবৎ-কথা-শ্রবণে রুচিই মঙ্গলের হেতু। দুর্বল অবস্থা হইতে তুমি মুক্ত হইয়া হরিভজন আরম্ভ করিবে, তাহা নয়। যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থায়ই আরম্ভ কর।

প্রপঞ্চের ইতিহাসে এত বড় আশার বাণী আর নাই। 'ন স্খলেৎ ন পতেৎ'—এত বড় আশার বাণী আর পাওয়া যায় না।

ভাগবত-ধর্মের স্বল্পানুষ্ঠান দ্বারাও মহা-মহা-ভয়ের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ভক্তি—অশেষ শক্তিমতী, ভক্তি অবর্ণনীয়া বলবতী। ভক্তি—অনন্যাবস্থা নিরপেক্ষা। ভক্তিতে রুচি হইলে আপনা হইতেই ফলকামনা থাকিবে না।

শ্রদ্ধাটি অনন্যভক্তির বিশেষ সহায়ক; শ্রদ্ধা ভক্তিকে প্ররোচনা দেয়, একটা উদ্দীপনা দেয়। জল নিম্নগামী,—খাল আর কাট্‌তে হয় না। ভক্তি শ্রদ্ধারও অপেক্ষা করে না; নিরপেক্ষা, স্বতন্ত্রা কিনা!

'সকৃৎ'-শব্দের অর্থ—যথাকথাঞ্চৎ—'আভাস'। 'সকৃৎ' অর্থ

—একবার। 'হেলা'-শব্দের অর্থ—অপরাধ। বেণও 'হেলা' করিয়া বিষ্ণুর নাম করিত, কিন্তু তাহার মুক্তি হইল না ; যেহেতু তাহার অভিনিবেশ ছিল না। অভিনিবেশ না থাকিলে কেবল হেলাবশতঃ ২।১ বার নামগ্রহণ করিলে তদ্দ্বারা ফল হইবে না। বেণ বিষ্ণুর প্রতি নিরপেক্ষ ছিল। নিরপেক্ষতাও একপ্রকার মাৎসর্য।

জরাসন্ধ মুক্তি লাভ করিল, যেহেতু উহার সর্বদা শ্রীকৃষ্ণে অভিনিবেশ থাকিত। শত্রুতা-বশতঃই হউক না কেন, বেণের মত সে ২।১ বার হেলাভরে নাম নিত না, সর্বদা বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া কৃষ্ণচিন্তায় অভিনিবিষ্ট থাকিত।

"শ্রদ্ধা-বশতঃই হউক, আর হেলা-বশতঃই নামগ্রহণ করা হউক ; কৃষ্ণনাম সকলকেই পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।"

এখানে অপরাধ-বশতঃ 'হেলার' কথা বলা হয় নাই। না জানিয়া হেলা-বশতঃ নামোচ্চারণ—তাহার কথাই বলা হইয়াছে।

শ্রদ্ধা ব্যতীতও সাধনভক্তি আরম্ভ হইতে পারে। শ্রদ্ধা ব্যতীতও যদি ভক্তিতে সামান্য একটু প্রবৃত্তি থাকে, তাহা হইলে অনন্যা ভক্তির পথে প্রগতির বাধা হইবে না। ক্রমশঃ মঙ্গলের রাস্তা পরিষ্কার হইতে থাকিবে।

যেখানে অনন্যা ভক্তি দেখা যাইতেছে, সেখানে শ্রদ্ধা থাকিবেই থাকিবে। 'শ্রদ্ধা'—মানে আদর। আদরের মধ্যে আবার একটু প্রিয়ত্ববোধও আছে, অপরাধের মূল হইল—অনাদর।

ভক্তির ক্ষেত্র কত বিশাল ! অনর্থ-যুক্ত অবস্থা হইতে আরম্ভ ক'রে প্রেমভক্তি পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। ভক্তিদেবীর কি উদারতা !

'শ্রদ্ধা' ভক্তির অঙ্গ নহে ; উহা মানসিক গুণ বা ভাব।

কেননা ভক্তি তো অনুষ্ঠানময়ী ; শ্রদ্ধার কোন অনুষ্ঠান নাই। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইলে বর্ণাশ্রম-ধর্মে আর আসক্তি থাকিবে না। কিন্তু দুর্বলতা-বশতঃ যদি উহা ত্যাগ না করিতে পারে, তাহা হ'লেও সে ভাগবত-মার্গ অবলম্বন করিতে পারিবে। দুর্বলতা আছে,—অতএব ভাগবতধর্ম-যাজনের অধিকার নাই, তাহা নহে। শ্রদ্ধালাভ হওয়া মাত্রই মানুষের সামাজিক ও বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্মে নিষ্ঠা থাকে না ; কেননা সে জানে যে, এই সকল কর্মের ফল হইবে শোক, কেবল ক্রন্দন। এই প্রকার শ্রদ্ধা যাহার হইয়াছে, সে যদি দৈবাৎ পাপকার্য করে, তাহাকে ভাল বলা যাইবে না। উহার পাপপ্রবৃত্তির সমর্থন করিতে হইবে না। শাস্ত্রেও উহাকে গর্হণই করা হইয়াছে।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"

—(শ্রীগীতা ৯।৩০)

শ্রীগীতার এই শ্লোকেও তাহার নিন্দাই করা হইয়াছে।

'অপি'-শব্দে ইহাই বুঝাইতেছে যে, সাধারণতঃ উহার পাপ-প্রবৃত্তি থাকিবে না। কিন্তু যদি থাকে, তাহা হইলেও উহার সাধুত্বে সন্দেহ করিতে হইবে না। তাহার ঐ পাপপ্রবৃত্তির প্রশংসাও করিতে হইবে না। উহার পাপ চালাইবার ইচ্ছা নাই, তবু যদি পাপকার্য দেখা যায় ; তবে বুঝিতে হইবে,—এখনো শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় নাই। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা উদিত হইলে আর পাপ থাকিতে পারে না।

"অপি চেৎ..........................হি সঃ॥"—শ্রীগীতার

এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের 'সারার্থবর্ষিণী'-টীকা-অনুসারে কহিতেছেন,—

"যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে ভজন করেন, তিনি সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিবে; যেহেতু তাঁহার ব্যবসায় —সর্বপ্রকারে সুন্দর। 'সুদুরাচার'-শব্দার্থ ভাল করিয়া বুঝিবে। বদ্ধজীবের আচার দুই প্রকার,—সাম্বন্ধিক ও স্বরূপগত। শরীর-রক্ষা, সমাজরক্ষা ও মনের উন্নতি-সম্বন্ধে যতপ্রকার শৌচ, পুণ্য, পুষ্টিকর ও অভাবনির্বাহী আচার অনুষ্ঠিত হয়,সে সমস্তই'সাম্বন্ধিক'। শুদ্ধজীবস্বরূপ আত্মার আমার প্রতি যে চিৎকার্যরূপ ভজন-আচার আছে, তাহা—জীবের স্বরূপগত; তাহার অন্য নাম 'অমিশ্রা' বা 'কেবলা ভক্তি'। বদ্ধদশায় জীবের কেবলা ভক্তিতে সাম্বন্ধিক আচারের সহিত অনিবার্য সম্বন্ধ রাখে। বদ্ধজীবের অনন্যভজন-রূপ ভক্তি উদিত হইলেও দেহ-থাকা কাল পর্যন্ত সাম্বন্ধিক আচার অবশ্য থাকিবে। ভক্তি উদিত হইলে জীবের ইতর রুচি থাকে না। যে পরিমাণে কৃষ্ণরুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে ইতর রুচি খর্ব হইতে থাকে। নিতান্ত নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত কখনও কখনও ইতর রুচি বলপ্রকাশপূর্বক কদাচার অবলম্বন করে; কিন্তু অতি শীঘ্রই তাহা কৃষ্ণরুচি-দ্বারা দমিত হইয়া যায়।

ভক্তির উন্নতি-সোপানারূঢ় জীবদিগের ব্যবসায়—সর্বাঙ্গসুন্দর। তাহাতে যদিও ঘটনাক্রমে দুরাচার, এমন কি, সুদুরাচার (পর-হিংসা, পরদ্রব্যহরণ, পরদার-ধর্ষণ, যাহাতে ভক্তের সহজে রুচি হইতে পারে না, তাহা) কদাচিৎ লক্ষিত হয়, তাহাও অবিলম্বে

যাইবে এবং তদ্দ্বারা প্রবল-প্রবৃত্তিরূপা মদ্ভক্তি দূষিত হয় না,—ইহাই জানিবে। কোন কোন পরমভক্তের পূর্বে মৎস্যাদি-ভোজন এবং পূর্ব-সংগৃহীত পরদার-সঙ্গাদি লক্ষ্য করিয়াও তাহাদিগকে অসাধু মনে করিবে না।"

ইহার পরবর্তী শ্লোকেই শ্রীভগবদ্-গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন—

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥" (শ্রীগীতা ৯।৩১)

"হে কৌন্তেয়! আমার প্রতিজ্ঞা এই—আমার অনন্যভক্তি-পথারূঢ় জীব কখনই বিনষ্ট হইবে না। প্রথম অবস্থায় 'নিসর্গ' ও 'ঘটনা'-বশতঃ তাহার অধর্মাচরণাদি থাকিলেও ঐ অধর্মাদি শীঘ্রই পরমৌষধিরূপা শ্রীহরিভক্তিদ্বারা বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্যধর্মরূপ স্বরূপগত আচার-নিষ্ঠ হইয়া, ভক্তি-জনিত পরমশান্তি লাভ করিবেন।

'শ্রদ্ধা' অনন্যভক্তির একটি বিশেষণ। অনন্যভক্তির সঙ্গে শ্রদ্ধা থাকিবেই থাকিবে।

উদাহরণ—যথা, 'শস্ত্রধারীকে ভোজন করাও।'

শস্ত্রাদি অঙ্গে ধারণ করিয়াই শস্ত্রধারী ভোজন করিবে, কিন্তু "উপানৎধারীকে ভোজন করাও"—বলিলে এই উদাহরণ খাটিবে না। কেননা, জুতা পরিয়া কোন সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তি ভোজন করে না। এটা হইতেছে, উপলক্ষণ।

'শস্ত্রধারীকে ভোজন করাও'—ইহা বিশেষণ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধার্বাহুদ-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথা

(সংক্ষিপ্ত মর্ম)

শ্রীধাম-মায়াপুর

ইংসন ৬।৪।৪৩।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, বেদোপদিষ্ট সন্ধ্যা-বন্দনাদি ত্যাগ করিলে ভগবানের আজ্ঞা-লঙ্ঘনজনিত দোষ হইবে না কি? যেহেতু ভগবান্ কহিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি আমার প্রণীত শ্রুতি-স্মৃতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, সে আপাত দর্শনে ভক্তিযাজন করিলেও তাহাকে বৈষ্ণব বলা যাইবে না।"

এখন আবার প্রশ্ন উঠিবে,—"তবে কি ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে কর্মকাণ্ড করিতে হইবে?" ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ আছে,—

"তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"

—(ভা ১১।২০।৯)

শ্রীভগবান্ নিজ প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে এই শ্লোকে বলিয়াছেন যে, "আমার কথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা এবং বিষয়ে সম্যক্ বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে আর কর্মকাণ্ড করিতে হইবে না।" অতএব শ্রুতি-স্মৃতি-সম্বন্ধে তাঁহার যে পূর্ববিধি আছে, তদপেক্ষা পরবিধিই অধিক বলবান্।

যখন কর্মে বৈরাগ্য হইবে, তখন সন্ন্যাস-গ্রহণের অধিকার, আর শ্রীহরিকথায় শ্রদ্ধা হইলেই ভক্তির অনুশীলন করিবে। যদি শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা উদিত হইলেও কর্মকাণ্ডই করিতে থাকে, তবে পরবিধি উল্লঙ্ঘনের দরুণ অপরাধ হইবে।

ইহার পরে পুনরায় প্রশ্ন হইবে যে, কর্মকাণ্ড-ত্যাগের জন্য যে পাপ হইল, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে কি ? এবিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেন যে, ভক্তিযাজীর এজন্য কোন প্রায়শ্চিত্তের দরকার নাই। ভগবানের চরণে সম্পূর্ণ শরণাগত হইলে আর পঞ্চঋণ শোধ করিতে হইবে না। ভগবানে শরণাগত হইলেই কর্মকাণ্ডে অনধিকার ; ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা আর শরণাগতি এই দুইটি হইলে ত' কথাই নাই, আর কর্মকাণ্ডে ধাবিত হইতে হইবে না।

"কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিলে কি পাপ হইবে না ?"—এই একটি প্রশ্ন হইতে পারে।

পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, শরণাগতি পাপ নহে। অতএব প্রায়শ্চিত্তেরও দরকার নাই। ভগবানে শরণাগত ব্যক্তিরও যদি দৈবাৎ কোন পাপ দেখা যায়, তবে শরণাগতি-আগুন তাহা পোড়াইয়া দিতে পারে। **প্রায়শ্চিত্তের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা—শ্রীভগবানের স্মরণ।** শরণাগত ব্যক্তির পাপে প্রবৃত্তিই নাই।

অতএব প্রায়শ্চিত্ত আর কি? যদি দৈবাৎ পাপকার্য কৃত হয়, তাহা হইলে "হে কৃষ্ণ! পতিত পামর আমাকে কৃপা কর।"—নিষ্কপটে এ কথাটি বলিলেই হইয়া যায়। বিকর্ম দৈবাৎ হইয়া গেলেও ভগবানের স্মরণহেতু অন্তর্যামী আর পাপকার্য করান না। অন্তর্যামী বিষ্ণু শরণাগত জীবের হৃদয় হইতে পাপকার্য বন্ধ করিয়া দেন।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা আর শরণাগতি একই অর্থবাচক। শাস্ত্রার্থের প্রতি বিশ্বাসের নাম—শ্রদ্ধা।

"'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়॥"

—(শ্রীচৈ চ ম ২২।৬২)

শাস্ত্রই জীবকে আশার বাণী শুনায়। প্রেয়ঃ হইতে শ্রেয়ের দিকে অভিগমন করায়। শাস্ত্র শব্দাকারে অবতীর্ণ পরতত্ত্ববস্তু; শাস্ত্র—শোক-মোহ-ভয়াপহা। শাস্ত্র—সমগ্র জীবজগৎকে অভয় দান করে। শাস্ত্ররূপ বান্ধবের কথা না শুনিলে অমঙ্গল হবেই হবে। শ্রদ্ধার উদয় হইলেই শরণাগতি আসিয়া যায়। যিনি মৃত্যুর মৃত্যু, ভয়ের ভয়, মহাকালের মহাকাল—এমন যে ভগবান্,—তাঁহার শ্রীচরণারবৃন্দে শরণাগত হইলে আর কোন ভয়ই থাকে না, শাস্ত্রপাঠেই আমরা ইহা জানিতে পারি। শ্রদ্ধা বা শরণাগতি হইলে আর দেবতাদিগকে 'ঘুষ' দিতে হয় না। তাই বলিয়া দেবগণকে অবজ্ঞা করিতে হইবে না। সম্রাটের দেখা পাইলে আর চৌকিদার, দফাদারের পূজার দরকার নাই।

ভক্তির অনুশীলন করিতে রোগাদির জন্য ভক্তিযাজন

(ক্রিয়ানুষ্ঠান) বন্ধ হইয়া গেল ; কেহ কেহ হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন,—সাধনাবস্থায় অনেক সময় সেরূপ হইতে দেখা যায়। এবার পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে—"এখন কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না? কর্মকাণ্ডও পরিত্যাগ করা হইল, আবার ভক্তির অনুশীলনও সুষ্ঠুভাবে হইল না, এখন উপায় কি?"

এ বিষয়ে উত্তর এই যে, সাময়িকভাবে ভক্তি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত আর করিতে হইবে না। সিদ্ধির আগেই যদি দেহত্যাগ হ'য়ে যায়, সেজন্য বিশেষ চিন্তা নাই। এই ভক্তিমার্গে নিমিলিত নেত্রে ধাবিত হ'লেও বিনাশ নাই। নীচ যোনিতে জন্ম হইলেও প্রায়শ্চিত্ত দরকার হ'বেনা।

যাঁ'র বিষ্ণুস্মৃতি নিরন্তর আছে, তাঁ'র সবই আছে।

গীতার—"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"
—(শ্রীগী ১৮।৬৬)

—এই শ্লোকের অর্থ শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত—
"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং, ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং, গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥"
—(শ্রীভা ১১।৫।৪১)

—শ্লোকের অর্থ একই প্রকার।

ভগবানের নাম ছাড়া রাজর্ষি ভরত স্বপ্নেও আর কোন নাম উচ্চারণ করেন নাই। নামাশ্রিত শরণাগত ব্যক্তির যদি নাম-ভজনের অনুকূল কোন কর্ম দেখা যায়, তবে তাহাও ভক্তি

বলিয়াই জানিতে হইবে। কৃষ্ণসম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত বিষয়ও কৃষ্ণই। কৃষ্ণের সংসারের কর্ম, সাধারণ কর্ম নয়।

শ্রীঅম্বরীষ ও শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজের যজ্ঞানুষ্ঠান শুদ্ধভক্তির ব্যাঘাতকারক নহে।

শরণাগতি—সাধনের প্রথম অবস্থা। শুদ্ধা ভক্তির আরম্ভেই স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ কর্তব্য। পাকা হ'লে তো কথাই নাই। শ্রদ্ধা যে হইয়াছে, তাহার লক্ষণ বা প্রমাণ কি?

ভগবানে শরণাগতিই তাহার লক্ষণ।

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জনম্"—ইত্যাদি ভিতরের লক্ষণ। বাহিরের লক্ষণ কি? শোক, মোহাদির অভাব, প্রাকৃত বস্তুর লাভ এবং বিয়োগে হর্ষ-দুঃখাদির অভাব। শরণাগতি লাভ হইলে আর পুত্রের মৃত্যুতে গৃহাধিষ্ঠিত গিরিধারীর পূজা-আরতি, ভোগ-রাগ বন্ধ হ'বে না। শরীর-যাত্রা-নির্বাহে মুহ্যমান না হওয়া, অর্থাৎ 'মুষড়ে না-পড়া'—এটা বাহ্য লক্ষণ। অকার্পণ্য থাকিবেই। 'কৃপণতা'-শব্দের অপর একটি অর্থ—বিহ্বলতা। শরণাগত মানব ধনজনাদির প্রাপ্তিতে আনন্দিত, আর লব্ধবস্তুর বিনাশে শোকবিহ্বল হন না।

"দেন কৃষ্ণ, নেন্ কৃষ্ণ, পালেন কৃষ্ণ সবে।
রাখেন কৃষ্ণ, মারেন কৃষ্ণ, ইচ্ছা করেন যবে॥"

যথার্থ শ্রদ্ধা উদিত হ'লে কৃপণতা আর থাক্‌বে না। খাওয়া-পরার জন্য চিন্তা থাক্‌বে না। যোগ-ক্ষেমের জন্য আর ভাব্‌তে হ'বে না।

অলব্ধ বস্তুর সংগ্রহ-চেষ্টার নাম 'যোগ'—আর লব্ধ বস্তুর

রক্ষণ-চেষ্টার নাম—'ক্ষেম'। এই দুই-এর জন্য ভক্ত চিন্তা বা চেষ্টা করিবেন না। এ সবই তো অন্তরের জিনিষ। বাহিরে কায়ে কি প্রকাশ পাইবে? শরণাগত ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবৎ-সম্বন্ধী জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিক বিশ্বাস থাকিবে। ভগবৎসম্বন্ধী জাতি—বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, গাভী ইত্যাদি। দ্রব্য—মহাপ্রসাদ, নির্মাল্য, শ্রীচরণামৃত, তিলকাদি। গুণ—শরণাগতের ২৬টি গুণ। ক্রিয়া—প্রসাদ-গ্রহণ, শ্রীচরণামৃত-পান, তিলকাদি-ধারণ, মঠ-মন্দিরাদিতে বাস, পরিক্রমা, আরাত্রিক-দর্শন, শ্রবণাদি ক্রিয়া, দণ্ডবৎ প্রণাম ইত্যাদি। এই সকল ভগবৎসম্বন্ধী ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে অবিশ্বাস কখনই হ'বে না; কোনক্রমেই অনাস্থা হ'বে না,—রুচি থাক্‌বে।

অলৌকিক বিশ্বাসে হরিসম্বন্ধী বস্তু হরিসেবার জন্য গ্রহণ করিবে। শ্রীচরণামৃত অপ্রাকৃত-বুদ্ধিতে হরিসেবার জন্য গ্রহণ করিলে অকালমৃত্যু, সর্বরোগ ও সর্বদুঃখ দূর হয়।

অপরাধ-বশতঃই ফল পাওয়া যায় না; প্রাকৃত-বুদ্ধিতে শ্রীচরণামৃত ও মহাপ্রসাদাদি গ্রহণ করিলে ফল স্থগিত থাকে।

অপরাধের বজ্রলেপ এতই প্রবল যে, শ্রীকৃষ্ণ-চরণামৃত ও মহাপ্রসাদ প্রত্যহ পাইতেছি; তথাপি ভবরোগ দূরীভূত হইতেছে না; ভক্তিদেবী হৃদয়ে আসন পারিতেছেন না; নিশ্চয়ই অপরাধ আছে, বুঝিতে হইবে।

শ্রীনারদ, শ্রীব্যাসদেব প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতেন। যাঁহারা এইরূপ তিন বেলা স্নান করেন, তাঁহারা পূর্বে গুরুবর্গের আদর্শ অনুসরণ করিয়াই করেন।

যদি কেহ তিন বেলা স্নান না করে, তবে তা'র কি হ'বে ? যদি এই প্রশ্ন উঠে—তবে বলিতে পারা যায়, সাধনভক্তি অধিকাংশরূপেই ক্রিয়াময়ী। এই স্নান (উত্তম স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ) তিন বেলা না করিলে দোষের বিষয় হইতে পারে। কদর্যশীল ব্যক্তিদের জন্য ত্রিসন্ধ্যা স্নানের ব্যবস্থা আছে। 'কদর্য'-শব্দের অর্থ—কৃপণ। কদর্যশীল—নোংরা স্বভাব। এই কদর্যস্বভাব পরিবর্তনের জন্যই শাস্ত্রে ত্রিসন্ধ্যা স্নানাদির ব্যবস্থা দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীশ্রীহরিকথার সংক্ষিপ্ত মর্ম

শ্রীধাম-মায়াপুর

ইংসন ৭।৪।৪৩

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥"

প্রঃ। 'শ্রদ্ধা' কি?

উঃ। শাস্ত্র ও শাস্ত্রমূর্তি ভক্ত-ভাগবতের প্রতি বিশ্বাসের নাম—শ্রদ্ধা।

"শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়॥"

—(শ্রীচৈ চ ম ২২।৬২)

—এখানে 'শ্রদ্ধা'—বিশ্বাস-রূপ মানসিক গুণ।

"শ্রদ্ধাহি শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসঃ।"—(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১৮৭ পৃষ্ঠা) শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার লক্ষণ—শরণাপত্তি এবং ব্যবহারে অকার্পণ্য। জীবন-যাত্রা-নির্বাহে ভগবৎ-স্মৃতি-যুক্ত এবং অবিক্ষুব্ধচিত্ত থাকাই শ্রদ্ধার লক্ষণ।

প্র ঃ। শ্রদ্ধা যে হইল, তাহার লক্ষণ কি ?

উ ঃ। জাতশ্রদ্ধের দুইটি লক্ষণ—(১) অন্তর্লক্ষণ ও (২) বাহ্য-লক্ষণ। (১) অন্তর্লক্ষণ—ষড়ঙ্গ-শরণাগতি—"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ" ইত্যাদিরূপ শরণাপত্তি ও ব্যবহারে অকার্পণ্য বা অক্ষুব্ধচিত্তত্ব—অর্থাৎ যাঁহার শরণাগতি হইয়াছে, তিনি আর জীবনযাত্রা-নির্বাহে কোন প্রকার অভাবে মুহ্যমান হন না।

শরণাগতের বিচার—

"অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষাচ্ছাদন-সাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥"

—(শ্রীভ র সি)

যোগক্ষেম ভগবান্‌ই বহন করেন—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস। **যোগ**—অর্থে প্রাপ্যবস্তু এবং **ক্ষেম**—অর্থে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ। (২) বাহ্যলক্ষণ—Positive ও Negative ভেদে দুই প্রকার। বাহ্যলক্ষণ অর্থাৎ বাহিরে তিনি কি করেন? যিনি শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহার ভগবৎসম্বন্ধী জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে বা অপ্রাকৃতত্বে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিবে।

ভগবৎসম্বন্ধী জাতি যথা—অচ্যুতগোত্র বৈষ্ণব; দ্রব্য যথা—প্রসাদ; গুণ যথা—ভক্তবাৎসল্য; ক্রিয়া যথা—গোবর্ধন-ধারণ। ভগবৎসম্বন্ধি-বস্তুতে প্রাকৃতবুদ্ধি ভীষণ অপরাধ। বস্তু ঠিক আছে; কিন্তু আমার দর্শন ঠিক নাই,—ইহা শরণাগতের বিচার। 'দৃঢ়বিশ্বাস'-অর্থ—সুদৃঢ় ধারণা।

ভগবানে বা ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইলে তাঁহার দম্ভ বা প্রতিষ্ঠাশার লেশমাত্রও থাকিবে না। প্রতিষ্ঠাকামী হইলে মহতের চরণে

অপরাধ হইবে। শাস্ত্র ও শাস্ত্রমূর্তি-ভাগবতের চরণে শ্রদ্ধা হইলে অপরাধ হইবে না।

দুর্গা বা পার্বতীদেবী মন্ত্ররক্ষাকারিণী। কৃষ্ণমন্ত্র-উচ্চারণকারী বৈষ্ণবগণকে তিনি রক্ষা করেন।

ভগবৎসেবা-সুখানুসন্ধানের নাম—অপ্রতিহতা ভক্তি। ভক্তির অনুশীলনের মত সুখও আর কিছু নাই, ভক্তি না করার মত দুঃখও আর কিছু নাই।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয়ে পাপকার্য আর থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধার Positive লক্ষণ—দরিদ্র ব্যক্তি যদি স্বর্ণখনির সন্ধান পায়, তবে তাহা লাভের জন্য সে যেরূপ চেষ্টা করে, তদ্রূপ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিও অভীষ্ট-লাভের জন্য নিরন্তর চেষ্টান্বিত থাকেন।

শ্রদ্ধার Negative লক্ষণ—শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির স্বার্থসাধনের জন্য কোনপ্রকার দম্ভ বা প্রতিষ্ঠাময় চেষ্টার লেশও থাকিবে না এবং তিনি জ্ঞানপূর্বক কোন মহতের চরণে অপরাধ করেন না।

আদরের সহিত নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টাই ভক্তিতে উৎসাহের লক্ষণ। ভক্তির অনুশীলনে '**মনমরা**' ভাব থাকিবে না। '**মনমরা**' ভাব থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, অপরাধ আছে। অভীষ্টবস্তুকে পাইবার জন্য সতত উৎসাহ থাকিবেই। "উৎসাহ না দিলে সেবার কার্য করিবে কেন?" একথা এখানে খাটিবে না। সর্বদা মহাজনদের অনুবর্তন বা অনুসরণ-চেষ্টা থাকিবে। ঔদাসীন্য ও শিথিলতা শ্রদ্ধার বিপরীত।

বিদ্যাধরপতি চিত্রকেতু সঙ্কর্ষণের দর্শন পাইয়াছিলেন,—অন্তরে ও বাহিরে। তিনি প্রেমিকভক্ত হইয়াও যে মহাদেবের মহা-

ভাগবতত্ব সাময়িকভাবে জানিলেন না, তাহা লোকশিক্ষার জন্য। ইহা একটা অভিনয়-মাত্র; চিত্রকেতু নিজেও ভাগবত ছিলেন, তিনি মহাদেবের মহাভাগবতত্ব সম্পূর্ণ জানিতেন। বৈষ্ণব বৈষ্ণবের কাছে অপরাধ করিতে পারেন না। শ্রদ্ধার চেয়েও বৈষ্ণবতা আরো অনেক বড় কথা। প্রেমিক ভক্ত প্রেমিক ভক্তের কাছে অপরাধ করেন না। অনেক শিক্ষা এই অভিনয়টির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

চিত্রকেতু পার্বতীর অভিশাপ মস্তকে পাতিয়া লওয়াতে তাঁহার বৈষ্ণব-মাহাত্ম্যও প্রকাশিত হইল। তিনি এই অভিশাপ ভগবৎ-প্রদত্ত বলিয়া মানিয়া লইলেন।

পার্বতী-দেবী মর্যাদা-লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারেন না; মহাদেবের মর্যাদা-লঙ্ঘন দেখিয়া তিনি চিত্রকেতুকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। অভিশাপ-ফলে বৃত্রাসুররূপে জন্ম লাভ করিলেও চিত্রকেতুর ভক্তি বিনষ্ট হয় নাই। বৃত্রাসুর-জন্মে ও তাঁহার দৃষ্টান্তে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। চিত্রকেতু দেবীর শাপ বরণ করিয়া প্রস্থান করার পর মহাদেব পার্বতী-দেবীকে বলিয়াছিলেন,—"দেবি! দেখিলে ত' বৈষ্ণবের কি প্রকার অমানি-মানদত্ব!"

এই অভিনয়ে মহাদেবের মাহাত্ম্য, চিত্রকেতুর মাহাত্ম্য ও পার্বতী-দেবীর মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে কতই গূঢ় বিষয় রহিয়াছে।

বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে বলেছিলেন,—"হে ইন্দ্র! তুমি আমার এই পাপ-দেহ শীঘ্র ধ্বংস কর।" প্রেমিক ভক্ত কোন কারণ-বশতঃ পাপ-দেহ লাভ করিলেও তাহা তাহার ভক্তিকে আবৃত করিতে পারে না। পাপজ দেহ হউক না কেন, ভক্তিকে কলুষিত করিতে

পারে না। বৃত্রাসুর অনন্তদেব শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রেমিক ভক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রেমভক্তি দূষিত হয় নাই। তিনি সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—

"তোর অস্ত্রে ইন্দ্র আমি তেজিব শরীর।
অনন্তচরণে তবে চিত্ত হৈব স্থির ॥
তবে মোর খণ্ডিব সকল ভববন্ধ।
নিরবধি করিমু ভকতজন-সঙ্গ ॥
হরিদাস, তাঁ'র দাস-দাস-অনুদাস।
জনমে জনমে হঞা থাকু—এই আশ ॥
যদি মন করে কৃষ্ণ-গুণ স্মঙরণ।
দুইকর হয়ে যদি সেবা-পরায়ণ ॥
যদি মোর বদনে গোবিন্দ-গুণ গায়।
যদি নারায়ণ-কর্ম করে মোর কায় ॥
তবে ইন্দ্রপদ, ব্রহ্মপদ, যোগসিদ্ধি।
সার্বভৌম-পদ নাহি বাঞ্ছোঁ মহানিধি ॥
বৈষ্ণবজনের সঙ্গে বাস যদি হয়।
কর্মবন্ধে জন্ম যথা তথা কেনে নয় ॥"—(শ্রীকৃ প্রে ত)

বিদ্যাধর-পতি চিত্রকেতু বিমানে আরোহণ করিয়া সর্বদা হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে গগন-মণ্ডলে বিচরণ করিতেন। একদিন রাজা কৈলাস-পর্বতে যাইয়া দেখিলেন,—দিগম্বর শ্রীশঙ্কর পার্বতীদেবীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া হরিকথা-কীর্তনে মত্ত রহিয়াছেন। শ্রীমহাদেবের এই ব্যবহার দেখিয়া চিত্রকেতু হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"সকল লোকের পিতা হরমহেশ্বর, তিনি সকলের গুরু, তিনি পরম তপস্বী, অথচ স্ত্রীকে কোলে করিয়া সভার মধ্যে বসিয়াছেন। উন্মত্ত-ব্যক্তিও এ রকম কার্য করে না। ইনি ঈশ্বর হইয়াও যদি এইরূপ কার্য করেন, তবে সাধারণ লোকে যে মন্দ কর্ম করিবে, তাহাতে আর আশ্চার্য কি?" শ্রীপার্বতীদেবী এই কথা (শ্রীশিবজীর মর্যাদা-লঙ্ঘনপর বাক্য) শুনিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি চিত্রকেতুকে অসুর-জন্ম-লাভের জন্য অভিশাপ দিয়াছিলেন। এই শাপ বরণ করিয়া চিত্রকেতু বৃত্রাসুর হইয়াছিলেন। কিন্তু অসুর-জন্মেও তাঁহার ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম হইলেই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয়; তৎপূর্বে লৌকিকী শ্রদ্ধা।

প্রঃ। পাপ ও অপরাধের মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ। অকরণের করণ আর করণের অকরণ,—এই উভয়ই **পাপ**। আর অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-বস্তুর প্রতি অশ্রদ্ধা, অনাদর, অবজ্ঞা, নিন্দা বা বিদ্বেষ করিলে **অপরাধ** হয়।

প্রঃ। সুকৃতি কাহাকে বলে?

উঃ। মহতের কৃপা বা সঙ্গ-দ্বারাই যে মঙ্গল-লাভ হয়, তাহার নাম সুকৃতি। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির প্রভাবেই সৎসঙ্গ লাভ হয়। সৎসঙ্গ-ফলে শ্রীভগবদ্ভক্তি লাভ হয়।

লৌকিকী শ্রদ্ধা হইতেই সত্ত্বগুণ লাভ হয়, তাহা অনন্য-ভজনের কারণ নহে। লোকিকী শ্রদ্ধা পূর্ণতা লাভ করিলে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা আরম্ভ হয়।

অন্তরে শ্রদ্ধা না জন্মিলে তাহাকে ভক্তির কথা উপদেশ

দিতে হইবে না। উপদেশ দিতে গেলে অশ্রদ্দধানে হরিনামোপ-দেশরূপ অপরাধ হইবে।

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।"

—(শ্রীগীতা ৩।২৬)

মহতের সঙ্গলব্ধ কৃপা হইলে অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ, কর্মসঙ্গী জীবেরও ভাগ্যের পরিবর্তন হইতে পারে। মহৎ অহৈতুকীভাবে কৃপা করিলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে।

প্রশ্ন। যদি অশ্রদ্দধানে ভক্তির কথা উপদেশ দিতে নাই, তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে, "যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।" —এই বলিয়া আদেশ দিলেন, তাহার সঙ্গতি কি ?

উত্তর। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকূর্মবিপ্রকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। তদবস্থায় তিনি সাধকমাত্র ছিলেন না। সাধকের জন্যই নামাপরাধের বিচার, সিদ্ধের নামাপরাধের কোন অবকাশ নাই। মহাভাগবত বদ্ধজীবকে দর্শন-দান-দ্বারাই তাহার শ্রদ্ধার উদয় করান। তিনি ত্রিবিধভাবে জীবের প্রতি কৃপা করেন,—(১) বাচিক—(বাক্যালাপের দ্বারা), (২) আলোক (দর্শন-দান-দ্বারা) ও (৩) হার্দিক (হৃদয়ে মঙ্গল-চিন্তা-দ্বারা)।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্‌-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্‌।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীশ্রীহরিকথা

(সংক্ষিপ্ত মর্ম)

(শ্রীধাম-মায়াপুর)

ইংসন ৮।৪।৪৩

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্‌ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্‌।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্‌ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

ভক্তির মূলই হইল—ভাগবতের সঙ্গ। ফলকামনামূলে নানা দেবদেবীর যাজন করিতে করিতে ভাগবতের সঙ্গ হইলেই কর্মফল-বাসনা বা ভোগ-বাসনা থাকে না।

জ্ঞানী বা কর্মী যে কাল-পর্য্যন্ত ভক্ত-মহতের সঙ্গ না করিবে, সে কাল-পর্যন্ত সে ভক্তে পরিণত হইবে না। পরমাত্মনিষ্ঠ ও পূর্ণ ভগবন্নিষ্ঠ-ভেদে ভক্তিযোগ দ্বিবিধ।

শাস্ত্রে কর্মকাণ্ডের কথা—কেবল অধিকার-বিপর্যয় না হয়—এই উদ্দেশ্যে উক্ত হইয়াছে। কর্মার্পণ ভক্তিরাজ্যের Threshold পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারে; আর জ্ঞান ভক্তিসাম্রাজ্যের দ্বার-দেশ (Gate) পর্যন্ত অগ্রসর করাইয়া দিতে পারে।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"—(শ্রীগীতা ১৮।৬৫) —এই শ্লোকে 'মাং'-শব্দে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিতেছে,—পরমাত্মাকে নহে।

পূর্ণবস্তুর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, সুতরাং ভগবদ্‌বস্তুকে বাদ দিয়া যেখানে পৃথগ্‌ভাবে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার বিচার দেখান হইয়াছে, বৈষ্ণবাচার্যগণ তাহাই শাস্ত্রযুক্তিমূলে গর্হণ করিয়াছেন।

সৎ-সবিশেষ উপাসনা ও অসৎ-সবিশেষ উপাসনা-ভেদে উপাসনা দ্বিবিধ। (ক) **সৎসবিশেষ উপাসনা**—যাহা ঐকান্তিক সাধুভক্তগণ করিয়া থাকেন। (শ্রীভা ৩।২৯।১৩)—ঐকান্তিক ভক্তগণকে কৃষ্ণ পঞ্চবিধ মুক্তি (সার্ষ্টি, সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য ও একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য) দিলেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেন না। ভক্তি ও প্রীতি এক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে,—একটি প্রাগবস্থা আর একটি পরাবস্থা। পূর্ণবিকচিত চেতনের অবস্থা 'প্রীতি', আর অপূর্ণ বিকাশাবস্থাই 'সাধন-ভক্তি'-নামে উক্ত হয়। ঐকান্তিক ভক্ত প্রিয়তমের সেবাসুখ ব্যতীত অন্য কোন দানই গ্রহণ করেন না।

(খ) **অসৎ-সবিশেষ উপাসনা**—

(১) বিষ্ণুকে বাদ দিয়া আর একজন কেহ ঈশ্বর আছেন, আর যদি বিষ্ণু বলিয়া কেহ থাকেন, তবে তাঁহার আকার নাই—নিরাকার। কিন্তু নিরাকার হইলেও তিনি সবিশেষ, কারণ তাঁহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জীবের উপর প্রভুত্ব—এই দ্বিবিধ বিশেষ জ্ঞান আছে। যথা, হিরণ্যকশিপু—অন্য দেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমান জ্ঞান করিয়াছিল।

(২) অহংগ্রহোপাসনা আর এক প্রকার অসৎ-সবিশেষ-উপাসনা। ইহার ফল—সুখৈশ্বর্যোত্তরা চতুর্বিধ মুক্তি (সার্ষ্টি, সারূপ্য, সালোক্য ও সামীপ্য)। প্রেমৈশ্বর্যোত্তরা মুক্তির নিকট ইহা অতি ধিক্কৃত, ন্যাকৃত ও ঘৃণ্য। বিষয়-বিগ্রহের অভিমান বা বা আশ্রয়-বিগ্রহের অভিমান—উভয়ই অহংগ্রহোপাসনা।

ইংসন ৯।৪।৪৩

ভগবানের যেমন ঐশ্বর্যাদি ছয়টি গুণ আছে ; ভক্তিদেবীরও তদ্রূপ—"ক্লেশঘ্নী, শুভদা" ইত্যাদি ছয় গুণ রহিয়াছে। ঐকান্তিক ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ।

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্ত-পারগঃ॥
সর্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥"
—(শ্রীগরুড়পুরাণ)

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক পুরুষ শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ববেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ শ্রেষ্ঠ ; সর্ব-বেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ কোটি পুরুষ অপেক্ষা একজন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে শ্রীভক্তিসন্দর্ভের ১৯৬ ও ২৬২ পৃষ্ঠার বিচার দ্রষ্টব্য।

ঐকান্তিকী ভক্তি ব্রহ্মানন্দ এবং পরমাত্মানন্দকেও অতিক্রম করিয়াছেন। ভক্তের প্রকৃত গুণই কেবলা ভক্তির নিরন্তর অনুশীলন করা। ঐকান্তিকের মধ্যে আবার রাগানুগের

মাধুর্যোন্মুখ গুণটিই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। যদিও বৈধী ভক্তি ঐকান্তিকী, তথাপি রাগানুগাতে মাধুর্যোপলব্ধির অস্তিত্ব-হেতু সেই কথাই বিশেষভাবে বলা হইতেছে। পরমানন্দস্বরূপ যে রাগভজন, তাহাতে স্বাভাবিকী চেষ্টাই গুণ।

বিধির পালন ও অবিধির অকরণ-ব্যাপারটি রাগভজনের তুলনায় নিকৃষ্ট।

রাগ কি? অংশীর প্রতি অংশের স্বাভাবিক ধর্মই রাগ। সৎসঙ্গই অকিঞ্চনা ভক্তির মূল কারণ। প্রত্যেক জীবের স্বভাবে রাগ বা প্রীতি বর্তমান আছে। মাধুর্যাস্বাদন-বৃত্তিটি শাস্ত্র-শাসনের দ্বারা চালিত নহে।

হরিকথা কি? জীবের নিত্যমঙ্গল-উৎপাদনের কথাই পরম সত্য কথা বা হরিকথা। অনুষ্ঠান—বাহিরে শ্রবণ-কীর্তনাদিময়ী ক্রিয়া। আর আস্বাদন—অন্তরে প্রেমভক্তির উপলব্ধি। সাধকের চিত্তবৃত্তি-অনুসারে সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী ভক্তির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তামসিকী ভক্তি—হিংসামূলক। প্রতিষ্ঠামূলক-রাজসিকী ভক্তি আর কর্তব্যবুদ্ধি-মূলক-সাত্ত্বিকী ভক্তি। সাত্ত্বিকী-ভক্তি নির্গুণ হইলেই অর্থাৎ কৃষ্ণসুখান্বেষণপরা হইলেই ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ হয়।

সাধুসেবা হইতে শ্রীগুরুসেবা পর্যন্ত সাধকের প্রথমাবস্থা। ভজন-ক্রিয়া হইতে অনর্থ-নিবৃত্তি পর্যন্ত—দ্বিতীয়াবস্থা। তদ্রূপ নিষ্ঠা হইতে আসক্তি—তৃতীয়াবস্থা, ভাব বা রতি চতুর্থাবস্থা ও প্রেম-প্রাপ্তি পঞ্চমাবস্থা।

পরিভাষা—যে কথা অন্য সকল কথাকে উপমর্দন করিয়া

সকলের শীর্ষস্থানে অবস্থান করে, তাহাকে পরিভাষা কহে।

যথা—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—এই বাক্যটীই শ্রীমদ্ভাগবতের পরিভাষা।

প্রঃ। কাহারা উপাসনা-রত ?

উঃ। সৎ ও মহৎগণই উপাসনা-রত। তাঁহাদের প্রভাব-তারতম্য, শক্তিসঞ্চার-তারতম্য ও ভক্তিবাসনা-তারতম্যানুসারে এবং কৃপা-গ্রহণকারীর **ভক্তিবাসনা-ভেদ, স্বরূপগত ও পরিমাণগত** ভেদের উপর ফলাফলের কাল-শৈঘ্র্য ও প্রকার-ভেদ নির্ভর করে। শ্রবণগুরু must be চিন্ময় অনুভব-বিশিষ্ট। তিনি নীরাগ বক্তা। বহু শ্রবণ-গুরুর মধ্যে একজন দীক্ষা-গুরু হইতে পারেন।

ইংসন ১৩।৪।৪৩

কেবল নিজের স্বার্থের জন্য বা নিজের শরীর-সম্পর্কিত ব্যক্তির স্বার্থের জন্য যে কর্ম কর্‌ছে অথবা—যে ধর্মশালা ক'রে দিল, যে হাঁসপাতাল করে দিল, ভগবৎ-সম্বন্ধহীন হ'লে তাহাই বন্ধনের কারণ হয়। আর ফলকামনা-রহিত হইলে কিংবা ভগবানের আদেশ—ফলকামনা করিতে নাই, যথা—

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥"

—(শ্রীগীতা ২।৪৭)

এই প্রকার ভাব থাকিলে বা 'ভগবানের আজ্ঞাপালন করিলে তাঁহার সন্তোষ হইবে'—এইরূপ ভাব থাকিলেও **ভাগবতধর্ম** আরম্ভ হইবে।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

—(শ্রীগীতা ৯।২৬)

ভগবানের আদেশ—এই সকল দ্রব্য-দ্বারা ভগবৎসেবা করিতে হইবে। পরে তৎপ্রসাদ-দ্বারা জীবন ধারণ করিতে হইবে, কিন্তু কোন কালেও মৎস্য-মাংস বা অমেধ্য কিছুই গ্রহণ করিব না—এইটুকু হ'লেই **ভাগবতধর্ম** আরম্ভ হইল। নিজের ইচ্ছায় যে সকল কর্ম করা যায়, তাহাও যদি ভগবানে অর্পণ করা যায়, তাহা হইলেও **ভাগবতধর্ম** আরম্ভ হইবে।

সর্বোত্তম ভাগবত ধর্ম কি ?

শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তি সর্বোত্তম ভাগবতধর্ম। শ্রবণ-গুরুকে নিজের প্রাণসম প্রিয় ও তাঁহাকে দেবতা বা ঈশ্বর জ্ঞান ক'রে তাঁহার নিকট ভাগবতধর্ম শিক্ষা করিতে হইবে। অন্য দুঃসঙ্গাদি ক্রমশঃ ত্যাগ হইয়া যাইবে।

লৌকিক বা বৈদিক কর্ম ভগবদর্পিত হইলে তাহাকেও **ভাগবতধর্ম** বলা হয়। কেবল বৈদিক কর্ম নয়, লৌকিক কর্মও ভগবানে অর্পণ করিলে **ভাগবতধর্ম** আরম্ভ হইবে। আমার জিনিষ আমি প্রথমেই ভোগ না ক'রে তোমাকে নিবেদন ক'রে পরে প্রসাদ পাব।—ইহাও কর্মার্পণ—ভাগবতধর্ম।

জ্ঞানমার্গে সৎকর্ম বা কুকর্ম, উভয়ই ঝুটা—অর্থাৎ মিথ্যা। কিন্তু ভক্তিমার্গের বিচার এইরূপ—"আমার হৃদয়ের এই কুবাসনা এবং তজ্জনিত দুঃখ দে'খে করুণাময় ভগবান্ আমাকে করুণা করুন।" যাঁহারা প্রেমভক্তি চাহেন, তাঁহারা দৈন্যদ্বারা ভগবৎ-কৃপা

অবতরণ করান। ভগবানের আজ্ঞা যে সৎকর্ম, তাহা করিতেছি না বলিয়া ভগবানের দুঃখ হইতেছে ; তজ্জন্য ভক্তের অনুশোচনা হইয়া থাকে। "হে ভগবন্! তোমাকে অনেক আঘাত দিয়েছি, অতএব তুমি অপরাধী আমাকে ক্ষমা কর। এইবার ক্ষমা করিয়া তোমার দয়াময় নামের সার্থকতা কর। আর নারে বাপ।"

কর্মার্পণ কাহাকে বলে ?

আসক্তি বা আঠা যেটা বিষয়ের প্রতি ছিল, তাহা ভগবানের প্রতি অর্পণই **কর্মার্পণ**। যে কামনাই করুক না কেন, ফলটা নিজে আত্মসাৎ না করিয়া ভগবানে অর্পণ করিলেই তাহার সুফল হইবেই হইবে। ভগবান্ তখন ধর্মার্থকাম দিয়া ক্ষান্ত হন না— তাহার সর্বনাশ করিয়া দেন ; **সর্বোৎকৃষ্ট ফল** দেন। **That's a meassage of hope**. তিনি অব্যভিচারিণী আশার বাণীতে অনুপ্রাণিত করিয়া দেন।

এই বাণী কখনও নড়চড় হয় না। ভক্তির চমৎকারিতার কথা প্রথমে জীবের কিছু জানা নাই, তথাপি তাঁহাকে নিজ-পাদপদ্মের মাধুর্যে দান ক'রে আত্মসাৎ করেন।

ছোট ছেলে মাটি খাচ্ছে দেখে, মাটি ফেলে মা যেমন ছেলেকে মিছ্‌রি দেন, তদ্রূপ ভগবান্‌ও অবোধ জীবকে বিষয়-বিষ ছাড়ায়ে অমৃত দান করেন।

নাভি রাজা কামনা-মূলে যজ্ঞ ক'রেছিলেন, কিন্তু ঋষভদেব তাঁহার গৃহে যদৃচ্ছাক্রমে আবির্ভূত হ'লেন।

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥"

—(শ্রীগীতা ২।৪০)

এই নিষ্কাম কর্মযোগে আরম্ভের নাশ নাই, প্রত্যবায় নাই, এই ধর্মের অর্থাৎ পরমেশ্বরারাধনা-রূপ কর্মযোগের অত্যল্পমাত্র অনুষ্ঠানও মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে।

অকৈতবা আরোপসিদ্ধা ভক্তি হইলে ক্রমশঃ কৃষ্ণপ্রেম-মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে।

ইংসন ১৪।৪।৪৩

কর্মের পরিণাম দুঃখময় ; তাহা হ'লে কর্ম-দ্বারা কিরূপে দুঃখ দূর হ'তে পারে ? কোন্ কৌশলে কর্মের হাত থেকে বাঁচা যায় ? ত্রিতাপের জ্বালায় আর জ্বল্‌তে হয় না ?

কৌশল আছে। একটুকু সামগ্রী মিশাইতে হইবে। যেমন যে-জিনিষটি খাইলে রোগ হয়, সেই জিনিষটিতে দ্রব্য-বিশেষ মিশ্রিত করিলে রোগ সারিয়া যায়, তদ্রূপ। ঘৃত-ভোজনে অজীর্ণ-পীড়া বৃদ্ধি হয়, কিন্তু দ্রব্যান্তর মিশ্রিত করিলে তাহাই রোগ-নাশের কারণ হয়। তদ্রূপ কর্মকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবানে অর্পণ করিলে কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। (শ্রীভা ১।৫।৩৪-৩৫)

মীমাংসকের অপূর্ব বা অদৃষ্টকেই লোকের অবস্থার বিভিন্নতার কারণ বলা হয়। **কিন্তু অদৃষ্ট জড়।** ইহা চেতনকে চালিত করিতে পারে না। একজন চেতন না হইলে চেতন বা অচেতনকে চালাইতে পারে না। অদৃষ্টের মালিক দেবতাগণ। তাঁহাদের

মালিক বাসুদেব-নারায়ণ, তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ও বনমালা-বিভূষিত চতুর্ভুজধারী।

"যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥"—(শ্রীগীতা ৩।৯)

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন,—"হে কৌন্তেয়! যজ্ঞার্থ অর্থাৎ বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম করিয়া এই মনুষ্যগণ বন্ধন প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত সম্যগ্ আচরণ কর।"

কারণার্ণবশায়ী ও গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু **মহাপুরুষ**, আর ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু—**মহাত্মা**। মহাপুরুষ বর্ণাশ্রম-ধর্ম-পরায়ণগণকে পালন করেন।

চারিটি মাধুর্য যথা—রূপমাধুর্য, বেণুমাধুর্য, লীলামাধুর্য ও ভক্তিমাধুর্য বা প্রেমমাধুর্য। এইগুলি তাঁহার মধ্যে নাই।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিন্দু দিলে সিন্ধু দিয়ে দেন। মাধুর্য-প্রদান স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিজ-কার্য। **জীব দেয় বিন্দু, কৃষ্ণ দেন সিন্ধু।**

শ্রীরামচন্দ্র Absolute Person but restricted by ethical code. But স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ is a Spiritual Despot not restricted by any code. তাঁহার যেখানে একটু restriction আছে, তাহা তাঁহার স্বকীয় রূপ। (ক্ষীরোদ-শায়ী বিষ্ণুর অংশ—যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু।)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীশ্রীহরিকথা

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত চুম্বক)

শ্রীধাম-মায়াপুর
ইংসন ২২।৪।৪৩

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

কেবল শরণাগতির দ্বারাই যদি প্রেমভক্তি পাওয়া যাইতে পারে, তবে সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা কি ?

যদিও শরণাগতির দ্বারা প্রেমভক্তি পাওয়া যায়, তথাপি বিষয়-বিগ্রহের শ্রেষ্ঠতা এবং আশ্রয়-বিগ্রহগণের স্বরূপগত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরাদির পরিমাণগত তারতম্যের মধ্যে উচ্চাভিলাষ থাকিলে ভগবৎশাস্ত্রের উপদেশক শ্রবণগুরু এবং মন্ত্রোপদেশক দীক্ষাগুরু বা সাধুর নিত্যসেবা করা উচিত।

অসঙ্কল্প হ'লে কাম হইবে না, কাম না হইলে ক্রোধ হইবে না। লোভ না হ'লে অনর্থ থাকিবে না। তারপর তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে

ভয় থাকিবে না। ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান-লাভ হইলে শোক রহিবে না ; কেন-না বিচারের ফলে ভোগ্যদর্শন দূর হইয়া যাইবে।

সিদ্ধমহাত্মার সেবা করিলে জড়াহঙ্কার নষ্ট হইয়া যাইবে। মৌনী থাকিলে যোগসাধনের বিঘ্ন নষ্ট হইবে। জীবের প্রতি কৃপা করিলে জীব আর দুঃখ দিবে না। সমাধিতে অবস্থিতি করিলে দুর্ঘটনা ঘটিবে না। সাত্ত্বিক আহারের দ্বারা নিদ্রা কমিয়া যাইবে। রজো ও তমোগুণকে সত্ত্ব-গুণ-দ্বারা জয় করা যাইতে পারে। পারমহংস্য ধর্ম-দ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করা যাইতে পারে।

এই সকল কার্য কত চেষ্টা ও যত্ন করিয়া করিতে হয়, কিন্তু কেবল ঐকান্তিকী গুরুভক্তির দ্বারা সবই হইতে পারে।

মন্ত্রগুরু ও শ্রীহরি অভেদ। যাঁহার উপর শ্রীগুরুদেব সন্তুষ্ট, তাঁহার উপর শ্রীহরিও সন্তুষ্ট।

শ্রীহরি অসন্তুষ্ট হইলেও যদি শ্রীগুরুদেব সন্তুষ্ট থাকেন, তবে তিনিই রক্ষা করেন ; কিন্তু শ্রীগুরু অসন্তুষ্ট হইলে শ্রীহরি কিছু করিতে পারেন না। অতএব সকল প্রকার যত্নদ্বারা শ্রীগুরুদেবকে সন্তুষ্ট করা উচিত।

অর্চনেও সর্বাগ্রে শ্রীগুরুদেবের অর্চনের বিধান রহিয়াছে। এই বিধি পালন না করিলে অর্চনের ফল হইবে না।

শ্রীভগবানের বিষয়ে জ্ঞানদাতা শ্রীগুরুকে যে ব্যক্তি কায়-মনোবাক্যে পূজা করে, তাহাকেও বৈষ্ণব বলিয়া মানিতে হইবে।

যে ব্যক্তি এক শ্লোকের এক চতুর্থাংশেরও ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারও পূজা করা কর্তব্য ; যিনি পূর্ণভাবে ভগবানকে দিতে পারেন, তাঁহার তো কথাই নাই।

শ্রীগুরু সেবা করিবার সময় ভক্তিপর অন্য কোন অনুষ্ঠানের অকরণজনিত প্রত্যবায় হইবে না।

প্রকৃত ন্যায় হইতেছে—বিষ্ণুস্মৃতি ; বিষ্ণুবিস্মৃতিই অন্যায়। যে গুরু অন্যায় পরিপোষণ করে, সে গুরু নহে—গুরু-ব্রুব। এইরূপ গুরুকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করা কর্তব্য।

যদি শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট গুরু পাওয়া না যায়, তবে কোন মহাভাগবতের সেবা করিতে হইবে। মহাভাগবত যদি প্রকট থাকেন, তবে ত' মহাভাগ্যের কথা ; অপ্রকট হইলেও তাঁহার শিক্ষা অনুসরণ করিতে হইবে।

স্বরূপগত এবং পরিমাণগত তারতম্যানুসারে, সমবাসনাবিশিষ্ট মহাভাগবতকে আশ্রয় করিতে হইবে। যে মহাভাগবত নিজের উপর কৃপালু, তাঁ'রই সেবা করা উচিত। যিনি কোন কারণবশতঃ কৃপা করেন না, এ রকম মহাভাগবতের সেবা করিলে অভীষ্টলাভ হইবে না। শ্রীগুরুদেবের স্বরূপগত ও তারতম্যগত ভেদ-অনুসারেই শিষ্যের হৃদয়ে সেই রকম রতির উদয় হইবে। ইহাকেই 'শক্তি-সঞ্চার' বা 'কৃপা' কহে।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথা

(সংক্ষিপ্তসার)

শ্রীধাম-মায়াপুর

ইংসন ২৪।৪।৪৩

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

সাধুসেবাকে প্রসঙ্গরূপা বলা হয়েছে কেন? সঙ্গ না বলার কারণ কি? প্রসঙ্গ হ'ল—নিরবচ্ছিন্ন অমৃতধারাবৎ ভগবৎ-সুখানুসন্ধান।

"কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।"—এই সঙ্গের কথা এখানে 'প্রসঙ্গ'-শব্দে বলা হয় নাই। এই 'সাধুসঙ্গ'—সাধনের পূর্বাঙ্গ।

অজ্ঞাতভাবে ভগবৎসুখানুসন্ধানের যত্ন ক'রলেও ফল হবে। যেমন—পক্ষী ও ইন্দুরাদির ভগবৎ-সুখানুসন্ধানের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি সাক্ষাৎ-উন্মুখতা-রূপিণী এবং কায়মনোবাক্য-দ্বারা ভগবৎ-আনুগত্যময়ী।

শ্রীশ্রীগুরুপাদাশ্রয় পর্যন্ত 'সঙ্গ'—তারপরে বিশ্রম্ভের সহিত শ্রীগুরুসেবা। সেই গুরুসেবা প্রসঙ্গরূপা এবং পরিচর্যারূপা।

যে গুরু অশ্রৌত-পন্থী, কার্যাকার্য জানে না, বৈষ্ণবসেবা ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং দাম্ভিক, তা'কে পরিত্যাগ কর্‌তে হ'বে। এই তিন দোষের মধ্যে একটি থাক্‌লেও সেই গুরুকে পরিত্যাগ করার বিধি আছে।

প্রসঙ্গ ও পরিচর্যা বৈধী ও রাগানুগাভেদে দ্বিবিধ। অকৈতবা সঙ্গসিদ্ধাভক্তি পূর্বে না হ'লেও মহৎকৃপায় নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি হ'তে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"হে উদ্ধব! তুমি আমার দাস, সুহৃদ্ ও সখা। অতএব আমি তোমার কাছে গুহ্যতম কথা বল্‌ছি। আমার বা মহাভাগবতের সুখানুসন্ধান প্রতিক্ষণেই করা কর্তব্য। ইহার নামই 'প্রসঙ্গ'। সঙ্গের পরিমাণ এবং পাত্রের যোগ্যতা-অনুসারে ভগবান্ বশীভূত হ'ন।

গৌণ ও মুখ্যভেদে ভগবৎ-বশীকরণ দুই প্রকার।

গৌণ বশীভূত—প্রসাদাভাস, এর থেকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ পাওয়া যায়।

মুখ্য বশীভূত—ভগবান্ নিজকে দিয়ে দেন।

অকিঞ্চনা ভক্তি সর্বকালেই হ'তে পারে; যেমন—প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে থেকেও শ্রীনারদজীর মুখ হ'তে একাগ্রমনে হরিকথা শুনেছিলেন, ইহাতে তাঁ'র প্রসঙ্গরূপা সেবা হ'ল। কিন্তু যোগ ও জ্ঞান মাতৃগর্ভে হ'তে পারে না। একাগ্রচিত্ত না হ'লে প্রসঙ্গ হবে না, সঙ্গ হ'তে পারে। বৃষপর্বা সাধুসঙ্গ-ফলে ভগবানকে পেয়েছিল।

প্রসঙ্গের অর্থ—ভগবৎপ্রসঙ্গ ও ভগবানের নিজ-জনের সেবা।

"তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥"
—(শ্রীচৈ চ ম ২২।২৫)

এক সহস্র জন্ম শিবের উপাসনা কর্‌লে পাপ সমূলে উৎপাটিত হওয়ার পরে বিষ্ণুভক্তি লাভ হবে।

'স্ব'-মানে বিষ্ণু—আত্মা। 'স্বানন্দ'-মানে কৃষ্ণানন্দ।

মিরাটে ময়দানবের বাড়ী ছিল। ভাল নাম 'ময়রাষ্ট্র'। ময়-দানবের ছেলের নাম ছিল—গোফা।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ কর্‌তেন, গর্গ ও ভাগুরী-মুনি। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের পত্নীগণ এঁদের সঙ্গ পেয়েছিলেন এবং পরে যখন শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরামের জন্য আহার্য-দ্রব্যাদি নিয়ে গেলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সঙ্গ পেয়েছিলেন ; এঁরা আর কোন সাধন করেন নাই।

কোনও ভক্ত্যঙ্গ পালন না কর্‌লেও কেবল মহৎসেবার দ্বারা অকিঞ্চনা ভক্তি লাভ হ'তে পারে।

শ্রীভগবান্ বলেছেন,—"আমার প্রতিই হোক্ বা আমার ভক্তের প্রতিই হোক্—প্রসঙ্গ হ'লেই আমার প্রতি নিরন্তর ধ্যান থাক্‌বেই থাক্‌বে।"

প্রঃ। সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভগবানের কৃপা-লাভ হয় না, কিন্তু কোন কোন স্থলে সাধুসঙ্গ ব্যতীতও সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবৎ-সঙ্গ-লাভ হয় কেন ?

উঃ। সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভগবানের কৃপা হয় না, যেখানে একথা

বলা হয়েছিল, সেখানে উপাসনারম্ভের কথা বলা হ'য়েছে অর্থাৎ সাম্মুখ্য উৎপাদন কিসে হয়? উপাসনার আরম্ভের পরবর্তী অবস্থার কথা বলা হয় নাই। উপাসনা আরম্ভ হ'বার পরে সাধন-ভক্তিবিশেষে ভগবৎসঙ্গ-লাভ হ'তে পারে।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে যে,—কোন্ কোন্ স্থলে ভাগবত-সঙ্গের বর্ণনা পাওয়া যায় না, কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবৎ-সঙ্গের দ্বারাই ভক্তির উৎপাদন দেখা যায়?

উঃ। 'সৎ'-শব্দের অর্থ যদি 'অবতরণ' ধরা হয়, তবে ভগবান্ ও ভক্ত উভয়েরই 'অবতরণ' বুঝায়। এই অর্থ স্বীকার কর্‌লে ভগবান্ স্বয়ং স্বাধীনভাবেই করুন বা সাধুকে দ্বার ক'রেই কৃপা করুন, উভয় প্রকারের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। কৃপা-শক্তির মূর্ত্যবিগ্রহ ভক্ত এবং কৃপাশক্তিমান্ ভগবান্ অভিন্ন। এই কথা স্বীকৃত বিষয়ের বিরুদ্ধ নহে।

সাধুসঙ্গের দ্বারা যদি কেবল ভাব হয়, তা' হ'লেই সৎসঙ্গের শ্রেষ্ঠতম ফল হইল।

শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন অভিনিবেশ হ'ল—রাগ বা ভাব। এই রাগের দ্বারা গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হ'য়েছিলেন। ইহা পরম গোপনীয় বিষয়।

নিত্যসিদ্ধ গাভীদের সঙ্গফলে অন্যান্য সাধারণ গাভীরাও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎসঙ্গ পেয়েছিল।

যমলার্জুন ধনপতি কুবেরের দুই পুত্র ছিলেন। নারদের সঙ্গ ও কৃপার ফলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-স্পর্শে কুবেরের সম্পত্তিকেও থুৎকার দিয়েছিল।

খল স্বভাব কালিয়-নাগের পত্নীগণ স্তুতি করেছিলেন ; কালিয়-নাগ এমন কি তপস্যা করেছে যে শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমল (যা' শ্রীলক্ষ্মী-দেবী তপস্যা ক'রেও পান নাই) লাভ কর্‌ল ?

যাঁ'রা একবার শ্রীহরির চরণ-কমল আপাত-দৃষ্টিতে ক্ষণকালের জন্যও পেয়েছেন, তাঁ'রা বস্তুসিদ্ধির পরে নিত্যকাল ভগবানের সেবা কর্‌বেন।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের দর্শন যোগীরাও পান্ না। তাঁ'রা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর দর্শন পান।

সেইজন্য ভগবান্ বলেছেন,—"আমার ও আমার ভক্তের প্রসঙ্গরূপা নিষ্কিঞ্চনা ভক্তির দ্বারা আমি যেমন পরিপূর্ণরূপে প্রসন্ন হই, তেমন সাংখ্য, যম-নিয়ম, বেদাধ্যয়ন, সন্ন্যাস-ত্যাগাদির দ্বারা চেষ্টা কর্‌লেও প্রসন্ন হই না।" এখানে পাতঞ্জল-যোগের কথা বলা হয় নাই। ভক্তির অনুকূল যোগের কথাই বলা হয়েছে। ভক্তির উদ্দেশ্যে যোগ কর্‌লেও 'রাগ' কিছুতেই উৎপন্ন হ'তে পারে না। গোপীদের কেবল রাগই সর্বশ্রেষ্ঠ।

মাথুর-বিপ্রলম্ভে গোপীদের যে দশা, (মোহ হ'তে মৃত্যুপর্যন্ত দশ দশা) যে প্রেমবৈচিত্ত্য ও দিব্যোন্মাদ হ'য়েছিল, তাহাই সর্বোত্তম প্রকৃষ্ট সঙ্গ। সেই বিষয় যাদবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, মথুরেশ শ্রীকৃষ্ণও বর্ণন কর্‌তে পারেন না। একমাত্র বৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর এবং তদনুগত শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি (ষড়্ বা অষ্ট গোস্বামী) প্রভুগণই ইহা অনুভব কর্‌তে পারেন ; বর্ণনাও তাঁ'রাই কর্‌তে পারেন। ইহার শুধু আস্বাদনই হ'তে পারে, প্রচার নয়। ইহাতে পরিচর্যাকারী গোবিন্দেরও

অধিকার হয় নাই ; কেবল শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতনেরই অধিকার হ'য়েছে।

মাথুর-ধাম-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিরহিণী গোপীদের অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পদরেণু হওয়াই '**শ্রীচৈতন্যমঠে**' বাস অথবা '**শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন-যজ্ঞে**' আত্মাহুতি দেওয়া।

যে সঙ্গ অনিত্য বস্তুর প্রতি কর্‌লে বন্ধনের কারণ হয়, সেই সঙ্গ যদি জ্ঞান বা অজ্ঞানক্রমে ভগবান্ বা ভাগবতের প্রতি হয়, তবে তাহাই প্রকৃষ্ট নিঃসঙ্গ বা নির্জন ভজন—যাহা হ'তে শ্রীকৃষ্ণকে একান্তভাবে পাওয়া যায়।

যেখানে স্মৃতি, সেখানেই প্রীতি। যেখানে প্রীতি, সেখানেই স্মৃতি। এই স্মৃতি এবং প্রীতি যদি 'সৎ'এর সঙ্গে হয়, তবে তাহাই ভজন। 'স্নেহ' বা 'রাগ' না হ'লে ভগবৎ বা ভাগবতসঙ্গ হ'লেও শ্রীচরণ-কমল-প্রাপ্তি হবে না ; নিঃসঙ্গও হবে না। স্নেহ বা রাগ যা'র নাই, তা'র কাছে গুহ্য কথা বল্‌তে হ'বে না। প্রীতি ও বিশ্রম্ভ-ভাব না থাক্‌লে কেবল সাধারণ শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির কাছেও গুহ্য কথা বলা যায় না।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহ্বদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথা

শ্রীধাম-মায়াপুর

ইংসন ২৫।৪।৪৩

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥"

শরণাপত্তি, সাধুসঙ্গ ও নবধা ভক্তি—এই একাদশ প্রকার বৈধী ভক্তির মধ্যে শরণাগতির দ্বারাই প্রেমভক্তি লাভ করা যায়।

শ্রীভগবানের অনুক্ষণ স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে মহাভাগবতের প্রসঙ্গ-রূপা ও পরিচর্যারূপা সেবার দ্বারা শ্রীভগবানের চরণ-কমল লাভ হয়।

শ্রীভগবান্ ব'লেছেন,—"মহতের পরিচর্যারূপা সেবার ফলে আমি মুখ্যভাবে বশীকৃত হই। অজ্ঞানক্রমেও যদি সাধু-প্রসঙ্গ হয়, তবে আমাকে পাবে।" মহাভাগবতের পরিচর্যারূপা সেবা শীঘ্র শীঘ্র রাগানুগা ভক্তির উদয় করায়। এজন্য প্রসঙ্গরূপা অপেক্ষা পরিচর্যারূপা সেবা অধিকতর ফলপ্রদ। রাগানুগা ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

মহাভাগবতের পরিচর্যা শ্রীভগবানের সমীপে পৌঁছে। তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃন্দ শ্রীভগবানেরই সুখবিধান করে। মহাভাগবতের শারীরিক সুখজনক মানসিক রুচিকর যে-কোন প্রকার সেবা কর্‌লেই ভগবান্ অধিক সন্তুষ্ট হ'ন।

ভগবান্ বলেন,—"আমার ভক্তের পরিচর্যা কর্‌লে আমার বেশী সুখ হয়, আমার সেবা কর্‌লে আমি তত সুখী হই না; আমি ভক্তের অধীন।"

শ্রীমতী রাধারাণীর আনুগত্যেই পরিচর্যা করতে হবে। তিনিই আরাধিকা শিরোমণি, তাঁ'র আশ্রয়েই সেবায় সিদ্ধিলাভ হয়।

মহাভাগবতকে মাপিতে গেলে আরাধনার দেবী রাধারাণীর আনুগত্য হয় না, মায়ার ছলনায় পড়্‌তে হয়।

যেখানে শ্রীগুরুদেবকে প্রিয়তম বুদ্ধি নাই, সেখানেই 'মাপা-বুদ্ধি' এসে যায়। মহাভাগবতই একমাত্র প্রীতির পাত্র। প্রীতির পাত্রের প্রতি 'মাপা বুদ্ধি' থাকে না। মহাভাগবতকে মাপ্‌তে যাওয়া মূর্খতা-মাত্র। মহাভাগবতকে আপন-বুদ্ধি, পূজ্য-বুদ্ধি ও তীর্থ-বুদ্ধি না ক'রে দেবতাদের কাছে মাথা-কপাল কুটাইলেও কোন ফলোদয় হবে না। মৃত্তিকা-নির্মিত দেবতাদের প্রতি পূজ্য-বুদ্ধি আছে, অথচ মহাভাগবতে পূজ্যবুদ্ধি নাই, এর দ্বারা কোনই সুবিধা হবে না। মহতের পরিচর্যারূপা সেবায় পুনরায় মায়া-দর্শন হয় না। এই পরিচর্যারূপা সেবা প্রেম-রাজ্যের উন্নত স্তরে অবস্থিত।

যেমন শ্রীগুরুদেবের মুখে শ্রীভগবান্ আহার করেন, তদ্রূপ

মহাভাগবতের পরিচর্যায় শ্রীভগবানেরই সেবা হয়। মহা-ভাগবতের পরিচর্যা-ফলে ভগবান্ মধুসূদনের পাদপদ্ম-যুগলে তীব্র রতি-রাস (প্রেম-মহোৎসব) উদিত এবং সংসারাসক্তি বিনষ্ট হ'য়ে যায়। শ্রীভগবানের পরম মধুময় পাদপদ্মের মধু যাঁ'রা নিরন্তর পান কর্‌ছেন, সেই মহাভাগবতের প্রসঙ্গরূপা সঙ্গ যে না করে, সে গৃহ, বিত্ত, স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয় প্রভৃতি নিয়ে মত্ত থেকে সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়েও হেলায় হারায়।

শ্রীগুরুদেব শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত নীরাগবক্তা হবেন, তাঁ'র চিন্ময় অনুভব থাক্‌বে। তিনিই নৈষ্ঠিকী ভক্তির সন্ধান দিতে পারেন।

আগে স্মৃতি বা স্মরণ, পরে ধারণা, তারপরে নৈষ্ঠীকী ভক্তি হয়। ভক্তি নিষ্ঠা প্রাপ্ত হ'লে ধ্রুবানুস্মৃতি হ'য়ে থাকে।

যিনি মহাভাগবতের প্রকৃষ্ট সঙ্গ বা পরিচর্যা ক'রেছেন তাঁ'র লক্ষণ কিরূপ হবে ?

ধ্রুব বলেছেন,—"হে পদ্মনাভ ! মহতের পরিচর্যাকারী ব্যক্তি শরীর, শরীর-সম্বন্ধীয় গৃহ, বিত্ত, স্ত্রী, সন্তান—এদের জন্য চিন্তা করেন না।"

স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সমাবেশে গৃহ ও গৃহস্থ। ত্যক্তগৃহ ব্যক্তিদের জন্য কোন উপদেশ নাই, গৃহস্থদের জন্যই উপদেশ।

যাঁ'রা নিরবচ্ছিন্নভাবে সৎসঙ্গ করেন, তাঁ'রা চাকুরী, দেহ-গেহের জন্য চিন্তা করেন না। যিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তিনি কি ক'রে আর অন্য চিন্তা কর্‌বেন ? তাঁ'র চিন্তা শ্রীকৃষ্ণই কর্‌বেন।

বৈষ্ণবের প্রসন্নতায়ই বিষ্ণুর সন্তোষ হয়। যিনি ভগবানের পূজা ক'রে বৈষ্ণবের পূজা করেন না,—তিনি দাম্ভিক।

ভগবদ্ভক্তগণ অচ্যুত-বংশীয়; পৃথু মহারাজ বৈষ্ণব এবং সদ্ ব্রাহ্মণদের নিকট থেকে কর নিতেন না।

নীচকুলোৎপন্ন ব্যক্তির মধ্যেও যদি বিপ্রের লক্ষণ দেখা যায়, তবে তা'কে ব্রাহ্মণের মর্যাদাই দিতে হবে। ব্রাহ্মণ যদি অবৈষ্ণব হয়, তবে তা'র মুখদর্শনেও পাপ হয়। ভগবদ্ভক্ত যদি চণ্ডালকুলেও জাত হ'ন, তবু তাঁ'র পূজা কর্‌লে মঙ্গল হবে; না কর্‌লেই অপরাধ হবে।

ভগবান্ বলেছেন,—"আমার ভক্তের প্রতি প্রীতি, নয়নে অশ্রু, দেহে পুলক-কম্পাদি, তৃণাদপি সুনীচতা, (বিষ্ণুর) অর্চনে প্রীতি প্রভৃতি যাঁ'র মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তিনি ম্লেচ্ছ-কুলোদ্ভূত হ'লেও তাঁ'র 'ঝুটা' খেতে হবে এবং তাঁ'কে আমার তুল্য সেবা কর্‌তে হবে।"

ব্রাহ্মণগণ যদি দ্রোহ করেন, তবু তাঁ'দের সঙ্গে দ্রোহাচরণ কর্‌বে না, দৈন্য-দ্বারা তাঁদের মুগ্ধ কর্‌বে।

শান্তরতি-বিশিষ্ট ভক্তগণ জীবন্মুক্ত; তাঁ'দের ব্রহ্মোপাসনা। দুর্বাসা মুনির প্রতি অম্বরীষ মহারাজ উল্টো ব্যবহার করেছিলেন, বৈষ্ণবতার দ্বারা তাঁ'কে মুগ্ধ কর্‌লেন।

সাধারণ ব্রাহ্মণকেও দেখা-মাত্র দণ্ডবৎ করবে, কিন্তু প্রীতিযুক্ত হ'য়ে নয়। কিন্তু ভক্তের প্রতি ব্যবহারে প্রীতি থাকা চাই।

সদুদ্দেশ্যে যে দোষাদির আলোচনা করা হয়, তা'কে নিন্দা বলা যায় না। ভগবান্ অন্তরের উদ্দেশ্য দেখেন।

শ্বপচের মুখেও যদি কৃষ্ণনাম শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হয়, তা'হলে মনে কর্‌তে হবে যে, তিনি অনেক তপস্যা, যজ্ঞ ও তীর্থাদিতে ভ্রমণ করেছেন।

বৈষ্ণবের কাছে ভৎর্সিত হয়েও তাঁ'র কোন দোষ নিতে হবে না। সেজন্য কোন প্রতিকার কর্‌তে হবে না, বরং তাঁ'কে নিজের দোষই দেখায়ে সন্তুষ্ট কর্‌তে হবে।

ইন্দ্রিয়-দ্বারা যাহা ভোগ করা যায় (নারীরূপেই হউক বা পুরুষই হউক), তাহাই যোষিৎ। ইহা জড় বা মায়া—মৃত্যু, সংসার—ভব-কারাগার।

মহতের প্রসঙ্গরূপ সঙ্গ ও পরিচর্যারূপ সঙ্গ-দ্বারা শ্রীভগবানে প্রেমলাভ হবেই, ইহা শুধুই মুক্তি নয়,—রস-আস্বাদন। রাগানুগা ভক্তি ইহা হ'তে উদিত হ'য়ে থাকে। রাগানুগ ভজনে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-কমল-প্রাপ্তি হয়।

ভক্তগণ ভগবানের দর্শন পাওয়ার পর দেহ-ত্যাগান্তে লীলায় প্রবেশ করেন; তখন আর সেবা থেকে তাঁহাদের বিচ্যুতি হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীবলদেবজীর সঙ্গে রথে আরোহণ করে মথুরায় যাচ্ছিলেন, তখন ব্রজ-গোপিকাদিগের যে বিপ্রলম্ভাবস্থা উদিত হ'য়েছিল, তাহা বর্ণনাতীত। গৌড়ীয়গণের ভজনটি বিপ্রলম্ভময়; নিরন্তর আবেশের সঙ্গে, দৈন্যভরে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন,—"আমার পাদপদ্মের কথা প্রীতির সহিত শ্রবণ-কীর্তন, স্মরণ বা অনুমোদন যিনি করেন, তিনি

আমাতে প্রেমভক্তি লাভ করেন। যেখানে ভাগবতের সেবা, সেখানে আমার কথারই আলোচনা হয়।”

ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণ-প্রেমানন্দের কোন তুলনাই হয় না। সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ-বারি যে প্রকার নগণ্য, কৃষ্ণ-প্রেমানন্দের কাছে ব্রহ্মানন্দ ঠিক সেই প্রকার।

‘তমঃ’-শব্দের অর্থ অবিদ্যা। মহাভাগবতের সেবায় জীবের স্তূপীকৃত অবিদ্যা চলিয়া যায়।

হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি দেহলী প্রদীপের ন্যায় ভক্ত ও ভগবান্ উভয়কেই আনন্দদান করেন।

হ্লাদিনী শক্তির কৃপাতেই স্বরূপগত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাব এবং পরিমাণগত রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব লাভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু যখন বারাণসীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সভায় মায়াবাদ নিরাস কর্‌তেছিলেন, তখন ‘মহাপুরুষের’ লীলা করেছিলেন।

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা জগৎ জান্‌তে পার্‌ল যে, মহাপ্রভু কেবল মহাপুরুষের লীলাই করেন নাই, সাক্ষাৎ পরমহংসকুলের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ-লীলাই তাঁ'র নিজস্ব লীলা।

দণ্ড তো মহাপ্রভুর প্রয়োজন নাই, কাজেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিলেন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্‌-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীশ্রীহরিকথা

শ্রীধাম-মায়াপুর

ইংসন ২৬।৪।৪৩

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥"

সাধু-গুরুর সেবা না কর্‌লে শ্রবণের যোগ্যতা হয় না। শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা ভক্তির পূর্বে মহাভাগবতের সেবা কর্‌তে হবে।

'শ্রবণ'-শব্দের অর্থ—ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিপূর্ণ শব্দ শোনা। এ'ছাড়া যে সব শব্দ শ্রবণ হয়, তা'কে শ্রবণ বলা যাবে না। গুণের মধ্যে আবার রূপ ও লীলা আছে। তবু রূপ ও লীলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে।

"গীতানি নামানি তদর্থকানি।" নাম,—কি রকম নাম? রূপ-গুণ-লীলা-বাচক নাম। কাণের মধ্যে ভাল ক'রে না ঢুক্‌লে শ্রবণ হবে না। প্রথমেই নাম-শ্রবণ। এ' সবই নিষ্কিঞ্চনা, কেবলা, স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। কেন-না, এর মধ্যে নিয়তই ভক্তিত্ব বর্তমান আছে।

যেখানে কায়িক, বাচিক ও মানসিক আনুগত্য, সেখানেই শ্রবণটি সুষ্ঠু হয়।

ভগবানের ইন্দ্রিয়তোষণ-মূলক কর্মাদিতে অনাদর ও অনাগ্রহ দেখা গেলে ভক্তির অভাব বুঝ্‌তে হবে।

কায়শাঠ্য, বাক্‌শাঠ্য ও অন্তরশাঠ্য ভক্তির মধ্যে থাক্‌বে না। দেহ, মন ও বাক্য নিযুক্ত কর্‌তে ইতস্ততঃ সঙ্কোচ ও দ্বিধা ভাব থাক্‌বে না। ভগবানের সেবা জীবাত্মার সহজাতধর্ম ; সুতরাং ফাঁকি দেওয়াটা ভক্তি নয়। ভক্তিকে যা'রা কষ্টসাধ্য মনে করে, তা'দের শ্রবণরূপা ভক্তি সকৈতবা। শ্রবণ সেখানে আবৃত। নাম-শ্রবণের পর—রূপ-শ্রবণ।

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।" ইহা ধ্রুবানুস্মৃতির কথা।

"ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥"—(ভা৭।৫।২৪)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ হিরণ্যকশিপুকে ব'লেছিলেন,—"যে ব্যক্তি পূর্বেই বিষ্ণুতে সমর্পণ ক'রে এই নবধা ভক্তির সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান করেন, আমার মতে তিনিই উত্তম শিক্ষা লাভ করেছেন।"

শ্রবণ-কীর্তনাদি ব্যাপার সবই ভগবানের কাজ। ভগবান্ নিজের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি শুন্‌তে ভালবাসেন। ইহা হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি, ইহাতে কৃষ্ণের সুখ হয়। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিতে নিয়ত ভক্তিত্ব বর্তমান থাকে। ইহাতে শীঘ্রই ভাবরূপা ক্রিয়া হয়।

চেষ্টারূপা ও ভাবরূপা—দুই প্রকার ক্রিয়া। প্রথমে ভগবানে অর্পিত, তারপর কৃত,—ইহাই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি।

কীর্তনের দ্বারা যদি ভগবানের সন্তোষ-বিধানের চিন্তা না ক'রে শ্রোতাদের সন্তোষের জন্য যত্ন করা হয়, তা হ'লেই 'কর্ম' হ'য়ে যাবে ; তখন আর তাকে ভক্তি বলা যাবে না।

গুণ-শ্রবণ—উত্তমঃ-শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের গুণ-বর্ণনে শ্রীমদ্ভাগবতের আদ্যোপান্ত পূর্ণ।

প্রশ্ন হ'তে পারে,—"ভাগবতে যে নানাবিধ ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ আছে, তা'তে ওকি ভগবৎসুখাসন্ধান রয়েছে?"

এ বিষয়ের উত্তর এই যে,—'ভাগবতে বহির্মুখ রাজাদের কথা থাক্‌লেও আবার ক্ষত্রিয়-কুলজাত বহু ভগবদ্‌ভক্ত নৃপতিদের কথাও আছে। (ছত্র ও নিশানধারী বহুব্যক্তির মধ্যে দুই একজন খালি হাতেও থাকে, তদ্রূপ বহির্মুখ রাজাদের দৃষ্টান্ত।) ভগবদ্‌ভক্ত ব্যক্তিগণের চরিত্র-শ্রবণ-কীর্তন-ফলে ভক্তি লাভ হয়।

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং, শুকমুখাদমৃত-দ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং, মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥"
(ভা ১।১।৩)

"নিগম-কল্পতরু-বিগলিত ফল।
শুকমুখে পতিত অমৃত মধুতর ॥
ক্ষিতিতলে নিপতিত ভাগবত-নাম।
পিয় রে ভাবুক ভাই, রসিক সুজান ॥"
—(শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী)

জগৎ পান্থনিবাস-তুল্য, এখানে রস কোথায়? ইতর বিষয়ে তৃষ্ণাত্যাগ ও কৃষ্ণনিষ্ঠা, এই দুটি শান্তরসের গুণ। রস থাকবেই, তবে তারতম্য আছে। শান্তরস ইষ্টদেবের প্রতি নিষ্ঠা-উৎ-

পাদক। কোথাও শান্ত, কোথাও দাস্য, কোথাও সখ্য—ব্রজ-ভাবের উপাসনায় রস থাক্‌বেই।

বড় বড় নৃপতিগণও জগদ্রূপ পান্থনিবাসে দুই চার দিন থেকে স্বধামে গমন করে। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে বহির্মুখের প্রসঙ্গ-বর্ণনেও ভগবৎ-প্রসঙ্গের সহায়তাই কর্‌ছে।

'গুণ'-শব্দের অর্থ—করুণার উদয়কারী। উত্তমঃ-শ্লোকের গুণানুবাদে জগতের অমঙ্গল-নাশ হয়। এই অমলা ভক্তিই প্রেমভক্তি। অমলা ভক্তি-লাভের জন্য প্রত্যহই শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্তন কর্‌তে হবে। গুণকীর্তনের অব্যর্থ ফল—অমঙ্গল-নাশ এবং প্রেমভক্তি-লাভ।

শ্রীগীতায় কীর্তনাখ্যা ভক্তি ও শরণাগতির কথা আছে; কিন্তু মহতের প্রসঙ্গরূপা ও পরিচর্যারূপা সেবার কথা উহাতে বর্ণিত হয় নাই। শ্রবণ-কীর্তনাদির কিছু কথা গীতায় পাওয়া যায়, কিন্তু রাগের কথা খুব গূঢ়ভাবে আছে। অনন্যা ভক্তির কথায় গীতাতে বৈধী ভক্তির প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে।

মহাভাগবতের বা ভগবানের পার্ষদগণের গুণাবলী শ্রবণ করা দরকার। অসংখ্য গুণ-শ্রবণের মধ্যে প্রথমেই করুণার কথা। ভগবান্ ও তদীয় ভক্তদের করুণার কথা সুষ্ঠুরূপে শ্রবণ হ'লে অমঙ্গল-নাশ ও প্রেমভক্তি-লাভ হয়। ভগবানের গুণ-শ্রবণের চেয়ে তিন প্রকার মহাভাগবতের গুণ-শ্রবণ করা অধিকতর মঙ্গলপ্রদ।

'গুণ'-শব্দে রূপও বুঝায়, গুণও বুঝায়। ৬৪টি গুণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যে চারিটি গুণ অসমোর্দ্ধ, তার মধ্যে রূপ ও গুণের

কথা আছে। রূপ ও গুণের প্রত্যেকেরই পৃথক্ প্রাধান্য থাকায় এত বৈশিষ্ট্য।

যেখানে কৃষ্ণগুণ-গান হচ্ছে, সেখানে রাক্ষস, বোমা, যুদ্ধাদির ভয় নাই।

দেহাত্মবুদ্ধি নিয়ে 'শ্রবণ' হ'লে 'সকৈতব' হ'য়ে যাবে। শরীরটাই যেন সর্বপ্রধান না হয়।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও লীলা—গুণেরই অন্তর্গত। 'গুণ' বল্‌লেই হ'ত, তবু পৃথক পৃথক প্রাধান্যের জন্য পৃথগ্‌ভাবে বলা হয়।

শ্রবণরূপা নিষ্কিঞ্চনা ভক্তির ফলে মোক্ষলঘুতাকৃৎ, সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা ও ব্রহ্মানন্দধিকারী কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। কীর্তনের ফলেও তাহাই হবে। যেখানে কৃষ্ণকথা, সেখানে গ্রাম্য কথা—ঘর-সংসারের কথা থাক্‌বে না। যেখানে দুই-ই বজায় রইল, সেখানে আর কৃষ্ণকথা শোনা হ'ল না। শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘর আর সংসারী ব্যক্তির ঘর এক নয়। কৃষ্ণকথায় ঘর ছাড়ায়। গৌর-কৃষ্ণভক্ত বাসুদেব দত্ত ঠাকুর কিছু সঞ্চয় কর্‌তেন না। শিবানন্দ সেনকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁ'র সর্‌খেল নিযুক্ত করেছিলেন। গুরু-দেবের 'মনিব্যাগের' টাকা আত্মসাৎ সর্‌খেলগিরি নয়।

শ্রীবাসুদেব দত্ত, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও শ্রীবাস-শিবানন্দাদির ঘর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবার স্থান।

"যে দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।"

একটি ভগবানের ধাম, আর একটি নরকে যা'বার স্থান। যাঁ'রা গৃহরূপ নরকে আবদ্ধ থেকেও তৃপ্তি বোধ কর্‌ছে, তা'দের ধ'রে নিবার জন্যই যমরাজ তাঁ'র দূতদের আদেশ ক'রে থাকেন।

যা'দের হৃদয় অপরাধরূপ বজ্রলেপ-দ্বারা আবৃত, যা'রা কিছুতেই হরিকথা শুনতে চায় না, তা'দের চেতনার জন্য রাজপথ পরিষ্কার করার শক্ত কাঁটাওয়ালা বুরুশ দিয়া পরিষ্কার কর্‌তে হবে।

ব্যভিচারিণী মতি হ'ল—ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিকামনা ; তাহাই অসতী, ভ্রষ্টা। কেবল শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সেবানিষ্ঠাময়ী মতি হ'লে তা'কেই সতী বলা যাবে। মুমুক্ষু-মতিও ব্যভিচারিণী।

ভগবানের গুণ-শ্রবণে প্রেমভক্তি হয়, ইহা অন্বয়ভাবে। ব্যতিরেক ভাব কি হবে ?

উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ-শ্রবণে বিরত ব্যক্তিগণ আত্মঘাতী।

জীবন্মুক্তগণও শ্রীকৃষ্ণ-গুণগাথাই শ্রবণ কর্‌বেন, মুমুক্ষুগণেরও তাহাই ভবব্যাধির মহৌষধ-স্বরূপ।

বিষয়ী ইন্দ্রিয়-সুখ চায়,—বিচিত্র মহাপ্রসাদ চায়, কৃষ্ণকথা তাহাও দিবে। কৃষ্ণকথা শ্রবণ-সুখকর, আবার বিষয়ীদের মনেরও সুখ-বিধায়ক।

কাণের ভিতরে কৃষ্ণগুণগাথা প্রবেশ ক'রে সর্বনাশ সাধন ক'রে থাকে। সর্বতোভাবে সুখকরের নাম 'অভিরাম'। শ্রীকৃষ্ণ—নয়নাভিরাম—মনোঽভিরাম। ভগবানের নাম শ্রোত্র-মনোঽভিরাম। শ্রীকৃষ্ণের এমন শ্রবণ-মনোসুখকর গুণ কাণে গেলেই প্রেয়ঃ ছাড়ায়ে শ্রেয়ঃ দান করে। কৃষ্ণকথা মুক্তির বাঞ্ছাকেও ছাড়ায়।

পশুঘ্ন ব্যাধ ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তিই বা হরিকথা-শ্রবণে বিমুখ হয় ? ব্যাধের ত' কোন কালেই শান্তি নাই।

"রাজপুত্র চিরং জীব, মা জীব মুনিপুত্রক।
জীব বা মর বা সাধো, ব্যাধ মা জীব মা মর॥"

এই শ্লোকের অর্থ—হে রাজকুমার! তুমি চিরকাল ইহলোকে জীবিত থাক। যেহেতু তুমি সর্বদা ভোগাসক্ত হ'য়ে কোন পুণ্যানুষ্ঠান কর নাই, অতএব তোমার পক্ষে পরলোক সুখকর নয়। হে মুনিপুত্র! ইহলোকে আর জীবিত থেকো না। যেহেতু জগতে তোমার তপস্যাদি-জনিত কষ্টই বর্তমান, পরন্তু তপস্যাদি-জনিত পুণ্যহেতু পরলোক সুখকর। অতএব শীঘ্র পরলোক-প্রাপ্তিই তোমার পক্ষে সঙ্গত। হে সাধো! তোমার জীবন ও মরণ—দুই-ই সমান অর্থাৎ চিত্ত-শান্তিবশতঃ তোমার পক্ষে ইহলোক এবং পরলোক উভয়ই সুখদায়ক। হে ব্যাধ! তুমি জীবিত থেকো না; কিংবা মৃত্যুমুখে পতিতও হ'য়ো না। যেহেতু তুমি নিয়তই হিংসারত, অতএব এ জগতেও তোমার বিষয়-সুখের অবসর নাই, আবার হিংসার পরিণামরূপ পরলোক অতি কষ্ট-প্রদ ব'লে তোমার মৃত্যুরও আবশ্যকতা নাই।

সাধুর এ'জগতে জীবত থাকাও না থাকারই তুল্য; কেন-না তাঁ'র জগতের প্রতি অভিনিবেশ নাই।

ব্যাধের জীবনেও সুখ নাই, মৃত্যুতেও সুখ নাই। ব্যাধের কেবল রক্ত-মাংস-সংগ্রহ নিয়ে কাজ।

সাধু জগতের নশ্বর সুখ চা'ন না, পর জগতের নশ্বর সুখও চা'ন্ না। হরিকথাতে যাঁ'র আনন্দ না হয়, সে ব্যাধের মত। তা'র হরিগুণ-রস-গ্রহণের ক্ষমতা নাই, তা'র চিত্ত পাষাণবৎ কঠিন; সমঝ্‌দারিতা তা'র নাই। যে কৃষ্ণগুণ শ্রবণ করে না,

তা'র মত হিংসক আর কেউ নাই। দৈত্য-স্বভাব-বিশিষ্ট এরূপ ব্যক্তিকে এজন্য 'পশুঘাতী' বলা হ'য়েছে। হিংসক আর কৃপালু বিরুদ্ধ কথন। যে পরের উপকার করে না, সে নিজেরও উপকার করে না। ব্যাধের হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন ব'লে মৃগের সৌন্দর্যের সমঝ্‌দার সে হ'তে পারে না। কেবল হত্যাই সে কর্‌তে পারে। হরিগুণ-শ্রবণের যে কত চমৎকারিতা, ব্যাধ তা' বুঝ্‌তেই পারে না। কৃষ্ণগুণশ্রবণের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য তা'র মাথায় ঢোকে না। অন্ততঃ নিজের কাণের সুখের জন্যও সে তা' শোনে না।

এমন নরেতর পশু কি জগতে থাকৃতে পারে যে পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণকথামৃত-পানে বিমুখ হয় ?

প্রেম—পরম পুরুষার্থ,তাহাতে ভগবানের দেখা পাওয়া যায়। ভগবানের দেখা পাওয়াই জীবের শেষ কথা। এ কথা জেনে কি কেহ কর্ণাঞ্জলি দিয়ে কৃষ্ণ-কথা পান না ক'রে থাক্‌তে পারে ? এই কথামৃতই সংসাররূপ মৃত্যুর বিনাশক। মুখের দ্বারা পান নয়, কর্ণ-বিবর-দ্বারা পান। শ্রীচরণ-কমল-কোষের গন্ধ কর্ণের দ্বারা ঘ্রাণ, কাণের দ্বারাই দেখা—যত ইন্দ্রিয়ের কার্য, সবই কাণের দ্বারা। একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই এই নূতন কথা আছে। কাণের দ্বারাই স্পর্শ কর্‌তে হবে, কাণের দ্বারাই আলিঙ্গন। কাণের দ্বারা স্পর্শকে বলে—'শ্রবণ'। কাণের দ্বারাই আস্বাদন, শ্রৌত-পরম্পরায় সাধুর বদন-বিগলিত উপদেশের দ্বারাই ভগবৎ-পাদপদ্ম-সৌরভ গ্রহণ কর্‌তে হ'বে। 'চরণাম্বুজ-কোষকথা'—ভগবানের রূপের কথা কাণে প্রবেশ কর্‌লে দুঃখ আর থাকে না।

অনিত্য, অস্থায়ী জড় রূপ-দর্শনের স্পৃহা দূর হ'য়ে যায়। কর্ণ-বিবরেই পাদপদ্মের আঘ্রাণ নিতে হবে। কাণ দিয়েই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য হয়। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্বতা।

মানব-জীবনের একমাত্র সার্থকতা, জীবের চূড়ান্ত প্রয়োজন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার-লাভ। একমাত্র কৃষ্ণকথা-শ্রবণেই সাক্ষাৎ-কার লাভ হবে, একথা জেনেও কে কর্ণাঞ্জলি দিয়ে পান কর্‌তে চায় না?

লীলা-শ্রবণ—ভগবানের লীলাকথায় কে না রতি কর্‌বে? শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবই হ'ল,—শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণনের জন্য।

এই শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণই হ'ল একমাত্র মঙ্গলের উপায়।

"শৃন্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান বিশতে হৃদি ॥"

—(ভা ২।৮।৩)

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাভক্তির সহিত (সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের মুখে) ভগবানের পবিত্র লীলা-কথা শ্রবণ ও (ভক্তগণ-সমীপে) কীর্তন করেন, ভগবান্ শ্রীহরি অচিরকাল-মধ্যেই স্বয়ং তাঁ'র হৃদয়ে প্রবেশ করেন অর্থাৎ প্রকাশিত হন।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষভাগে চটক-কুটীরের প্রাচীর-গাত্রে লিখিত এই শ্লোকটীতে—

'স্বচেষ্টিতং'—এর পরিবর্তে 'বিচেষ্টিতং' লিখিয়াছিলেন। 'বিচেষ্টিতং'-শব্দের অর্থ—বিবিধ লীলা অথবা বিশেষ লীলা। শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণের পর লীলা-বর্ণন।

সেই লীলা দ্বিবিধ—(১) মহাপুরুষের লীলা—সৃষ্ট্যাদি

লীলা ও (২) স্বয়ংরূপ ভগবানের বৈভবাতার হ'তে আরম্ভ ক'রে নানাবিধ চমৎকারিণী লীলা।

মহাত্মা হ'লেন—ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, তিনি ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী। কারণার্ণবশায়ী ও গর্ভোদকশায়ী হ'লেন মহাপুরুষ।

দ্বিবিধ লীলার মধ্যে শেষেরটিই বড়। 'লীলাবতার-বিনোদন'-শব্দের অর্থ—ভক্তের সন্তোষ-সাধন। ভক্ত যেমন ভগবানের সন্তোষ বিধান করেন, ভগবান্‌ও তদ্রূপ ভক্তের সন্তোষ বিধান করেন। ইহা পরম-চমৎকারময়ী লীলা।

"ভূমৈক সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" 'ভূমা'-শব্দে বিষ্ণু। ভূমাপুরুষ—কারণার্ণবশায়ী ও গর্ভোদশায়ী।

'কষায়'-শব্দের অর্থ—অবৈধ বাসনা। হরিলীলা কর্ণের কষায়সূদন ও কষায়ঘাতন। পরম মনোহর লীলাকথা-শ্রবণে গ্রাম্যকথা-শ্রবণের উৎকট পিপাসা বিদূরিত হয়।

ভগবানের হৃদয়োন্মাদনকারী লীলাকথা অনবধান রহিত হ'য়ে একাগ্রচিত্তে, ভগবৎ-সুখানুসন্ধানপরা নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতি-সহকারে পান কর্‌তে হয়।

পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেবকে বলেছিলেন,—"ভগবানের পরম মনোহারিণী লীলার কথা সম্যগ্‌রূপে আমাকে বলুন। ভগবানের পরম অসমোর্দ্ধ কথা আমাকে শ্রবণ করিয়ে বাঁচান—অর্থাৎ মঙ্গলবিধান করুন। কি ভাবে হরিকথামৃত-পানে অমর হওয়া যায়, তাহা পরীক্ষিতের দ্বারা জ্বলন্ত উদাহরণ পাওয়া যায়।

ভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিবলে সাধুগণকে রক্ষা ও অসাধুগণের

বিনাশের জন্য জগতে আসেন। দেবতা, মানুষ, মৎস্য, কূর্ম, বরাহাদির কুলে পর্যন্ত ভগবান্ এসেছিলেন। জীবের মত তিনি অনিত্য নাম, রূপ, দেহ ধারণ ক'রে আসেন,—এ'কথা বল্‌লে ভীষণ অপরাধ হ'বে। ভগবানের জন্ম-কর্ম অপ্রাকৃত বলে যাঁ'র দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁ'র পুনরায় জন্ম হয় না। ধ্রুব মহারাজ এই নশ্বর দেহ নিয়েই বৈকুণ্ঠে গমন ক'রেছিলেন।

ভগবৎ-পার্ষদগণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাশ্রবণও এই শ্রবণের মধ্যেই গণ্য হয়। যাঁ'রা নিরবচ্ছিন্নভাবে ভগবানের চরণ-কমল ধ্যান করেন, তাঁ'দের কথা শ্রবণ অধিক প্রশংসনীয়।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন্ প্রণালী-অনুসারে শ্রবণ কর্‌তে হবে ?

নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ কর্‌তে হবে। নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির যে-কোন একটি শ্রবণ কর্‌তে পার, কিন্তু অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য ভগবানের নাম-শ্রবণই প্রথম। কেন-না অশুদ্ধ, গুণাক্রান্ত অন্তঃকরণে ভগবানের কথা শ্রবণ হয় না। গুণ-তাড়িত (সত্ত্ব, রজ ও তমঃ) অন্তরে, মলিন চিত্তে নির্গুণা ভক্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির শ্রবণাদি হয় না। নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতিময় নির্গুণ অন্তরেই শ্রবণ হয়।

নাম শ্রবণ কর্‌লে প্রথম অপরাধ, তারপর আভাস, সর্বশেষে শুদ্ধ নাম-শ্রবণে অধিকার হয়। নাম-শ্রবণে হৃদয় শুদ্ধ হ'লে রূপশ্রবণের যোগ্যতা হয়। তখন রূপের স্ফূর্তি। এই ক্রমোন্নতির অভিপ্রায়েই শ্রবণ-মাহাত্ম্যের উপর জোর দেওয়া হ'য়েছে। নাম-কীর্তনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হ'লে, তবেই রূপের উদয়-যোগ্যতার

কথা শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে। নাম-শ্রবণ সাধন-ভক্তির উদাহরণ। রূপ-শ্রবণ—সাধ্যভক্তি। মুক্ত, বিষয়ী, মুমুক্ষু—যে কেহ হোক্ না কেন, হরিকথা শ্রবণ না কর্‌লে ব্যাধ হয়ে যাবে। স্বরূপের অস্ফূর্তিকে দ্বিতীয়াভিনিবেশ বলে।

'স্ফূর্তি'-শব্দের অর্থ অনুভব; তাহাই প্রয়োজন। ভগবানের অনুভব হ'লে অন্তরে বাহিরে সাক্ষাৎকার হয়।

মহতের শ্রীমুখোচ্চারিত হরিকথা শুশ্রূষুগণের পক্ষে মঙ্গলদায়ক, তা'তে শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণে রুচি আস্‌বে। কোন প্রকারে কৃষ্ণকথা কাণে প্রবেশ কর্‌লেই মঙ্গল হয়।

দ্রব্য, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ভগবৎসম্বন্ধী হ'লে নিগুণ, কিন্তু ভক্তি-বিরহিত হ'লে সগুণ। ভক্তি সার্বত্রিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে পর্যন্ত ভক্তি করা যায়। মাতৃ-গর্ভে, বাল্যে, যৌবনে, মরণে এমন কি নরকে পর্যন্ত ভক্তি অনুশীলন করা যায়।

মহতের নিকট শ্রবণ দুই প্রকার,—(১) মহতের দ্বারা আবির্ভাবিত (রচিত) বিষয়-শ্রবণ ও (২) মহতের শ্রীমুখ-কীর্তিত বিষয়-শ্রবণ। এই দুই প্রকার শ্রবণেই পরম মঙ্গল হয়।

পৃথু মহারাজ ভগবানের আবেশাবতার। তিনি বর প্রার্থনা করেছিলেন,—"মহাভাগবতগণের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীহরিকথামৃত যেন পান কর্‌তে পারি, তা' হ'লে তোমার শ্রীচরণে ধ্রুবানুস্মৃতি লাভ হবে।"

পরমতত্ত্ব-স্বরূপ যে ভগবান্, তাঁ'কে আমরা একেবারে ভুলে গিয়েছি।

মহাভাগবতের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথামৃত পান করাই সাধ্য,—তাহাই সাধন। মহাভাগবতের বদন-বিগলিত কৃষ্ণকথা 'মসৃগুল' হ'য়ে শোনা দরকার। প্রকৃত শ্রবণ হ'লে আর শোক, মোহ, ভয়াদি থাক্‌বে না; ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি থাক্‌বে না।

হরিকথামৃতের এমনই প্রভাব যে, যত কিছু অন্যাভিলাষ আছে, নিজবলে সমূলে তা' নষ্ট করে। ইহাতে মগ্ন হ'য়ে অভিনিবিষ্ট চিত্তে ইহা শুন্‌তে হবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রবণ। শ্রীমদ্ভাগবতে অক্ষর-রূপে পরব্রহ্মই অবতীর্ণ হয়েছেন। নববিধা ভক্তির প্রথমেই শ্রবণ।

শ্রীনারদ বলেছেন,—

"তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষ-সরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্-ভয়-শোক-মোহাঃ॥"

—(ভা ৪।২৯।৪১)

হে রাজন্ (প্রাচীন-বর্হি)! সাধু-ভক্তসমাগমে নিয়ত মহাত্ম-গণের আনন্দোল্লাস-মুখরিত বদনবিনিঃসৃত ভগবল্লীলামৃতাবশেষ-সম্ভূতা যে অমৃত-সরিৎশ্রেণী চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়, যাঁহারা অতৃপ্তপ্রাণে, সাগ্রহে ও একাগ্রচিত্তে কর্ণদ্বারা তাহা পান করেন; তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, মোহ আর স্পর্শ করিতে পারে না।

প্রশ্ন হ'তে পারে যে, "মহৎ না পেলে কা'র কাছে শ্রবণ করব্ ?"

উত্তর—নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধু না পেলে মহাজন-রচিত গ্রন্থাবলী শরণাগতচিত্তে নিজেই পাঠ কর্‌তে হবে। নিজে নিজেই মহাজন-গীতি কীর্তন কর্‌তে হবে।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহ্বদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম

শ্রীধাম-মায়াপুর

ইংসন ২৭।৪।৪৩

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

শুদ্ধান্তঃকরণ না হইলে ভগবদ্বিগ্রহ দর্শন হয় না। শুদ্ধান্তঃকরণলাভ হইলে ভগবদ্রূপ দর্শনের যোগ্যতা হয়,—

যাহাদের 'কষায়' আছে, বাসনা যা'দের সমূলে উৎপাটিত হয় নাই, তা'দের শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা দুঃসাধ্য। বাসনা-মলিন-হৃদয়ে রূপ বা বিগ্রহের উদয় হয় না। শুদ্ধ অন্তঃকরণেই রূপের উদয় হয়।

ভগবান্ স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির আশ্রয়। জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তিযুক্ত শ্রৌতপথাবলম্বী মুনিগণ আত্মাতে শ্রীভগবানের দর্শন পান। আত্মা আর শুদ্ধচিত্ত একই বস্তু।

যিনি শ্রীভগবানের দর্শন পান, তাঁহার আর শরীর রক্ষার জন্য পৃথক একাউণ্ট খুলিতে হয় না। তখন উপাধি আর ব্যাধি হয় না;

শরীর আর বাধা দেয় না। তখন ধর্মার্থ-কাম ও মোক্ষের অভিলাষ আর থাকে না।

শ্রীনারদ যমুনাতীরে মথুরার কাছে শ্রীভগবানের দর্শন পাইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-নাম শ্রবণ করিতে করিতে শুদ্ধান্তঃকরণ হইলে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-দর্শন হয়। শুদ্ধ হৃদয়েই শ্রীভগবানের চিন্ময় গুণের স্ফূর্তি হয়। এইভাবেই রূপ-শ্রবণাদির স্ফূর্তি।

শ্রীভগবানের নাম-শ্রবণ, রূপ-শ্রবণ, গুণ-শ্রবণ ও লীলা শ্রবণ করিতে করিতে হৃদয় শুদ্ধ হইয়া কষায় দূর হইলে রূপ-গুণ-লীলা স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইবে।

শ্রীভগবানের কথায় রুচিই সর্বনাশের কারণ। ইহা হইতেই মঙ্গলের আরম্ভ। ইহার চূড়ান্ত অবস্থা রতি—প্রেমভক্তি। ইহার পরে আবেশের সঙ্গে কীর্তন। নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্তন। ইহাতেই আনন্দাম্বুধি বর্ধিত হয়। বিদ্যাশক্তির দ্বারা রতির উদয়ে প্রেমলাভ। তখন কীর্তনের দ্বারা প্রতি পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদন। "প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।"

সমস্ত পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হইল—ভগবানের নাম-উচ্চারণ। উচ্চারণ-হেতু তদ্‌বিষয়ে মতি হয়। যেই নারায়ণের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখনই নারায়ণের চিন্তা হয়। "আমি এই নাম-উচ্চারণকারীকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিব।"

"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব পাপনাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥"

—(শ্রীচৈ চ আ ৮।২৬)

নামের আভাসেই পাপ যায় ; আর এক কৃষ্ণনাম লইতে কৃষ্ণের চরণ পাওয়া যাইবে।

'এক কৃষ্ণনাম' মানে— আভাস। যে ভগবানের নাম গ্রহণ করে, তা'র জন্য ভগবানের কাজ পড়িয়া যায়। ভগবান্ তা'র জন্য চিন্তাসমুদ্রে পড়িয়া যান।

'নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস-বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ॥"
—(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।২৩৩)

নামে এবং স্বরূপে ভেদ নাই। পরম ভাগবতগণ হরির 'হ'— কৃষ্ণের 'কৃ' উচ্চারণ করিতেই প্রেমে আকুল হইয়া পড়েন। এক-দেশিক, আংশিক শ্রবণ-মাত্রেই তাঁহাদের আনন্দ হয়। 'মধুরং মধুরম্"—ভগবানের নাম ভক্তের কাছে মধুর হইতেও সুমধুর। জড়জগতে রসগোল্লা একটু আস্বাদন করিলেই লোভী ব্যক্তির জিহ্বায় জল আসে। পরমান্ন পাইলে লোভীর কি রকম অবস্থা হয় ? পিপীলিকা চিনির সমুদ্র পাইলে কি বিতৃষ্ণ হয় ? পিপীলিকা মধু-সমুদ্রের একবিন্দু স্পর্শ করিলেই মুগ্ধ হইয়া যায়।

ভগবান্ যেমন অখিল রসামৃত-সমুদ্র, তাঁ'র নামও তদ্রূপ। ভগবানের নাম, দেহ ও স্বরূপ—তিনই এক প্রকার।

শ্রীভগবানের মাধুর্যের উপলব্ধি কাহার হয় ? একমাত্র ভক্তেরই সেই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

বর্তমান বদ্ধ দশায় নাম করিতে ভাল লাগে না ; মনে হয়— "একটু ফাঁকি দেওয়া যাক্,—আজ না হয়, নাম-সংখ্যা কমই হউক, আবার করা যাইবে।" এগুলি অরুচির লক্ষণ।

জীবনে-মরণে ও সম্পদে-বিপদে নাম-প্রভুই একমাত্র রক্ষক। মহামন্ত্রে যে 'রাম'—এই রাম দাশরথি 'রাম' নহেন; ইনি গোপীনাথ।

শ্রীশিবজীর গুরু হ'লেন—'শেষ রাম'—'সঙ্কর্ষণ রাম'। "আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।" গর্ভোদকশায়ীর অংশী সঙ্কর্ষণ রাম। তাঁহার ভ্রূভঙ্গী হইতে রুদ্র এবং নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা হইয়াছেন। শিবের বাবা গর্ভোদশায়ী ভগবান্, দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ যে সঙ্কর্ষণ, তাহা হইতে ঐসকল হইয়াছে। রামের 'রা' হইতে এ'সকল হইয়াছে। ভগবানের লীলাবাচক ও আবির্ভাব-বাচক নাম আছে, কিন্তু অন্তর্ধানবাচক নাম হয় না।

অজ ভগবানের জন্ম, এ'টী অলৌকিক-অবিচিন্ত্য মহাশক্তির পরিচায়ক। নিস্পৃহ হ'য়ে এবং চতুর্বর্গের স্পৃহা রহিত হ'য়ে, ভগবানের জন্ম-কর্মবাচক মুখ্য নামকীর্তন করিতে হইবে। স্বরূপ-শক্তির দ্বারা নামের যে পরিচয়, সেই সকল মুখ্য নাম সর্বদা গান করিলে অকিঞ্চনা ভক্তি হইবে।

আচরণশীল হইয়া নিজের অভীষ্ট যে সব নাম—যেমন মাখন-তস্কর, যশোদাতুলাল ইত্যাদি নাম কীর্তন করিতে হইবে। যাঁহার যে মুখ্য নামে রুচি, তিনি সেই নাম করিবেন। কিন্তু "রাবণান্তকর"-নাম গৌড়ীয়গণের অভীষ্ট নহে।

শ্রীমুরারি গুপ্ত কহিয়াছিলেন,—"শ্রীনাথে জানকীনাথেঽভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্বস্বঃ রাম-কমললোচনঃ॥"

ভগবানের প্রতি রাগের উদয়ে চিত্ত দ্রবীভূত হয়। প্রেমের উদয়ে চিত্ত মসৃণ হয়। দ্রবীভূত চিত্তে নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার হইয়া থাকে।

বাহিরের শ্রোতা মহাভাগবতকে পাগল বলিয়া মনে করে। শ্রীকৃষ্ণের "ত্রিজগৎমানসাকর্ষি-মুরলী কলকূজিত।" সেই বাঁশীর কলকূজন মহাভাগবতকে পাগল করিয়াছে। মহাভাগবতের যখন দিন—বহির্মুখ তখন নিদ্রাগত। কৃষ্ণসুখবাঞ্ছার প্রতি বহির্মুখ জগৎ বিমুখ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে, কভু ভাগ্যফলে,
দেখি কিছু তরুমূলে।
হা হা মনোহর, কি দেখিনু আমি॥"
বলিয়া মূর্ছিত হ'ব॥

পরিপূর্ণচেতনও এজগতে বাহিরে অচেতনের মত।
কৃষ্ণপ্রেমেই মহাভাগবত উন্মত্তবৎ আচরণ করেন।

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়,-ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"
—(শ্রীভা ১১।২।৪০)

"শ্রবণ, কীর্তন, ব্রত, সঙ্কল্প যাঁহার।
শ্রবণ-কীর্তনে চিত্ত দ্রবয়ে তাঁহার॥
উচ্চস্বরে হাসে, ক্ষেণে করয়ে রোদন।
উচ্চস্বরে গায়, ক্ষেণে ঘন গরজন॥
উনমতবত নাচে লোকবাহ্য হৈয়া।
লোক-বেদ, লাজ-ভয় সব তেয়াগিয়া॥"
—(শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী ১১।২।৪০)

এই প্রকার স্বভাবযুক্ত হ'য়েও তাঁর নাম-কীর্তন প্রবল হ'য়ে যা'বে।

"শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি, গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥"
—(শ্রীভা ১১।২।৩৯)

চক্রপাণি ভগবানের জন্ম ও বিবিধ লীলা এবং 'যশোদানন্দন', 'দেবকীনন্দন' ইত্যাদি জন্মবাচক মঙ্গলময় নামসমূহ এবং 'কংসারি,' 'মুরারি', 'মধুসূদন' প্রভৃতি লীলাবাচক মঙ্গলময় নামাবলী শ্রবণ-পূর্বক জাগতিক বিষয়ে নিস্পৃহ ও লজ্জাশূন্য হইয়া গান করিতে করিতে বিচরণ করিবে।

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীশ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণীতে উপরোক্ত শ্লোকের ভাবানুবাদে গাহিয়াছেন,—

"কৃষ্ণের মঙ্গলকর্ম জনম-চরিত।
শুনিব শ্রবণভরি' যে হয় পণ্ডিত ॥
উচ্চস্বরে নাম-গুণ করিব কীর্তন।
লাজ-ভয় পরিহরি' করে পর্যটন।
মনের আসক্তি ছাড়ি' রহে যথাতথা।
সে জন বৈষ্ণব, রাজা! জানহ সর্বথা ॥"

যাহা-দ্বারা নিত্য বস্তু লাভ হয়, তাহাকে বলে—সাধনতম। কেবল শ্রবণ নয়; ভগবানের প্রেমলাভের পক্ষে কীর্তন (সাধনতম-ভক্তি) সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

যোগারূঢ় ব্যক্তিগণ বহুকোটি জন্মে যা' পায় না, এই জন্মেই—একজন্মেই নামকীর্তনে তাহা পাওয়া যাইবে।

কি ভাবে শ্রীহরিনামের প্রতি আদর করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিতেছেন,—

"দিবারাত্র নির্ভীক, জিতনিদ্র, একাগ্রচিত্ত, নির্বিঘ্ন (ফল-কামনা-রহিত) হ'য়ে আশাবন্ধ রেখে,মিতভুক্, প্রশান্ত (নির্বিকার চিত্ত অর্থাৎ ব্যবহারে অকার্পণ্য-যুক্ত) হ'য়ে ভগবানের প্রেমোদয়-কারী নাম উচ্চারণ করিতে থাক।"

যদি ভগবন্নামে মন লাগে, তবে কি বাধা আসে? বাহ্য সুখে সুখবোধ এবং দুঃখে দুঃখবোধ না হওয়া প্রশান্তের লক্ষণ।

মিতভুক্‌টা কি? বাক্য ও মন চঞ্চল হ'লে নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতিতে ব্যাঘাত ঘটে। অতএব অতি শুষ্ক ও অতি স্নিগ্ধ দ্রব্য আহার বর্জন করিতে হয়। তৈল, ঘৃত, মসলা বেশী ব্যবহার করা অনুচিত। অতি স্নিগ্ধ দ্রব্য-ভোজনে আলস্য বর্ধিত হয়, তাহাতে বাক্য ও মনের ব্যাঘাত হয়। অসংস্কৃত অর্থাৎ অপরিপক্ক ভোজনে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হবে। অতি শুষ্ক ভোজনে বায়ু-বৃদ্ধি হইবে।

আহারের ব্যতিক্রমে শুক্র বৃদ্ধি হইলে পুরুষাভিমানে মরিতে হইবে। জড় পুরুষাভিমানে পুরুষোত্তমকে পাওয়া যায় না।

ভগবানের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদে ভাইটামিন বা তৈল-ঘৃতের বিচার করিতে হইবে না।

যদি কৃষ্ণপাদপদ্মের স্মৃতি নিরন্তর রাখিতে চাও, তবে নিরন্তর ভগবানের নাম পাঠ ও কীর্তন করিতে থাক।

'শম'-শব্দের অর্থ অন্তরেন্দ্রিয়-নিগ্রহ। দম—বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ। এ'গুলি নামের প্রতি একাগ্রতা-বিধানের সহায়ক। এ'গুলি নাম-ভজনের আনুকূল্য সম্পাদন করে। একাগ্রতা—

সাধনের জন্য—নামভজনই যাহার একমাত্র তাৎপর্য, তাহার জন্যই এইগুলি।

'মিতভুক্' মানে—প্রাণরক্ষার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু গ্রহণকারী।

দৈন্য এবং আত্মনিক্ষেপ করা হয় 'নমস্কারে'। অহঙ্কার থাকিতে নমস্কার আসে না; 'প্রত্যাহার' দরকার। ইহাতে একাগ্রভাবে নাম-ভজনের সহায়তা সম্পাদন করে। নিষ্কিঞ্চনা কেবলা ভক্তি—নিরপেক্ষ; কিন্তু অকৈতবা সঙ্গসিদ্ধা জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিতে এগুলি দরকার হয়।

নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি যখন আরম্ভ হইবে, তখন আপনা আপনি সবই আসিয়া যাইবে—(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পৃথগ্-ভাবে আর চেষ্টা করিয়া এ'সব করিতে হইবে না। কেবলা ভক্তিতে যদি একবার মন লাগিয়া যায়, তবে অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয়-সংযমের জন্য পৃথগ্ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে না।

শয্যা হইতে উত্থানে, নিদ্রা যাওয়ার সময়ে, গমনকালে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, চিত্তের বিকলতায় ও শরীরের যাতনায় একটিমাত্র শব্দ—'গোবিন্দ' উচ্চারণ করিলেই পরম মঙ্গল হইবে। রাম, কৃষ্ণ, হরি বা গোবিন্দ-শব্দ। নাম কেবল পাপ দূর ক'রে ক্ষান্ত হয় না, ভগবানের রূপ-গুণাদিরও স্ফূর্তি করায়। নামই ভগবানের ৬৪টি গুণের সাক্ষাৎকারের কারণ হয়। নাম-কীর্তনের এত প্রভাব।

ব্রহ্ম-শাস্ত্র-উপদেষ্টৃগণের উপদিষ্ট ব্রতসমূহের পালনে যে প্রায়শ্চিত্ত হয় না,হরিনামের আভাস-মাত্র হ'লে তাহা অনায়াসেই হয়; কেবল পাপ বিশোধন-মাত্র করে না, গুণেরও অনুভব

করায় এবং ভগবানের বিগ্রহও দর্শন করায়। ভগবানের রূপ-দর্শনের পরে গুণের দেখা পাওয়া যায়।

কীর্তনাখ্যা ভক্তিই সর্বোত্তম। শ্রীমদ্ভাগবত আগাগোড়া ইহার শ্রেষ্ঠতা জানাইয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থটিই কীর্তন-বিগ্রহ। ইহার প্রথম শ্লোক হইতে শেষ শ্লোক পর্যন্ত নাম-কীর্তনের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। নামকীর্তন সকলের পক্ষেই পরম সাধন ও সাধ্য। ইহা ব্যতীত—

"কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

—(শ্রীবৃহন্নারদীয় বচন ৩৮।১২৬)

কিরূপে নাম করিতে হইবে ?—উচ্চ সংকীর্তন করিতে হইবে। মনে মনে নাম করিলে কীর্তন হইবে না।

নামকীর্তনের মধ্যে দশটি নামাপরাধ বর্জন করিতে হইবে।

সম্রাট্ মার্জনা করিলে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত অত্যন্ত অপরাধী ব্যক্তিও রক্ষা পায়। অপরাধীর প্রতি ক্ষমাশীল ও হরির প্রতি অত্যন্ত নরপশু ব্যক্তিই অপরাধ করে। যিনি সকল পাপ হরণ করেন, তাঁ'র প্রতি অপরাধ করিলে নরকুলাঙ্গার বলিতে হইবে। শ্রীহরির প্রতি অপরাধ হইলে শ্রীহরির নামই তাহা হইতে মোচন করেন, কিন্তু শ্রীনাম ও শ্রীনাম-গ্রহণকারী বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ অত্যন্ত ভয়ানক বিষয়। বৈষ্ণবকে বধ করা, বৈষ্ণবের নিন্দা করা ও বিদ্বেষ করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করা, বৈষ্ণব-দর্শনে আনন্দিত না হওয়া এবং বৈষ্ণবের হিংসা করা—এই ছয়টি ভীষণ অপরাধ।

পূর্বসঞ্চিত সুকৃতি-ফলেও মহতের সঙ্গ হয়। আমাদের শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম বৈষ্ণবনিন্দকের বিরুদ্ধে—তা'র জিহ্বা-স্তম্ভনের

জন্য যে প্রবল উদ্যম প্রদর্শন করিয়াছেন, সেরূপ জগতে আর দেখা যায় নাই। যেখানে বৈষ্ণব-নিন্দা শুনিয়া প্রতিকার করা যায় না, সেখানে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে ; দাক্ষায়ণী সতী-দেবী এই আদর্শ দেখাইয়াছেন। "সামর্থ্য থাকিলে বৈষ্ণব-নিন্দকের জিহ্বা ছেদন করা কর্তব্য।"—শাস্ত্রে এই বাক্য আছে।

'শিব' বিষ্ণুর বিভূতি। শ্রীশিব—শ্রীবিষ্ণু মঙ্গলময়। অংশের অংশকে 'কলা' বলে। সত্ত্ব, রজ ও তমঃ-গুণের মিশ্রণ হইলে তাহাকে 'বিভূতি' কহে।

দেবতাদের যত নাম আছে, বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে সবই বিষ্ণুর নাম। বিদ্বদ্রূঢ়ি, সাধারণ রূঢ়ি ও অজ্ঞরূঢ়ি। মুক্ত পুরুষগণের নিকট শব্দের অথবা শাস্ত্রের যে প্রসিদ্ধ অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহাকে বলে বিদ্বদ্রূঢ়ি।

মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর বলেছেন,—

"সর্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি।"—(শ্রীচৈ চ ম ১।৩৩০)

স্বরূপ-শক্তিই স্বরূপ-শক্তিকে প্রকাশ করে।

ঈশান, মহাদেব, পিনাকী, শিব ও কৃত্তিবাস—শিবের এই সব নাম। রুদ্র, ইন্দ্র—এই সকল নাম কি করিয়া পাইলেন ? যেমন সম্রাট্ নিজের রাজধানী নিজের ভোগের জন্য রাখিয়া আর বাকী সব সামন্ত-রাজগণকে দিয়া দেন ; কিন্তু মহিষী, রাজপ্রাসাদ ও রাজধানী—এ'গুলি দেন না। ভগবান্ তদ্রূপ নিজ-নাম-রূপ-গুণ-লীলাবাচক মুখ্য নাম ও স্বরূপশক্তিদ্বারা বাচ্য নাম অপরকে দেন নাই। নিজে সে সকল নাম রেখেছেন, আর বাকী নাম দেবতা-দিগকে দিয়েছেন।

এক ভগবানই বহুবিধরূপে প্রকাশমান। তাঁ'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিব-ব্রহ্মাদি কিছুই করিতে পারেন না।

"তব ইচ্ছা-মতে বিষ্ণু করেন পালন।
তব ইচ্ছা-মতে শিব করেন সংহার॥"

শ্রীহরিনামকে কল্পনা বলিয়া জ্ঞান খুব বড় অপরাধ। **অনেক যম এসেও যদি 'ঠেলা' দেয়, তা'হলেও এর শাস্তি শেষ হয় না। নাম-প্রভুর যেখানে কৃপা নাই, সেখানে জন্ম-জন্ম দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। যদি বাঁচিতে চাও, তবে প্রতি মিনিটে নাম করিতে থাক।**

অহংমম-ভাবযুক্ত ব্যক্তির নামে অনুরাগ হয় না। দেহ, দ্রবিণ, লোভ, জনতা—এ'গুলি পাষণ্ড—অর্থাৎ নামাপরাধ।

হরিকীর্তনের স্থানে দণ্ডবৎ না করিয়া স্থানত্যাগ—ভীষণ অপরাধ। যেখানে অনাদর, সেইখানেই অপরাধ। **নিরন্তর নাম-কীর্তনের ফলেই সাধুর নিকট কৃত অপরাধও দূরীভূত হয়। অপরাধের ফলে কোটি কোটি জন্মেও শাস্তিভোগ চল্‌তে পারে।** কলিকালে নামকীর্তন ব্যতীত আর গতি নাই।

তারপরে গুণকীর্তন। উহা ভগবানের সুখের জন্য করিলে ভক্তিরূপ ফল লাভ হয়। গুণবর্ণন আরম্ভ হ'লে আর থাম্‌বে না। তারপর লীলাবর্ণন—শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান-সহকারে লীলা কীর্তন হ'লে প্রথমে অন্তঃ-সাক্ষাৎকার, তারপর বহিঃসাক্ষাৎকার হ'বে।

ভগবানের কথা ব্যতীত যত কথা, সব বেশ্যার কথা। উত্তমঃ-

শ্লোক শ্রীহরির 'যশঃকীর্তন' মানে—লীলাকীর্তন। ভগবানের গুণোদয়েই হৃদয়ে রতির উদয় হবে। রতির উদয় হইলে গুণের স্ফূর্তি। ইহা সাধন-ভক্তি নহে, সাধ্যভক্তি। নারদ ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল, যথা—জাতরতি।

শ্রীভগবান্ নারদকে ব'লেছিলেন,—"যা'দের বাসনা বা কষায় বিনষ্ট হয় নাই, তা'দের পক্ষে আমার দর্শনলাভ দুঃসাধ্য।" নির্ধূত কষায় না হইলে দর্শন পাওয়া যায় না।

সুতবৎসলা গাভী যেমন বৎসের পিছনে যায়, তদ্রূপ হরিকথা-কীর্তনকারীর পিছনে পিছনে ভগবান্ যান।

শ্রীভগবান্ বলেছেন,—"আমার লীলাকথাতে যাঁহার অত্যন্ত উল্লাস হয়, আমি তাঁহাকে কখনও পরিত্যাগ করি না।"

প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—"হে শ্রীনৃসিংহদেব! তোমার নাম যাঁহারা উচ্চস্বরে কীর্তন করেন, তাঁহারাই সমগ্র জগতের নিঃস্বার্থপর বান্ধব।"

সঙ্ঘমধ্যে নিরুপাধি শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন-প্রকাশই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবরের মনোঽভীষ্ট।

"সংকীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্তন-যজ্ঞে তাঁ'রে ভজে, সেই ধন্য॥"

—(শ্রীচৈ চ আ ৩।৭৭)

বহু আশ্রয় সম্মিলিত হ'য়ে যে **এক বিষয়-বিগ্রহের** সেবা,—তাহাকে বলে **'রাস'**। বহুব্যক্তি মিলিত হ'য়ে সংকীর্তন কর্‌বে ; ইহাতে **চমৎকার রস** আছে। রসের উচ্চস্তরে **চমৎকার রস**। সর্বোত্তম অলঙ্কার—চমৎকার! গভীর বিস্ময় উপস্থিত

হইয়া মূক্ করিয়া দিবে,— আনন্দের আতিশয্যে ডুবাইয়া দিবে— চমৎকার রসে।

বহুলোকের কীর্তনে রাসরসিক শ্রীগৌরসুন্দরের অধিকতম উল্লাস হয় বলিয়া, কেবল কীর্তন অপেক্ষা সংকীর্তনের শ্রেষ্ঠতা।

শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভুর কথিত—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

—(শ্রীবিদগ্ধমাধব ১।১৫)

—ইহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয় বিজিত হ'য়ে যায়।

যিনি মুখমধ্যে নটীর ন্যায় নৃত্য করিয়া বহু মুখ-লাভের জন্য রতি বিস্তার করেন, অর্থাৎ একটি মাত্র জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন না; যিনি কর্ণপথে অঙ্কুরিত হইয়া অসংখ্য কর্ণেন্দ্রিয়লাভে ইচ্ছা উৎপাদন করেন, দুইটি মাত্র কর্ণে শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন না এবং যিনি চিত্ত-প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারকে পরাভূত করেন। এতাদৃশ 'কৃ' ও 'ষ্ণ' এই দুইটি অক্ষর কত অমৃতের দ্বারা রচিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন ইন্দ্রিয়ের চেষ্টাগুলিকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া লয়।

এই কীর্তনাখ্যা ভক্তি দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়া-দ্বারা ব্যাহত

হইবে না। কীর্তনাখ্যা ভক্তি অপার-করুণাময়ী। দীন-হীন, দুঃখী-কাঙ্গালের প্রতিও তাঁহার অপার কৃপা। কলিযুগে কৃষ্ণ-কীর্তনের দ্বারাই **কৃষ্ণের** বিশেষরূপ **সন্তোষ** হয়। **সংকীর্তনের দ্বারাই সমস্ত স্বার্থ পাওয়া যায়।** ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চনে যাহা পাওয়া যায় এবং উহাদের দ্বারা যাহা পাওয়া যায় না; সবই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনে পাওয়া যায়। সারগ্রাহী পরমহংসগণ কলিযুগের কীর্তনের প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীনাম-সংকীর্তন-ফলে ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ ত' শেষ হয়ই, উপরন্তু শ্রীকৃষ্ণচরণকমল-লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন অপেক্ষা চূড়ান্ত স্বার্থ আর কিছু নাই। **নৈষ্ঠিকী ভক্তিতেই চরমা ও পরমা শান্তি; নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎসুখানু-সন্ধানেই তাহা পাওয়া যায়। দেহ-মনের সুখলাভ প্রকৃত শান্তি নহে।**

শম কি? মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধিই শম। পরমা শান্তি হচ্ছে ধ্রুবানু-স্মৃতি।

প্রশ্ন—কলিযুগের পক্ষে কৃষ্ণকীর্তনের বিধি; কিন্তু সত্য, ত্রেতাদি-যুগে কীর্তন বিহিত হয় নাই কেন?

উ—তখন পর্যন্ত কৃষ্ণ-কীর্তনের মাহাত্ম্য এমনভাবে শ্রীভগবান্ প্রকাশ করেন নাই। তখনকার লোকের ধ্যানে শ্রদ্ধা ছিল, ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদির প্রতিই লোকের আনুরক্তি দেখা গিয়াছে। দ্বাপরে অর্চনের প্রতি বিশেষ যত্নাগ্রহ ছিল। কলির জীব অল্পায়ুঃ, দুর্বল, বিক্ষিপ্ত চিত্ত। ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চনাদি সুষ্ঠুভাবে করিবার শক্তি তা'দের নাই। স্বয়ংরূপ ভগবান্ অত্যন্ত দুর্গত, পতিত জীবকুলের জন্য এই কলিযুগে আসিলেন।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥"

—(শ্রীভা ১১।৫।৩২)

যিনি কৃষ্ণের বর্ণনা করেন, অর্থাৎ সর্বদা কৃষ্ণকথা বলেন, (কলিযুগে) সুবুদ্ধি-বিশিষ্ট জনগণ অঙ্গ (শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত), উপাঙ্গ (তদবয়র শ্রীবাসাদি)-রূপ অস্ত্র (অর্থাৎ উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়) এবং গোবিন্দ-গদাধরাদি পার্ষদগণ-সমন্বিত সেই গৌর-কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সংকীর্তন-বহুল যজ্ঞের দ্বারা অর্চনা করিয়া থাকেন।

প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত ব্যক্তি জীবন-প্রাপ্তির জন্য সম্রাটের নিকট আপীল করিয়া থাকে। যেখানে অত্যন্ত গুরুতর অবিচার, সেইখানেই সম্রাটের কাছে কৃপা প্রার্থনা করা হয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলিহত, মৃত্যুগ্রস্ত জীবের জন্য (সম্রাট্ হ'য়েও) নিজে ব্যারিষ্টার বা উকিল হ'য়ে ব্যারিষ্টারী বা ওকালতি করিলেন—শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দররূপে। তিনি পতিত, অধম, অত্যন্ত পাষণ্ডী অতিশয় শোচ্য কলিজীবের জন্য এই শ্রীনামকীর্তনের ব্যবস্থা করিলেন। সত্যযুগে এত পতিত-পাষণ্ডী ছিল না। সেইজন্য তা'দের নিমিত্ত শ্রীনাম-কীর্তনরূপ চরমবিধানও হয় নাই।

আইনের দৃষ্টিতে নরহত্যা, রাজদ্রোহিতা প্রভৃতি সাংঘাতিক পাপ। কলিযুগে ভগবদ্দ্রোহিতা অত্যন্ত প্রবল। যে বিষ ভক্ষণ করিয়া লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সদ্বৈদ্য তাহাকে সেই 'বিষবড়ি' দিয়াই পুনরায় সুস্থ করিয়া উঠান। শ্রীশ্রীগৌর-ভগবান্ দুর্গত কলিযুগের জীবকুলের জন্য চূড়ান্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তিনি বলেন,—"আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার ?'

এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
এই হরিনাম-মহামন্ত্র লও তুমি মাগি' ॥"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"হা গৌর-নিতাই, তোরা দু'টি ভাই,
পতিত জনের বন্ধু।
অধম পতিত, আমি হে দুর্জন,
হও মোরে কৃপা-সিন্ধু ॥"

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-যুগের অধিবাসিগণ এমন ধ্রুবানুস্মৃতিময়ী নৈষ্ঠিকী ভক্তি (নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি) কলির মত পায় নাই।

মহাভাগবতগণ স্বেচ্ছাক্রমে কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পরম মুক্তগণও লীলাক্রমে দেহ ধারণ করিয়া প্রপঞ্চে আসিয়া নাম কীর্তন করেন। তাঁহারা কীর্তন-মাহাত্ম্যের প্রতি লোভ-পরবশ হইয়া কলিযুগে আসিয়া থাকেন। ত্রেতা-দ্বাপরাদি যুগে মহাভাগবতগণ এমন আসেন নাই।

ধ্যান-সমর্থ, যজ্ঞ-সমর্থ ব্যক্তিগণ মনে করিতেন—ওষ্ঠস্পন্দন-মাত্রে (নামোচ্চারণে) ভগবানকে বশীভূত করা যাবে ; এটা আমরা বিশ্বাস করি না। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-যুগের প্রজাগণ কীর্তনে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন না। ভগবান্ দেখিলেন যে, ঐ ঐ যুগের লোকেরা কীর্তনাখ্যা ভক্তিতে রুচিবিশিষ্ট নহে ; এজন্য অত্যন্ত পতিত, পাষণ্ডী,দুর্গতদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন আনিয়া দিলেন। কলিযুগের এমন মাহাত্ম্য দেখিয়া সেই সেই যুগের লোকেরা কলিতে জন্ম প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কেন-না কলির লোকেরা নারায়ণ-পরায়ণ

দ্রাবিড়-দেশে নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তি খুব বেশী, কৃষ্ণপরায়ণ নহে ; মহাপুরুষ-পরায়ণ। দ্রাবিড়ে শ্রীরঙ্গনাথ, শ্রীঅনন্ত-পদ্মনাভ প্রভৃতি বিগ্রহ। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমস্ত শ্রীবিগ্রহই শেষশায়ী নতুবা মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহাদির শ্রীমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃতমালা-নদীর জল পান করিলে বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। শ্রীহরি নিম্নবর্ণিত স্থান-সমূহে নিত্যকাল বাস করেন। (১) মথুরা, (২) শ্রীরঙ্গম, (৩) দ্বারকা ও (৪) তুলসী-কানন। শ্রীরঙ্গনাথ-ক্ষেত্র কাবেরী-নদীর তীরে।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থানের ও অন্যান্য লীলাস্থানের ত' কথাই নাই। শ্রীবাস-অঙ্গনের কীর্তনে, শ্রীনিত্যানন্দের নর্তনে, শ্রীরাঘবের ভবনে এবং শ্রীশ্রীশচীমাতার অঙ্গনে শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যকাল বর্তমান আছেন।

কলিযুগের নিজের কোন গুণ স্বরূপতঃ নাই। 'কলি' দোষের আকর। শ্রীহরিনাম দেশ, কাল, পাত্রের দ্বারা আবদ্ধ হ'ন না। ভগবান্ নিজে সপার্ষদে কলিযুগে অবতীর্ণ হ'য়ে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-কীর্তনের প্রচার ক'রে কলির উপর অত্যাশ্চর্য দয়া প্রকাশ ক'রেছেন।

যাঁ'র মুখে কৃষ্ণকীর্তন, সেই তো সত্যযুগবাসী। আর সত্যযুগ-বাসী হইয়াও যদি কৃষ্ণনাম-কীর্তন মুখে না থাকে, তবে সে-ই তো কলিযুগবাসী।

ভক্তের সর্বোত্তম অবস্থা যে সমাধি,—তাহাও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দ্বারাই পাওয়া যায়।

অঘদমন কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইলে বহু আয়াস করিতে হয়, কিন্তু ওষ্ঠ-স্পন্দন-মাত্রই নামের কীর্তন হয়।

দীক্ষার পর শত শত জন্ম যদি অর্চন করা যায়, তবে মুখে হরিনাম আসিতে পারে।

হরিনাম ঠাকুর-পূজার বাবা। কীর্তন—মহা-অর্চন, মহাধ্যান এবং মহাযজ্ঞ। অর্চনের শত প্রয়াসেও কিছু হবে না, যদি মুখে কৃষ্ণনাম-কীর্তন না থাকে।

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র আছে ব'লেই মন্ত্রের মন্ত্রত্ব। যা'দের নামের প্রতি বিশ্বাস কম, শ্রীবিগ্রহ তা'দের পূজা-আরতি কিছুই গ্রহণ করেন না।

সমস্ত যুগেই কৃষ্ণকীর্তনের মাহাত্ম্যের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তবে কলিযুগে নাম-কীর্তনের মাহাত্ম্য সর্বাপেক্ষা অধিক। কেন-না শ্রীগৌরহরি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রবর্তন করিয়াছেন,—

"সংকীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্তন-যজ্ঞে তাঁ'রে ভজে, সেই ধন্য॥"

—(শ্রীচৈ চ আ ৩।৭৭)

নামসংকীর্তন ব্যতীত অন্যান্য সাধনে মুক্তি লাভ হইতে পারে। বড়জোর বৈকুণ্ঠে আড়াই প্রকার রস-প্রাপ্তি।

জীব-দুঃখী শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন,—"নাম-কীর্তন-প্রচারই কলিযুগে একমাত্র কর্তব্য। নামকীর্তন-প্রচার-প্রভাবেই পরম ভাগবতত্ব-সিদ্ধি।

'পাষণ্ড'-শব্দের অর্থ—নামাপরাধ। নামকীর্তনের বিরোধীকে বলে—'পাষণ্ডী'।

শ্রীনামকীর্তনের অন্তর্ভূতই শ্রীমূর্তি-প্রতিষ্ঠা। নাম-প্রচার—অঙ্গী, শ্রীমূর্তিপ্রতিষ্ঠা—অঙ্গ। নাম-কীর্তনের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য অষ্টবিধা ভক্তির অর্থবাদ করিলেও মহা-দোষই হয়।

শ্রীনামের কীর্তন-প্রচারের নাম—নামানুসন্ধান। শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানমূলে নামানুসন্ধানেই প্রেমলাভ হইয়া থাকে।

দৈন্য, বিজ্ঞপ্তি, প্রার্থনা, স্তব-পাঠাদি কীর্তনের অন্তর্গত। তাহার মধ্যে আবার শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত শ্রীকৃষ্ণের নামের সর্বাধিক মাহাত্ম্য। সেই সকল নামের ফল সর্বাপেক্ষা বেশী। কলিকালে শ্রীনামকীর্তন ব্যতীত আর গতি নাই। কৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহার স্থানে বর্তমানে রহিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের
শ্রীশ্রীহরিকথা

শ্রীধাম-মায়াপুর
ইংসন ২৭।৪।৪৩

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

মহাভাগবতের প্রসঙ্গ ও পরিচর্যারূপা সেবার ফলে চিত্তশুদ্ধি হবে। কীর্তন বাদ দিয়ে স্মরণ হয় না। 'স্মরণ'-শব্দের অর্থ—চিন্তন। সর্ব অবস্থাতেই কীর্তন কর্‌তে হবে, অতএব কীর্তন বাদ দিয়ে স্মরণ কর্‌তে হবে না। বিক্ষিপ্ত চিত্তে স্মরণ হয় না। শরণাপত্তি এবং মহাভাগবতের সেবায় চিত্তশুদ্ধ হ'লে নাম-রূপ-গুণ-লীলার স্মরণ হ'বে। ভগবানের প্রতি মনোনিবেশই 'স্মরণ'।

অন্তকরণ শুদ্ধ না হ'লে শুধু নামেরই স্মরণ হবে না; রূপ-গুণ-লীলাদি ত' দূরের কথা। নামস্মরণ বাদ দিয়ে নাম-কীর্তন হ'তে পারে, কিন্তু নামকীর্তন বাদ দিয়ে নাম-স্মরণ হবে না।

যিনি শুদ্ধচিত্তে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করেন, ভগবান তাঁ'র প্রেমে বশীভূত হ'য়ে যান। এক মুহূর্তকালও কৃষ্ণপাদপদ্ম

বিস্মৃত হ'য়ে থাকা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণচিন্তা ছাড়া একটি মুহূর্তও ব্যয় কর্‌তে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করেন।

বিষয়ী ব্যক্তির সর্বস্ব চোর-দস্যুতে যখন নিয়ে যায়, তখন তা'র যে অবস্থা হয়; ভগবদ্ভক্ত স্মরণবিহীন মুহূর্তকে সেই প্রকার মনে করেন।

শুদ্ধান্তঃকরণে প্রথমতঃ নামস্মরণ, তারপরে রূপস্ফূর্তি, গুণ-স্ফূর্তিও লীলাস্মরণ। যাঁ'কে চিন্তা কর্‌তে হ'বে, তাঁ'র প্রতি মনটাকে লাগানোর নাম—ধারণা। বিক্ষিপ্ত মনটাকে টেনে এনে চিন্তনীয় বিষয়ে সংযুক্ত করার নাম—ধারণা। বিশেষভাবে ধারণার নাম—ধ্যান। অবিচ্ছিন্ন অমৃত-ধারাবৎ নিরন্তর স্মৃতিই—ধ্রুবানুস্মৃতি। তারপরে সমাধি, সমাধি উচ্চতম অবস্থা।

স্মরণাখ্য-ভক্তিযাজী ব্যক্তি অতি পাতকী হ'লেও ভগবান্ তাঁ'র প্রতি প্রসন্ন হন। স্মরণের এত ফল। কীর্তন পরিত্যাগ না ক'রে স্মরণ-বিধি। ভগবান্ বলেন,—"আমাকে অনুস্মরণকারী ব্যক্তি অমৃতসমুদ্রে ডুবে যান। অনুস্মরণের ফল সমাধি।"

ধ্যানকারী ব্যক্তির কাছে যদি পাপী থাকে, তবে ধ্যানকারীর কোন অমঙ্গল হবে না; পাপীর সংস্পর্শে এলেও তাঁ'র কোন অশুভ হবে না। পাপ ধ্যানকারীর উপর প্রভাব বিস্তার কর্‌তে পারে না।

নিষ্কিঞ্চনা ভক্তিযাজী ব্যক্তি শীত, গ্রাষ্ম, সুখ, দুঃখাদি অনুভব করেন না, অর্থাৎ ক্ষুধা-তৃষ্ণাদিতে অভিভূত হন না।

ধ্রুবানুস্মৃতি শরণাপত্তির উচ্চতম অবস্থা! শ্রী-সম্প্রদায়ের লোকদের শেষ কথা এখানে।

মার্কণ্ডেয় মুনি সমাধিতে মগ্ন ছিলেন, তিনি গুরুদেব ও গুরু-পত্নীর আগমন জানিতে পারেন নাই। সমাধি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পরে তাঁ'র জ্ঞান হইয়াছিল।

যন্ত্রের দেবতা—রুদ্র ও রুদ্রাণী। মন্ত্রের দেবতা—বিষ্ণু। যন্ত্র—যাবতীয় জড়-পদার্থ লইয়া কার্য করে। জড়ীয় জ্ঞানের বলে বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির শেষ সীমায় যাইতে চাহিলেও যাইতে পারিবে না। যন্ত্র যদি মন্ত্রের অনুগত হয়, তবেই রক্ষা। নতুবা ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, ভৈরবী প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা জড়ীয় জ্ঞানমত্ত জগৎকে বিনষ্ট করিবে।

মন্ত্ররক্ষাকারিণী হ'লেন—দুর্গা-দেবী। মায়াংশ-রূপিণী দুর্গা এই ব্রহ্মাণ্ডের এবং চিচ্ছক্তিরূপিণী দুর্গা বৈকুণ্ঠের অধিকর্ত্রী। চিৎশক্তি-রূপিণী দুর্গা ভক্তের দুর্গতি নাশ করেন। তিনি মন্ত্ররক্ষা করেন। রুদ্র অহঙ্কারের দেবতা; তাঁহার অহঙ্কার-বশতঃ প্রভুত্ব কর্‌বার ইচ্ছা জাগে। দেবী দুর্গাই যন্ত্র ও মন্ত্রের রক্ষয়িত্রী। যখনই জীব মন্ত্রছাড়া হ'য়ে যন্ত্রকে প্রাকৃত ভোগে লাগাইতে চায়, তখনই বিনাশ-প্রাপ্ত হয়।

মন্ত্রানুগত্য ব্যতীত যন্ত্র ধ্বংস হয়, আর মন্ত্রের অনুগত যন্ত্র রক্ষা পায়।

ধ্রুবানুস্মৃতির পূর্বে যে 'স্মরণ',—তা' এখনকার 'স্মরণ'। বৈধী ভক্তির মধ্যে স্মরণ—প্রাথমিক অবস্থা। স্মরণ, ধারণা ও ধ্যান—ধ্রুবানুস্মৃতির পূর্বাঙ্গরূপা।

ইষ্টদেবের স্ফূর্তি বা সাক্ষাৎকার-লাভ—অন্তরে ও বাহিরে; ইহাই সমাধি।

পাদসেবন—রুচির সহিত সেবাকে পাদসেবন বলে।

ইষ্টবস্তুর ইন্দ্রিয়-সুখকর বস্তু-প্রদান—যে দেশে, যে কালে যা' পাওয়া যায়, তাহা প্রদান কর্‌তে হয়। শক্তির অতীত হ'লেও সেবায় আদর থাক্‌বে। ইষ্টদেবের সুখের জন্য শরীর পতন ক'রেও যে চেষ্টা, তা'হা পাদসেবনের অন্তর্গত।

গৌড়ীয়গণের বিচারে নববিধা ভক্তির মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল—'পাদসেবন'। ইহাতে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, পূজনাদি সবই আছে।

"যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ॥"

—(মনঃশিক্ষা, ৩য় শ্লোক)

হে মন! তুমি যদি ব্রজভূমিতে প্রতিজন্মে অনুরক্তভাবে বাস করিতে ইচ্ছা কর এবং যদি সেই পরম প্রসিদ্ধ ব্রজনব-যুবযুগলকে নিকট হইতে পরিচর্যা করিতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে আমার উপদেশ শ্রবণ কর; এই ব্রজে শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপ্রভু, নিজ-গণসহ শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু এবং তাঁহার অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুকে সর্বদা প্রেমসহকারে সুষ্ঠুরূপে চিন্তা ও প্রণাম কর, তাহা হইলেই ইষ্টলাভ হইবে।

শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুপাদ শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন ও পূজন—এই পাঁচটিকে পরিচর্যার মধ্যে ফেলে দিলেন।

রাগানুগমার্গে 'অর্চন' আর পাদসেবন একই জিনিষ। শ্রীমূর্তির দর্শন, স্পর্শন, শ্রীক্ষেত্রে, শ্রীমথুরা-বৃন্দাবনে বাস, বিষ্ণুতীর্থে স্নান প্রভৃতি পাদসেবনেরই অন্তর্গত।

শ্রীভগবন্মন্দিরে বাস শরণাগতির অন্তর্গত বলা হইয়া থাকে। তুলসী-সেবন ও মহাভাগবতের সেবন—পাদসেবনের মধ্যে। শ্রীধামে বাস ও বিষ্ণুতীর্থাদিতে গমন—পাদসেবারই অন্তর্গত।

পঞ্চাঙ্গ-সেবা যথা—মথুরাবাস, নামকীর্তন, সাধুসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্তিসেবনের মধ্যে পাদসেবন প্রকৃষ্টরূপেই আছে।

বসু-রামানন্দকে মহাপ্রভু বলেছিলেন,—"বৈষ্ণবসেবা, শ্রীবিগ্রহের সেবা ও নাম-সংকীর্তন—ইহাই গৃহস্থবৈষ্ণবের কর্তব্য।"

আত্মনিবেদন—রতির পূর্বে এবং পরেও দেখা যায়; দেহ হ'তে শুদ্ধাত্মপর্যন্ত সমস্ত পদার্থের সর্বতোভাবে ভগবানে সমর্পণই 'আত্মনিবেদন'-নামে উক্ত হয়। ইহাতে নিজের জন্য চেষ্টাশূন্যতা, নিজের সাধন ও সাধ্যসমূহ ভগবানে অর্পণ ও তাঁহার উদ্দেশ্যেই একমাত্র প্রয়াস বিদ্যমান থাকে।

গো-বিক্রয়ের পর বিক্রীত গরুর জীবিকার জন্য বিক্রেতার যেরূপ আর চেষ্টা করিতে হয় না; পরন্তু ক্রেতাই তৎকালে গাভীর পালক হন। উক্ত গাভীও তখন ক্রেতারই হিতসাধক হয় এবং বিক্রেতার আর কোন কার্য করে না; এই আত্মনিবেদন-সম্বন্ধেও তদ্রূপ বা সেই নিয়ম জানিতে হইবে।

আত্মনিবেদন দুই প্রকার—(১) ভাব-রহিত ও (২) ভাব-বিশিষ্ট।

(১) মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা,নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো, ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥"
—(ভা ১১।২৯।৩৪)

"সর্বধর্ম তেজি' জীব ভজিব যখনে।
সব নিবেদিব জীব আমার চরণে ॥
তখনে পরমপদ জানিব তাহার।
আমাকে লভিব সেই, ছুটিল সংসার ॥"
—(শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী)

—এই কথাটি ভাবরহিত আত্মনিবেদনের বিষয়ে বলা হইয়াছে।

(২) "মৎকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব !
সর্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্ ॥"
—(ভা ১১।১১।৩৫)

"আমার অমৃতকথা-শ্রবণে পীরিতি।
আমার মধুররূপ-ধ্যানে দৃঢ়মতি ॥
সর্বলভ্য আমাতে করিব সমর্পণ।
দাস্যভাবে করি' প্রাণ-মন নিবেদন ॥"
—(শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী)

—ইহা ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত।

শ্রীরুক্মিণী-দেবীর বাক্যে এই ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনই কথিত হইয়াছে। যথা—"হে বিভো ! আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। সুতরাং এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন।"

এস্থলে কেহ কেহ দেহার্পণকেই আত্মার্পণ মনে করেন। যথা—ভক্তিবিবেকে উক্ত হইয়াছে,—“বিক্রেতা পুরুষ যে-প্রকার বিক্রীত পশুর রক্ষা-বিষয়ে কোনই চিন্তা করে না, সে-প্রকার শ্রীহরির উদ্দেশ্যে দেহ সমর্পণ করিয়া ইহার রক্ষণ-ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত হইবে।”

কেহ কেহ শুদ্ধক্ষেত্রজ্ঞের অর্পণকেই আত্মার্পণ বলেন। যথা—শ্রীআলবন্দারু-স্তোত্রে—“হে ভগবন্! আমি এই শরীর প্রভৃতিতে যে-কোনরূপে এবং যাদৃশ গুণানুসারে যে-কোন প্রকারেই অবস্থিত হইয়া থাকি, তাহাই অদ্য ভবদীয়-পাদপদ্মে সমর্পণ করিতেছি।”

কেহ কেহ দক্ষিণ হস্তাদিও অর্পণ-পূর্বক তদ্দ্বারা ভগবৎকর্ম-মাত্র করিয়া থাকেন; পরন্তু দেহাদি কর্ম করেন না।—এরূপও দেখা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের দৃষ্টান্তে পাওয়া যায় যে, তিনি চিত্ত শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দুযুগলে, বাক্য শ্রীহরিগুণানুবর্ণনে, হস্ত-যুগল শ্রীহরিমন্দির-মার্জনাদিতে,কর্ণ অচ্যুতবিষয়ক সৎকথা-শ্রবণে, নেত্রদ্বয় মুকুন্দের লিঙ্গ ও আলয়-দর্শনে, অঙ্গসঙ্গম তদীয় ভৃত্যগাত্র-স্পর্শে, ঘ্রাণ শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে অর্পিত শ্রীতুলসীর সৌরভ-গ্রহণে, রসনা তদর্পিত বস্তুতে, পদযুগল শ্রীহরিধাম-পর্যটনে, মস্তক শ্রীহরিপাদপদ্ম-বন্দনে এবং কাম তদীয় দাস্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; পরন্তু আত্ম-সুখকামনায় নহে। এই প্রকারে উত্তমঃশ্লোক-জনাশ্রয়া অর্থাৎ ভগবদ্‌ভক্তবিষয়িণী রতি হইয়া থাকে।

'লিঙ্গ'-শব্দের অর্থ শ্রীমূর্তি। 'আলয়'—তদীয় ভক্ত ও তদীয় মন্দিরাদি।

"শ্রীতুলসীর তৎপাদসরোজ-সৌরভে"—অর্থাৎ ভগবানের পাদপদ্ম-সম্বন্ধ-বশতঃ শ্রীতুলসীর যে সৌরভ—তাহাতে। 'তদর্পিত বস্তুতে'—অর্থাৎ মহাপ্রসাদান্ন প্রভৃতিতে। 'কাম'—অর্থাৎ সঙ্কল্প, 'দাস্যে' অর্থাৎ দাস্যের জন্য।

শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-পাদসেবনময় উপাসনাকৃত্যই আগমোক্ত বিধিময়ত্ব-বৈশিষ্ট্য-প্রাপ্তিহেতু 'অর্চন'-নামে কথিত হয়; তাহা হইতে অপৃথগ্ ভাব নহে। নিজের স্নান, বস্ত্রপরিধান প্রভৃতি কার্য ভগবৎসেবারই যোগ্যত্ব-সম্পাদক বলিয়া তাহাতে আত্মার্পণ-রূপ ভক্তির হানি হয় না, জানিতে হইবে।

শ্রীবলি মহারাজেও এই আত্মার্পণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভাবযুক্ত আত্মনিবেদন নহে।

সাধনাবস্থার আত্মনিবেদনটি ভাবরহিত, আর রতি-উদয়ের পরবর্তী অবস্থার আত্মনিবেদনই ভাবসমন্বিত আত্মনিবেদন।

সখ্য-শব্দের অর্থ হিতবাঞ্ছা। ইষ্টদেবের হিত কিসে হয়,—এই অনুসন্ধানের নাম 'সখ্য'। ভগবদ্‌বিষয়ে হিতাশংসনই (অর্থাৎ ভক্ত-কর্তৃক ভগবানের হিতাকাঙ্ক্ষাই) এস্থলে '**সখ্য**'-পদে উক্ত হয়েছে। সখ্যে অনুরাগ বেশী, বিশ্রম্ভ বা বিশ্বাসভাজনতাটি বেশী। ইষ্টদেবের সুখবিধান ও দুঃখনিবারণের চেষ্টা আছে ব'লে ইহা দাস্য অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। সমান না হ'লে হিতবাঞ্ছা হয় না। সেবা-বুদ্ধি বাদ দিয়ে সমান ভাবনা বা বড় ভাবনা হ'তে পারে না। ভক্তগণ ইষ্টদেবের রুচিকর,সুখকর কার্য বিধান করেন—তাঁহাদের সমানভাবনা-দ্বারা।

"অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং, নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥—(ভা ১০।১৪।৩২)

"অহো ভাগ্য, অহো ভাগ্য কি বর্ণির আর ?
নন্দব্রজপুরে নাথ ! বসতি যাঁহার॥
যাঁ'র মিত্র পরিপূর্ণব্রহ্ম, সনাতন।
প্রকট-পরমানন্দ-গোকুলনন্দন॥" (শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী)

ভক্তের মঙ্গলকামনা ভগবানের বিশেষ কার্য। ভক্তের দিক থেকেও পুনরায় সাড়া দিবে। ভক্তও অনুক্ষণ ভগবানের মঙ্গল কামনা করেন ; পরস্পর একই ভূমিকায় উভয়ে অবস্থিত।

হ্লাদিনীশক্তি ভজনকারী ও ভগবান উভয়কেই সুখী করেন। নৈরন্তর্যময়ী ভক্তিতে প্রভুত্বাভিমান থাকে না।

ভক্তির দুইটি স্বরূপ-লক্ষণ

(১) শ্রবণ-কীর্তনাদি-অনুষ্ঠান-রূপা। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আবির্ভাব হইবে—

ক্রিয়াময়ী।

স্বরূপসিদ্ধা শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা ভক্তির আকার থাকিবে। ভগবানেরই কার্য—এই অনুভবের সহিত শ্রবণ-কীর্তনাদির আকারে ভক্তিযাজন।

(২) নিরন্তর অনুসন্ধানময়ী। সর্বদা সেব্যের সুখানুসন্ধান-স্মৃতি, অবিচ্ছিন্ন অমৃতধারাবৎ নৈরন্তর্যময়ী অব্যভিচারিণী লক্ষণা—ইহাই ভক্তির সতীত্ব। মন যদি 'দোরস্ত' থাকে, তবে নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎস্মৃতি বজায় থাকে।

তন্মাত্রাত্ব। অব্যভিচারিত্ব।

ধ্রুবানুস্মৃতির গাঢ়তম অবস্থায় সমাধি হয়। সমাধি দুই প্রকার—(১) অন্তঃসমাধি ও (২) বহিঃসমাধি।

শ্রীহরি-স্মৃতি চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে। একান্ত শরণাপত্তি এবং মহতের প্রসঙ্গ ও পরিচর্যারূপা সেবা-ফলে চিত্তশুদ্ধি হইলে ক্রমশঃ ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধির আবির্ভাব হইয়া থাকে। শ্রীহরি যেখানে প্রণয়-রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ, সেখানে '**সমাধি**'-অবস্থা। শেষ ফল বা প্রয়োজন—স্ফূর্তি বা দেখা পাওয়া। বিশেষ সাক্ষাৎকারই সমাধি। পরম আবেশ ব্যতীত সমাধি হয় না। অন্তরে ও বাহিরে শ্রীহরির দেখা পাওয়ার নাম—সাক্ষাৎকার। স্মরণের শেষ ফল সমাধি।

অকিঞ্চনা ভক্তি স্মৃতিরূপা ও ক্রিয়ারূপা। নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে ভজনীয় বস্তুর সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি থাকিবেই থাকিবে।

দাস্য—দাস্য হ'ল—"মানস দেহ-গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দ-কিশোর ॥"

শ্রীবিষ্ণুর দাসাভিমানই '**দাস্য**'। ভক্তির প্রথমেই দাসাভিমান। ভজন-প্রয়াস দূরে থাকুক্, "আমি কৃষ্ণদাস"—এই অভিমান থাক্‌লেই মঙ্গল হবে। যাঁহার অতীত সহস্র জন্মে 'আমি বাসুদেবের দাস'—এইরূপ মতি হয়, তিনি সর্বলোক উদ্ধার করিতে পারেন।" শ্রীউদ্ধব মহারাজ বলেছেন,—

"ত্বয়োপভুক্ত-স্রগ্-গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥"

—(শ্রীভা ১১।৬।৪৬)

"হে ভগবন্ ! আমরা আপনার উপযুক্ত মাল্য-গন্ধ-বস্ত্রালঙ্কার-দ্বারা ভূষিত এবং উচ্ছিষ্টভোজনশীল দাস হইয়া আপনার মায়াকে অবশ্য জয় করিব।"

অন্য ভজনসমূহও এই দাস্য-সম্বন্ধ-বশতঃই শ্রেষ্ঠতর হ'য়ে থাকে।

"যন্নাম-শ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥"

—(শ্রীভা ৯।৫।১৬)

অর্থাৎ যাঁর নাম-শ্রবণ-মাত্রই পুরুষ বিশুদ্ধ হ'য়ে থাকে, সেই তীর্থপাদ পুরুষের দাসগণের সম্বন্ধে কোন্ বস্তু প্রাপ্যরূপে অবশিষ্ট থাক্‌তে পারে ? শ্রীঅম্বরীষ মহারাজকে দুর্বাসা মুনি এই কথাটি বলেছিলেন।

যাঁ'র অর্থাৎ ভগবানের "নামশ্রবণ-মাত্রই" অর্থাৎ সম্যগ্-ভাবে ভজন তো দূরে থাকুক, যে কোনরূপে নাম-শ্রবণ-মাত্রই জীব নির্মল হয়। সুতরাং "আমি কৃষ্ণ-দাস"—এইরূপ অভিমানে সম্যগ্‌রূপে ভজনশীল পুরুষগণের সর্ববিধ সাধন ও সাধ্যসমূহের মধ্যে কিছুই বাকী থাকে না অর্থাৎ তদধিক আর কিছুই নাই।

একবার নাম-উচ্চারণেই যা'র নামাভাস হয়, তার সুবিধা হ'য়ে যাবে। মৃত্যুকালে ভগবন্নামোচ্চারণ বহু ভাগ্যের ফল।

অজামিলের পুত্রোপচারে একবার নাম-গ্রহণেই নামাভাস হ'য়েছিল। ভরত মৃগদেহেও শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ ক'রেছিলেন, কারণ—পশুজন্মেও কীর্তনাখ্যা ভক্তির ব্যাঘাত হয় না।

অন্তে নারায়ণ-স্মৃতির মত মহিমা আর নাই। সকলেরই অজামিলের সুবিধা নিলে চল্‌বে না। যা'র জিহ্বায় নিরন্তর নাম হয় না, তা'র নামাপরাধ আছে, বুঝ্‌তে হবে।

অব্যভিচারিণী ভক্তি বজায় থাকে—নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতিতে। যেখানে প্রীতি, সেইখানেই স্মৃতি।

সাক্ষাদ্‌ভক্তি আবরণ-মুক্তা, তাহা কেবলা। অকৈতবা সঙ্গসিদ্ধা জ্ঞান-কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির মত আকারযুক্তা নহে।

শুদ্ধাত্মাতে পুরুষাভিমান নাই। দর্শক-দ্রষ্টা-বুদ্ধি, রাজা-প্রজা, পাল্য-পালক প্রভৃতি জ্ঞান উপাধির কার্য।

মহাভাগবতের প্রসঙ্গ ও পরিচর্যারূপা সেবার ফলে মৃত্যুকালে শ্রীনাম জিহ্বায় আসে। তারপর সেই দেহ ত্যাগ হ'লেই লীলায় প্রবেশ করে। যমরাজ তাঁ'র দূতদের ভগবদ্‌বিমুখ জীবগণকেই বন্ধন কর্‌তে ব'লেছেন। ভগবৎ-পাদপদ্মে প্রণত ব্যক্তিদিগকে যমদূতেরাও প্রণাম করেন।

দাস্যভাব অন্তরে রেখে যে কোন সেবাকার্য কর্‌লেই দ্রুত ফল দেয়।

ধ্যান হয়—রূপের, গুণের এবং লীলার; নামের ধ্যান হয় না।

গাঢ় স্মরণই 'ধ্যান'। ধারণার সময়ও কীর্তনাখ্যা ভক্তি রাখ্‌তে হবে। স্মরণের চতুর্থ স্তরে হ'ল—ধ্রুবানুস্মৃতি। মনের নিশ্চল অবস্থাকে ধ্রুবানুস্মৃতি বলে। ইহা কেবলা ভক্তি।

অবিচ্ছিন্ন অমৃতধারাবৎ মনের গতি—সমুদ্রের দিকে গঙ্গার গতির মত—বাধা মানে না; বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে চ'লে যায়।

যখন নিরন্তর গতিশীল স্মৃতিময়ী অবস্থা হবে, তখন মন নিশ্চল হবে।

পরমা শান্তি—ভগবানের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন একনিষ্ঠতা। নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎ-সুখানুসন্ধান-স্মৃতিই একমাত্র শান্তি। ইহার নামই ধ্রুবানুস্মৃতি। ভগবৎসেবার জন্য—নিরুপাধি প্রীতির পাত্রের সুখের জন্য নিরন্তর উদ্যম-উৎসাহই পরমা শান্তি। নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে ভগবানকে ভালবাসাই পরমা শান্তি।

ধ্রুবানুস্মৃতি যখন গাঢ়তম হয়, তখন সমাধি। পঞ্চম স্তরে ইহা অবস্থিত।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীশ্রীহরিকথার চুম্বক

ইংসন ১১।১২।৪১

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার লক্ষণ ঃ—

(১) শরণাপত্তি, (২) ব্যবহারে অকার্পণ্য, (৩) শোক-মোহাদির বশীভূত না হওয়া, (৪) অন্যদেবতা ও শাস্ত্রের অবজ্ঞা না করা, (৫) বিষ্ণু-বৈষ্ণব নিন্দা না করা, (৬) গ্রাম্য বার্তা শ্রবণ না করা বা গ্রাম্য কথা না বলা, (৭) প্রাণি-মাত্রেই কায়-মনোবাক্যে উদ্বেগ না দেওয়া এবং (৮) ভগবৎসম্বন্ধীয় জাতি-দ্রব্য-গুণ-ক্রিয়াতে অপ্রাকৃত বিশ্বাস।

জাতি—ভগবান্ ও ভক্তের আবির্ভাব-তিরোভাব দিব্য বা অলৌকিক জানিতে হইবে ; তাহা কর্মফল-জনিত জন্ম-মৃত্যুর সহিত সমান নহে। শ্রীভাগবতের ১।১১।৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

দ্রব্য—বিষ্ণুপাদোদক, মহাপ্রসাদ, ভক্তপদধূলি, ভক্তভুক্ত-শেষ, ভক্তপদজল ও ভগবৎ-সেবোপকরণ।

গুণ—অপরিগ্রহ, অকিঞ্চনতা, সমদর্শন, অসঙ্গ, ভক্ত বা জীব-বৎসলতা ইত্যাদি গুণ। ('অসঙ্গ'—অর্থে কাহারও ভাল-মন্দের মধ্যে না থাকা,যেমন আকাশ,বায়ু ও অগ্নির মত অবস্থা।)

ক্রিয়া—শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা ভক্তি। ইঁহাদের অপ্রাকৃতত্বে বিশ্বাস।

অনাথ প্রাণী, দুগ্ধবতী গাভী,ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে অনাদর করা কর্তব্য নহে। নিম্নতম জীব হইতে পূর্ণবিকচিত চেতন ভক্ত পর্যন্ত সকলকে চেতনের ক্রমবিকাশের তারতম্যানুসারে আদর বিধেয়। জীবের চেতনের আবির্ভাবের মধ্যে তারতম্য বা পার্থক্য আছে।

অন্তিম কালে ভগবৎস্মৃতি কাহার পক্ষে সম্ভব ?

যিনি আজীবন ভগবৎ সেবা করিয়াছেন, যাঁহার অন্তরে সেবা-স্মৃতি সর্বক্ষণ বিরাজিত আছে ; অন্তিমকালে বাহ্যসংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভগবানের নামশ্রবণ ও কীর্তন করিতে না পারিলেও **তাহার হৃদয়ে ভগবৎস্মৃতি আছে, জানিতে হইবে।**

অভক্ত বা অপরাধী অন্তিমকালে হরিনামাদি-শ্রবণ-কীর্তনের অভিনয় করিলেও হরিস্মরণের অভাবে তাহার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

ভক্তির মুখ্য সাধ্য ভগবৎ-সেবা বা প্রেম ; অবিদ্যা, পাপ বা ক্লেশনাশ আনুষঙ্গিক ফলমাত্র।

নিজের সর্বস্ব দক্ষিণা দিয়া মহতের সঙ্গ ও সেবা করা বিধেয়। যথার্থ নিষ্কিঞ্চন হইতে হইবে। "অলব্ধে বা বিনষ্টে বা" শ্লোক আলোচ্য।

পরতত্ত্বের প্রতি উন্মুখগণই সাধু। সাধু **সাধক ও সিদ্ধভেদে** দুই প্রকার। এইস্থানে শ্রীভাগবতের ৫।৫।২-৩ শ্লোক আলোচ্য।

ত্রিবিধ সাধু—(১) ব্রহ্মোন্মুখ, (২) পরমাত্মোন্মুখ ও (৩) ভগবদুন্মুখ। যেখানে উন্মুখতা নাই, সেখানে সাধুত্বও নাই।

দ্বিবিধ মহৎ—(ক) জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভবকারী।

(খ) ভক্তিমার্গে—(১) লব্ধভগবৎপ্রেম বা লীলাপ্রবিষ্ট-ভগবৎপার্ষদ মহাভাগবত, যথা—শ্রীনারদ গোস্বামী।

(২) নির্ধূত কষায়—যথা, শ্রীশুকদেব গোস্বামী।

(৩) মূর্ছিত কষায়—যথা, শ্রীভরত মহারাজ ও শ্রীল নারদ গোস্বামীর পূর্বজন্মের অবস্থা। (দাসীপুত্র)।

মহতের বিভাগ—শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতি বা প্রিয়ত্বধর্মের তারতম্যানুসারে মহতের শ্রেণীবিভাগ। আবার গুণের তারতম্যানুসারে সাধুর শ্রেণী-বিভাগ। সৎই সাধু এবং মহৎই সিদ্ধ-পুরুষ। সিদ্ধগণ দুই প্রকার, যথা—জ্ঞানসিদ্ধ ও ভক্তসিদ্ধ। জ্ঞানিসিদ্ধগণ মায়াবাদী নহেন, তাঁহারা মহাজ্ঞানী যথা—চতুঃসন, দুর্বাসা প্রভৃতি। ভক্তসিদ্ধগণকে '**মহাভাগবত**' বলে, উভয়ই মহৎ। তবে জ্ঞানসিদ্ধ অপেক্ষা ভক্তসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ।

সাধুর দৃষ্টান্ত—'অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্রীগীতার (৯।৩০) শ্লোক আলোচ্য। সাধক সাধুগণ মহতের বিচার করিতে পারেন না; যেহেতু মহান্তগণ সমচিত্ত, প্রশান্ত, অক্রোধ ও সকলের সুহৃদ্; অথবা যাঁহারা শ্রীভগবানে সৌহৃদ্য স্থাপনপূর্বক তাঁহাকে পরম প্রীতির সহিত ভজন করেন, এবং দেহারামী আত্মীয়-স্বজন-গণের প্রতি ও পুত্রকলত্র-ধনাদিযুক্ত গৃহের প্রতি প্রীতিযুক্ত নহেন এবং জীবন-ধারণোপযোগী ধন ব্যতীত অধিক ধনের স্পৃহা করেন না, তাঁহারাই মহৎ।—(শ্রীভাগবত ৫।৫।২-৩)।

প্রেমের স্বরূপগত ও পরিমাণগত ভেদে দ্বিবিধ তারতম্য আছে। **অংশের প্রতি প্রেম ও অংশীর প্রতি প্রেমের তারতম্য আছে।**

স্বরূপগত প্রেম—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস-ভেদে পঞ্চবিধ।

পরিমাণগত প্রেম—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্যন্ত।

ত্রিবিধ ভক্তি—(১) আরোপসিদ্ধা, (২) সঙ্গসিদ্ধা ও **(৩) স্বরূপসিদ্ধা।** (ক) ভগবানে কর্মার্পণকেই অরোপসিদ্ধা ভক্তি কহে। সেই কর্মার্পণ দ্বিবিধ—(১) ভগবৎপ্রীণনরূপ ও (২) ভগবানে কর্মফলত্যাগরূপ দ্বিবিধ কর্মার্পণ। ভগবানে কর্মফল-ত্যাগ অর্থে ফলটি ভগবানে অর্পণরূপ ত্যাগ। ভগবৎপ্রীণনরূপ কর্মার্পণ ত্রিবিধ—(১) কামনামূলা, (২) নৈষ্কর্ম্যমূলা ও (৩) ভক্তি-মাত্রকামা। ইহার মধ্যে কামনামূলা ও নৈষ্কর্ম্যমূলা কর্মার্পণ গৌণ, সুতরাং **সকৈতবা।** কিন্তু ভক্তিমাত্রকামা কর্মার্পণ মুখ্য, সুতরাং অকৈতবা। **পরমভক্তগণ ভগবৎ-পরিতোষণরূপ প্রীণনই বাঞ্ছা করেন।**

(খ) **সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি** ত্রিবিধ যথা,—(১) সকামা, (২) কৈবল্যকামা ও (৩) ভক্তিমাত্রকামা। সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির মধ্যে সকামা ও কৈবল্যকামা গৌণ বলিয়া **সকৈতবা**। আর ভক্তিমাত্র-কামা মুখ্য বলিয়া **অকৈতবা**। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির সঙ্গ-দ্বারা অন্যান্য ধর্মসমূহের ভক্তিত্ব প্রদর্শিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে **'সঙ্গসিদ্ধা'** বলে। (১) সকামা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি প্রায়ই কর্মমিশ্রা হইয়া থাকে। এখানে কর্ম-শব্দে ধর্ম বুঝিতে হইবে। (২) কৈবল্যকামা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি—**কর্মজ্ঞান-মিশ্রা** ও জ্ঞানমিশ্রাভেদে দ্বিবিধ। কর্মজ্ঞানমিশ্রা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিসন্দর্ভের

২৫১ পৃষ্ঠার ২২৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। কর্মজ্ঞানমিশ্রা কৈবল্য-কামাগণের মোক্ষ-মাত্রই ফল। (শ্রীভা ৩।২৭।২১-২২)—আর জ্ঞানমিশ্র-কৈবল্যকামা ভক্তির দ্বারা বিমলচিত্তে ভগবানের সহিত অভিন্নরূপে একাত্মার চিন্তা করেন। (শ্রীভা ১১।১৮।২১)—সকামা ও কৈবল্যকামা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি সকৈতবা।

ভক্তিমাত্রকামা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি ত্রিবিধ। (১) কর্মমিশ্রা, (২) কর্মজ্ঞানমিশ্রা ও (৩) জ্ঞানমিশ্রা।

(১) কর্ম-মিশ্র-ভক্তিমাত্রকামা সঙ্গসিদ্ধভক্তের কৃষ্ণবিষয়ে ভক্তির উদয় হওয়ায় তাঁহার অন্য কোন অর্থের অবশিষ্ট থাকে না। এখানে 'অর্থ'-শব্দে সাধ্য বা সাধন বুঝায়। (শ্রীভা ১১।১৯।২৩-২৪) —পরন্তু তৎকর্তৃক অনাদৃত হইয়াও সমস্ত অর্থ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। (ভা ৫।১৮।১২)—এস্থলে "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্য-কিঞ্চনা" শ্লোক-আলোচ্য।

(২) কর্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তিমাত্রকামা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির সম্বন্ধে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৫৩ পৃষ্ঠার ২২৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৩) জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিমাত্রকামা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির সম্বন্ধে (ভা ৬।১৬। ৬২)শ্লোক দ্রষ্টব্য। "পুরুষ স্বকীয় বিবেকবল-দ্বারাই ঐহিক ও পারত্রিক বিষয় বিমুক্ত ও জ্ঞানবিজ্ঞান-লাভে সন্তৃপ্ত হইয়া আমার ভক্ত হইয়া থাকেন।" ভক্তিমাত্রকামা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি মুখ্য বলিয়া অকৈতবা।

সকৈতব ও অকৈতব-শব্দের অর্থ—(ক) কর্ম ও জ্ঞান যখন ভক্তিকে আবরণ করে, তখন সকৈতব ; আর (খ) যখন কর্ম ও জ্ঞানের আকার মাত্র থাকিয়াও ভক্তির পরিকররূপে কার্য করে, তখন অকৈতবা শুদ্ধা ভক্তি।

(গ)স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি ত্রিবিধ যথা,—(১) সকামা, (২) কৈবল্য-কামা ও (৩) ভক্তিমাত্র-কামা।

(১) সকামা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি দ্বিবিধ—(ক) তামসী ও (খ) রাজসী
(ক) "যে পুরুষ ক্রোধ, হিংসা, দম্ভ ও মাৎসর্য-অভিসন্ধিমূলে আমার প্রতি ভক্তি করেন, তিনি 'তামসভক্ত'-নামে অভিহিত হ'ন।" শ্রীভা ৩।২৯।৮ শ্লোক এবং শ্রীভক্তিসন্দর্ভের ২৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(খ) রাজসী—"যে পুরুষ বিষয়সমূহ, যশঃ বা ঐশ্বর্য-অভিসন্ধি-মূলে আমার অর্চন করেন, তিনি 'রাজসভক্ত'-নামে কথিত হ'ন।" শ্রীভাগবতের ৩।২৯।৯ শ্লোক এস্থলে আলোচ্য।

(২) কৈবল্যকামা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি সাত্ত্বিকী। "যে পুরুষ মোক্ষকে উদ্দেশ্য করিয়া পরতত্ত্ব আমাকে কর্মার্পণ করেন অথবা যষ্টব্য বুদ্ধিতে যাগ করেন, তিনি সাত্ত্বিকভক্ত-নামে অভিহিত।" শ্রীভাগবত ৩।২৯।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৩) ভক্তিমাত্রকামা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির লক্ষণ—শ্রীভাগবতের ৩।২৯।১১-১৪ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

এই ভক্তিমাত্রাকামা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিকে কেবলা, নির্গুণা, অকিঞ্চনা, নিষ্কামা বলা হয়। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৫৫ পৃষ্ঠার ২৩৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। এই অকিঞ্চনা ভক্তির লক্ষণ এই যে, "আমার গুণ-শ্রবণ-মাত্রেই সমুদ্রের অভিমুখে গঙ্গাজলের ন্যায় সর্বগুহাশয় আমার প্রতি যে নিরবচ্ছিন্না মনোগতি হইয়া থাকে, তাহা লীলা-পুরুষোত্তম আমাতে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা বলিয়া নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণরূপে উদাহৃত হইয়া থাকে। আমার একনিষ্ঠ

নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ আমা-কর্তৃক প্রদত্ত হইলেও মদীয় সেবা ব্যতীত সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি বা একত্ব প্রভৃতি পঞ্চবিধ মুক্তি গ্রহণ করেন না। যদ্দ্বারা ভক্ত ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া আমার সাক্ষাৎকারের উদয় করায়,তাহাই 'আত্যন্তিক ভক্তিযোগ' নামে উদাহৃত হইয়া থাকে।"

'সিদ্ধা'—অর্থে প্রাপ্তা বা উদিতা। আরোপ বা অর্পণ-দ্বারা প্রাপ্তা ভক্তিকে **'আরোপসিদ্ধা** ভক্তি' কহে। সঙ্গদ্বারা প্রাপ্তা ভক্তিকে 'সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি' বলে, আর স্বতঃই প্রাপ্তা বা উদিতা ভক্তিকে **'স্বরূপসিদ্ধা** ভক্তি' বলা হয়।

স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি প্রধানতঃ দুই প্রকার। (ক) বৈধী ও (খ) রাগানুগা।

(ক) বৈধীভক্তি শাস্ত্রশাসনমূলা ; ভাগবতীয় ও পাঞ্চরাত্রিকী ভেদে বিধি দ্বিবিধ।

(খ) **রাগানুগা ভক্তি**—কোন একটি সেবায় লালসাপর হইয়া তাহার অনুসরণ করিবার চেষ্টা। প্রীতির পাত্রের নিরন্তর সুখবিধানরূপ আবেশ-প্রধানরূপা ভক্তি রাগানুগা। ইহা শ্রবণ-কীর্তনাদিময়ী। ইহাতেও বিধির বা নিয়মের আকার থাকিতে পারে।

ত্রিবিধা ভক্তি—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা।

(১) স্বভাবতঃ ভক্তি না হইয়াও, ভগবৎসুখানুসন্ধানপর না হইয়াও, যে সকল কার্যাদি ভগবানে অর্পণ-হেতু ভাগবতধর্মত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা আরোপসিদ্ধা ভক্তি, ইহা শুদ্ধা ভক্তি নহে।

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"—(গীতা ২।৪৭)। ফল আত্মসাৎ না করা, ভগবানের বিত্তদ্বারা কার্য করিয়া ফল-স্তুতি-প্রশংসা নিলাম না; ইহা ভাগবতধর্ম, ইহা মন্দের ভাল। ইহার দ্বারা নারায়ণের আদেশ পালন করা হইল। ভগবানে কর্মার্পণ করিলে জড়ে 'আমি আমার' বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। কর্মার্পণের দ্বারা মুক্তি ও পরে ভক্তিলাভ হয়।

(২) সঙ্গ-দ্বারা প্রাপ্ত সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি। জ্ঞানের সঙ্গ হইলে সগুণ, আর ভক্তির সঙ্গ হইলে নির্গুণা শুদ্ধা ভক্তি হইবে, ইহা অকিঞ্চনা ভক্তি নহে। ইহা প্রথমমুখে নিরন্তর ভগবৎসুখানুসন্ধান--ময়ী স্মৃতিরূপা ও ক্রিয়ারূপা নহে; কিন্তু শুদ্ধা ভক্তির সঙ্গ-প্রভাবে পরে হইতে পারে।

(৩) না জানিয়া করিলেও যদি সেব্যের সুখানুসন্ধান-মূলে শ্রবণ-কীর্তনাদি ক্রিয়া হয়ে যায়, তবে তাহাও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। ইহা ভগবানের সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া থাকে। শ্রবণ-কীর্তনাদি ভগবানেরই কার্য; এই বুদ্ধিতে করিলে তাঁহার সেবা হয়।

কর্মার্পণ দ্বিবিধ—(১) ভগবৎ-প্রীণনরূপ ও (২) ভগবানে কর্মত্যাগরূপ। কমার্পণে কামনা, নৈষ্কর্ম্য ও ভক্তিমাত্র কামনা—এই ত্রিবিধ হেতু বর্তমান। কামনা ও নৈষ্কর্ম্যস্থলে কর্মত্যাগই প্রধানভাবে লক্ষ্য, সেখানে ভগবৎপ্রীণনের আভাসমাত্র রহিয়াছে। যেহেতু কামনা ও নৈষ্কর্ম্যস্থলে স্বার্থ-পরতাই বিদ্যমান, কিন্তু ভক্তিস্থলে ভগবৎ-প্রীণনই মুখ্য উদ্দেশ্য, কারণ ভগবৎ-প্রীণনই ভক্তির প্রাণস্বরূপ।

সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির উদাহরণে মিশ্রভক্তির কথা বলিয়াছেন।

মিশ্র—আবরণরূপ মিশ্রা ও আকাররূপ মিশ্রা।

যেখানে কর্মার্পণ বা জ্ঞান উপাধিরূপে বর্তমান, তাহাকেও মিশ্রা বলিয়াছেন।

কর্মমিশ্রা—সকামা, কৈবল্যকামা ও ভক্তিমাত্র-কামা-ভেদে ত্রিবিধা। সকামা—প্রায়শঃ কর্মমিশ্রাই হইয়া থাকে।

কৈবল্যকামা—কোনস্থলে কর্মজ্ঞানমিশ্রা, কোনস্থলে জ্ঞান-মিশ্রা, নিজ-সুখোত্তরা মুক্তিকামনা—ইহা সকৈতবা। প্রেম-সেবোত্তরা মুক্তিকামনা থাকিলে তাহা অকৈতবা। কৈবল্য—বিশুদ্ধ সত্ত্ব হওয়া। যেখানে প্রেমসেবা বাদ দিয়া নিজসুখৈশ্বর্যোত্তরা মুক্তিকামনা, সেইখানেই উহাকে সকৈতবা বলা হয়। আর প্রেম-সেবোত্তরা মুক্তিকামনা অকৈতবা। ইহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম-পালনের আকার আছে। প্রেমভক্তি ব্যতীত যে ব্রহ্মজ্ঞানাদি, সার্ষ্টি-সারূপ্যাদি—তাহা সকৈতবা। প্রেমভক্তিকে অন্যান্য সাধনের সহিত সমান জ্ঞানে সাধনা—সকৈতবা। ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠত্ব যেখানে লোপ করা হয়, সেখানেই সকৈতব। কর্মজ্ঞান-মিশ্রার মধ্যে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিলে সকৈতবা। ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেই অকৈতবা হয়। ভক্তি না থাকিলে কর্মজ্ঞান ফল দিতে পারে না, ভক্তির বলে দিতে পারে। জ্ঞানের শ্রবণ-মনন-নিদি-ধ্যাসন যদি ভক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকে, তবে সকৈতবা। জ্ঞান-মিশ্রা—(ভা ১১।১৮।২১) "বিবিক্তক্ষেমশরণো········মুনিঃ ॥ "

সাধুসঙ্গ ব্যতীত উপাসনা বা সাম্মুখ্য লাভের অন্য উপায় নাই। সাধুর দ্বিবিধ ভেদ। যথা—সৎ ও মহৎ। শ্রীজীব গোস্বামি-

প্রভুপাদ কেবল রাগানুগ-ভজনের কথা বলিতে গিয়া 'ভক্ত'-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অন্যত্র 'ভাগবত' বা 'বৈষ্ণব'-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ভাগবতগণের কায়িক, বাচিক ও মানসিক লক্ষণ আছে। কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমভেদে ত্রিবিধ ভাগবত। সকলের প্রতি আদর ভাগবতের লক্ষণ। সকল বস্তুতে আদর যাহার নাই, সে সর্বাধম কনিষ্ঠ। ভগবৎ-সম্বন্ধী বৈষ্ণব ত' দূরের কথা, সাধারণ প্রাণীর প্রতি উপেক্ষা বা অনাদর যেখানে, সেখানে বৈষ্ণবতা নাই।

শ্রদ্ধা—শরণাপত্তি। শরণাপত্তির দিক থেকে যতগুণ, সবই নির্গুণ। দৃঢ়শ্রদ্ধা—"কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়।"

—(শ্রীচৈ চ ম ২২।৬২)

—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের উদয়ের সঙ্গে বর্ণাশ্রমধর্ম-আচরণের সময় চিত্তশুদ্ধির জন্য যে সব বিধি-নিষেধ আছে ; যিনি উভয়ই পরিত্যাগ করেন, তিনি মধ্যম। কৃপালুতা—গুণ, হিংসা—দোষ, গুণ—উপাদেয়, দোষ—হেয়। এই গুণ-দোষের উপাদেয়তা ও হেয়তা জানিয়া কর্মী সে সব নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মের গুণ পালন করিবে। প্রাণিমাত্রেই উপকার করিবে,—তাহাতে চিত্ত শুদ্ধ হইবে এবং জ্ঞান ও মুক্তি হইবে। মহাপুরুষের প্রেম-সেবা লাভ হবে,—ইহা বর্ণাশ্রমের শেষ কথা। নিত্যনৈমিত্তিক গুণ-পালন—যাহা গৃহস্থের পক্ষে ব্যবস্থা, তাহা প্রাকৃত গুণ। প্রাকৃত গুণের প্রতি আসক্তিও ভক্তির ব্যাঘাতকারক।

ঐকান্তিক রাগানুগ-ভক্তিযাজীকে বলিলেন—'ভক্ত'। যথা—"তে মে ভক্ততমা মতাঃ।" অনন্যভজনকারীকে সৎ বলিলেন।

রাগমার্গে যিনি ভজন করেন, মহিমা জেনেই হউক—তাঁহাকে 'ভক্ত' বলিলেন।

শরণাগতকে 'সত্তম' ও বর্ণাশ্রমের পাপ-পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া ভজনকারীকে মধ্যম ও 'পরম সত্তম' বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনকারীর সেবা-পরিপাট্য দর্শন করিয়া দাস্যাদি রতির আশ্রয়-গ্রহণকারী ঐকান্তিক ভজনকারীকে 'ভক্ত' বলিয়াছেন।

রতি—উল্লাসময়ী চিত্তবৃত্তি। একজন সেবা করেন, আর একজন সেবা গ্রহণ করেন, ইহা না হইলে রসের উৎপত্তি হয় না। রাগমার্গীয় ঐকান্তিক ভক্তি-অনুশীলনকারীকে **'ভক্ততম'** বলিয়াছেন। ইহাতে রাগমার্গীয় ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব বলা হইল।

ভাগবত **'সৎ'** এর শরণাপত্তির দিক হইতেও শ্রদ্ধামূলক বিচার থাকিবে—সাধারণভাবে। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইলেই সামাজিক কর্তব্য পরিত্যাগ করা হয়। এই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইলে ভজনের প্রথম যোগ্যতা হইল। তিনি ভক্তি ব্যতীত কৃপালুতা বা হিংসাদি কিছুই করেন না। তিনি Ethical life lead করেন না। নিরীশ্বর নৈতিকের মত Altruistic কৃপালুতা করেন না। ঐকান্তিকী ভক্তি খুব কম লোকেরই হয়।

ভজনের মধ্যে Common factor হয় শরণাগতি, নয় অনন্যভজন। শরণাগতের গুণগুলি নির্গুণ। অনন্যভজনের ব্যাঘাতকারক Ethical গুণ সব প্রাকৃত, সুতরাং পরিত্যাজ্য। নিরীশ্বর নৈতিকের কৃপালুতা ও হিংসাদি গুণদোষ প্রভৃতি অনন্য-ভজনের ব্যাঘাতকারক জেনে যিনি অনন্যভজন করেন, তিনি **মধ্যম সত্তম**। অনন্যভজনই সর্বশ্রেষ্ঠ। শরণাগতের ২৮ গুণ

থাকিলে **‘অবর সত্তম’** বলা হয়। অনন্যভজনকারীর সবগুণ না থাকিলেও, মধ্যম সত্তম শরণাগতের সমস্ত লক্ষণ ও অনন্যভজন তুল্যভাবে যাঁহাতে আছে, তিনি **‘পরম সত্তম’**। আর শ্রীকৃষ্ণধাম-বাসীর অনুগত হইয়া যিনি সাধনভক্তি বা সাধ্যভক্তির অনুশীলন করেন, তিনি **‘ভক্ততম’**।

যেখানে বিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে ফলত্যাগরূপ সন্ন্যাস, সেখানে আরোপসিদ্ধা ভক্তি অকৈতবা। কৈবল্যকামা—মোক্ষাভিসন্ধি যেখানে, সেখানে সকৈতবা। যেখানে প্রেমভক্তি উদ্দিষ্ট হয়, সেখানে অকৈতবা।

স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি, ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষের জন্য সকৈতবা, আর সেব্যের সুখানুসন্ধানরূপা—অকৈতবা।

সঙ্গসিদ্ধা কর্মমিশ্রায়—কর্ম ও জ্ঞানের আকার থাকিবে। উহা সকামা, কৈবল্যকামা ও প্রেমভক্তিকামারূপে ত্রিবিধা। প্রেমভক্তিকামা—অকৈতবা, নির্গুণা। অন্য উদ্দেশ্য থাকিলেই সকৈতবা হয়।

পুরুষাভিমানে মাপা ধর্ম সর্বথা পরিত্যাজ্য। “ভগবৎস্মৃতিতে দাস্যভাব জাগ্রত করে। ভগবৎ-প্রসঙ্গ-দ্বারা ইষ্টদেবের, নিরুপাধিক প্রীতির পাত্রের সুখময়ী স্মৃতি জাগে।”

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীশ্রীহরিকথা

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম)

বিষয়—**পাদসেবন**

দেশ-কালাদি যোগ্যা পরিচর্যাকে পাদসেবন কহে। রুচি ও শক্তি হইলে স্মরণ পরিত্যাগ না করিয়া পাদসেবা করিতে হইবে। পাদসেবনের মধ্যে শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ প্রভৃতি সবই থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণেরই প্রতিনিধি বা দ্বিতীয়মূর্তি শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতের এক একটি বর্ণ ও শব্দের যে কত তরঙ্গ হয়, তাহা বর্ণনাতীত। ভগবানের দেখা পাওয়া যায়, যদি এক চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া আস্বাদন করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ কথা—পাদসেবন বা পরিচর্যা। রুচি ও সামর্থ্য থাকিলে পাদসেবন অবশ্যকর্তব্য। পাদসেবায় আদর ও রুচি থাকা চাই। লাঠি মারিয়া পরিচর্যা হয় না। বিনা শ্রদ্ধা বা রুচি কিংবা আদরে পাদসেবা হয় না। দেশকাল-সম্মত পরিচর্যাই পাদসেবা।

"যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী, যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥"

—(ভা ৪।২১।৩১)

পাদসেবনের দৃষ্টান্ত, যথা—"যাঁহার পাদসেবাকাঙ্ক্ষা প্রত্যহ বৃদ্ধিশীলা হইয়া নিজপদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা গঙ্গাদেবীর ন্যায় সদ্যই তপস্বিগণের অশেষজন্মার্জিত চিত্তমল বিনষ্ট করিয়া থাকে।"

'তপস্বিগণের' অর্থাৎ সংসারতপ্ত জন-সমূহের 'মল' অর্থাৎ নানাপ্রকার বিষয়-বাসনা। ইহা যে ভগবৎপাদপদ্মেরই মহিমা, তাহা গঙ্গাদেবীর দৃষ্টান্ত-দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই শ্লোকটি শ্রীবিষ্ণুর প্রতি শ্রীপৃথু মহারাজের উক্তি।

'পাদসেবা'—এই পদে **'পাদ'**-শব্দ' ভক্তি-হেতুই নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন সেবার আদরণীয়তা বিহিত হইতেছে।

"ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনাদকিঞ্চিনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে, বৃণীত আর্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥"
—(ভা ১০।৫১।৫৫)

শ্রীমুচুকুন্দ রাজা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছিলেন,—

"হে বিভো! অকিঞ্চনগণের প্রার্থনীয় ভবদীয় পাদসেবন ব্যতীত আমি অন্য কোন বস্তুই কামনা করি না। যেহেতু কোন্ সজ্জন আপনার আরাধনা করিয়া আপনাকে অপবর্গপ্রদরূপে বরণ করেন? ইহা অপেক্ষা বরং আত্মবন্ধনই বরণ করিয়া থাকেন।"

"বরম্" এই অব্যয়-পদ ঈষৎ প্রিয়ত্বসূচক। "বরং আত্মবন্ধনই বরণ করেন" অর্থাৎ আত্মবন্ধনও ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রিয় মনে করেন। "অকিঞ্চন"-পদের অর্থ—মোক্ষ পর্যন্ত কামনা-রহিত। এবিষয়ে হেতু বলিতেছেন,—কোন্ সজ্জন আপনার আরাধনা করিয়া "অপবর্গপ্রদরূপে আপনাকে বরণ করেন? অর্থাৎ "অপবর্গপ্রদরূপে আবির্ভাবশীল আপনাকে আশ্রয় করেন?"

এই বাক্যের পরই—"অতএব হে ঈশ ! আমি সর্বতোভাবে ত্রিগুণানুবদ্ধ কামসমূহ পরিত্যাগ করতঃ অদ্বয়, নির্গুণ, নিরঞ্জন, জ্ঞানঘন পরমপুরুষ আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।"—এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

এস্থানে সেব্যপাদস্বরূপেই প্রাপ্ত পুরুষোত্তমের সচ্চিদানন্দই অভিপ্রেত হইতেছে।

পাদসেবার মধ্যে শ্রীমূর্তিদর্শন-স্পর্শন-পরিক্রম-অনুব্রজন, ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি তীর্থে গমন, সেই সকল তীর্থাদিতে স্নান, এই সকল তৎপরিকরস্বরূপ বলিয়া এই পাদসেবারই অন্তর্ভুক্ত জানিতে হইবে।

শ্রীগঙ্গাকে মস্তকে ধারণরূপ নারায়ণের পাদসেবা করিয়াছেন বলিয়া শিবের প্রেমভক্তি হইয়াছে। শ্রীধাম-বাসও পাদসেবনের অন্তর্গত। মথুরাতে নিরপরাধে একদিবস বাস করিলে প্রেমভক্তি লাভ হয়। শ্রীতুলসীসেবাও পাদসেবারই অন্তর্গত।

যেহেতু তিনি ভগবানের পরম-প্রিয়া। শ্রীঅগস্ত্যসংহিতা এবং শ্রীগরুড়সংহিতায়ও এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"জনক রাজকুমারী সীতাদেবী ভগবান্ রামচন্দ্রের যেরূপ প্রিয়া, সর্বলোক-পাবনী তুলসীদেবীও ত্রিলোকনাথ শ্রীহরির সেই প্রকার প্রিয়া।

শ্রীস্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে,—"দেবদেব জগদীশ্বর শ্রীহরি সর্বদা বিশেষতঃ কলিযুগে তুলসীকানন ব্যতীত অন্যত্র অনুরক্ত হ'ন না। যাঁহারা তুলসী-কানন দর্শন করিয়াছেন কিংবা যথা-নিয়মে তাঁহার রোপণ করিয়াছেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

শ্রীস্কন্দপুরাণোক্ত তুলসীস্তবে—"তুলসীর নামশ্রবণেই অসুর-দর্পনাশন শ্রীহরি প্রীত হইয়া থাকেন।" এইরূপে পাদসেবা এবং প্রসঙ্গ-সঙ্গতিক্রমে গঙ্গা প্রভৃতির সেবা উক্ত হইল।

(ভা ১।২।১৬)—"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব-কথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥"

"হে বিপ্রগণ! শ্রবণাভিলাষী শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির মহৎসেবা এবং পুণ্যতীর্থ-সেবাহেতু ভগবান্ শ্রীহরির কথা-বিষয়ে রুচি জন্মিয়া থাকে।" এই শ্লোকে পুণ্যতীর্থ-শব্দে উক্ত গঙ্গাদির পৃথক্ কারণত্ব ব্যাখ্যা করিতে হয়। যথা শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে—"যাঁহার পাদপদ্মপ্রসূতা নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাদেবীর সলিলরূপ তীর্থ মস্তকে ধারণ-হেতু শিব **'শিবত্ব'** প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এই শ্লোকের টীকাকারের মতে 'শিবত্ব' অর্থে—পরম সুখপ্রাপ্তি বুঝায়। একমাত্র ভক্তিতেই এই পরম সুখ নিহিত আছে।

মোট কথা—(১) রুচির সহিত দেশ-কাল-পাত্রানুসারে সেবা। রুচি ও সামর্থ্য পরিত্যাগ না করিয়া সর্বতোভাবে সেবা। শক্তির অতীত সেবা করা; যেমন ঋণ করিয়াও প্রিয়জনের সেবা করা হয়। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথের অনুগত গৌড়ীয়গণের নিকট নবধা ভক্তির মধ্যে **'পাদসেবাই'** সর্বোত্তম সেবা। পাদসেবার মধ্যে অর্চন, বন্দন, ধ্যান, শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি সব আছে। রাগানুগমার্গে অর্চন ও পাদসেবা একই তাৎপর্যপর।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহ্বদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীশ্রীহরিকথা

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যার মর্ম)

বিষয়—**বন্দনা**

যদিও অর্চনাঙ্গরূপে 'বন্দন' অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তথাপি কীর্তন ও স্মরণের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে ইহা অনুষ্ঠেয় ;—এই অভিপ্রায়েই পৃথগ্ ভাবে বিহিত হইয়াছে।

অর্চনের মধ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের মাহাত্ম্য সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; শ্রীনৃসিংহপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"এই নমস্কাররূপ যজ্ঞ সর্ববিধ যজ্ঞমধ্যে শ্রেষ্ঠ, একমাত্র সাষ্টাঙ্গ-নমস্কারেই পুরুষ শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম কখন্ হয় ?—যখন হৃদয় দৈন্যভাবে পূর্ণ হয়। দৈন্যভাব অর্চনের মধ্যে সর্বোত্তম অঙ্গ ; জড়াহঙ্কার ত্যাগ করিয়া সাষ্টাঙ্গে দৈন্যপূর্ণ হৃদয়ে ঠাকুরের নিকট নিজেকে ফেলিয়া দেওয়ার নাম—সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম। দৈন্যপূর্ণ অন্তঃকরণে পুনঃ-পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণামের ফল খুব বেশী। হৃদয়, বাক্য ও বপুদ্বারা নমস্কার-বিধানের নাম—বন্দনা।

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো, ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্ বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে, জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥"

—(ভা ১০।১৪।৮)।

শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন,—“হে প্রভো! যিনি আপনার অনুকম্পা সুসমীক্ষমাণ হইয়া অর্থাৎ কৃপার প্রতীক্ষা করিয়া নিজকৃত কর্মফল অনাসক্তচিত্তে ভোগ করিতে করিতে কায়-মনো-বাক্যে আপনার নমোবিধান-সহকারে জীবন যাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাগী হইয়া থাকেন।”।

‘মুক্তিপদে’-শব্দের অর্থ এখানে—নবম পদার্থস্বরূপ ‘মুক্তি’ যাঁহার শ্রীচরণাশ্রিতা, সেই দশম পদার্থ শ্রীকৃষ্ণে। যিনি নিজকৃত কর্মের ফলসমূহ ভোগ করিতে করিতে, ভগবানের অনুকম্পা আশা করিয়া ভগবানের শ্রীচরণে কায়-মনোবাক্যে নমস্কার বিধান করিতে করিতে জীবন ধারণ করেন, তিনি ভগবানের প্রেমরূপ সম্পত্তির অধিকারী হয়েন।

একবার নমস্কারেই অর্থাৎ নমস্কারের আভাসেই সংসার-মুক্তি হয়। যথা, শ্রীবিষ্ণুধর্মে—

“দুর্গ-সংসার-কান্তারমপারমভিধাবতাম্।
একঃ কৃষ্ণে নমস্কারো মুক্তিতীরস্য দৈশিকঃ॥”

“অপার দুর্গম সংসার-কান্তারে ধাবমান মানবগণের পক্ষে একবার মাত্র অনুষ্ঠিত কৃষ্ণ-নমস্কারই মুক্তির প্রাপক হইয়া থাকে।”

পরিকরগণের বন্দনও ভগবানের বন্দনের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীবিগ্রহের অত্যন্ত নিকট হইতে দর্শনেও অপরাধ হয়। এক হস্তে, বস্ত্রাবৃত দেহে, ভগবানের অগ্রভাগে পশ্চাদ্দেশে, বামভাগে অতি নিকটে ও গর্ভ-মন্দির-মধ্যে নমস্কারানুষ্ঠান প্রভৃতি অপরাধ-স্বরূপ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্ ॥

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথা

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যার মর্ম)

বিষয়—"**দাস্য**"

শ্রীবিষ্ণুর দাসাভিমানই 'দাস্য'।

"জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যাদ্‌বুদ্ধিরীদৃশী।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেৎ ॥"

—(শ্রীহ ভ বি ১০।১২৩)

যাঁহার অতীত সহস্রজন্মে 'আমি বাসুদেবের দাস।"—এইরূপ বুদ্ধি হয়, তিনি সর্বলোক উদ্ধার করিতে পারেন।"

ভজন-প্রয়াস দূরে থাকুক,— "আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস।"—এই অভিমানেই মঙ্গল হইবে। ভক্তির প্রথমেই তো দাসত্বাভিমান, তবে শেষে বলিলেন কেন? ইহার বিশেষ মাহাত্ম্য আছে।

"যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥"

—(ভা ৯।৫।১৬)

শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-পাদসেবন-অর্চন-বন্দনাদি—সমস্তই দাস্য। ভজনসমূহ এই দাস্য-সম্বন্ধ-বশতঃই শ্রেষ্ঠতর হইয়া থাকে। "যাঁহার নাম-শ্রবণ-মাত্রই জীবগণ (পুরুষ) নির্মল হইয়া থাকে, সেই তীর্থপাদ পুরুষের দাসগণের সম্বন্ধে কোন্ বস্তু প্রাপ্যরূপে অবশিষ্ট থাকিতে পারে?"

নববিধা ভক্তির সঙ্গে যদি দাসাভিমান থাকে, তবেই শ্রেষ্ঠ ভজন হইবে। দাসাভিমানের সহিত নিরন্তর ভজন হইতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণভাবে হৃদয়ে আবির্ভূত হন; তখন আর কিছুই পাওয়া বাকী থাকে না। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের "তত্তেঽর্হত্তম!" স্তবের টীকায় নমস্কার, স্তুতি, সর্বকর্ম সমর্পণ, পরিচর্যা, চরণস্মৃতি এবং লীলাকথা-শ্রবণরূপ দাস্য অভিপ্রেত হইয়াছে।

শ্রীউদ্ধব মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছেন,—

"ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধ-বাসোঽলঙ্কার-চর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥"

—(ভা ১১।৬।৪৬)

"হে ভগবন্! আমরা আপনার উপযুক্ত মাল্য-গন্ধ-বস্ত্রালঙ্কার-দ্বারা ভূষিত এবং উচ্ছিষ্ট-ভোজনশীল '**দাস**' হইয়া আপনার মায়াকে অবশ্য জয় করিব।"

শ্রীভগবৎ-সুখানুসন্ধান-মূলে দাসত্বাভিমানের সহিত নবধা ভক্তি যাজন করিতে হইবে। "জীব কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস কর্‌লে ত' আর দুঃখ নাই।" "আমি জন্ম-মরণশীল মর্ত্যবস্তু নহি, আমি শ্রীকৃষ্ণদাস।"—এই অভিমান যত সুদৃঢ় হইবে, ততই মঙ্গল হইবে।

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি গাহিয়াছেন,—

"আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয়ও নহি, বৈশ্য কিংবা শূদ্রও নহি; আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সিন্ধু-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপাদারবিন্দের দাসানুদাস-গণের দাসানুদাস।"

শ্রীকৃষ্ণপাদারবিন্দের নিত্য মধুকর—কৃষ্ণদাসগণের দাসানু-দাস হইতে পারিলেই আমাদের অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে।

"'অল্প' করি' না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্ ॥
আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ববন্ধ-নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস ॥"

—(শ্রীচৈ ভা ম ১৭।১০৫-১০৬)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীশ্রীহরিকথা

বিষয়—'সখ্য'

ভক্ত-কর্তৃক ভগবানের হিতাকাঙ্ক্ষাই এস্থলে 'সখ্য'-পদে উক্ত হইয়াছে। ইহাতে ইষ্টদেবের সুখ-সম্পাদন ও দুঃখ-নিরাকরণ-চেষ্টা বিদ্যমান আছে বলিয়া দাস্যাপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। ভগবানের সহিত বন্ধুতা করা যায়, ভগবানের তুল্য অভিমান করা যায়, ইহা শাস্ত্রের বিধান। ইহাতে ভগবানে দৃঢ় অনুরাগ হয়। 'সখ্য' দাস্য হইতে আরও উত্তম, আরও গাঢ়, আরও বিশ্রম্ভময়।

"নাদেবো দেবমর্চয়েৎ"—এই বাক্য-দ্বারা ভূতশুদ্ধিতে ইষ্ট-দেবের সহিত যে অভেদ ভাবনা আছে, উহা শুদ্ধভক্তগণ ভক্তিভাব বিরুদ্ধ বলিয়া উপেক্ষা করেন। কিন্তু সখ্যভাব-সেবার পরম অনুকূল বলিয়া শুদ্ধভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন। ইষ্টদেবের সহিত সমান ভাবনা-দ্বারা সখ্যরসাশ্রিত ভক্তগণ ইষ্টদেবের রুচিকর ও সুখকর সেবাকার্য করিয়া থাকেন। সেবাবুদ্ধির সহিত সমান-ভাবনা বা বড় ভাবনা করিয়া ইষ্টদেবের অন্তরে ঢুকিতে পারা যায়।

ভক্তবিষয়ে ভগবান্ যে হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, তাহার নিত্যত্ব-হেতু ভক্তের সখ্যসেবাও নিত্য ভগবদ্বিষয়ক হিতাকাঙ্ক্ষাময় সেবাবুদ্ধি

বিসর্জন দিয়া ভগবানের সমান ভাবনা বা বড় ভাবনা কখনই হইতে পারে না।

শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছিলেন,—

"অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥"

—(শ্রী ভা ১০।১৪।৩২)

সখ্য

"অহো পরমানন্দ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম যাঁহাদের মিত্র, সেই নন্দ-গোপাদি প্রমুখ ব্রজবাসিগণের ভাগ্য অতিশয় আশ্চর্যজনক।

শ্রীদাম বিপ্র কহিয়াছিলেন,—"আমার জন্ম-জন্মান্তরে এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই সৌহৃত্য-সখ্য-মৈত্রী-দাস্য হউক।" এই বাক্যের টীকায়ও এই সাক্ষাদ্ ভজনাত্মক দাস্য ও সখ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রহ্লাদ মহারাজ অসুর বালকগণকে বলিয়াছিলেন,—

"কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরেরুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।
স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাং সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ ॥"

—(ভা ৭।৭।৩৮)

"হে অসুর বালকগণ! যিনি অশেষ দেহিগণের নিজ-আত্মা, সখা ও নিজহৃদয়ে ছিদ্রবৎ অবস্থিত, সেই শ্রীহরির উপাসনায় অতি প্রয়াস কি? অর্থাৎ অত্যন্ত প্রয়াসের কোন কথাই নাই। অতএব বিষয়োপপাদনের আবশ্যকতা কি?

"ছিদ্রবৎ" অর্থাৎ সর্বদা আকাশের মত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান

করেন। "সামান্যতঃ"—অর্থাৎ সর্বত্র পক্ষপাতশূন্যরূপে, "সখা" —অর্থাৎ যথাকালে বহিঃ ও অন্তঃকরণের বিষয়াদিরূপ মায়িক সম্পত্তি ও নিজ-প্রেমাদিরূপ অমায়িক সম্পত্তির দানহেতু যিনি পরম হিতাশংসাকারী সেই শ্রীহরির (সখা)।

"ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥"

—(ভা ৯।৪।৬৬)

"সতী নারীগণ সৎপতিকে যেরূপ বশীভূত করে, আমার প্রতি নিবদ্ধচিত্ত সমদর্শী সাধুগণও ভক্তিদ্বারা আমাকে তদ্রূপ বশীভূত করেন।"

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথা

বিষয়—আত্মনিবেদন

দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া শুদ্ধাত্মপর্যন্ত সমস্ত পদার্থের সর্বতোরূপে শ্রীভগবানে সমর্পণ করাকেই 'আত্মনিবেদন' বলা হইয়া থাকে।

শরণাপত্তি-লক্ষণা শ্রদ্ধার অঙ্গ **আত্মনিক্ষেপ** অর্থাৎ নিজের স্বতন্ত্রতা-পরিত্যাগ ; আর নবধা ভক্তির অঙ্গ **আত্মনিবেদনে** পার্থক্য এই যে, **'আত্মনিক্ষেপ'** শ্রদ্ধার অঙ্গ বলিয়া ভক্তির অঙ্গ নহে, কিন্তু ভক্তির প্রবেশদ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারে। পরন্তু **'আত্মনিবেদন'** অর্থাৎ বিক্রীত পশুর ন্যায় সম্পূর্ণরূপে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের হইয়া যাওয়া **নবধা ভক্তির** অঙ্গ বলিয়া উহা সাক্ষাদ্-ভক্তি। সম্পূর্ণভাবে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের হইয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখানুসন্ধান-পরতামূলে যে শ্রবণ-কীর্তনরূপ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন,তাহাই **'আত্মনিবেদন'**।

শ্রদ্ধামূলক 'আত্মনিক্ষেপ' শরণাপত্তির লক্ষণ, আর শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানের জন্য সর্বস্ব-সমর্পণই **'আত্মনিবেদন'**-নামে কথিত হয়। আত্মনিক্ষেপের মধ্যে স্বতন্ত্রতা-পরিত্যাগ—অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ যা' করেন, তাহাতে আমার কোন কর্তৃত্ব নাই। তিনি যন্ত্রী, আমি

যন্ত্র—"যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" আমি পরিচালিত, পরিচালক নহি।"—এই প্রকার ভাব থাকিবে।

আত্মনিবেদনে বিক্রীত পশুবৎ নিজের ভরণ-পালন-চিন্তা-শূন্যতা, নিজের জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা-রাহিত্য বিদ্যমান থাকে।

আত্মনিবেদন রতির উদয়ের পূর্বে এবং রতির পরেও হয়। সাধন-অবস্থায় যে আত্মনিবেদন, তাহাকেই রতির পূর্বাবস্থার আত্মনিবেদন বলা যায়। এই আত্মনিবেদন—ভাব-রহিত।

রতির পরে (সাধ্যাবস্থায়) প্রেমের ভূমিকায়, যেমন শ্রীরুক্মিণী দেবীর আত্মনিবেদন—ইহাকেই **ভাববৈশিষ্ট্যযুক্ত আত্মনিবেদন** বলা যায়।

"তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-
মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি॥"

—(শ্রীভা ১০।৫২।৩৯)

শ্রীরুক্মিণী দেবীর এই বাক্যে ভাব-বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ আত্মনিবেদনই উক্ত হইয়াছে। যথা—"হে বিভো! অতএব আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছি। সুতরাং আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন্।" এস্থলে কেহ কেহ দেহার্পণকেই আত্মার্পণ বলিয়া মনে করেন। ভক্তিবিবেকে বলা হইয়াছে,—"বিক্রেতা যে প্রকার বিক্রীত পশুর রক্ষণাদি-বিষয়ে কোন চিন্তা করে না, সেইরূপ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে নিজ-দেহ সমর্পণ করিয়া তাহার রক্ষণ-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইবে।" কেহ কেহ শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞের অর্পণকেই আত্মসমর্পণ কহেন। যথা—শ্রীআলবন্দারু-স্তোত্রে গীত হইয়াছে।—"হে প্রভো! আমি এই

শরীর প্রভৃতিতে যে-কোনরূপে এবং যাদৃশ গুণানুসারে যে-কোন প্রকারেই অবস্থিত হইয়া থাকি, তাহাই অদ্য ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিতেছি।" কেহ কেহ দক্ষিণহস্তাদিও অর্পণপূর্বক তাহার দ্বারা কেবল মাত্র শ্রীভগবৎকর্মই করেন, পরন্তু দেহাদির কর্ম করেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে সমস্ত কার্যের সহিত এতৎ-সমুদয়াত্মক 'আত্মনিবেদন' কথিত হইয়াছে।

শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ নিজের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দযুগলে, বাক্য শ্রীহরিগুণানুবর্ণনে, হস্তযুগল শ্রীহরির মন্দির-মার্জনাদিতে, কর্ণ অচ্যুতবিষয়ক সৎকথাশ্রবণে, নেত্রদ্বয় মুকুন্দের লিঙ্গ ও আলয়-দর্শনে, অঙ্গসঙ্গম তদীয় ভৃত্য-গাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণ শ্রীতুলসীর তৎপাদ-সরোজ-সৌরভে, রসনা তদর্পিত বস্তুতে, পদযুগল শ্রীহরির ক্ষেত্র-(ধামাদি) ভ্রমণে, মস্তক শ্রীহরিপাদপদ্ম-বন্দনে এবং কাম তদীয় দাস্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; পরন্তু আত্মসুখ-কামনায় নহে। ইহাতে উত্তমঃশ্লোক-জনাশ্রয়া অর্থাৎ ভগবদ্‌ভক্তবিষয়িণী রতি হইয়া থাকে।" এই স্থলে "লিঙ্গ"-অর্থে শ্রীমূর্তি বুঝিতে হইবে। 'আলয়'—ভক্ত এবং শ্রীভগবানের মন্দির।

"শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্তনম্।"

—(ভা ১১।১৯।২০)

"এবং ধর্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্ম-নিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥"

—(ভা ১১।১৯।২৪)

শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন,—"আমার অমৃতময় কথায় শ্রদ্ধা, নিরন্তর

আমার অনুকীর্তন ইত্যাদিক্রমে যাঁহারা এই প্রকার ধর্মসমূহদ্বারা আমাতে আত্মনিবেদন করেন, তাঁহাদের মদ্বিষয়ে ভক্তি উৎপন্ন হয় এবং অন্য কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না।" এই শ্রীভগবদ্বাক্যে তাদৃশ আত্মনিবেদনই কথিত হইয়াছে। যেহেতু স্মরণ-কীর্তন-পাদসেবনময় উপাসনাকৃত্যই আগম-কথিত বিধিময়ত্ব-বৈশিষ্ট্য-প্রাপ্তিহেতু অর্চন-নামে কথিত হয়; তাহা হইতে অপৃথগ্‌ভাব নহে।

নিজের স্নান-ভোজন, বস্ত্রপরিধান প্রভৃতি কার্য ভগবৎ-সেবারই যোগ্যত্বসম্পাদক বলিয়া তাহাতে আত্মার্পণরূপ ভক্তির ব্যাঘাত হয় না; জানিতে হইবে। শ্রীবলি মহারাজেও এই আত্ম-নিবেদন স্ফুটরূপে লক্ষিত হয়।

"মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো, ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"

—(ভা ১১।২৯।৩৪)

এই শ্লোকোক্ত "মনুষ্য যে-কালে সর্বকর্ম পরিত্যাগপূর্বক আত্মনিবেদন করেন।"—ইত্যাদি শ্রীভগবদ্‌বাক্যেও এই আত্মার্পণ উদাহৃত হইয়াছে। "মনুষ্য যে-কালে সর্বকর্ম পরিত্যাগপূর্বক আত্মনিবেদন করেন।"—ইত্যাদি ভাব-বিরহিত আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত।

"মৎকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্ ॥"

—(ভা ১১।১১।৩৫)

এই শ্লোক-কথিত "দাস্য-সহকারে আত্মনিবেদন অর্থাৎ

'দাস্যোনাত্মনিবেদনম্' ইত্যাদি 'ভাববৈশিষ্ট্যযুক্ত আত্মনিবেদন।" শ্রীরুক্মিণী দেবীর ভাববৈশিষ্ট্যযুক্ত আত্মার্পণের বিষয় এতৎ-প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হইয়াছে।

শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ আত্মনিবেদন করিয়া সর্বেন্দ্রিয়-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়াছেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারা সেবা করিতে করিতে আত্মনিবেদন হইয়া যায়, ভগবান্ বশীভূত হইয়া যান। বৈধ-অর্চনে আগমোক্ত বিধি-দ্বারা শাসন। ভাগবত-মার্গে আত্মনিবেদন আলাদা ব্যাপার। শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ আত্মনিবেদনের অনুকূল-ভাবেই স্নানাদি করিতেন।

চারি প্রকার রতির কোন রতিকে উদ্দেশ না করিয়া 'আত্ম-নিবেদন' হইলে তাহাকেই ভাব-বিরহিত বলা হয়; আর চারি-প্রকার রতির কোন রতিকে উদ্দেশ করিয়া আত্মনিবেদন করা হইলেই তাহাকে 'ভাববৈশিষ্ট্যযুক্ত আত্মনিবেদন' বলা হইয়া থাকে।

এই প্রকারে বৈধী ভক্তি প্রদর্শিত হইল। এই বৈধী ভক্তির উক্ত ও অনুক্ত অঙ্গসমূহের মধ্যে কোন স্থলে কোনও এক অঙ্গের এবং অপরস্থলে অপর এক অঙ্গের যে মাহাত্ম্যাধিক্য বর্ণিত হয়, তাহা তত্তদ্বিষয়ক শ্রদ্ধাভেদে তত্তদ্বিষয়ের প্রভাবোল্লাসের অপেক্ষায়ই জানিতে হইবে। অতএব পরস্পর কোন বিরোধ হয় না। যেহেতু অধিকারীর ভেদে ঔষধাদির মধ্যেও এইরূপ মাহাত্ম্যাধিক্য দৃষ্ট হয়।

—:—

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহ্বদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথা

সাম্মুখ্য কিসে হয়? সাধুসঙ্গে। "যাদৃশঃ সৎসঙ্গস্তাদৃশমের সাম্মুখ্যং ভবতি।"—(শ্রীভ স ১৮৬ অনু)।

যখনই সংসার-ভ্রমণকারী জীবের সংসার-ক্ষয়ের সময় উপস্থিত হয়, তখনই জীবের ভাগ্যানুসারে সেই জাতীয় সাধুর সঙ্গ হয়। সাধুর সঙ্গ না পাওয়া গেলে অপরাধ আছে, জানিতে হইবে। অপরাধ দ্বিবিধ—(১) বর্তমান বা পূর্বজন্মকৃত ও (২) পরম্পরাগত।

প্রশ্ন—সাধুর দর্শনলাভ করিয়াও কেন কাহারও কাহারও মঙ্গল হয় না? যেমন শ্রীনারদ গোস্বামীর সর্বক্ষণ দর্শন করিয়াও দেবতাদের মঙ্গল হয় নাই।

উত্তর—সাধারণ পুণ্যবান্ ঋষিরূপে দর্শন, অন্তরে আমাদের অশ্রদ্ধা বা কৌটিল্যই দুরন্ত অপরাধ। মহদ্‌গণ স্বেচ্ছাক্রমে অপরাধীর প্রতিও দয়া করিতে পারেন। শ্রীনারদের অহৈতুকী দয়া কেবলমাত্র নলকুবর ও মণিগ্রীবের প্রতি হইয়াছিল; অপরাধী নির্বিশেষে নহে। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ যে সকল জীবকে দর্শন

ও যাঁহাদের কথা স্মরণ করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহাদেরই মঙ্গল-লাভ হইয়াছিল।

শ্রীভগবৎকৃপা পরতত্ত্ব-বিষয়ে সাম্মুখ্যের প্রাথমিক কারণ হইলেও গৌণ। কারণ শ্রীভগবানের চিত্তবিকারের অভাব। সাধুগণ ভুক্তভোগী না হইলেও এবং তাঁহাদের হৃদয় তমোবিকার-শূন্য হইলেও, ক্লেশের অনুমান করিয়া জীবের দুঃখ নিবারণ করেন। যেমন—নিকটস্থ ব্যক্তির দুঃস্বপ্ন-ক্লেশের অনুমান করিয়া দুঃখ-নিবারণের চেষ্টা।

সেই কৃপা হ্লাদিনী-শক্তিরই বৃত্তি-বিশেষ। মূলে শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছা; তাঁহারই কৃপারূপে শ্রীকৃষ্ণ-নিজজন সাধুর আবির্ভাব। সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত দুরিত জীবের সাক্ষাৎ নাই। সাধু **আলোকদান, বাচিক ও হার্দ** কৃপা যেভাবে করিতে ইচ্ছা করেন, সেইভাবেই শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা সাধুকে আশ্রয় করিয়া অবতরণ করেন। তিনি সদনুগ্রহ। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণকৃপা আদিকারণ হইলেও সাক্ষাৎ কারণ নহে, সুতরাং গৌণ। সাধু-কৃপাই সাক্ষাৎ বা মুখ্যকারণ। মহাবদান্যতা সাধুর নিত্য সদ্‌গুণ। মহাবদান্যতা বা ঔদার্য বাদ দিয়া গৌরের গৌরত্ব নাই। মাধুর্য বাদ দিয়া কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব নাই। শ্রীভগবৎ-কৃপা সাধুগণকে বাহন করিয়া গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হ'ন। সাধুগণের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই জীবদিগকে সঙ্গদানের কারণ; শ্রীভগবানের ইচ্ছা সাধুগণের ইচ্ছারই অনুসরণ-কারিণী। সাধুগণের কৃপা-বাসনা, হৃদয়ের আর্দ্রভাব—হ্লাদিনী শক্তিরই স্বভাব। জীবের দুরবস্থা-দর্শনে সাধু-কৃপার উদ্ভব হয়। সাধুগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধুই শ্রীগুরুদেব।

শ্রীগুরুতত্ত্ব

(১) শ্রবণগুরু বা বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরু নিরন্তর চিন্ময় অনুভূতি-বিশিষ্ট, নীরাগ বক্তা। ইহার মধ্য হইতেই একজন দীক্ষাগুরু হইতে পারেন। অন্যান্য সকলে শ্রবণগুরু।	(২) মন্ত্রগুরু (এক জন-মাত্র) [যেমন পিতা বা পতি একজন ; খুড়া, জ্যেঠা, দেবর বহু হইতে পারে।]

যদ্যপি শরণাপত্তি-দ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হয়, তথাপি বৈশিষ্ট্য-লাভেচ্ছু পুরুষ সমর্থ হইলে সর্বদাই বিশেষভাবে ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেশক বা ভগবন্মন্ত্রোপদেশক শ্রীগুরুর সেবা করিবেন।

যেহেতু তাঁহার অনুগ্রহই নিজের বিবিধ প্রতিকার-দ্বারা দুষ্পরিহার্য অনর্থসমূহের নিবৃত্তি এবং ভগবানের পরমানুগ্রহ-বিষয়ে মূলস্বরূপ।

শ্রীগুরুকৃপাদ্বারা অনর্থ-নিবৃত্তি-বিষয়ে ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে শ্রীনারদ-বাক্যও এইরূপ, যথা—"অসংকল্পদ্বারা কামের জয় করিবে। এইরূপ কাম-পরিত্যাগ-দ্বারা ক্রোধ, অর্থানর্থবিচার-দ্বারা লোভ, তত্ত্ববিচার-দ্বারা ভয়, আত্মানাত্ম-বিবেকজ্ঞান-দ্বারা শোক-মোহ, মহাপুরুষসেবা-দ্বারা দম্ভ, মৌন-দ্বারা যোগের অন্তরায়-সমূহ, কামাদি-চেষ্টা-রাহিত্য-দ্বারা হিংসা, কৃপা-দ্বারা ভূত-জন্য দুঃখ, সমাধি-দ্বারা দৈবকৃত দুঃখ, যোগবল-দ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ, সত্ত্বগুণের সেবাদ্বারা নিদ্রা, সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ এবং উপশম-দ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। পরন্তু পুরুষ

একমাত্র গুরুভক্তি-দ্বারা পূর্বোক্ত সমস্তকেই শীঘ্র জয় করিতে সমর্থ হন।”

শ্রীগুরুর অনুগ্রহ-দ্বারা ভগবানের পরমানুগ্রহ-সিদ্ধি-বিষয়ে বামনকল্পে ব্রহ্মবাক্য এইরূপ—“যাহা মন্ত্র, তাহাই সাক্ষাৎ গুরু-স্বরূপ এবং তিনিই সাক্ষাদ্ হরিস্বরূপ। সুতরাং গুরু যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হ'ন, স্বয়ং হরিও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।” অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে যে,—“শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরু রক্ষক হইয়া থাকেন, পরন্তু শ্রীগুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না। অতএব সর্বতোভাবে শ্রীগুরুকেই প্রসন্ন করিবে।” অতএব নিত্যকালই শ্রীগুরুসেবার কথা শাস্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে।

অন্যত্র শ্রীভগবানের বাক্যে জানিতে পারা যায়,—“পুরুষ প্রথমতঃ গুরুপূজা করিয়া অনন্তর আমার পূজা করিলেই সিদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে।”

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র বলেন,—‘যিনি জ্ঞানোপদেশক বৈষ্ণব-গুরুকে বিষ্ণুতুল্য জ্ঞান এবং কায়-মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করেন, তিনিই যথার্থ বৈষ্ণবপদ-বাচ্য হইয়া থাকেন। যিনি এক শ্লোকের চতুর্থাংশও উপদেশ করেন, তিনিও সর্বদা পূজনীয় হইয়া থাকেন; সুতরাং যিনি সাক্ষাদ্ ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ প্রদান করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?”

শ্রীপদ্মপুরাণে দেবহূতি স্তবে কথিত হইয়াছে যে,—“শ্রীহরির প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি বর্তমান, শ্রীগুরুর প্রতিও যদি সেরূপ উত্তমা ভক্তি বর্তমান থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্বোক্ত সত্যানু-

সারে শ্রীহরি আমাকে স্বরূপ প্রদর্শন করুন।" অতএব শ্রীগুরুসেবা ব্যতীত অন্য ভগবদ্‌ভজনের অপেক্ষা থাকে না। আগমে পুরশ্চরণ-ফল-বর্ণন-প্রসঙ্গে এইরূপ বলা হইয়াছে,—"সিদ্ধরস-সংস্পর্শে (অর্থাৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ-দ্বারা সংস্কৃত পারদের সংস্পর্শে) তাম্র যেরূপ হেমত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপই শ্রীগুরুদেবের সান্নিধ্য-বশতঃ শিষ্য বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।"

শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন,—"সর্বভূতের আত্মা আমি গুরুশুশ্রূষা-দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকি ; ইজ্যা, প্রজাতি, তপঃ বা উপশম দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না।"

'ইজ্যা'-শব্দের অর্থ—গৃহস্থ-ধর্ম। 'প্রজাতি' অর্থে-প্রকৃষ্ট জন্ম অর্থাৎ উপনয়ন। ইহার দ্বারা ব্রহ্মচারীর ধর্ম লক্ষিত হইয়াছে। 'তপঃ'—অর্থাৎ বানপ্রস্থ-ধর্ম। 'উপশম' অর্থাৎ সন্ন্যাস-ধর্ম। 'আমি' অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্বভূতাত্মা হইয়াও গুরুসেবা-দ্বারা যাদৃশ সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, এই সকল ধর্মদ্বারা তাদৃশ সন্তোষ লাভ করি না।

'উপশমাশ্রয়'-শব্দের অর্থ—যাঁহার রাগদ্বেষ ও অভিনিবেশ নাই। চিন্ময় অনুভববিশিষ্ট গুরুদেবকে কখনই পরিত্যাগ করিতে নাই, করিলে ভীষণ অপরাধ হইবে।

ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ভগবন্নিষ্ঠ-ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। তন্মধ্যে ব্রহ্ম-নিষ্ঠত্ব-পক্ষে উপরোক্ত ব্যাখ্যা হইয়াছে।

ভগবন্নিষ্ঠত্ব-পক্ষে—"ইজ্যা" অর্থাৎ পূজা, "প্রজাতি" অর্থাৎ বৈষ্ণবদীক্ষা, "তপঃ" অর্থাৎ সমাধি ও "উপশম" অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠা।

শ্রীগুরুর আদেশানুসারে এবং তাঁহার সেবার অবিরোধে অপর

বৈষ্ণবগণের সেবন মঙ্গলজনক হইয়া থাকে ; অন্যথা দোষ হয়। শ্রীনারদ গোস্বামী বলেন,—"শ্রীগুরু সমীপবর্তী থাকিলে যিনি প্রথমতঃ অন্যের পূজা করেন, তিনি দুর্গতি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার পূজাও বিফল হয়।"

দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব জানিয়া গুরুকরণ হইয়া থাকে, তবে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে।" "অবৈষ্ণবোপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা পুরুষ নিরয়গামী হয়।" শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে,—"যিনি ন্যায়-রহিত উপদেশ প্রদান করেন এবং যিনি অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন—তাঁহারা উভয়েই চিরকালের জন্য ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকেন।" অতএব সেইরূপ গুরুকে দূর হইতেই আরাধনা করিবে। আর যদি তিনি বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হ'ন, তাহা হইলে—'কর্তব্যাকর্তব্য অনভিজ্ঞ, উন্মার্গগামী এবং গর্বিত গুরুরও পরিত্যাগ বিহিত হইয়া থাকে।"—এই স্মৃতি-বচনানুসারে তাদৃশ গুরুত্যাগ-বিধিই জানিতে হইবে।

মহাভাগবতের নিত্যসেবন পরম মঙ্গলকর হইয়া থাকে। তিনিও শ্রীগুরুর ন্যায় সম-বাসনাবিশিষ্ট এবং নিজের প্রতি কৃপালুচিত্ত হইলেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। যিনি নিজের প্রতি কৃপালু নহেন, তাঁহার সঙ্গ কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে ?

শ্রীহরিভক্তি-সুধোদয়ে কথিত হইয়াছে,—যে-পুরুষের যাদৃশ গুণবিশিষ্ট পুরুষের সঙ্গলাভ হয়, স্পর্শমণির সংস্পর্শে কাচ প্রভৃতিও যেরূপ তদ্‌গুণবিশিষ্ট হয় ; সেইরূপ তিনিও উক্ত পুরুষেরও কাচের গুণ প্রাপ্ত হ'ন। অতএব পুরুষ নিজ-সম্প্রদায়স্থিত উত্তম পুরুষ-গণেরই সঙ্গ করিবেন।"—এই বাক্যে সম-বাসনাবিশিষ্ট পুরুষগণের

সঙ্গই উক্ত হইয়াছে। এইরূপ উক্ত পুরুষের যদি নিজের প্রতি কৃপা না থাকে,তাহা হইলে নিজের ও তাঁহার প্রতি পূজ্যত্ব বুদ্ধির উদয় হয় না ; অতএব কৃপালুচিত্ত সাধুর গ্রহণ কথিত হইয়াছে।

ভাগবত-চিহ্নধারীর সেবা

ভাগবত-চিহ্নধারী ব্যক্তিমাত্রকেই যথাযোগ্য সম্মান করিতে হইবে। মৌখিক আদর হইতে আরম্ভ করিয়া, আদরের সহিত সর্বাত্মার দ্বারা পরিপূর্ণরূপে সেবা—সেবাযোগ্য পাত্রবিশেষে প্রযোজ্য। ভাগবত-চিহ্ন ত্রিবিধ, যথা—**কায়িক, মানসিক ও বাচিক**। (১) কায়িক চিহ্ন যথা—ভগবানের সম্পর্কযুক্ত স্থানে বাস, শালগ্রামের সম্মুখে বাস, ভগবানের পার্ষদগণের স্থানে বাস ও ভগবদ্ধামে বাস।

(২) মানসিক চিহ্ন, যথা—ভগবানের চিন্তা, সর্বক্ষণ সেব্যের সুখানুসন্ধান।

(৩) বাচিক চিহ্ন, যথা—শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্তন।

কণ্ঠে তুলসী-মালা-ধারণ, ললাটে ও দ্বাদশাঙ্গে তিলক-ধারণাদিও ভাগবতগণের কায়িক চিহ্ন-মধ্যে গণ্য হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব

শ্রীমদ্ভাগবত সর্বশ্রেষ্ঠ রসিকশেখর পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিয়াছেন বলিয়াই ইহা **সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র**। (ভা ১১।৩।৪৮)—শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে যে অর্চনের কথা আছে, তাহাতে মহাপুরুষের

অর্চনের কথাই আছে।—ইহা বৈধী ভক্তিতে অনুশীলনীয়, ইহাই শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—(ভা ১১।১১।৪-২৫, ২৯-৪৮ ; ভা ১১।৩।৪৮ দ্রষ্টব্য।)

রাগমার্গে অর্চনের কথা বলেন নাই। উহা অত্যন্ত নিগূঢ়। বৈধমার্গে উপাস্য চতুর্ভুজাকার। রাগমার্গে উপাস্য দ্বিভুজাকার, দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ। উহা সংঘবদ্ধভাবে হয় না, উহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। রাগমার্গে ভজনকারীর নিকট রাগমার্গের ভজনের কথা শ্রবণ করিতে হইবে। অপ্রকট লীলাতে প্রবেশ করিয়াও শ্রীগুরুদেব **হার্দি** (হৃদয়ে প্রেরণা), **বাচিক** (আকাশ-বাণী) ও **আলোকদান** (স্বপ্নে)—এই ত্রিবিধ কৃপাদ্বারা ভজনের ইঙ্গিত প্রদান করেন এবং আত্মসাৎ করেন। শ্রীকৃষ্ণলোকে যাঁহারা রাগমার্গে ভজন (সেবা) করেন, তাঁহাদের সেবা-পরিপাটীতে লোভযুক্ত না হইলে রাগমার্গে অধিকার হইবে না। রাগমার্গীয় মহান্তগুরুও ভজন-শিক্ষা দেন। লুব্ধচিত্ত হওয়ার পরও তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত ভজন হইবে না। বৈধমার্গে শ্রীরাধা-গোবিন্দের অর্চন প্রকৃত প্রস্তাবে মহাপুরুষেরই অর্চন। রাগমার্গে শ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চনই **'পাদসেবন'**। রাগমার্গে শ্রীরাধা-গোবিন্দের বিধি-শাসিত অর্চন নাই।

বেদের শেষ কথা—মহাপুরুষ বা পরমাত্মা। শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ কথা—শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ।

উপাস্য-স্বরূপ দুইটি—শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীকৃষ্ণের অংশ মহাপুরুষ। মহাপুরুষ—শ্রীনারায়ণ।

কেবল শ্রীমদ্ভাগবত ও তাঁহার মূর্ত বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর বিশুদ্ধ রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণভজনের কথা বলিয়াছেন।

শ্রীনারদ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাদেবীর কৃপায় ব্রজভজন পাইয়াছিলেন। গোপেশ্বর শিব গোপীর কিঙ্কর হইতে পারেন নাই। গৌরী তাঁহার অংশী শক্তি পৌর্ণমাসীতে অবস্থিত হইয়া লীলা বা ধাম বিস্তার করেন। পৌর্ণমাসী যোগমায়া-দেবী শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা-বিলাসের সমস্ত প্রকার আনুকূল্য করেন।

এখনও দয়া এবং প্রেমভক্তিরস-সমুদ্র প্রকট করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা বর্তমান আছেন। এই সৌভাগ্য যে বরণ করিবে, তাঁ'র মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে।

ভগবানকে প্রাপ্তির উপায়—ভক্তি। পূর্ণ ভাগবত-ধর্ম—ভক্তি। আংশিক ভাগবত-ধর্ম—যোগ, আর অসম্যগ্ ভাগবতধর্ম—জ্ঞান।

শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং ভগবদ্বস্তু এবং স্বয়ং ভগবানের দ্বারা প্রকাশিত। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ই তাঁহাকে পাওয়ার উপায় বলিয়াছেন। স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখবাণী অব্যভিচারিণী। যদি অন্য লোক বলিত, তবে পাওয়া যাইত না।

পরতত্ত্ব-বস্তু-প্রাপ্তির উপায়—ভাগবত-ধর্ম। পরতত্ত্ব-বস্তু ত্রিবিধ—(১) ব্রহ্ম, (২) পরমাত্মা ও (৩) ভগবান্। ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়—জ্ঞান, পরমাত্মার প্রাপ্তির উপায়—যোগ এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়—ভক্তি। এই তিনটি ভাগবতধর্ম।—(ভা ১১।৩।২২ শ্লোক আলোচ্য।)

সম্বন্ধ—শ্রীমদ্ভাগবত একটি শ্লোকে সম্বন্ধ-তত্ত্বের কথা কহিয়াছেন,—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

—(ভা ১।২।১১)

অভিধেয়—আর একটি শ্লোকে অভিধেয়ের কথা—

কি ছিলাম, কি আছি ও কি কৃত্য—সব কথা বলিয়াছেন।—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং, ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥"

—(ভা ১১।২।৩৭)

আর একটি শ্লোকে প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন,—

"সর্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্ ॥"

—(ভা ১২।১৩।১২)

বিপর্যয়—দেহ ও দেহ-সম্পর্কীয় বস্তুতে আত্মবোধ।

দ্বিতীয়াভিনিবেশ—যেখানে দ্বিতীয় দর্শন, সেখানে ভয়।

"দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি।" যেখানে দ্বিতীয় দর্শন নাই, সেখানে ভয় নাই। যেখানে দ্বিতীয় দর্শন, সেখানে "ভগবৎ-পরিবারস্থ আমি"—এই বুদ্ধি নাই। যাহা আমি নহি, তাহাতে 'আমি' বুদ্ধি হইয়াছে—ইহাই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। **অস্মৃতি**—চিন্তা নাই, স্মৃতি নাই। প্রীতি চলিয়া গেল, সুতরাং স্মৃতিও নাই। যেখানে প্রীতি, সেখানে স্মৃতি থাকিবেই থাকিবে। যেখানে ভীতি, সেখানে প্রীতিময়ী স্মৃতি নাই। ভালবাসে অথচ ভালবাসার পাত্র হইতে মরণের, আঘাতের, অমঙ্গলের আশঙ্কা করে,—ইহা অসম্ভব। যেখানে মৃত্যুর ভয়—সেখানে প্রীতি নাই। যেখানে

প্রীতি, সেখানে প্রীতির পাত্রের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি থাকিবেই। সেখানে মৃত্যুভয়-আক্রমণের ভয় নাই। জড়েতে আপন-বোধ বা প্রীতি ভগবানের মায়া-দ্বারাই হয়,—ইহা কঠোর সত্য। বুধ অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভগবানকে সম্যগ্ভাবে ভজন করিবেন। সাম্‌নের দিকে তাকাইতে হইবে; উপাসনায় রত হইতে হইবে।

একয়া ভক্ত্যা—কেবলা ভক্তিদ্বারা অব্যভিচারিণী সতী ভক্তি-দ্বারা, কৃষ্ণনিষ্ঠাময়ী ভক্তিদ্বারা দৃঢ়নিষ্ঠা অথবা সতত-সন্তত-নিরন্তর এক সেকেণ্ডও বাদ না যায়, এরূপভাবে **একা**—কেবলা, অকিঞ্চনা, স্বরূপসিদ্ধা ও নিগুর্ণা ভক্তির দ্বারা নৈরন্তর্যময়ী উপাসনা করিতে হইবে। একাকী সম্ভব নহে, **গুরুদেবতাত্মা** হইতে হইবে। কাণের রাস্তা লইতে হইবে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়-দ্বারা মাপাবুদ্ধি বন্ধ থাকুক। গুরু—যিনি মন্ত্রদাতা, যিনি শাস্ত্রের উপদেশ দেন। কাণের রাস্তায় Receive কর, কাণ দিয়ে শ্রীচৈতন্যবাণীকে—শ্রীগুরুদেবকে অভ্যর্থনা কর। যাঁহাকে অভিনন্দন করিতে হইবে, তিনি কৃষ্ণ-কৃপার মূর্তবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব। তিনি কল্পিত নহেন, বাস্তব সত্য-বস্তুর প্রকাশ-বিগ্রহ। তিনি আবার তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে শুনিয়াছেন। তিনি তাঁহার গুরুর নিকট হইতে (প্রেমধন) সম্পত্তির ‘চাবিকাঠি’ পাইয়াছেন। সম্পত্তি কি রকম ? শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মরূপ সম্পত্তি। ইহাই শ্রৌতপথ। শ্রীগুরুদেব উপযুক্ত পাত্রকে, বিশ্বাসী পাত্রকে ‘চাবি-কাঠি’ দেন; অনুরাগী সেবককে ভাণ্ডারের চাবি দেন; কিন্তু উহা যুগলিত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-কমলের প্রিয়তম সেবককে সম্পূর্ণভাবে দেন। শ্রীগুরুদেবকে

অভীষ্ট-দেবতাজ্ঞানে সেবা কর ; ইষ্টদেবের করুণা-শক্তির মূর্ত-বিগ্রহরূপে সেবা কর। আমাকে কৃপা করিবার জন্যই যুগলবিহারী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুরূপে মূর্তি ধারণ করিয়া জগতে আসিয়াছেন ; আমাকে কৃপা-দয়া-মহাবদান্যতা ও অনুকম্পা করিবার জন্যই তিনি শ্রীগুরুরূপে আসিয়াছেন। **'গুরুদেবতাত্মা'**—আত্মা অর্থাৎ প্রিয়তম, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় এই জ্ঞানে,—দেবতা অর্থাৎ ঈশ্বর, আমার নিয়ামক-জ্ঞানে নিরন্তর, অনুক্ষণ ভজন কর।

'মন যে পাগল মোর।' মন নিশ্চল না হইলে নিরন্তর ভজন হইবে না। দ্বৈত প্রপঞ্চ থেকে তফাৎ হইতে হইবে। এই বিরাটের উপাসনাই দ্বৈত প্রপঞ্চের উপাসনা। আমি অমুকের পুত্র, অমুক ইত্যাদি স্থূল পরিচয়, ইহা বিরাট দর্শন—দ্বৈত-দর্শন। 'আমি ভোক্তা', এই বুদ্ধিতে নিজের দেহ ও ব্রহ্মাণ্ড-দর্শন—দ্বৈত-দর্শন। "'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্রজ্ঞান—ভালমন্দ জ্ঞান—সবই মনোধর্ম—সবই ভ্রম।" বিরাট দর্শনে পাপ-পুণ্য লইয়া থাকা। বর্ণাশ্রম-ধর্মের মধ্যে থাকা। বিরাট দর্শন—স্থূলদর্শন, রক্তমাংস-দর্শন, রক্তমাংস-নির্মিত দেহে 'আমি আমার' বুদ্ধি—ভোক্তা-ভোগ্য, দ্রষ্টা-দৃশ্য বুদ্ধি ইত্যাদি। মনটাই দ্রষ্টা ও ভোক্তা ; দৃশ্য এই ভোগ্য জগৎ। মনটা কেবল পেট ও মাটির চিন্তা করে। স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে দ্রষ্টা-দৃশ্য, ভোক্তা-ভোগ্য—এই দুইটির মধ্যে অবস্থানই দ্বৈত প্রপঞ্চে অবস্থান ; ইহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে হইবে। "কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার"—ইহা ভক্তির কথা। চতুর্দশ ভুবন জড়েতে মেতে আছে। আমি—আর সব আমার মেপে লইবার দৃশ্য-ভোগ্য বস্তু। ইহাতেই বন্ধন হয়। পরিণামে 'কাণমলা' আর

'থাপ্পড়'। শেষ কালে 'মন যে পাগল মোর'। এই দ্বৈতে অবস্থানরূপ বোকামির চরম ফলে কাণমলা ও মায়ার লাথি-ঝাঁটা। পিতা-সন্তান, পতি-পত্নী, ভ্রাতা-ভগ্নী সকলেই এই মায়ার লাথি-ঝাঁটা খাইতেছে। এই আপেক্ষিক সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে গেলে দ্বৈতের ও মায়ার প্রতি নিরপেক্ষ হইতে হইবে, তফাৎ হইতে হইবে ; নচেৎ দুস্ট মন কখনও নিশ্চল হইবে না। তবে কি যোগ অভ্যাস করিতে হইবে ?

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—না।

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥"

—(ভা ১।৬।৩৬)

অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে গেলে—যুগলবিহারী শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে গেলেই দ্বৈতজ্ঞান বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ ছাড়িতে হইবে। উপায় কি ?—

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৩৯ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

" শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে,-র্জন্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি, গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥"

চতুর্বর্গের কামনা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল নিষ্কপট সেবার কামনা লইয়া তুমি শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-শ্রবণ-কীর্তন কর,—মন নিশ্চল হইয়া যাইবে।

পাপের গুরুতর অবস্থাই অপরাধ। জীবের নির্মল সত্তার

উপরে চারি প্রকার আবরণ আছে। যথা,—ধূলি, পঙ্ক বা কাঠ, অশ্ম বা প্রস্তর ও বজ্র। এই চতুর্বিধ আবরণ খুলিয়া থাকিতে হইবে।

আবরণের মূল কি? অশ্রদ্ধা বা অনাদর। ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তির প্রতি অনাদর। এই বৈকুণ্ঠ-বস্তুতে যদি কোনপ্রকার অশ্রদ্ধা হয় এবং যাহারা অশ্রদ্ধা করে, তাহাদের প্রতি যদি আপন-জ্ঞান হয়, তবেই অপরাধের বিষ প্রবেশ করে। ঐহিক পারত্রিক ও লোক-পরম্পরাক্রমে আগত অপরাধযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ যদি পরিত্যাগ করা না হয়, তাহাকে যদি 'আমি আমার'-বুদ্ধি করা হয়, তবে চিত্তে অপরাধ ঢুকিয়া যাইবে। প্রথমেই ভয় হবে। অতি জঘন্য পাপীরও ভাল হইতে পারে, যেমন জগাই-মাধাই। কিন্তু যাঁহার নিকট অপরাধ হইয়াছে, তিনি যতক্ষণ ক্ষমা না করেন, ততক্ষণ নিস্তার নাই।

'এত হরিভজন করা হইতেছে, ফল নাই কেন?' তবে কি কৃপার দোষ? না। কাহার নিকট অপরাধ হইয়াছে, যদি জানা না থাকে; তবে নিরন্তর হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। শতধনু রাজার বিষ্ণুবৈষ্ণবের বিদ্বেষীর সহিত সামান্য সম্ভাষণ হইয়াছিল, কতটা বিদ্বেষী তাহা জানিতেন না; তবুও তৎফলে কুক্কুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

নিরন্তর ভজনীয় শ্রীনামপ্রভুর, কোটি কোটি প্রাণ-নির্ম্মঞ্ছনীয় শ্রীনাম প্রভুর আরতি করিলে, তাঁহার নাম নিরন্তর নিষ্কপট আর্ত্তির সহিত গ্রহণ করিলে অপরাধ যাইবে অথবা জন্ম-জন্মান্তর শাস্তি ভোগের পর অপরাধ দূর হইবে।

জয়ন্তী কাহাকে বলে ?

জয়ন্তী কেবল স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব। মূলবিষয়-বিগ্রহ ও মূল আশ্রয়-বিগ্রহের আবির্ভাবকে জয়ন্তী বলে। অন্য কোন আবির্ভাবকে জয়ন্তী বলা যাইবে না।

প্র। সাম্মুখ্য কিসে হয় ?—কিসে উপাসনা পাওয়া যায় ?

উ। সাধু-সঙ্গ দ্বারা। সাধু সাম্মুখ্য করিয়ে দেন। ভগবানের কৃপা সাধুরূপ ধরে এসেছেন। (ভা ১০।৫১।৫৩)—যখন সংসার-ক্ষয়ের সময় হয়, তখনই সাধুসঙ্গ হয়। নচেৎ দেখেও দেখে না, সাধুর সঙ্গে মিলন বা সাক্ষাৎকার হয় না। মৎকুণ, ছারপোকা ইত্যাদি সাধুসঙ্গী নহে।

'সঙ্গ'-শব্দের অর্থ—সম্যক্ প্রাপ্তি। সাধুসঙ্গ ধ্যানমূলক হওয়া দরকার। সাধুর সুখানুসন্ধানমূলক সেবা হওয়া চাই। হাটে-মাঠে, ট্রেণে-ষ্টীমারে ও ঘাটে-বাজারে সঙ্গ হয় না। তথায় পরস্পরের সুখানুসন্ধান নাই। যদিও কথাবার্তা হয়, তবু সঙ্গ হয় না। যেখানে সুখানুসন্ধান আছে, সেখানেই সঙ্গ।

সাধুর স্বভাব পরতত্ত্বের দিকে জীবের মুখ ফিরাইয়া দেওয়া ; সাধুর কার্য—দয়া করা। সাধু ঘুরে ঘুরে বেড়ান—জগৎকে উদ্ধার করেন।

"মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বো মধুদ্বিষঃ।
বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি॥
দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণ-ভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥"

—(ভা ১১।২।২৮-২৯)

সাধুর সর্ব প্রাণীতে মৈত্রী—বন্ধুভাব। তিনি পাপী, তাপী-দুর্জন সকলের মঙ্গল করেন। যাহার চিত্ত অপরাধে কঠিন, তাহার প্রতি সাধুর কৃপা হয় না। একদিনও ভগবানের কৃপার জন্য যাহার চোখের জল আসে না, তাহার নিশ্চয়ই অপরাধ আছে।

"'গৌরাঙ্গ' বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥"

অপরাধী ব্যক্তির হরিতে আপন-বুদ্ধি নাই। সে কৃপার জন্য কাঙ্গাল নহে। তবে যে কোন কোন অপরাধীর প্রতি কৃপা দেখা যায়, সেটি কেবল সাধুর স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয়। ইহা সাধারণ নিয়ম নহে। সেখানে Rule of three দ্বারা বিচার চলিবে না। শ্রীনারদ যেমন নলকুবর ও মণিগ্রীবকে কৃপা করিয়াছিলেন, এবং অভিশাপ-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম পাইয়ে দিলেন। তাঁহারা যমলার্জুন বৃক্ষ হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল পেলেন এবং সর্বনাশ পেয়ে কাঙ্গাল হ'লেন। সর্বস্বান্ত ক'রে ইষ্টদেবকে দিয়ে দিলেন। নিজের প্রতি অপরাধীকেও ইষ্টদেবের সঙ্গে মিলন করিয়ে দিলেন। এই সর্বনাশই একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে সাধুর দেখা পেয়েও ভক্তি হয় না। যেমন দেবতাবৃন্দের, তাঁহারা শ্রীনারদ মুনিকে সাধারণ তপস্বিরূপে দেখ্‌তেন। সাধারণ মুনির সঙ্গে সমান জ্ঞান কর্‌তেন, অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা করতেন; অপ্রাকৃত গুরুবুদ্ধি না করার দরুণ দেবতাগণের বিষয়-ভোগ-পিপাসা-বৃদ্ধিই হয়,—কমে না। সাধুর প্রসন্ন দৃষ্টিপাত হ'লে ত' অকিঞ্চনত্ব হবে, ভক্তি হবে। সাধুর অপরাধীর

প্রতি কৃপা হয় না ; যদি হয়, তবে তাহা বিশেষ কৃপা। জোর ক'রে বিশেষ কৃপা আদায় হয় না। বিশেষ কৃপাকে সাধারণ 'নজির' মনে কর্‌লে অপরাধ হবে।

প্র। ভগবানের সঙ্গে কি মহতের কৃপার কোন সম্বন্ধ নাই ?

উ। আছে। প্রথমেই ভগবানের কৃপা, কিন্তু তাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে বদ্ধজীবের প্রতি আসে না। ভগবৎ-কৃপা সাধুকে অবলম্বন ক'রে—দ্বার ক'রে বদ্ধজীবের নিকট আসে। যখনই ভগবানের কৃপা হয়, তখনই সেই কৃপাটি সাধুর মূর্তি ধ'রে আসেন। ভগবান্ সাক্ষাদ্‌ভাবে কৃপা করিতে পারেন না, ভগবানের কৃপা সাক্ষাদ্‌ভাবে আসিতে পারে না। দুঃখ-অনুভব না হইলে কৃপা হইতে পারে না। কৃপার মূলে সহানুভূতি—দুঃখীর দুঃখবোধ ; দুঃখীর সমান দুঃখবোধ হওয়া চাই। ভগবান্ পরিপূর্ণ আনন্দলীলাময় বিগ্রহ, সুখময়-বিগ্রহ। তাঁহার দুঃখের অনুভব নাই। তিনি কাহারও দুঃখের দ্বারা স্পৃষ্ট হ'ন না। তিনি মায়িক সুখ-দুঃখের অতীত। দুঃখ তমোগুণের বিকার—বিক্ষেপ।

কৃপাটি আসিবে সেই জগৎ থেকে, ভগবানের নিজ-লোক থেকে। যখন ভগবান্ নিজে কৃপা করেন না,—তখন তাঁ'র নিজ-জনগণ কৃপা করেন কি ক'রে? তাঁহারাও তো রজস্তমোগুণের অতাত, তাঁহাদেরও তো দুঃখ-বোধ নাই।

দৃষ্টান্ত দিলেন—স্বপ্নে দুঃখ পাচ্ছে দেখে যেমন জাগ্রত ব্যক্তি নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগিয়ে দেয়—তদ্রূপ। ভগবৎ-সেবা বঞ্চিত হ'য়ে জীব কিরূপ দুঃখ পাচ্ছে, তাহা সাধুগণই অনুভব করিয়া পরদুঃখকাতর হ'ন। ভগবানের নাম **'সদনুগ্রহ'**। সাধুকে

অবলম্বন ক'রে তিনি বদ্ধজীবকে অনুগ্রহ করেন। ভগবান্ সাধুকে অনুগ্রহ করেন, অসাধুকে করেন না, এজন্য তাহার নাম **'সদনুগ্রহ'**।

যোষিৎ-দর্শন—যে চেহারাই হউক, আমার ভোগ্যদর্শন হইলেই যোষিৎ-দর্শন ; সুতরাং বাহ্য আকার বা রূপ দেখ্‌তে নাই। নিজ-অভীষ্টদেবের সহিত সম্পর্কযুক্ত দর্শন কর্‌লেই সাধক বাঁচবে। ইষ্টদেবের সহিত সম্পর্কযুক্ত দর্শন শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাবানের হইবে। নতুবা সংসার-বন্ধন অনিবার্য, তাহা বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষা অসাধু। প্রেমভক্তি বিনা অন্য কামনা অজ্ঞান বা অবিদ্যা। মহতের কৃপা-ফলে চিত্ত নির্মল হইয়া কৃষ্ণে রুচি উৎপন্ন হয়।

—০—

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহ্বদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথা

কর্মার্পণকারীর যদি শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ হয়, তবেই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা নির্গুণা বা শুদ্ধা ভক্তিতে লইয়া যাইবে।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের যেরূপ অসম্যগাবির্ভাব ব্রহ্ম, আংশিক আবির্ভাব পরমাত্মা ও পূর্ণাবির্ভাব শ্রীভগবান্; তদ্রূপ ভাগবত-ধর্মেরই অসম্যক প্রকাশ জ্ঞান, আংশিক প্রকাশ যোগ ও পূর্ণ-প্রকাশের নাম—ভক্তি। শ্রীভগবানের মধ্যেই যেরূপ ব্রহ্ম-তত্ত্ব ও পরমাত্ম-তত্ত্ব অনুস্যুত আছে, তদ্রূপ ভক্তির মধ্যেই জ্ঞান ও যোগ অনুস্যুত আছে। বিমুক্তি বা প্রীতির মধ্যেই মুক্তি আছে। যাঁহারা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবানকে পূর্ণস্বরূপ স্বীকার না করিয়া ব্রহ্ম ও পরমাত্মার উপাসক, তাহারা অন্য সাম্প্রদায়িক।

সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের সার এই তিনটি কথা—

(১) শ্রীচৈতন্যচরণ, (২) ইষ্টদেব শ্রীগুরুপাদপদ্ম-চিন্তা ও (৩) চোখের জল। (এই তিন 'চকার')।

দৈন্য—আত্মমঙ্গলের উষার আলো; দৈন্যের মূল—নিজের অযোগ্যতার উপলব্ধি। যিনি যত উত্তম, তাঁহার দৈন্য তত বেশী। "সর্বোত্তম আপনাকে হীন করি' মানে।" দৈন্য সাক্ষাৎ রাধারাণীর

মূর্তি। শরণাগতির প্রথমেই দৈন্যের কথা—"আমার জীবন সদা পাপে রত, নাহিক পুণ্যের লেশ।" মহাভাগবত সর্বভূতে নিজ-ইষ্টদেবকে দর্শন করেন এবং স্বচিত্তে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত ইষ্টদেবের মধ্যে সর্বভূতকে তদাশ্রিতরূপে অর্থাৎ তাঁহার লীলাপরিকর-রূপে দর্শন করেন। যথা,—শ্রীব্রজদেবীগণ।

শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব কেন? শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় জ্ঞানময় বস্তু, তাঁহার মধ্যে সর্বোত্তম ধর্ম—আনন্দ। আনন্দলীলাময় বিগ্রহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে ভালবাসা যায়; তিনি ভালবাসা চাহেন এবং ভালবাসার বশীভূত হন—এই উপলব্ধি সর্বাপেক্ষা বড় কথা—চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা। এই কথা বলেছেন **শ্রীমদ্ভাগবত**। পরিপূর্ণ আনন্দময় ভগবানের ভালবাসার কাঙ্গাল হওয়ার কথা, অজিত ভগবানের জিত হওয়ার কথা এবং সকলের ঈশ্বর ও সকলের আশ্রয় ভগবানের লাল্য-পাল্য হওয়ার কথা—বর্ণন করিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবত। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব-শ্রেষ্ঠত্ব। আনন্দময় বিগ্রহ ভগবানের ভক্তজন পাল্য, ভক্তের মমতার পাত্র, ভক্তের শাসনের পাত্র; আর মাধুর্যানুভব-বিশিষ্ট ভক্তের একান্ত বশীভূত হওয়ার কথা পরিপূর্ণভাবে বলিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবত।

—০—

প্রৌঢ়মায়া পৌর্ণমাসী—যোগমায়া লীলাশক্তি অদ্বিতীয় জ্ঞানময় বস্তুকে নরভাব দান করিয়া লীলা করাইয়া থাকেন।

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।

গোপবেশ, বেণুকর,　　　　নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥”
—(শ্রীচৈ চ ম ২১।১০১)

পরব্রহ্মের রসময় রসিকশেখররূপের কথা—যেরূপে তিনি বিদগ্ধ, সমঝ্‌দার, পণ্ডিত—রস আস্বাদন করেন এবং করান, সেই রসিক ব্রহ্মের কথা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

যুগলিত শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর, বিদগ্ধ, পরমকরুণ। সেই পরম করুণ রসরাজ রূপটিই মহাভাবস্বরূপা স্বর্ণময়ীর রূপ ধরিয়া আসিয়াছেন—শ্রীগৌরসুন্দররূপে।

রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ—অর্থাৎ শ্রীরাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ।

‘আততত্বাৎ’—সর্বত্র লীলাময় ; ‘মাতৃতত্বাৎ’—সর্বত্র ভক্তগণকে মাতার ন্যায় সুখ দেন। এই দুইটি গুণ যাঁহার আছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীহরি—যিনি সকলের চিত্ত হরণ করেন, ত্রিজগতের সকল নর-নারীর সর্বনাশসাধন করেন। (শ্রীচৈ চ ম ২৪।৫৯) —“হরি”-শব্দে নানার্থ, দুই মুখ্যতম। সর্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন ॥” কৃষ্ণ মাধুর্যের আকর্ষণ-শক্তি এত প্রবল যে—“পুরুষ, যোষিৎ কিংবা স্থাবর-জঙ্গম। সর্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥ কৃষ্ণ-মাধুর্যের এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥ শ্রবণে, দর্শনে আকর্ষয়ে সর্বমন। আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন ॥ অপূর্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব তা'র

বল। যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥ শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্তিধর। অতএব আত্ম-পর্যন্ত সর্বচিত্তহর॥ লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন। লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥ আপন-মাধুর্যে হরে আপনার মন। আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥" —(শ্রীচৈ চ ম ৮।১৩৯, আ ৪।১৪৭, ১৪৮, ১৫৭, ম ৮।১৪৩, ১৪৫ ও ১৪৮)।

"ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলী-কলকূজিতঃ।" অসমানোর্ধ্ব-রূপশ্রী-বিস্মাপিত-চরাচরঃ॥"—(শ্রীচৈ চ ম ২৩।৮৩)। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য সকল নরনারীর পুরুষাভিমান দূর ক'রে দেয়। "কৃষ্ণ দয়া করি, নিজে অবতরি' বংশীরবে নিল হরি॥"

"বিধিমার্গরত জনে, **স্বাধীনতা-রত্নদানে,** রাগমার্গে করান প্রবেশ॥" স্বাধীনতা-শব্দের অর্থ—আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্য-মূলক প্রীতি বা অনুরাগ। এই প্রেমবল-দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভ হয়। পুরুষাভিমানরূপ পরিমাপক ধর্মই দাম্ভিকতা, কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব—পশুভাব। ইহা একমাত্র মহতের কৃপাতেই ধ্বংস হয়। মহতের কৃপার প্রতি নিরপেক্ষ ভাবটিই পুরুষাভিমানরূপ অজ্ঞানান্ধকারের পূর্বাভাস—যেমন, সন্ধ্যা রাত্রির অন্ধকারের পূর্বাভাস। শ্রীভগবান্ লীলাবিনোদাবতাররূপে স্বয়ং অবতরণ করিয়া অথবা মহতের দ্বারা এই অন্ধকার অর্থাৎ পুরুষাভিমানরূপ উপাধি ধ্বংস করিয়া থাকেন।

—০—

"প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে, ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ।"

—(ভা ৫।৫।৬)

ইষ্টদেবের প্রতি অভিনিবেশ না হইলে স্থায়ী মঙ্গল হইবে না। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীনাম-গুণ-লীলা-চরিতাদিতে অভিনিবেশ প্রয়োজন। এই অভিনিবেশ ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইলে বাস্তব-মঙ্গল পাওয়া যায়। অভিনিবেশই—অর্থ-প্রবৃত্তি। অর্থ-প্রবৃত্তি হইলে অনর্থ-নিবৃত্তি আনুষঙ্গিকভাবেই হইয়া যায়। ইষ্টদেবের প্রতি প্রগাঢ় অভিনিবেশ হইতেই ইষ্ট বা মঙ্গল লাভ হয়। ইষ্ট-দেবের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি থাকিলেই প্রগাঢ় অভিনিবেশ বা স্মৃতি থাকে। ইষ্টদেবের প্রতি যাঁহার যে পরিমাণ প্রীতি, তাঁহার স্মৃতিও সেই পরিমাণ। যিনি প্রীতি-হীন, তিনি স্মৃতি-হীন। প্রীতিতে আবেশ বা অভিনিবেশ আছে। অপ্রীতিতে বিস্মৃতি, ঔদাসীন্য বা অভিনিবেশ আছে। আমাদের ইষ্টধনে ঐকান্তিক অভিনিবেশের প্রয়োজন। সর্বক্ষণ অকপটে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীনাম-গুণ-চরিতাদি সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্তন ও অনুস্মরণাদির দ্বারা সেই অভিনিবেশ উপস্থিত হইতে পারে। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধু-সঙ্গের নৈরন্তর্য না হইলে অভিনিবেশ হইতে পারে না। কোনও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের সেবা-দর্শনে লোভ হইলে, তাহা অনুসরণের জন্য বলবতী বাসনা জাগে। লোভ হইলে অতি শীঘ্র অভিনিবেশ হয়। স্মৃতিই সকলের মূল। স্মৃতি-শূন্যা নবধা ভক্তি, স্মৃতি-শূন্য ক্রিয়াকলাপ, স্মৃতিশূন্য অনুষ্ঠান—সমস্তই নিরর্থক। প্রীতি বাধা-বিঘ্ন মানে না। বাধা আসিলে ইহা কোটিগুণ বর্ধিত হয়। ইষ্ট-বস্তুতে প্রীতি থাকিলে জগতের প্রত্যেকটি বস্তুই ইষ্টদেবের স্মৃতির উদ্দীপনা করে।

প্রীতিতে যে স্মৃতি, তাহা সুখময়ী, আনন্দদায়িনী—অনুকূল অনুশীলন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথা

(সংক্ষিপ্ত মর্ম)

শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম, চটক-পর্বত।

অক্টোবর মাস—১৯৪৫।

[এই দিবস পরমারাধ্যতমদেব নিজ-ভজন-কুটীরে বসিয়া কতিপয় মহিলা-ভক্তের নিকট নিম্নলিখিত বিষয় কীর্তন করিয়াছিলেন।]

নিজের পুত্রকে মা যেমন স্নেহ করেন, ঠিক সেইরূপে কোন সৌভাগ্যবতী নারী যদি বাৎসল্য-রসের আশ্রয়-বিগ্রহস্বরূপিণী মাতা যশোদারাণীর আনুগত্যে যশোদা-দুলাল গোপালকে ভালবাস্‌তে পারেন ; যদি নীলমণিকে স্নেহ-প্রীতির ডোরে বাঁধ্‌তে পারেন, তবেই ভজন-সাধনের ফল লাভ হ'ল, বলা যায়।

ভালবাসা তো নারীদেহ-ধারিণীদের নিজস্ব-ধন। ভাল না বেসে তাঁ'রা থাক্‌তেই পারেন না শুধু **'মোড়'** ফিরিয়ে দেওয়া। যে ভালবাসাটা অনিত্য, মায়িক বস্তুর প্রতি আছে ; সেটা নিত্যধন শ্রীকৃষ্ণকে দেওয়া যায়, তা' হ'লেই জীবন সার্থক হ'ল। মধুর-রসে ভালবাস্‌লে তো কথাই নাই !

এখন বৈকাল হয়েছে, শ্যামসুন্দরের বন থেকে ফিরে আসার সময় হ'ল। কেমন ক'রে তিনি আস্‌ছেন ?

শ্রীমদ্ভাগবতে এ সম্বন্ধে বড়ই সুন্দর বর্ণনা আছে। ব্রজলাল কেমন বেশে, কি ভঙ্গীতে ব্রজে প্রবেশ কর্‌ছেন, আপনারা শুনুন।—এ বিচিত্র রূপটি যেন অন্তর থেকে কখনো মুছে না যায়।

"তং গোরজশ্ছুরিত-কুন্তলবদ্ধবর্হ-
বন্যপ্রসূনরুচিরেক্ষণ-চারুহাসম্।
বেণুং ক্বণন্তমনুগৈরনুগীতকীর্তিং,
গোপ্যো দিদৃক্ষিত-দৃশোঽভ্যগমন্ সমেতাঃ॥
পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষি-ভৃঙ্গৈ,-
স্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজযোষিতোঽহ্নি।
তৎসৎকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং,
সব্রীড়হাস-বিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষম্॥"(ভা ১০।১৫।৪২-৪৩)

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের ৪২ ও ৪৩ শ্লোকের বিষয়টি এখন বলা হচ্ছে,—

শ্রীকৃষ্ণ বৈকালে গাভীদল নিয়ে, গোপ-বালকদের সঙ্গে বন থেকে নন্দ-ব্রজে ফিরে আস্‌ছেন। ধেনুদের খুরোত্থিত ধূলায় অর্থাৎ গোরজের দ্বারা শ্যামচাঁদের কুটিল কৃষ্ণ কুন্তল-দাম ঈষৎ পিঙ্গল-বর্ণ ধারণ করেছে। তাতে বড় শোভা,—ঝল্‌মল্ কর্‌ছে চুলগুলি! তাঁ'র মাথায় বিচিত্র ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া, কত রঙের বনফুলে নিপুণ-ভাবে গাঁথা কত সুন্দর মালা সখারা আদর ক'রে গলায় পরিয়ে দিয়েছে! মুখে তাঁ'র অনুপম মৃদু-মধুর হাসি, নয়নে কি সুধাময় দৃষ্টি! কানু মোহন বেণু বাজাচ্ছেন—আর যাচ্ছেন ; চারপাশে অনুগত গোপ-সখারা তাঁ'র পবিত্র কীর্তিগাথা গান কর্‌ছে। এমন মোহনবেশে বিচিত্র ভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণ চল্‌ছেন। পথে পথে মহা-

প্রেমবতী আভার সুন্দরীরা রয়েছেন ;—শ্রীকৃষ্ণের এই গমন-দৃশ্য তাঁ'রা প্রাণ ভরে' দেখ্‌ছেন। কেমন করে দেখ্‌ছেন, শুনুন,—

"মুখপদ্ম-মধু পিয়ে নয়ন-ভ্রমরে।
দিবস-বিরহ-তাপ ছাড়িলা অন্তরে ॥
ব্রজবধূগণ-প্রেম-আনন্দ-বিলাস।
সলজ্জ কটাক্ষপাত, মন্দ-মধু-হাস ॥
বুঝিয়া রমণীগণ-মন বনমালী।
ব্রজপুরে পরবেশ করিলা শ্রীহরি ॥"

—(শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী)

অতি প্রখর নিদাঘ-কালে (প্রায়ই বৈকালের দিকে) মধুর-সঙ্গে জল মিশিয়ে সরবতের মত পান করার প্রথা ব্রজে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মধুর-মধ্যে আবার কমল-মধুই সর্বোৎকৃষ্ট।

মধুর-রসাশ্রিতা কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজ-গোপিকাদের বিরহ-তাপের অন্ত নাই। শ্রীকৃষ্ণ সেই বেলা ৯।১০ ঘটিকায় বনে যান, তার পর দিবস আর কাটে না। তাই গোপীরা বড়ই তপ্ত। শ্রীকৃষ্ণের নন্দালয়ে ফিরে আসার সময় হ'য়ে আস্‌ছে,—তা'রা কি আর ঘরে থাক্‌তে পারেন ? আকুল প্রাণে, পাগলিনীর মত তাঁ'রা তখন পথে পথে—শ্রীকৃষ্ণের আগমন-পথের দুই পাশে সলজ্জভাবে দণ্ডায়মানা। শ্রীকৃষ্ণের বড় সুন্দর বড়ই কোমল মুখ-কমলের মধু তা'রা তৃষিত লোচনরূপ ভ্রমরের দ্বারা পান কর্‌তে লাগ্‌লেন। সমস্ত দিবসের বিরহতাপ দূর হ'য়ে গেল। কি আশ্চর্য ! প্রাণ-কান্ত শ্যামরায়ের মুখপদ্ম-দর্শনেই সব বিরহজ্বালা জুড়িয়ে গেল।

ব্রজবধূগণ কি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনা কর্‌লেন ? সলজ্জ

কটাক্ষ, মন্দ মধুর হাস্য, বিনয়াবনত বদন-ভঙ্গী,—এগুলি জানিয়ে দিল—তাঁ'দের অন্তরের অনুরাগ।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম শ্রীনন্দের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

"তয়োর্যশোদা-রোহিণ্যৌ পুত্রয়োঃ পুত্রবৎসলে।
যথাকামং যথাকালং ব্যধত্তাং পরমাশিষঃ॥
গতাধ্বানশ্রমৌ তত্র মজ্জনোন্মর্দনাদিভিঃ।
নীবীং বসিত্বা রুচিরাং দিব্যস্রগ্ গন্ধমণ্ডিতৌ॥
জনন্যুপহৃতং প্রাশ্য স্বাদ্বন্নমুপলালিতৌ।
সংবিশ্য বরশয্যায়াং সুখং সুষুপতুর্ব্রজে॥" (ভা ১০।১৫।৪৪-৪৬)

মা যশোদা ও মা রোহিণী অতি স্নেহের ধন রাম-কানুকে দেখে কতই আশীর্বাদ কর্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁ'রা মাঙ্গলিক দ্রব্য-দ্বারা বরণ ক'রে তাঁদের দু'ভাইকে ঘরে তুল্‌লেন।

অতি সুগন্ধি শীতল পুণ্য জলে তাঁ'দের দু'ভাইকে ভাল ক'রে (মর্দন ক'রে) স্নান করালেন। তাঁ'দের শ্রীঅঙ্গে কুঙ্কুম-চন্দন-কস্তুরী প্রভৃতি দিব্য গন্ধ-দ্রব্যের বিলেপন দিলেন। দিব্য বসন-ভূষণে ভূষিত ক'রে প্রাণের কানাই-বলাইকে দিব্য সুস্বাদু অন্নপানীয়াদি ভোজন ক'রায়ে, নানাভাবে যত্ন কর্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর তাঁ'দের দুজনকে উত্তম শয্যায় শয়ন করালেন। সমস্ত দিন বনে বনে বাছারা কত পরিশ্রম করেছে! আহা! একটু বিশ্রাম করুক্!

এই চিত্রটি হৃদয়ে রাখতে পার্‌লে,—একটু আদর ক'রে অন্তরে ধারণ কর্‌তে পারলেই হ'ল। প্রীতি কি? আদর, স্নেহ, অভি-নিবেশ—চাই।

ব্রজাঙ্গনাগণ বড়ই প্রীতিভরে কীর্তন ক'রেছি'লেন,—

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং,
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীত-কীর্তিঃ॥ (ভা ১০।২১।৫)

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শ্রীমদ্ভাগবতের বাংলা পদ্যানুবাদ। শ্রীগৌরপার্ষদবর শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য প্রভু এই শ্লোকটির যে অনুবাদ করেছেন,—তাহা অতি সুন্দর। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-একাদশস্কন্ধের প্রায় প্রতিটি শ্লোকের অনুবাদই অতি চমৎকার,—খাঁটি মূল শ্লোকের সহিত কোন তফাৎ নাই। গোপীরা প্রেমভরে গাইছেন,—

"চঞ্চল বরিহাপীড়, বান্ধল কুসুমে চূড়,
নটবর শেখর গোপাল।
দৃঢ়বন্ধ পীত-ধটী, উজ্জ্বল কিঙ্কিণী-কটি,
শ্রুতিযুগে শোভে কর্ণিকার॥
বৈজয়ন্তী-মালা দোলে, মণি-আভরণ ধরে,'
অধর-সুধায় বেণু পূরে'।
নব নব গোপসুত, চৌদিগে আনন্দ-যুত
গায় গুণ, মাঝে যদুবরে॥
যব-ধ্বজ-পদ্মাঙ্কিত, সুললিত পদযুগ,
ভূষণ-ভূষিত বৃন্দাবনে।
অমিত-গোধন-সঙ্গে, বিবিধ কৌতুক-রঙ্গে,
পরবেশ কৈলা নারায়ণে॥"

বিচিত্র ললিত ভঙ্গীতে শ্যামসুন্দর হেলে দুলে চল্‌ছেন, সঙ্গে তাঁ'র গোপশিশু সখাগণ। মোহন-বেণু বাজাতে বাজাতে চল্‌ছেন, অধরামৃতে বেণুর ছিদ্রগুলি ভ'রে যাচ্ছে,—কি অপূর্ব বেণুর কলধ্বনি ! বৈজয়ন্তী-মালা কাকে বলে ?—পাঁচ রং এর ফুল দিয়ে গাঁথা,—বেশ মোটা ও বড় মালা। অতি সুন্দর দেখায় বৈজয়ন্তী-মালা; একে তো শ্রীকৃষ্ণের বিশাল বক্ষ—নিজেই কত সুন্দর, তা'তে আবার বনমালা ও বৈজয়ন্তী-মালা।

ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ-কমলাদি চিহ্নাঙ্কিত সুকোমল চরণ-কমল নিয়ে ধরণীদেবীর মনোবাঞ্ছা পূরণ কর্‌তে কর্‌তে—বসুন্ধরাকে প্রচুর আনন্দ দান কর্‌তে কর্‌তে শ্যামরায় ব্রজপথ আলো ক'রে চল্‌ছেন। সঙ্গে তাঁ'রই মত বয়স, তাঁ'রই মত বেশধারী, সুন্দর সুন্দর গোপ-বালক। তাঁ'রাও গান গাইছেন। কি গান গাইছেন ? তাঁ'দের প্রাণাপেক্ষা কোটি কোটিগুণ প্রিয়তম—প্রাণবন্ধু শ্রীনন্দদুলালের পবিত্র-গুণ-গাথা গাইছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বনে গিয়ে কোন দিন বকাসুর বধ করেছেন, কোন দিন দারুণ অঘাসুরকে বধ করেছেন, কোনদিন বা অতি খল স্বভাব কালিয়-নাগকে দমন করেছেন,—এই গুণাবলি তাঁ'রা পরম প্রীতির সঙ্গে গান কর্‌তে কর্‌তে শ্রীকৃষ্ণের সাথে সাথে চল্‌ছেন। তাঁ'দের মাঝখানে চপল কানু বাঁশী বাজাচ্ছেন।

এ'সকল চিত্র মনে থাক্‌বে কি ? মনে থাকলেই মঙ্গল হবে। 'পরম মঙ্গল' মানে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি। আবার শুনুন, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের কি প্রকার অপূর্ব রূপটি দেখিয়াছিলেন !

যমুনার তীরে অশোকের বন, একটি নবপল্লব-শোভিত

অশোকতরুর নীচে শ্রীশ্যামসুন্দর ডান হাতে একটি নীল কমল নিয়ে সুন্দর ভঙ্গিতে ঘুরাচ্ছেন ; বাম হাতটি রেখেছেন একটি সখার কাঁধে।

পরিধানে তাঁ'র পীত বর্ণের সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র, গলায় পত্র-পুষ্পে রচিত শ্রীচরণ-পর্যন্ত লম্বিত 'বনমালা', কাণে দুল্‌ছে উৎপল অর্থাৎ কমলজাতীয় একপ্রকার ফুল, অথবা এক প্রকার কুমুদ ; 'কোঁকড়া কোঁকড়া' বাঁকানো চুলগুলি অর্থাৎ অলকসকল গণ্ডের উপর এসে পড়ছে,—মনে হচ্ছে যেন ভ্রমরগুলি পদ্মের উপর বস্‌তে চাচ্ছে, শ্যামসুন্দরের মুখাম্বুজে অতি সুধাময় হাস্য-জোৎস্না। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতুনির্মিত বিচিত্র অলঙ্কার, গলায় প্রবাল ও গুঞ্জামালা। তিনি নটবর-বেশে আজ সেজেছেন। আপনার এই রূপটী মানস-নয়নে দেখ্‌লেই ধন্য হ'তে পার্‌বেন।

শ্রীশুকদেব শ্রীমৎ পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছেন,—

"যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ,-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো,
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥"

—(ভা ৯।২৪।৬৫)

শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাস্য, কৃপাবিলাস-পূর্ণ কটাক্ষ, স্নেহবাক্য এবং ভুবনমোহন শ্রীমূর্তির দ্বারা সকলকেই আনন্দিত ক'রেছিলেন। ব্রজরমণীগণ (শুধু ব্রজনারী কেন, সকল রমণীই) সেই বংশীধারী ব্রজসুন্দরের মণিমণ্ডিত মকর-কুণ্ডলের আভায় সুশোভিত গণ্ডদ্বটি

ও নিরুপম আনন্দময় হাসিমাখা মুখখানি অবলোকন ক'রে হৃদয়-মাঝে আনন্দ রাখার স্থান পেতেন না। চোখের পলক (নিমেষ) রয়েছে, তা'তে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের কিছু বাধা হয় ব'লে রমণীগণ চক্ষুর নিমেষরূপে জীবন-প্রাপ্ত নিমিরাজকে নিরন্তর নিন্দা কর্‌তেন।

শ্রীকৃষ্ণের রূপোৎসবে নারীগণ এমনই প্রমত্ত হ'য়েছিলেন। কা'কে ভালবাস্‌তে হবে? ভালবাসার একমাত্র পাত্র—নবকিশোর, নবঘনশ্যাম—ত্রিভঙ্গভঙ্গিমঠাম—রসরাজ শ্যামসুন্দর। নিরুপমা শ্যামা-সুন্দরী,—শ্রীবার্ষভানবীর প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আমাদের লাভ কর্‌তেই হ'বে। শ্রীগৌড়ীয় গুরুবর্গের কৃপা-কটাক্ষ ব্যতীত এই পরম ধন কিছুতেই পাওয়া যাবে না। একান্ত আবেশের সঙ্গে নিরন্তর কৃষ্ণানুসন্ধান আবশ্যক।

'হাহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন !
কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ পাঙ মুরলীবদন !!"

(শ্রীচৈ চ অ ১২।৫)

আর ঘুমিয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। তীব্র আকাঙ্ক্ষা—হৃদয়ের সহিত কৃষ্ণকে চাওয়া আবশ্যক। হচ্ছে না কেন? নিশ্চয়ই বাধা আছে।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীশ্রীহরিকথার মর্ম

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটকপর্বত,
শ্রীপুরীধাম
ইং ১।১১।৪৫

"জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন।"

—(শ্রীচৈ চ অ ২।১০৫)

পরম প্রেমময় অবতারী শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ, মরমী ভক্তদের বিষয় বলিতে যাইয়া—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু—শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী, শ্রীল রামানন্দ রায়, শ্রীশিখি মাহিতি ও তদীয় ভগিনী শ্রীমাধবী দেবীর কথাই এই পয়ারে উল্লেখ করিয়াছেন।

একটি প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদিত হয়,—শ্রীমাধবী-দেবীকে অর্ধজন বলিয়াছেন কেন?

"প্রভু লেখা করে যা'রে রাধিকার গণ॥"

—(শ্রীচৈ চ অ ২।১০৫)

শ্রীমাধবী-মাতাকে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমতী বৃষভানুরাজ-নন্দিনীর অসঙ্কোচ-সেবা-পরায়ণা দাসীদের 'গণে' গণিত করিয়াছেন। 'গণে' অর্থাৎ 'দাসীগণের সমাজে'—এইরূপ বুঝিতে হইবে।

শ্রীমতী রাধারাণীর প্রিয় দাসীদের সমাজে নিত্য অবস্থিতি-কারিণী যিনি, তিনি কি কখনও 'অর্ধজন' হইতে পারেন? কারণ পরিপূর্ণতম বস্তুর প্রীতি-সম্পাদন—কখনও অর্ধ অর্থাৎ অপূর্ণের দ্বারা হইতে পারে না। পূর্ণই পূর্ণের সেবা করিতে পারেন।

উপরি-উক্ত পয়ারের অর্ধ—অর্থ, আংশিকরূপে বা দুই অংশে।

শ্রীমাধবীমাতা এই বিশ্বের ভোগপর দৃষ্টিযুক্ত মানবগণের বিচারে নারী-দেহধারিণী বলিয়া 'অর্ধ' হইতে পারেন; কিন্তু গৌড়ীয়গণের গূঢ়বিচারে তিনি 'অর্ধ' নহেন; শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ এখানে 'অর্ধ'-শব্দ ব্যবহার করিয়া বিশেষ গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমাধবী-মাতা সম্পূর্ণরূপেই নবনবায়মান বিচিত্রভাবে শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা করিয়া থাকেন। জগৎ তাঁহাকে অর্ধ বা আংশিকরূপে দেখে, তাঁহার সেবা-শোভাশালিনী পূর্ণ রূপটি দেখিতে পায় না। একরূপে তিনি সংসার-বিরাগিণী, তীব্রতম-বিরক্তির মূর্তরূপিণী বৈরাগ্যব্রত-ধারিণী। অতি কঠোর কঠিন হইতে সুকঠিন তাঁ'র হৃদয়। কৃষ্ণেতর বিষয়ে তাঁহার সুতীব্র বিরক্তি বা বিরতি দেখা যায়। অপর দিকে অন্তরে তিনি শ্রীশ্রীরাধিকা-মাধব-সেবনে বিশেষরূপে অনুরাগিণী বা বিরাগিণী। এই তাঁহার দুই প্রকার মূর্তি! শ্রীমাধবীমাতা মানসে অষ্টকাল অতিশয় আবেশসহকারে শ্রীশ্রীব্রজনব-যুবদ্বন্দ্বের প্রীতিময়ী সেবা করিতেন।

জাগতিক দৃষ্টি'তে যে, তাঁহাকে বিষয়-বিরাগিণী মূর্তিতে দেখি,—এটি আংশিক দর্শন। এইজন্য 'অর্ধজন' বলা হইয়াছে; অর্থাৎ

এক অংশে তিনি কৃষ্ণ ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ-বিহীনা সংসার-বিরাগিণী ; আর অপর অংশে মানসে অষ্ট প্রহর নিত্য নব-নবায়মানরূপে তাঁহার অভীষ্ট দেবতা ব্রজ-কিশোর-কিশোরীর পরম অনুরাগিণী বা বিশেষরূপে অনুরাগিণী। বিশেষ রাগকেই **'বিরাগ'** বলা যায়।

শ্রীমাধবী মাতার বিরাগিণী মূর্তির দুইটি দিক্ আছে। এক-দিক্‌টি মাত্র বহির্মুখ বিশ্বের দৃষ্টিভোগ্য।

অপর দিক্‌টি অর্থাৎ রসময়ী প্রীতির পরাকাষ্ঠাবেশে যে তিনি পরম অনুরাগিণী, সেই মূর্তিটি শুধু গৌড়ীয়গণের উপলব্ধি-তৎপর নয়ন-মনের সেব্যবস্তু।

অনেকে মনে করেন,—শ্রীমাধবী মাতা নারী-দেহধারিণী বলিয়াই তাঁহাকে 'অর্ধপাত্র' মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে।

প্রকৃত কথা তাহা নয়, অপ্রাকৃত তত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আবির্ভাব—পরতত্ত্ব-চূড়ামণি শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবিকা, যিনি তাঁহার সম্বন্ধে জাগতিক বিচার অর্থাৎ পুরুষের অর্ধাঙ্গিণী নারীর বিচারটা আনা সিদ্ধান্ত-সম্মত হইতে পারে না।

তাঁহার বিরাগময়ী বা বিশেষ রাগময়ী ও সংসার-বিরতিময়ী স্বরূপের দুইটি দিক পর জগতে ও এই জগতে সম্প্রকাশিত বলিয়াই তিনি 'অর্ধজন' বলিয়া কথিত হন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামীকে কতিপয় ব্যক্তি পরিপ্রশ্ন করেন।

পরিপ্রশ্ন—বিষ্ণু, নরায়ণকে উপাস্য দেবতা কেন করিব? শিব, ব্রহ্মা বা অন্যান্য দেবতার উপাসনা কেন করিব না?

উত্তর—কারণ ব্রহ্মা জীবের সৃষ্টি করেন, আর রুদ্র ধ্বংস করেন; কিন্তু বিষ্ণু পালন করেন। কাজেই যিনি সৃষ্টি করেন বা ধ্বংস করেন, তাঁহাকে কেন উপাস্য দেবতা করিব? আমরা উপাস্য দেবতা তাঁহাকেই করিব, যিনি আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন, যিনি না হ'লে প্রাণ বাঁচে না।

শ্রীবিষ্ণুকে পেতে হ'লে সাধু-সঙ্গের প্রয়োজন। সাধু আমাদের চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূর করিয়া চিত্ত স্থির করেন। ভগবান্ই কৃপা ক'রে সাধুরূপে অবতীর্ণ হ'ন। আমাদের চিত্ত সর্বদাই মলিন থাকে, কিন্তু সাধুসঙ্গ-দ্বারা ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হয়। যেমন কয়লা প্রথমে খুব মলিন থাকে এবং তাহার মধ্যে জলীয় ভাব থাকে,কিন্তু তাহা প্রথমে আগুনে দিলে ধুঁয়া উঠিতে থাকে; ধীরে ধীরে পরিষ্কার হ'য়ে আগুনে পরিণত হয়। মানুষও সাধুর সঙ্গে থাকিতে থাকিতে প্রথমেই সাধু হয় না। হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে সাধুর প্রভাবে যখন চিত্ত শুদ্ধ হয়, তখন সে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

অপরাধ ও পাপ দুই রকম জিনিষ। মানুষের দ্বারা কৃত অন্যায় কর্মকে পাপ বলে। অপরাধ আত্মার হয়। কোন সাধুর প্রতি

অবহেলা, অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস এইগুলিকে অপরাধ বলে। অপরাধ থাকিলে তাহা দূর না হওয়া পর্যন্ত সাধুসঙ্গ হয় না। আগুনের আনুষঙ্গিক ফল (অর্থাৎ আপনা হইতে যাহা হয়) হইতেছে শীত-নিবারণ, আন্দোলন, পোকা-মাকড় দূর করা ; কিন্তু তার মুখ্য ফল হইতেছে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা, সমস্ত খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। সেই প্রকার সাধু-সঙ্গের দ্বারা আমাদের চিত্তের মলিনতা দূর হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হয় ; কিন্তু তাহার মুখ্য ফল হইতেছে সাধু-সঙ্গ-দ্বারা বেঁচে থাকি। আমাদের যাঁহা প্রাণ, তাঁহা একমাত্র সাধু সঙ্গ-দ্বারাই পাই।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বান্বিত-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথা

শ্রীধাম-মথুরা

ইংসন ৩।৩।৪৬

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।"

বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের নাম—'রাগ'। যেমন — আলোক ও পতঙ্গ, বংশীধ্বনি ও সর্প, মৎস্য ও চার—অম্ল পদার্থ দেখিয়া জল আসে, এগুলি উদাহরণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

চক্ষু স্বাভাবিক-ভাবেই সুন্দর বস্তুর দিকে ধাবিত হয়, মধুকর স্বাভাবিক-ভাবেই ফুলের মধুপান করিতে ভালবাসে। মাছ স্বাভাবিক-ভাবেই বড়শীবিদ্ধ 'চারের' আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসে; শত চেষ্টা করিয়াও পতঙ্গকুলকে আলোক বা অগ্নিতে ঝাঁপ্ দিবার ঝোঁক্ হইতে নিবৃত্ত করা যায় না। এগুলি স্বাভাবিক টান্ বা গতির দৃষ্টান্ত। তেঁতুল দেখিলে অনেকের জিহ্বায় জল আসে,—চেষ্টা বা যত্ন করিয়া কিছুই করিতে হয় না।

'রাগানুগা ভক্তিতে' অভিমানটি থাকিবেই, অভিমান না থাকিলে উহা 'রাগানুগা' নামে কথিত হইবে না।

ভয়, বিদ্বেষ, কাম, স্নেহ ও সম্বন্ধের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম পাওয়া যায়। ভয় ও বিদ্বেষ প্রতিকূল অনুশীলন।

কংস, জরাসন্ধ ও পূতনাদির ভয়-বিদ্বেষাদির মধ্যে সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আবেশযুক্ত প্রতিকূল ভাব বিদ্যমান ছিল বলিয়া তাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

আবেশই রাগানুগা ভক্তির প্রাণ। পূতনা রাক্ষসী নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রতিকূল আবেশযুক্তা ছিল। বিষ-মাখানো স্তন্যপান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবে, এই হৃদ্‌গত উদ্দেশ্য লইয়াই সে বাহিরেও যে শ্রীকৃষ্ণকে আদরের একটা আকার দেখাইয়াছিল, সেই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ধাত্রী-জনোচিত-গতি প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের করুণার কথা বর্ণনা করিবার মত ভাষা নাই। বালঘাতিনী, রুধির লোলুপা, জিঘাংসাপরায়ণা পূতনাকে পর্যন্ত উত্তমা গতি প্রদান করিলেন। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেই এই কারুণ্য সম্ভবপর। অন্য কোন অংশাবতার, এমন কি নারায়ণের পর্যন্ত এইরূপ করুণা-প্রকাশ-লীলা নাই।

পূতনার যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রতিকূল ভাব ও আবেশটি ছিল,—এই জন্যই তাহার মুক্তি হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বেণের আবেশ ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের নিন্দাকারী হইলেও আবেশহীনতা-হেতুই তাহার মুক্তিলাভ হয় নাই।

সাযুজ্য-মুক্তির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সাযুজ্য-মুক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। কংস, জরাসন্ধ, শিশুপালাদি তাহা পাইয়াছিল।

রাগানুগা ভক্তিতে লাভ-লোকসানের খতিয়ান নাই। ভাল

না বাসিয়া পারেন না,—সেজন্যই ভালবাসে। ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে কেন ভালবাসেন, সব জায়গায় এর উত্তর দেওয়া যায় না। পতঙ্গ আলোক ভালবাসে কেন ? স্বাভাবিকভাবে আলোর প্রতি তাহার টান আছে। শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য জানিয়াই হউক বা না জানিয়াই হউক, কোন প্রকারে একবার টান বা স্বাভাবিক আকর্ষণ হইলেই হইল।

আবেশযুক্ত প্রতিকূল অনুশীলনকারীদিগকে পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ মুক্তি দান করিয়াছিলেন। আবেশযুক্ত অনুকূল অনুশীলনকারী-দিগের প্রতি যে তিনি কতদূর সুপ্রসন্ন হন, কি দান করেন, তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে। সেই দান অতি বিচিত্র, ভাষার দ্বারা অবর্ণনীয় সেই সম্পত্তি।

নিরন্তর আবেশের সহিত, তাঁহার আনুকূল্যময়ী চিন্তার সহিত তাঁহার আরাধনা করিলে তিনি স্বীয় শ্রীচরণকমল নিত্যকালের জন্য দান করিয়া থাকেন।

ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে কাম-বিধান-হেতু তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন। ব্রজাঙ্গনাদের কাম প্রাকৃত কাম নহে। অপ্রাকৃত চিন্ময় প্রেমকেই এখানে 'কাম'-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বাহ্যতঃ কাম-সাম্যে তাহাকে কাম বলে বটে, কিন্তু উহাই যথার্থ শুদ্ধ, অনবদ্য 'প্রেম'-নাম বাচ্য।

শ্রীশ্রীনন্দ-যশোমতী বাৎসল্যপূর্ণ স্নেহের দ্বারা এবং পাণ্ডবগণ ও যাদবগণ সম্বন্ধানুগা ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিয়া-ছিলেন।

রাগানুগ-মার্গে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কোন একটি সম্বন্ধ

থাকিবেই থাকিবে। সম্বন্ধ না হইলে অভিমানও উদিত হয় না।

দাসগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ প্রভুরূপে,—সখাদের নিকট প্রিয়তম বন্ধুরূপে,—মাতাপিতার নিকট স্নেহের দুলালরূপে, প্রেয়সীবৃন্দের নিকট প্রাণকোটি অভীষ্ট প্রিয়তম প্রাণকান্তরূপে প্রকাশিত হ'ন।

এই ঠাকুরটি—"যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তা'রে ভজে তৈছে।"
—(শ্রীচৈ চ আ ৪।১৭৭)

যে ভক্ত তাহাকে যে রসে ভজনা করেন, তাঁহার কাছে তিনি সেইরূপেই—অর্থাৎ সেই প্রকার সেব্য-বিগ্রহরূপেই 'ধরা' দেন। দাস্যরস-রসিকগণের কাছে দাস্যরসের বিষয়-বিগ্রহরূপে, সখ্য-রসের রসিকগণের কাছে সখ্যরসের বিষয়-বিগ্রহরূপে,—এইভাবেই বাৎসল্য ও মধুর-রতির আশ্রয়-বিগ্রহগণের নিকটও শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অত্যাশ্চর্য মাধুর্যরাশি প্রকাশ করেন।

'রাগানুগা'—এই শব্দটিতেই আনুগত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ব্রজবাসীরা যে-যে রসে রসিত বা ভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন, সেই সেই রসের আশ্রয়-বিগ্রহগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিতে হইবে।

কেহ যদি মনে করে,—আমি সুবল বা মধুমঙ্গল কিংবা আমি মা যশোদা বা শ্রীরাধা,—তবে ভয়ানক অপরাধ হইবে।

ব্রজধামের অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণদাসগণের ভাবানুগত্যে দাসভাবে, অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-সখাগণের ভাবানুগত্যে সখ্যরসে, বাৎসল্য-রসের আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীনন্দ-যশোদাদির আনুগত্যে বাৎসল্য-রসে এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া কান্তাগণের, আবার তন্মধ্যে কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি

শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর শ্রীচরণানুগত্যেই মধুর-রতিতে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা হইয়া থাকে। মধুর-রতিতে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের উপাসনা একমাত্র শ্রীললিতাদি সখীবৃন্দের এবং শ্রীরূপ-মঞ্জরী, শ্রীরতিমঞ্জরী, শ্রীলবঙ্গ-মঞ্জরী প্রভৃতি মঞ্জরীবৃন্দের কৃপাবলোকনেই লাভ হইতে পারে ; অন্য কোন উপায়ে নহে। শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর অভিন্ন-বিগ্রহস্বরূপা সখী-মঞ্জরীগণের প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম এই নিগূঢ় সম্পত্তি-প্রদানে সমর্থ।

কুব্জার ন্যায় সাধারণী রতির সহিত যদি শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত হওয়া যায়, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করেন। এমন কি শুকদেব পর্যন্ত কুব্জার ভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছেন। কুব্জা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কামযুক্তা হইয়াছিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ এমনই করুণাময়—তাঁহার সেই বাঞ্ছাও পূর্ণ করিয়াছিলেন। স্বীয় কাম-পরিপূরণের জন্যই কুব্জার বাসনা জাগিয়াছিল,—শ্রীকৃষ্ণের কোন সেবার জন্য নহে। কামুকা বেশ্যার ন্যায় এই কামনা। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই বাসনার উদয় হওয়াতে তাঁহার এমন সৌভাগ্য হইল যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিলেন।

সাধারণ নারীও যদি শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের অসমোর্ধ্ব রূপ দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হয়, নিরন্তর প্রীতির সহিত পতিভাবে সেই রূপটি চিন্তা করে, তাহা হইলে দেহান্তে সে পরমগতি—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিবে।

স্বরূপাকৃষ্ট হওয়াতো বহুদূরের কথা,—শুধু এই প্রপঞ্চে প্রকাশিত শ্রীমূর্তির রূপে আকৃষ্ট হইলেই এই উত্তমা গতি প্রাপ্ত হইবে।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় (ভৌম বৃন্দাবন-লীলায়) নারীরা স্বাভাবিক-ভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়াছিলেন। সেই সময়ে ব্রজের লতাগুলি পর্যন্ত কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিল। বনের হরিণীগণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগিণী হইয়াছিল। হংসী, সারসী, ময়ূরী, কোকিলা, শারী প্রভৃতি স্ত্রীজাতীয়াগণের প্রেমোদয় হইয়াছিল। বনবাসিনী পুলিন্দীগণের হৃদয়ে পর্যন্ত অপূর্ব কৃষ্ণপ্রীতির উন্মেষ হইয়াছিল ; ইহারা সকলেই কান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণে প্রেমবতী হয় ; মানবীগণের আর কথা কি ?

আধুনিক কালেও যদি কোন সৌভাগ্যবতী রমণী শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদি-শ্রবণে স্বাভাবিকভাবে শ্রীকৃষ্ণে **প্রেমবতী** হইয়া পতিভাবে নিরন্তর তাঁহার অনুকূল অনুশীলন করে, অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন ও আত্মনিবেদন-ক্রমে তাঁহার উপাসনা করে, তবে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিবে। এইরূপ **প্রেমলাভ শ্রীকৃষ্ণ** অথবা **শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম, প্রেমিক মহতের বিশেষ কৃপা-সাপেক্ষ**। যদি কোন ব্রজবাসী বা ব্রজবাসিনী শ্রীগুরুপাদপদ্ম অহেতুক-করুণা-পরবশ হইয়া এই প্রেমাগ্নির সংস্পর্শ করাইয়া দেন, তবেই ইহা লব্ধ হয়।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য শিথিল, সেখানে মাধুর্যই পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত। ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বা মাহাত্ম্য দেখিয়া যে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন, তাহা নয়। তাঁ'দের প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণের কোন ঈশ্বরত্ব দেখিয়া প্রেম বাড়ে কিংবা কমে, এমন নয়। কানু তাঁ'দের ঘরের ছেলে, ঘরের বন্ধু, ঘরের প্রিয়তম। দ্বারকায় ঐশ্বর্যভাব বেশী, মাধুর্য কম। মথুরায় ঐশ্বর্য ও মাধুর্য দুই-ই আছে, তবে

দ্বারকার চেয়ে মাধুর্যভাব তথায় একটু বেশী। বৃন্দাবনে কেবলই মাধুর্য, ঐশ্বর্য একেবারে লুক্কায়িত ;—মাধুর্যের আচ্ছাদনে আবৃত।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই **'রাগ'** বা **'অনুরাগ'** হয়; শ্রীরাম, শ্রীনৃসিংহাদির প্রতি **'রাগ'** হয় না। রাগের ভূমি তিনটি—দ্বারকা, মথুরা ও শ্রীবৃন্দাবন। বৃন্দাবনেই অনুরাগের সর্বোত্তম পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয় ; ব্রজগোপিকারা আবার সর্বোত্তমা প্রেমবতী। প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় তাঁহারাই। তাঁহাদের প্রেমের বিষয়— বৃন্দাবন-নাথ কিশোর কৃষ্ণ।

রাগানুগা ভক্তির বৈশিষ্ট্য কি ?—তৃণাদপি সুনীচতা, তরোরপি সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্বই ইহার বৈশিষ্ট্য। সর্বোত্তম দর্শন কি ? সর্ববস্তু, সর্বস্থান, সর্বপ্রাণী—যাহা কিছু—সব কিছুতেই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-দর্শন,—ইহাই দর্শনের পরাকাষ্ঠা। বহিঃপ্রকৃতি-দর্শন, বহির্মুখ-দর্শন তখন আর থাকে না।

"সর্বত্র কৃষ্ণের মূর্তি করে ঝলমল।
সে দেখিতে পায়, যাঁ'র আঁখি নিরমল॥"

রাগানুগ-ভক্তিযাজীদের অন্তরে যথার্থ দৈন্য আছে,—আর মুখে আছে নিরন্তর কৃষ্ণ-নাম। তখন তাঁ'দের কাছে সকলেই প্রণম্য। কুকুরকে পর্যন্ত আর কুকুররূপে দর্শন হয় না। "সর্বত্র স্ফুরয়ে তাঁ'র ইষ্টদেব-স্ফূর্তি॥"—(শ্রীচৈ চ ম ৮।২৭৪) তখন আকাশ-বাতাস-জল-স্থল, পর্বত, তরুলতা,—সকলকেই দণ্ডবৎ। লোকে এরকম অদ্ভুত চেষ্টা দেখিয়া হাসে, কিন্তু কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের যুগল-বিলাস-দর্শন আর দণ্ডবৎ। মুখে অনবরত কৃষ্ণনাম, অন্তরে কৃষ্ণের লীলাস্মৃতি। "তৃণের তো;

মাথা উঁচুদিকে থাকে, তাহাও থাকিবে না। আমার পৃথক্ কোন অহঙ্কারই নাই।" তৃণের চেয়েও সুনীচ কিনা! এইরূপ বিচার মনে আসিবে। তরুর চেয়েও সহিষ্ণুতা-গুণ-সম্পন্ন হইতে হইবে। নিজের বলিতে কিছুই নাই, কাজেই রাগানুগভক্তিযাজী 'অমানী।'

মানদ—ইষ্টদেবের সম্পর্কে যাবতীয় সম্বন্ধ, যাবতীয় দর্শন। কাজে-কাজেই তিনি মানদাতা। চেতনের তারতম্য-অনুসারে এই মানদানের তারতম্য হয়। বৈষ্ণব যে বিষ্ণুর জন, তাই বৈষ্ণবকে সর্বাপেক্ষা মানদান করিতে হইবে।

তারপর ব্রাহ্মণ, এইরূপে ক্রমানুসারে মানদানের বিধি।

তৃণাদপি সুনীচতা-সহকারে, কায়মনোবাক্যে নিরন্তর ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান করার নাম—**'রাগানুগা ভক্তি'**।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা, চিত্তবৃত্তির দ্বারা এবং নিরন্তর রুচির সহিত কৃষ্ণানুশীলন করা দরকার। অন্ততঃ মনে মনে সকলেই দণ্ডবৎ করিতে হইবে। 'আমার ইষ্টদেবেরই প্রকাশ'—এই বুদ্ধিতে নরনারী-মাত্রকেই আদর করিতে হইবে। নর-নারীর বহিরাকৃতি না দেখিয়া অভীষ্টদেব—ব্রজনব-যুগলের দর্শন।

কুটিলতা থাকিলে হরিভজন হইবে না। কুটিলতা শুধু শ্রীকৃষ্ণের 'একচেটিয়া'। শ্রীমতীর কৌটিল্যে শ্রীকৃষ্ণের সুখ, আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-কৌটিল্যে শ্রীমতীর সুখ। প্রেমের স্বভাবেই কুটিলতা আছে, কিন্তু ভক্তকে অকুটিল হইতে হইবে। কুটিলতা থাকিলে অপরাধ আছে, জানিতে হইবে।

—০—

জয় শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

(ইসবী সন ২২।৭।৪৮ সে ২৭।৭।৪৮ তক)

শ্রীমদ্ভাগবত ক্যা বস্তু হ্যায় ? শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্র কা ভাষ্য হ্যায়। ব্রহ্মসূত্র উপনিষদ কা ভাষ্য হ্যায়, ঔর উপনিষদ বেদোঁ কা ভাষ্য হ্যায়। ইয়হ কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনে শ্রীব্রহ্মা সে কহী ঔর ব্রহ্মানে শ্রীনারদজী সে ঔর উন্‌হোনে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন সে কহী হ্যায়।

পরতত্ত্ব কী তীন রূপ হ্যায়। ব্রহ্ম, পরমাত্মা অওর্ ভগবান্। ব্রহ্ম তো অকেলা হ্যায়। ন উন্‌কা কোঈ গুরু হ্যায়, ন উন্‌কা কোঈ চেলা হ্যায়। উসমে কিসী শক্তি কা প্রকাশ নহী হ্যায়, ঔর রস নহী হ্যায়। স্বরূপ-আনন্দ সে স্বরূপ-শক্তি—আনন্দ মেঁ অধিক আনন্দ ব বিচিত্রতা হ্যায়, কিন্তু ব্রহ্ম মেঁ কেবল স্বরূপানন্দ কা প্রকাশ হ্যায়। স্বরূপশক্তি-আনন্দ নহী হ্যায়। পরমাত্মা-বিষ্ণু য়হ অন্তর্যামিরূপ সে হর জীব মেঁ বিরাজমান হ্যায় ঔর গর্ভোদকশায়ী কা অংশ হ্যায়। জো ব্যষ্টিরূপ সে হর ব্রহ্মাণ্ড কে অন্তর্যামী হ্যায়। ইন্‌হী গর্ভোদকশায়ী অপনে পসীনে সে সমুদ্র বনায়া হ্যায়, ঔর ইন্‌হী কে নাভী-কমল সে শ্রীব্রহ্মা জী কা জনম হুয়া হ্যায়। য়হ কারণার্ণবশায়ী কে অংশ হ্যায়, জো অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে সমষ্টিরূপ সে অন্তর্যামী হ্যায়, ঔর জিনকে এক শ্বাস বাহর আনে সে শ্রীব্রহ্মাজী কী ১০০ বর্ষ কী আয়ু ব্যতীত হো জাতী হ্যায়। কুছ কহতে হ্যায় কি শ্রীব্রহ্মাজী কী আয়ু ১০০ বর্ষ কী হ্যায়, ঔর কুছ কহতে হ্যায় কি নহী উনকী আয়ু ১০৮

বর্ষ কী হোতী হ্যায়। ইস কারণ-সমুদ্র কে উপর পরব্যোম হ্যায়, জহাঁ মহানারায়ণ অপনে চতুর্ব্যূহ অওর্ বাসুদেব,সংকর্ষণ,প্রদ্যুম্ন ব অনিরুদ্ধ কে সাথ বিরাজমান হ্যায়। য়হ সংকর্ষণ মহা সংকর্ষণ কহলাতে হ্যায়, ঔর মূল সংকর্ষণ স্বয়ং বলরাম জী হ্যায়,জো শ্রীকৃষ্ণ জী কে বড়ে ভাই হ্যায়। ইস পরব্যোম কে উপর তিন তলা ব মঞ্জিল হ্যায়। পহিলী দ্বারকা, দুসরী মথুরা তীসরী জো সব সে কী মঞ্জিল হ্যায়, বহী বৃন্দাবন গোকুল হ্যায়।

জিসসে ভগবান্ কী স্মৃতি হ্যায়, বহী বিধি হ্যায়, ঔর জিসসে ভগবান্ কী বিস্মৃতি হ্যায়, বহী নিষেধ হ্যায়।

জীব পহিলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করতা হ্যায়। জব বর্ণাশ্রম-ধর্ম নিষ্কাম ভাবসে পালন করতে করতে ভগবান্ সন্তুষ্ট হোতে হ্যায়, তো উসকী ইচ্ছা তীর্থ-যাত্রা করনে কী হোতী হ্যায়; ঔর জব তীর্থযাত্রা মেঁ কিসী সাধু কা দর্শন হো জাতা হ্যায়, তো উসকে ফলস্বরূপ হরিকথা মেঁ রুচি পৈদা হো জাতী হ্যায়। বস্ য়হী ভক্তি কী Foundation কা পহিলা Brick হ্যায়। ইসকে পশ্চাৎ উস্‌কো শ্রদ্ধা পৈদা হোতী হ্যায়। শ্রদ্ধা কহতে হ্যায় দৃঢ় বিশ্বাস বা দৃঢ় নিশ্চয় কো শ্রদ্ধা উৎপন্ন হোনে পর জো সাধুকে পাস হাত জোড় কর মন্ত্র পানে কী প্রার্থনা করতা হ্যায়,ঔর তব সাধু উসকো মন্ত্র ব দীক্ষা দেতা হ্যায়। গুরু হর এক নহী হো সকতা,জো ভাব-ভক্তি কো প্রাপ্ত কর চুকা হ্যায়, বহী গুরু হো সকতা হ্যায়। ভাব-ভক্তি কা অর্থ বহী হ্যায়, কি উসকো ভগবত-দর্শন হৃদয় মেঁ হো চুকা হ্যায়। ঐসা ভাব ভক্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তি হী গুরু হো সকতা হ্যায়।

শিষ্য বহী হো সক্‌তা হ্যায়, জিন্‌কা বিচার ঔর গুরু কা বিচার এক হো—opposite বিচার বালোঁ মেঁ গুরু ব শিষ্য কা নাতা নহী হো সকতা হ্যায়।

পহিলে জীব নারায়ণ নারায়ণ কহতা হ্যায়, কিন্তু নারায়ণ মেঁ ইতনা ঐশ্বর্য হ্যায় কি বেচারা জীব উসসে প্রেম নহী কর সকতা, জৈসা এক রৈয়ত (কিসান) ঔর মহারাজা মেঁ প্রীতি নহী হো সক্‌তী হ্যায়। যদি বহ রৈয়ত (কিসান) মহারাজা কে পাস কিসী প্রকার পহুঁচ ভী জাবে তো উসসে আপস মেঁ প্রীতি নহী হো সকতী হ্যায়। ফির ইসকে পশ্চাৎ জীব রাম রাম কহতা হ্যায়, জো নারায়ণ সে বড়া হ্যায়, ফির সীতারাম কহতা হ্যায়, জো উসসে বড়া হ্যায়। ফির কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহতা হ্যায়, ফির শ্রীকৃষ্ণ কহতা হ্যায় অর্থাৎ শ্রী সহিত কৃষ্ণ, ফির রাধে রাধে কহতা হ্যায়, জো সবসে বড়া হ্যায়।

জব জীব লৌকিক শ্রদ্ধা সে য়া আপনি Family Tradition কে অনুসার মূর্তীপূজন অর্থাৎ অর্চন শুরু করতা হ্যায়, উসকো সাধু কহতে হ্যায়। য়হ কনিষ্ঠ ভক্তোঁ মেঁ সব সে নিম্ন শ্রেণী কা ভক্ত হ্যায় অর্থাৎ ইস্‌নে ভক্তি কা ক, খ, গ শুরু কিয়া হ্যায়। উস্‌কো ভী নিন্দা নহীঁ করণী চাহিয়ে, বহ নৈতীক যা পণ্ডিত সে উত্তম হ্যায়। যদি পণ্ডিত (বিদ্বান্) উসকী নিন্দা করতা হ্যায়, তো বহ অপনী বিদ্যা-দেবী কে প্রতি অপরাধ করতা। ভগবান্ কে প্রতি জো অপরাধ হোতা হ্যায়, উসে তো ভগবান্ ক্ষমা কর দেতে হ্যায়, কিন্তু ভক্ত কে প্রতি অপরাধ কে ক্ষমা মেঁ দেব লগতী হ্যায়। য়হ লৌকিকী শ্রদ্ধা কে সাথ অর্চন করণে বালা কো জব সাধুদর্শন

কে পশ্চাৎ দৃঢ় শ্রদ্ধা হোতী হ্যায়, তো উসকো সাধুতর কহতে হ্যায়। ঔর বহী ব্যক্তি মন্ত্র দীক্ষাকে পশ্চাৎ সাধুত্তম হো জাতা হ্যায়। য়হ তীন শ্রেণীয়াঁ কনিষ্ঠ ভক্ত কী হ্যায়। ইস্‌কে পশ্চাৎ ব ভাব উদয় হোনে কে পহিলে তক মধ্যম ভক্ত কহলাতা হ্যায়, ঔর ভাব কো প্রাপ্ত হোনে পর উত্তম ভক্ত কহলতা হ্যায়, জো রতি অবস্থা কো প্রাপ্ত করতা হ্যায়। ইস রতি কি গাঢ় অবস্থা কা নাম প্রেম হ্যায়। তব ভগবান্ কা দর্শন বাহর ভী হোতা হ্যায়। ইন আখোঁ সে নহীঁ। ঐসা দর্শন কভী হোতা হ্যায়, কভী নহী হোতা হ্যায়। নাম কী মহিমা অজামিল কী কথা সে জো প্রকট হুঈ হ্যায়, ঐসে সংসার মেঁ দুর্লভ হ্যায়। সংসার কী দৃষ্টি মেঁ অজামিলনে জীবনভর বেশ্যাগম কিয়া. কিন্তু অপরাধ-শূন্য থা, ইসলিয়ে চার শব্দ নারায়ণ কে উচ্চারণ করতে হী বিষ্ণুদূত পহুঁচ গয়ে থে। নাম মেঁ ঐসী শক্তি হ্যায়। জৈসে বিজলী কে বটন মেঁ চাহে জান মেঁ চাহে অজান মেঁ দব জানে মাত্র সে হী রোশনী হোগী ঔর যদি বিজলী কে তার পর হাথ পড় জাবেগা, তো A.C. Current হ্যায়, তো অপনী তরফ খীচঁ লেগা ঔর যদি D. C. Current হ্যায়, তো ধাক্কা দেগা। নাম বহী হ্যায় জো বিগ্রহযুক্ত হ্যায়। ব্রহ্ম ব্রহ্ম কহনে সে যা আল্লাহ আল্লাহ কহনে সে ফল নহীঁ হোগা। জহাঁ নাম-নামী এক বস্তু বিগ্রহ সহিত হ্যায়, উসী নাম মেঁ ফল হ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কী লীলা মেঁ জীব তটস্থ-শক্তি হোতে হুয়ে ভী স্বরূপ-শক্তি কে অন্তর্ভুক্ত হো জাতা হ্যায়, ঔর শ্রীরাধারাণী অপনী সখী বনা লেতী হ্যায়।

—o—

জব জীব কামনা-শূন্য হোকর বর্ণাশ্রম পালন করতা হ্যায়,তব হরিকথা মেঁ রুচি হোতী হ্যায়, অগর কামনা হ্যায় য়া অপরাধ হ্যায় তো রুচি উৎপন্ন ন হোগী.জৈসে গীলা কয়লা যা লকড়ী মেঁ আগ ন জলেগী। মহৎ দর্শন হোনে সে উসকী কৃপা সে জীব বাসনা বা কামনা-শূন্য হো জাতা হ্যায়। জব তক মুক্তি কী ভী ইচ্ছা রহেগী, তব তক হরি-কথা মেঁ রুচি ন হোগী।

ভাব কা অর্থ হ্যায় "নিত্য সম্বন্ধ কা অভিমান" কি মঁ্যায় দাস হুঁ য়া সখা হুঁ য়া পুত্র হুঁ য়া কান্তা হুঁ। ভাব কা দূসরা অর্থ হ্যায় 'চিন্তা'। ভাব-ভক্তি প্রাপ্ত হোনে পর অন্দর কা ভগবান কা দর্শন হোতা হ্যায় ; ঔর প্রেম হোনে পর অন্দর ব বাহর দোনোঁ মেঁ দর্শন হোতা হ্যায়।

'ভগবত'-শব্দ কে বহুত অর্থ হ্যায়। জৈসে শ্রীমদ্ভাগবত-পুস্তক ব ভক্ত-ভাগবত।

জো ব্যক্তি ভাব-ভক্তি কো প্রাপ্ত হো চুকা হ্যায়,উসকে মুখ সে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করনা চাহিয়ে। মহাপ্রভুনে আজ সে সাঢ়ে চার সৌ বর্ষ পূর্ব মহামন্ত্র কে রূপ মেঁ নাম কী শিক্ষা দী, কিন্তু যহ মহামন্ত্র এক শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ী কী পুস্তক মেঁ হরে রাম সে শুরু কিয়া গয়া হ্যায়, জো ভুল হ্যায়। নাম ভগবান কা বিগ্রহ হ্যায়, জো নাম রূপ সে জিহ্বা মে অবতীর্ণ হোতা হ্যায়। জো ইসকো নহী মানতা, বহ পাষণ্ডী হ্যায়।

ভক্ত দুনিয়া কে প্রপঞ্চ কী তরফ নহী দেখতা ঔর বহির্মুখ দুনিয়া কি ঔর তাকতা হ্যায়। ভক্ত বৈকুণ্ঠ মেঁ রহতা হ্যায় ঔর বহির্মুখ ঔস তরফ আপনা মুখ তক নহী করতা অর্থাৎ বহির্মুখ

সোতা হ্যায়, ঔর ভক্ত জাগতা হ্যায়, ঔর বহির্মুখ জহাঁ জাগতা হ্যায়, বহাঁ ভক্ত সোতা হ্যায়।

শ্রীধাম-মথুরা
ইসবী সন্ ৬৷৮৷৪৮

সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি-প্রাপ্ত ভক্ত জো কর্ম করতা হুয়া দেখা জাতা হ্যায় ; বহ কর্ম নহী হ্যায়,কেবল কর্ম কা আকার মাত্র হ্যায়। ক্যোঁকি ? উসমে কর্ম-করণে কী কামনা তো রহতী হ্যায়, কিন্তু সব ভগবত-প্রীত্যর্থ মেঁ—জৈসে উৎসব করনা,মন্দির বনবানা। উসকে বাদ শরণাপত্তি যা শরণাগত হোতা হ্যায়। তব সব কামনা সে শূন্য হো জাতা হ্যায়। ভগবান্ কে সুখানুসন্ধান কী চিন্তা কে সাথ সেবা করনা হী উত্তম-ভক্তি হ্যায়।

"ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা"—কা অর্থ হ্যায় যুগল-প্রেম কী ইচ্ছা। রাধা-কৃষ্ণ আপস মেঁ কৈসে হ্যায়, জৈসে চনা কে দো দাল। য়হ দোনোঁ এক দুসরে কে সুখানুসন্ধান কী চেষ্টা করতে রহতে হ্যায়। রাধারাণী কৃষ্ণ কো সুখ দেতে হ্যায়, ঔর কৃষ্ণ রাধারাণী কো সুখ দেতে হ্যায়। দোনোঁ আনন্দময় হোনে পর ভী আনন্দ দেতে ভী হ্যায়, ঔর আনন্দ করতে ভী হ্যায়।

সব সে বড়া ভারী পণ্ডিত যা বেদান্তী সে কর্মার্পণ করনে-বালা বড়া হ্যায়। উসসে বড়া মূর্ত্তী কী অর্চন করণে বালা হ্যায়। ফির উসসে বড়া বহ হ্যায়—জিসমেঁ হরিকথা মেঁ রুচি হুই হ্যায়। মায়া

কে দো কার্য হ্যায়—এক Uniting (যোগমায়া) ঔর দুসরী Disuniting (মহামায়া) জো Delude করতী হ্যায়।

আত্মা কা অর্থ হ্যায় আপনাপন (নিজত্ব) আত্মা সব সে প্রিয় হ্যায়। জীব উসসে বহির্মুখতা কে কারণ দো প্রকার Garment মিলে। এক সূক্ষ্ম শরীর ব দুসরা স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর মেঁ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার হোতা হ্যায়। জব ইন্দ্রিয়য়াঁ ভগবৎ-সুখানুসন্ধান মে লগ জাতী হ্যায়, তব বহ চিন্তামণি ব সচ্চিদানন্দ হ্যায়। জৈসা কি কহা হ্যায় কি দীক্ষা হোনে পর দেহ-চিন্তামণি হো জাতী হ্যায়। জড় ইন্দ্রিয়েঁা সে ভগবান কী সেবা নহী হো সকতী হ্যায়।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহ্বদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথা

(শ্রীবদন-বিগলিত অমৃত-কণিকা)

"যখন যে সেবাকার্যটি সহজে সুসম্পন্ন হইয়া যায়, কোন উদ্বেগ পাইতে হয় না; নিজে নিজেই সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে; তখন তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই ভগবৎ-কৃপা ও ভগবদিচ্ছা আছে, জানিতে হইবে। যখন বিশেষ বাধা-বিঘ্ন আসে না, আপনা আপনি সেবার রাস্তা খুলিয়া যাইতে থাকে,—ইহাতে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের করুণা নিহিত আছে, বলিয়া জানিবে।

আর যেখানে শত চেষ্টা-যত্ন করিয়াও সেবার দিকে অগ্রসর হইতে পারা যায় না, কেবল বাধা-বিঘ্ন আসিতে থাকে; তখন তাহার মধ্যে শ্রীভগবদিচ্ছা নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। সে'ক্ষেত্রে নিরস্ত হওয়াই দরকার।"

"ভগবৎ-কৃপার দিকে চাহিয়া থাক; নিজে নানাবিষয়ে সংকল্প করিতে যাইও না। তিনি যাহা করাইবেন, তুমি তাহাই করিবে। সমস্ত ভার তাঁহার। কৃষ্ণ তোমার হৃদয় দেখিয়া নিজেই সেবার পথ খুলিয়া দিবেন।"

—•—

শ্রীবৃন্দাবনধামে 'অহং-বুদ্ধিতে' কাহাকেও দয়া করিতে যাইও না। তুমি কতটুকু দয়া করিবে?

শ্রীধামেশ্বরী বৃষভানুরাজনন্দিনী প্রকৃত করুণা করার কর্ত্রী। তিনি শ্রীবৃন্দাবনধামের নরনারী, তরুলতা-পশু-পক্ষী এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণীদিগকে ভরণ-পোষণ করিতেছেন।

—০—

শ্রীযমুনা—শ্রীমতী রাধারাণীরই অপর একটি মূর্তি,—কৃপা-তরলিতা মূর্তি। শ্রীযমুনাকে সাধারণ জলরূপে দেখিলে অপরাধ হইবে। শ্রীযমুনার কৃপা হইলেই শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবা-লাভ হয়।

—০—

আমি অতি সাধারণ জীব-মাত্র। আমার ইচ্ছায় কি হইবে? যদি শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা হয়, যদি প্রভু শ্রীসীতানাথ কৃপা করেন, যদি শ্রীগৌর-পরিকরগণ কৃপা-দৃষ্টিপাত করেন, তবেই আমার মনোঽভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদগণের রচিত ও প্রচারিত শ্রীগ্রন্থাদি (মূল সংস্কৃত) প্রায় প্রকাশিত হইলেন। হৃদয়ে অত্যন্ত বাসনা ছিল ষট্সন্দর্ভের সানুবাদ-প্রকাশের জন্য। ষট্-সন্দর্ভের বঙ্গানুবাদ করিয়া রাখা হইল এবং শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথাদির গ্রন্থাবলীর অন্বয়-অনুবাদ করিয়াও রক্ষিত হইল; কিন্তু ইহা প্রকাশ করিয়া যাওয়ার সৌভাগ্য বোধ হয়, হইবে না। পরবর্তিকালে শ্রীশ্রীনিতাই গৌর-সীতানাথ যাঁহাকে দিয়া করাইবেন, তিনিই এই সেবাকার্য করিবেন। শ্রীমদ্‌গৌর-হরির কার্য—তিনি কাহাকে দিয়া

করাইবেন, তিনিই জানেন। শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরহরি আমাকে যতটুকু শক্তি দিয়াছিলেন, আমি শ্রীগোস্বামি-গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য সামান্য কিছু যত্ন করিয়া গেলাম মাত্র। জয় নিতাই-গৌর-সীতানাথের জয়।

—০—

আমাকে একজন ভাল জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন যে, আমার সেবা-বাঞ্ছাসমূহ পূর্ণ হইতে কিছু বিলম্ব ঘটিলেও ভবিষ্যতে পূর্ণ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

জন্ম-পত্রিকানুসারেও এই প্রকার দেখা যায়। সেবা করার পথে বাধাবিঘ্ন প্রথমতঃ আসিলেও বিলম্বে কার্যসিদ্ধি হওয়ার যোগ আছে।

আমার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীব প্রমুখ গোস্বামিপাদগণের কোন সেবাই করিতে পারিলাম না। যে সকল গোস্বামি-গ্রন্থের অন্বয়ানুবাদ করিয়া রাখা হইল; যদি তাঁহারা প্রকাশ করান, ভবিষ্যতে হইবে।

শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দর সবই করাইতে পারেন। ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

আমি বিশ্বাস করি,—নিষ্কপটভাবে একবিন্দু সেবার বাসনা থাকিলেও পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীমদ্ গৌরনিত্যানন্দ তাহা পূর্ণ করেন। আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র জীবাধম, কৃপার আশায় পড়িয়া থাকিব।

শ্রীবৃন্দাবন-ধামে পুরুষ একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যাম। নারী—একমাত্র শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্যামাসুন্দরী—শ্রীরাধিকা।

শ্যাম আর শ্যামা,—শ্যামা আর শ্যাম। অন্য স্ত্রী-পুরুষ দর্শন করিতে হইবে না। এইরূপ সুদর্শন কবে লাভ হইবে?

"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥"

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা আর তাঁহারই কায়-ব্যূহরূপিণী সখী-মঞ্জরীগণ—একমাত্র পুরুষ নবঘনশ্যাম তমালশ্যামল নবীন কিশোর গোষ্ঠযুবরাজের সেবা করিতেছেন।—এই প্রকার উত্তম দর্শন কবে হইবে?

—০—

শ্রীবৃন্দাবনে একমাত্র কৃষ্ণ; অন্যান্য দেবগণও কৃষ্ণই। কৃষ্ণ ছাড়া এখানে অন্য দেবতা নাই। এখানে শ্রীমতী রাধারাণী ছাড়া অন্য দেবীও নাই। শ্রীকৃষ্ণই দেবতার রূপ ধরিয়া সেবা পূজা গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীমতী রাধারাণীই অন্যান্য দেবীর মূর্তি ধরিয়া ভক্তদের সেবা গ্রহণ করিতেছেন।

—০—

শ্রীবৃন্দাবন-ধামে পড়িয়া থাকিতে পারিলেই হইল। নিষ্কপট দৈন্যভরা হৃদয়টি লইয়া এই ধামের রজে 'গড়াগড়ি' দিতে পারিলেই হইল। হা গৌর-নিত্যানন্দ! বলিয়া বলিয়া আর্তনাদ করিতে পারিলেই হইল। অন্তরের আর্তির সঙ্গে অকপটে কৃপার জন্য কাঁদিতে পারিলেই হইল; আর কিছুর আবশ্যকতা নাই।

অহংকার ত্যাগ করিয়া কেবল নমস্কার। সকলকে নমস্কার করিতে করিতে, কৃপার আশায় প্রতীক্ষা করিতে হইবে। যেখানে অহংকার, সেখানে নমস্কার নাই।

"এখানে পড়িয়া থাকাটাই মহাতপস্যা। ক্রমশঃ সহনশীল হইতে হইবে। অনবরত শ্রীনাম গ্রহণ করা দরকার। শ্রীনামের কৃপার আভাসেই সহনশীলতা আসিয়া যাইবে। এই শ্রীবৃন্দাবন-ধামে প্রখর গ্রীষ্মে দারুণ 'লূ' চলিতে থাকে। আগুনের মত তপ্ত বাতাস। ইহাতে অসহ্য হইলে চলিবে কেন? শ্রীনাম করিতে থাক।"

এ' গরম হাওয়াটা কি জিনিষ?

"মাথুর-বিরহে উন্মাদিনী—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিণী ব্রজগোপিকাদের আর্তনাদ-ভরা তপ্ত দীর্ঘশ্বাসই—এই ব্রজের 'লূ'।" দিবারাত্রি গরম হাওয়া বহিতেছে, চতুর্দিকে যেন একটা 'বুকফাটা' হাহাকারের রোল উঠিয়াছে। এই প্রতপ্ত বায়ুর দ্বারাও উপমা দেওয়া ঠিক হইতেছে না। মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধিকার বিরহ-বেদনা ভাষায় বর্ণনাতীত। প্রাণকোটি-সর্বস্ব প্রাণনাথ শ্যামসুন্দরকে না দেখিয়া অবর্ণনীয় 'বুকফাটা' তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। নয়নে তাঁর অবিরল জলধারা! মুখে কেবল শ্রীকৃষ্ণ-নাম! এই সকল কথা চিন্তা কর। তোমারাও সর্বক্ষণ শ্রীশ্রীগৌর-নাম কীর্তন করিতে থাক।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহ্বদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীশ্রীহরিকথা

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম)

শরণাপত্তি

জব মনুষ্য কাম-ক্রোধাদি ছয় রিপুয়োঁদ্বারা তাড়িত হো কর্, ঔর ত্রিতাপ সে জর্জরিত হো কর্ ভবসাগর সে তরনেকা কোঈ উপায় নহী দেখ্‌তা ; তব বহ ভগবান্‌কে:প্রতি শরণাগত হোতা হ্যাঁয়।

য়হ শরণাগতি কেবল দুঃখোঁসে মুক্তিকে লিয়ে নহী, বরং প্রেমভক্তিকে লিয়ে হোতী হ্যাঁয়। ভগবান্ অপ্‌নে শরণাগতকে ন কেবল খানে পহিনে কি চিন্তা কর্‌তে হ্যাঁয়, বল্‌কি দুঃখকা বীজ ভগবদ্‌বৈমুখ্য দূর কর্ দেতে হ্যাঁয়। শরণাগতিকে তারতম্যকে অনুসারহী ভগবান্‌ভী আবির্ভূত হোংগে। পূর্ণ শরণাগতি হোনে সে পূর্ণরূপমে ভগবান্ আবির্ভূত হোংগে।

শরণাপত্তি

(১) তুম্‌হারে বিনা ঔর কৌঈ আশ্রয় কা পাত্র নহী ; বিষ্ণুকে বিনা ঔর কোঈ গতি নহী।

(২) নির্বুদ্ধিক্রম সে কিয়েহুয়ে ভগবান্, ভক্তি ঔর ভক্তকো ছোড়্ কর্, দুস্‌রে আশ্রয়োঁকো ত্যাগ।

শরণাগতিকে লক্ষণ—(১) আত্মসমর্পণ (আত্মনিক্ষেপ), (২) কার্পণ্য (দৈন্য), (৩) ভগবান্ রক্ষা করেংগে অ্যায়সা বিশ্বাস, (৪) গোপ্তৃত্বে বরণ, (৫) আনুকূল্য-গ্রহণ ও (৬) প্রাতিকূল্য-ত্যাগ।

ইন্ ছয় লক্ষণোঁমেসে গোপ্তৃত্বে বরণ অঙ্গী হ্যাঁয়। বাকী সব অঙ্গ হ্যাঁয়। শরণাগতি ঔর গোপ্তৃত্বে বরণ একার্থবাচক হ্যাঁয়। ইস্‌লিয়ে য়হ অঙ্গী হ্যাঁয়। ইস্‌কা অর্থ হ্যাঁয় কায়মনোবাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকা হো জানা।

আত্মনিক্ষেপ—স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ কর্‌না। ম্যাঁয় পরিচালিত হোকর্ ক্রিয়া কর্‌তা হুঁ, ম্যাঁয় স্বয়ং পরিচালক নহী। ইস্‌মে নমস্কার—'ন' = নহী, 'ম' = অহঙ্কার = অহংকার-পরিত্যাগ।

প্রণিপাত—ভগবান্‌কো ইচ্ছা-অনুসার কাম কর্‌না, কিন্তু উহ সব কর্‌কেভী অপনেকো জড় নহী মান্‌না। ইস্ আত্মনিক্ষেপমে ঔর নবধা ভক্তিকে 'আত্মনিবেদন' মে অন্তর হ্যাঁয়। উহ তো পূরিভক্তি হ্যাঁয় ঔর য়হ আত্মনিক্ষেপ শরণাপত্তিকে ছয় অঙ্গোঁমে সে এক হ্যাঁয়।

কার্পণ্য—জিন্‌হোনে অহংকার ছোড়্‌দিয়া হ্যাঁয়, কেশব উন্‌হিকে নিকট হ্যাঁয়, কিন্তু জিন্‌মে দম্ভ হ্যাঁয়, উনমে ঔর ভগবান্‌মে পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান রহতা হ্যাঁয়। দৈন্যহী সবকা মূল হ্যাঁয়। অন্তঃস্থলসে নিষ্কপট হো কর্ দৈন্য সে অশ্রু আক্রান্ত চিত্তকে সাথ্ ভগবান্‌কো ঐসা কহনা—"হে ঠাকুর! মেরা আউর কোঈ নহী, হে যদুপতে! অব ম্যাঁয়নে সমঝ্ লিয়া হ্যাঁয়, মেরে তুম্‌হী এক হো তুম্ অশরণকে শরণ, অগতিকে গতি হো"—য়হ দৈন্যার্তিকা

ভক্তিকো বিচলিতা করাতি হ্যায়। ভক্তকে অন্তর মে নিহিত দৈন্যভাবসে সুখদুঃখাতীত পরমেশ্বরভী ডোল্ জাতে হ্যায়। প্রত্যেক মঙ্গলকামী কো আত্মপরীক্ষা কর্‌কে দেখ্‌না চাহিয়ে কি, ভগবান্‌কী কৃপা প্রার্থনা কর্‌তে হুয়ে চব্বিশ ঘণ্টেমে একবারভী অশ্রু গিরে বা নহী।

ভগবদ্‌সাক্ষাৎকারকে অভাববোধকী জ্বালাসে আঁখে সে পানি নিক্‌লেগাহী। এহী রোনাহী ভক্তি হ্যায়। রোনা আদি বিকার দৈন্য হোনে সেহী হোংগে।

যদি বিকার নহী তো সমঝ্‌না চাহিয়ে—

"অপরাধ-ফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্র সম,
তুয়া নামে না লভে বিকার ॥"

বিশ্বাস—যোগক্ষেমকা ভার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণহী লেংগে, অ্যায়সা বিশ্বাস। অপ্‌নী শারীরিক আবশ্যকতায়োঁকে লিয়ে শোকবিহ্বল ন হোনা।

গোপ্তৃত্বে বরণ—"কৃষ্ণ তোমার হউ যদি বলে একবার।" কায়মনোবাক্য সে শ্রীকৃষ্ণকা হো জানা। শ্রীকৃষ্ণকে লিয়ে কায়িক, বাচিক ঔর মানসিক চেষ্টা কর্‌না। কায়া সে তুলসী, শালগ্রাম, শ্রীরঙ্গম্, মথুরা, দ্বারকাকী সেবা কর্‌না। য়হ মান্ কর কি ইন্ সব মে ভগবান্ সদা বাস কর্‌তে হ্যায়। গোপ্তৃত্বে বরণ ন হোনেসে তো কুছ্‌ভী নহী হো সক্‌তা, কিন্তু আউর পাঁচ অঙ্গভী জিস্ পরিমাণ মে রহেংগে উত্‌নিহী জল্‌দী বা দের্ সে প্রেম মিলেগা। ভগবদবহির্মুখ তাপত্রয়-দ্বারা তপ্ত ব্যক্তিয়োঁকে লিয়ে অমৃত-বর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমলোঁকে বিনা আউর কোঈ ছায়া ক্যা

হ্যায় ? ভগবান্ শরণাগতোঁকে সব দুঃখ দূর কর্তে হ্যায় ঔর উন্‌কে হৃদয়মে অমৃত অর্থাৎ অপ্‌না প্রেমমাধুর্য বর্ষণ কর্তে হ্যাঁয়। শরণাপত্তি বিনা বৈষ্ণবতা আরম্ভভী নহী হোঁ সক্‌তী।

আনুকূল্য-গ্রহণ এবং প্রাতিকূল্য-বর্জন—

ভগবান্, ভক্তি ঔর ভক্তকে অনুকূল বস্তুয়োঁকা গ্রহণ এবং উনকে প্রাতিকূল্যকা ত্যাগ। পুরুষাভিমান ঔর দম্ভ জো কি শরণাগতিকে বিরুদ্ধ হ্যাঁয়, উন্‌কাভী ত্যাগ।

প্রসঙ্গবশঃ—'প্রপন্নাশ্রম'—শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজনে গৃহস্থকে ঘরকো য়হ নাম দিয়া থা, কিয়োঁকি গৃহস্থকা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বিনা কোঈ আশ্রয় নহী। য়হা অর্চা অথবা শ্রীকৃষ্ণ-সেবা হ্যাঁয়।

উহ ভোগগৃহ নহী। শ্রদ্ধা সে শ্রীমূর্তিসেবা গৃহমে রহেগী হী। জিস্ ঘরমে অর্চন নহী হোতা, উঁহা সন্ত বা মহৎ জাকে মাধুকরী নহী কর্তে। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য, ঔর শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু মহান্ত ঔর মঠাধীশ থে।

ছয় প্রকার শরণাগতি যাঁহার পূর্ণভাবে হয়, তাঁহার অতি শীঘ্র প্রেম-ভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

"ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥"

পৃথিবীর কোন জিনিষকে আশ্রয় করা শরণাগতির প্রতিকূল। ভগবানের চরণকমল ব্যতীত অন্য যাহা কিছুর আশ্রয় পরিত্যাগ

করিতে হইবে। শরণাগতির বিপরীত—দম্ভ। অহংকার যাহাতে কমে, দৈন্যভাব যাহাতে বাড়ে, তজ্জন্য যত্ন করিতে হইবে।

আত্মনিক্ষেপ কি? নমস্কার অর্থে 'আত্মনিক্ষেপ'। অহংকার বা স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া শরণাগত হওয়ার নাম 'আত্মনিক্ষেপ'। পুরুষাভিমান আর দম্ভ—যাহা শরণাগতির বিরুদ্ধ, সবই ত্যাগ করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র আশ্রয়, আর কোন আশ্রয় নাই। অন্য কোন দেবতাশ্রয় করা অবৈধ, সুতরাং বোকামি।

অজ্ঞানতা-বশতঃ যদি অর্থবল, জনবল, দেববল, তপস্যাবল, নীতিবল, প্রতিষ্ঠাবল আশ্রয় করা হইয়া থাকে, তবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মই আশ্রয় করা কর্তব্য।

যেখানে সমগ্র সত্তা দিয়া নিষ্কপট চোখের জল নাই, সেখানে প্রকৃত শরণাগতি নাই। যিনি ভক্তি-মাত্র কামী, তিনিও ষড়বর্গাদি-জনিত ভগবদ্-বৈমুখ্য দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াই শরণাগত হইয়া থাকেন।

মহাত্মাকে সেবা সে অহংকার নষ্ট হো জায়েগা, মৌন রহনে সে যোগমে বিঘ্ন কম হো জায়েংগে, জীবোঁ পর কৃপা কর্‌নে সে জীবভী দুঃখ নহী দেংগে, সমাধি মে অবস্থিত হোনে সে কোঈ দুর্ঘটনা নহী হোগী।

সাত্ত্বিক ভোজন কর্‌নে সে নিদ্ কম হো সক্‌তি হ্যাঁয়, রজঃ-তম কো সত্ত্বগুণ দ্বারা জিতা জা সক্‌তে হ্যাঁয়, পরমহংস (শান্ত) ধর্মদ্বারা সত্ত্বগুণভী জিতা জা সক্‌তা হ্যাঁয়।

জঁহা পুরুষোত্তমকা ভজন নহী, উহা পুরুষাভিমান ঔর কাম রহেংগেহী। কামাদি চেষ্টা রহনে সে অহিংসা নহী হো সক্‌তী। জ্যায়সে ভারত স্বাধীনতা কি জাঁহা ইচ্ছা হ্যাঁয়, বহা কাম হ্যাঁয় হী।

শ্রবণ-গুরুকী সেবা কর্‌নে সে সব অনর্থ দূর হোংগে। মন্ত্রগুরু, মন্ত্র ঔর হরি একহী হ্যাঁয়। ইস্ লিয়ে সব যত্নোঁ সে গুরুকোহী প্রসন্ন কর্‌না চাহিয়ে। গুরুদেব চিদ্বিলাস হ্যাঁয়—সাধক ঔর সিদ্ধ দোনো অবস্থায়োঁমে উন্‌কী সেবা করণী চাহিয়ে। নীরাগ বক্তা গুরুকো জো ব্যক্তি সাক্ষাদ্ ভগবান্ কী তরহ সেবা কর্‌তা হ্যাঁয়, বহী বৈষ্ণব হ্যাঁয়, বহী শাস্ত্রজ্ঞ হ্যাঁয়। যদি কিসীকো গুরুকে প্রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠা হ্যাঁয়, তো হরি উসে অবশ্য হী দর্শন দেংগে। গুরুকী সেবা কর্‌তে কর্‌তে—যদি অর্চন নহী, তো কোঈ ক্ষতি নহী। গুরুকে সাক্ষাৎ মে রহনে সেহী শিষ্য ভগবন্ময় হো জাতা হ্যাঁয়। জৈসে আগ্‌কে সাথ্ কয়লেকা সংগ হোনে সে উসে ভী আগ্‌হী কহা জাতা হ্যাঁয়। জৈসে পরশপাথরকে সাথ্ লোহাভী সোনা হো জাতা হ্যাঁয়।

মহাত্মাকে সেবা সে অহংকার নষ্ট হো জায়েগা, মৌন রহনে সে যোগমে বিঘ্ন কম হো জায়েংগে, জীবোঁ পর কৃপা কর্‌নে সে জীবভী দুঃখ নহী দেংগে, সমাধি মে অবস্থিত হোনে সে কোঈ দুর্ঘটনা নহী হোগী।

সাত্ত্বিক ভোজন কর্‌নে সে নিদ্ কম হো সক্‌তি হ্যাঁয়, রজঃ-তম কো সত্ত্বগুণ দ্বারা জিতা জা সক্‌তে হ্যাঁয়, পরমহংস (শান্ত) ধর্মদ্বারা সত্ত্বগুণভী জিতা জা সক্‌তা হ্যাঁয়।

জঁহা পুরুষোত্তমকা ভজন নহী, উহা পুরুষাভিমান ঔর কাম রহেংগেহী। কামাদি চেষ্টা রহনে সে অহিংসা নহী হো সক্‌তী। জ্যায়সে ভারত স্বাধীনতা কি জাঁহা ইচ্ছা হ্যাঁয়, বহা কাম হ্যাঁয় হী।

শ্রবণ-গুরুকী সেবা কর্‌নে সে সব অনর্থ দূর হোংগে। মন্ত্রগুরু, মন্ত্র ঔর হরি একহী হ্যাঁয়। ইস্ লিয়ে সব যত্নোঁ সে গুরুকোহী প্রসন্ন কর্‌না চাহিয়ে। গুরুদেব চিদ্বিলাস হ্যাঁয়—সাধক ঔর সিদ্ধ দোনো অবস্থায়োঁমে উন্‌কী সেবা করণী চাহিয়ে। নীরাগ বক্তা গুরুকো জো ব্যক্তি সাক্ষাদ্ ভগবান্ কী তরহ সেবা কর্‌তা হ্যাঁয়, বহী বৈষ্ণব হ্যাঁয়, বহী শাস্ত্রজ্ঞ হ্যাঁয়। যদি কিসীকো গুরুকে প্রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠা হ্যাঁয়,তো হরি উসে অবশ্য হী দর্শন দেংগে। গুরুকী সেবা কর্‌তে কর্‌তে—যদি অর্চন নহী, তো কোঈ ক্ষতি নহী। গুরুকে সাক্ষাৎ মে রহনে সেহী শিষ্য ভগবন্ময় হো জাতা হ্যাঁয়। জৈসে আগ্‌কে সাথ্ কয়লেকা সংগ হোনে সে উসে ভী আগ্‌হী কহা জাতা হ্যাঁয়। জৈসে পরশপাথরকে সাথ্ লোহাভী সোনা হো জাতা হ্যাঁয়।

ভগবান্ কহ্তে হ্যাঁয়,—"ম্যাঁয় বর্ণাশ্রমধর্ম-পালনাদি দ্বারা প্রসন্ন নহী হোতা। যত্তপি ম্যাঁয় সব ভূতোঁ কা প্রিয় হুঁ, তব্ভী ব্রহ্মজ্ঞান-প্রদাতা গুরুকী সেবাসে ম্যাঁয় অধিক প্রসন্ন হোতা হুঁ।"

বিষ্ণু মহাপুরুষকে অর্চন সে ভী ভগবান্ গুরুসেবা সে অধিক প্রসন্ন হোতে হ্যাঁয়। ভগবন্নিষ্ঠা সেভী গুরু-শুশ্রূষা বড়ী হ্যাঁয়। দীক্ষা সেভী অধিক গুরুসেবাকো মাহাত্ম্য হ্যাঁয়।

গুরুদেব সে আজ্ঞা লে কর্ আউর মহাভাগবতোঁকীভী সেবা কী জা সক্তি হ্যাঁয়, কিন্তু ইস্ তরহ কর্নী চাহিয়ে, জিস্সে গুরুকী সেবা মে ব্যাঘাত ন হো। আউর কিসী বৈষ্ণবকো গুরুকে সমান জান্ কর্ উস্কী সেবা নহী কর্নী চাহিয়ে। গুরুদেবহী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-সেবক হ্যাঁয়, বহ সর্বদা অপ্নীকে বৈষ্ণব দাস মান্তে হ্যাঁয়, অতঃ জিস্ বৈষ্ণবকী সেবা কর্নী চাহিয়ে, বহ স্বয়ংহী বাতা দেংগে।

জো গুরুব্রুবকো আশ্রয় কর্তা হ্যাঁয়, উস্কা দো প্রকার সে পতন হোতা হ্যাঁয়।—(১) পহেলী সেহী উস্নে শাস্ত্রকী বাত্ নহী মানী—চিন্ময় অনুভববিশিষ্ট গুরুকো গুরু ন মানা। (২) বহ মহাভাগবতোঁকা যথোচিত সম্মান বা সেবা নেহী কর্ সক্তা, কিঁয়ো কী উস্কা গুরু স্বয়ং নহী জান্তা কি কৌন মহাভাগবত হ্যাঁয়। অ্যায়সে গুরু-শিষ্য দোনো নরকমে জায়েংগে। জো গুরু নির্গুণা ভক্তি নহী দে সক্তা, বহ নীরাগবক্তা নহী হো সক্তা।

ন্যায়—(উচিত) বিষ্ণুস্মৃতি।

অন্যায়—(অনুচিত) বিষ্ণুবিস্মৃতি।

জো বিষ্ণুকী বিস্মৃতি হোনে সে সহায়তা কর্‌তা হ্যাঁয়, বহ অন্যায়বালা হ্যাঁয়।

যদি অ্যায়সে গুরুকা আশ্রয় হো হী জায় জো কি নির্গুণা ভক্তি নহী দে সক্‌তা, তো উস্‌কে সান্নিধ্যমে উস্‌কী সেবা-পূজা ন কর্‌না। উসে দূরসেহী দণ্ডবৎ কর্‌না।

বহ যদি বৈষ্ণববিদ্বেষী হো তো, বিলকুল্ ত্যাগ দেনা চাহিয়ে। ভগবান্, ভক্তি আউর ভক্তকে বিরোধী গুরুকো ত্যাগ কর্‌না আউর ফির্ শাস্ত্রলক্ষণ-লক্ষিত গুরুকো আশ্রয় কর্‌না চাহিয়ে। যদি প্রকৃত গুরু ন মিলে তো, কিসী অপ্রকট হুয়ে মহাভাগবত, জো কি অপ্‌নী জ্যায়সিহী স্বরূপগত, পরিমাণগত ভক্তিবাসনা-বালা হো, আউর অপ্‌নী প্রতি কৃপালু হো। কৃপালু কা অর্থ হ্যাঁয়, জো শিক্ষা-উপদেশ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি কর্‌তা হ্যাঁয়। উসী কী নিত্য সেবা কর্‌না চাহিয়ে। জো নিজকে প্রতি কৃপালু নহী হ্যাঁয়, ভজনরহস্য-শিক্ষা নহী দেতে, জো নীচে সে উপর নহী উঠা লেতে, অ্যায়সে গুরুকো আশ্রয় কর্‌নেসে মনোঽভীষ্ট পূর্ণ নহী হোগা। য্যায়সে নারদ দেবতায়োঁকে প্রতি কৃপালু নহী থে।

গুরুকী সেবা ব সংগকে ফল সে উন্‌কী স্বরূপগত আউর পরি-মাণগত তারতম্য বালী রতি হী শিষ্যমে আ জায়েগী। ইসীকো **শক্তিসঞ্চার** কহতে হ্যাঁয়। কৃপা হোনে সে হী গুরুকা সঙ্গ হোগা, আউর উসীসে গুরুদেবকে মনোঽভীষ্ট কা ধ্যান শিষ্যকো ভী হো জায়েগা।

মহাভাগবতকী সেবা দো প্রকারকী হ্যাঁয় ঃ—

(১) প্রসঙ্গরূপা ও (২) পরিচর্যারূপা।

প্রসঙ্গরূপা—নিরপরাধসে ছয়প্রকার সংগ (দেনা, লেনা, গুহ্যবাত্ করনা আউর পুছ্না. খানা, খিলানা) হোনে সে প্রসঙ্গ হোতা হ্যাঁয়। প্রসঙ্গ—প্রকৃষ্টসঙ্গ, ইস্‌সে ভগবান্ বশীভূত হোতে হ্যাঁয়।

প্রসঙ্গমে নিরন্তর অভীষ্টদেবকে নাম, রূপ, গুণ, লীলাকী আলোচনা রহতী হ্যাঁয়।

পরিচর্যা—ব্যক্তিগতভাব সে গুরুকী ইচ্ছাকে অনুসার কায়িক, বাচিক ও মানসিক সেবা য়হ কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্যমূলা হোতী হ্যাঁয়।

পূর্বাঙ্গ মে রুচি সে আরম্ভ কর্‌কে গুরুপদাশ্রয় তক্ রুচি-প্রধান আউর বিচারপ্রধান মার্গ মে সৎসঙ্গ একহী প্রকার কা হ্যাঁয়। 'পরিচর্যা' আউর 'প্রসঙ্গ' পরাঙ্গ ভজনক্রিয়াকে অন্তর্গত হ্যাঁয়। য়হা সে ভক্তিমার্গমে ভজনক্রিয়া আরম্ভ হোতী হ্যাঁয়। য়হ বিচার-প্রধান মার্গকী বাত্ নহী।

বিশ্রম্ভ—সমচিত্ত-বৃত্তি-বিশিষ্ট হো কর্ গুরুকী সেবা করনী চাহিয়ে। য়হ ইষ্টদেবকো সুখতাৎপর্যকো ছোড়কর্ আউর কোঈ উদ্দেশ্য নহী। পূর্বাঙ্গকে সাধু-সঙ্গমে অনুসন্ধান বা ধ্যান নহী। প্রসঙ্গ সে নিরবচ্ছিন্ন মনোগতি আরম্ভ হোতী হ্যাঁয়।

নিরবচ্ছিন্ন মনোগতি ন হোনে সে সংগ নহী হোগা। অ্যায়সে সঙ্গ সে ভগবান্ জৈসে প্রসন্ন হোতী হ্যাঁয়, বৈসে সাংখ্য, যোগ, যজ্ঞ, মন্দির-বাগিচা, কূপ-বাপী বান্‌বানে সে যম, নিয়ম আদি পালন করনেসে অ্যায়সে প্রসন্ন নহী হোতে, জ্যায়সে কি সাধু-সঙ্গমে হোতী হ্যাঁয়। জ্যায়সে কৌঈ সাধু কভী কিসী ধর্মশালা বা

বাগিচামে আ-কে ঠাহরে তো বাগিচা-বন্‌বানেবালেকো উস্‌কা সঙ্গ মিল সক্‌তা হ্যায়। কিন্তু সাধুসঙ্গ তো বিষ্ণুসন্তোষকে লিয়ে কিয়ে হুয়ে পুণ্যকী ভী অপেক্ষা নহী কর্‌তা, বহ স্বতন্ত্র হ্যায়। অকৈতবা সঙ্গসিদ্ধা ন হোনে সেভী নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি হো সক্‌তা হ্যায়।

সাধুসঙ্গ সে ভী ভগবৎস্মৃতি অর্থাৎ অন্তরঙ্গা-ভক্তি, নৈষ্ঠিকী, কেবলা ভক্তি প্রাপ্ত হোতী হ্যায়। ভগবান্ পহেলে সাধুসঙ্গকো অন্যান্য সাধনোঁকো সমান বোল্‌কর্ সাধুসঙ্গকা কুছ বৈশিষ্ট্য বাতাতে হ্যায়। ভগবান্‌নে আউর সাধন বোল্ কর্ ভী উস্‌কা বিশেষ মাহাত্ম্য দিখানেকে লিয়ে কহা কি "হে উদ্ধব! ম্যাঁয় তুম্‌হে এক গোপন বাত্ বাতাতা হুঁ। ম্যাঁয় সাধুসঙ্গ দ্বারা জ্যায়সা প্রসন্ন হোতা হুঁ, বশীভূত হোতী হুঁ, বৈসা আউর কিসী ভী সাধন দ্বারা নহী হোতা। ইস্‌মে সব সাধনোঁকী অপেক্ষা অধিক শক্তি হ্যায়।" সাধু-সঙ্গকী বাত্ গীতা মে স্পষ্ট রূপসে নহী কহী গঈ। গীতা আউর শ্রীমদ্‌ভাগবত মে য়হী বৈশিষ্ট্য হ্যায়। নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎসুখানুসন্ধানময়ী নিষ্কিঞ্চনা ভক্তিযাজী সাধুকো সঙ্গ সে ভগবান্ জ্যায়সে সন্তুষ্ট হোতে হ্যায়, বৈসে ভগবদ্‌ভক্তি অনুকূল যোগ-যজ্ঞাদিরূপা অকৈতবা কর্মমিশ্রা সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তিসে ভী নহী হোতে। সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি নহী হ্যায়। গুরুপদাশ্রয়কে বাদ্ নিষ্কিঞ্চনা-ভক্তিরূপ সাধুসংগহী কর্‌না চাহিয়ে। ভক্তি অনুকূল শাস্ত্রাধ্যায়ন, তপ, বৈরাগ্যভী ভগবৎপর হ্যায়, সাধারণ নহী।

ভগবান্ জ্যায়সে সাধু-সঙ্গসে প্রসন্ন হোতে হ্যায়, বৈসে একাদশী আদি ব্রতোঁ সে ভী নহী হোতে। য়হা সাধু-সঙ্গকী

ঔর অধিক লক্ষ্য রখ্‌না চাহিয়ে, কিন্তু একাদশী আদি নিত্য ব্রতোঁকা ভী ত্যাগ নহী কর্‌না চাহিয়ে। জৈসে সাধু-সেবা অর্চন সে শ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়, তব্‌ভী অর্চন পরিত্যাগ নহী কর্‌না চাহিয়ে। বিষ্ণুকে লিয়ে ছয়মাস উপবাস কর্‌নেসে জো ফল হোগা, উস্‌সে ভী অধিক থোড়া সা মহাপ্রসাদ-পানে সে ফল হোগা। য়হ বাত সুন্‌ কর্‌ভী প্রসাদ নহী চলানা চাহিয়ে। ব্রতকো ছোড়্‌ নহী দেনা চাহিয়ে।

জিস্‌কে হৃদয়মে ভগবান্‌কা রূপ হ্যাঁয়, (ভগবদ্রূপ-ধ্যান এবং সুখানুসন্ধান) পেট্‌মে মহাপ্রসাদ হ্যাঁয়, মস্তকমে শ্রীচরণামৃত ঔর নির্মাল্য হ্যাঁয়, মুখমে কৃষ্ণনাম হ্যাঁয়, বহী ইস্‌ জগৎমে অচ্যুত গোত্রীয় হ্যাঁয়।

"হৃদি রূপং মুখে নামং নৈবেদ্যং উদরে হরে।
পাদোদকং চ নির্মাল্যং মস্তকে যস্য সঃ অচ্যুতঃ॥"

য়হ অচ্যুত-গোত্র অনর্থযুক্ত অবস্থামে প্রকৃত নহী হোতা; প্রকৃত হোনে সে ভী তো সাথ্‌হী রতিকাভী উদয় হোগা।

পৃথু মহারাজ অচ্যুত-গোত্রবালে মনুষ্য সে আউর ব্রাহ্মণসে কর নহী লেতে থে। সত্যভামানে একাদশী ব্রত ঔর উর্জব্রত পালন কর্‌কেহী ভগবানকো পতিরূপমে পায়া থা।

প্রত্যেক একাদশীব্রত অবশ্য পালন কর্‌না চাহিয়ে, কিঁয়ো কি জ্যায়সে কর্মকাণ্ডকে বিচার সে অগ্নিমে ঘি ডাল্‌নে সে বিষ্ণু ইত্‌নে প্রসন্ন নহী হোতে, জিত্‌নে ব্রাহ্মণকো ঘি খিলানে সে হোতী হ্যাঁয়, তবভী হোম বন্ধ নহী কিয়া জাতা।

উপচার—উপচার ভিন্ন হোতে হুয়েভী অভিন্নবৎ বর্ণিত;

দৃষ্ট হুয়া বিষয় ঔপচারিক হোতা হ্যাঁয়। জ্যায়সে অজামিলকা আপ্‌নে পুত্রকো বোলানা নামাভাস হো গয়া থা, কিন্তু দেখ্‌নে মে ঐসাহী লাগ্‌তা হ্যাঁয় জৈসে উস্‌নে অপ্‌নে পুত্রকো বোলায়া হো।

কেবল 'সঙ্গ' ন কহ কর্‌ 'প্রসঙ্গ' কহা গয়া হ্যাঁয়। ভজন-ক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন অমৃতধারাবৎ ভগবদ্‌সুখানুসন্ধান এবং ভগবন্নাম, রূপ, গুণ, লীলা কী শ্রবণ, কীর্তন আউর স্মরণ হী প্রসঙ্গ অথবা প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ্যাঁয়।

য়হ সঙ্গ—"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধু-সঙ্গ।" বালা সঙ্গ নহী। গুরুপদাশ্রয় তক্‌ সঙ্গ, উস্‌কে বাদ্‌ প্রসঙ্গ, পরিচর্যাদ্বারা বিশ্রম্ভসে গুরুকী সেবা কর্‌নী চাহিয়ে।

প্রসঙ্গ—ভগবদ্‌-প্রসঙ্গ, ভগবন্নিজ-জন-সেবা।

"তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

একাগ্রমন ন হোনে সে প্রসঙ্গ নহী হোগা, সঙ্গ হো সক্‌তা হ্যাঁয়। প্রসঙ্গ ঔর পরিচর্যা ভী বৈধী ঔর রাগানুগা ভেদ সে দ্বিবিধা হ্যাঁয়। ভগবান্‌ কহতে হ্যাঁয়—"হে উদ্ধব! তুম্‌ মেরে দাস, সুহৃদ্‌ ঔর সখা হো; ইস্‌ লিয়ে ম্যাঁয় তুম্‌হে বহুৎ গুহ্য বাত্‌ বাতাতা হুঁ কি, তুম্‌ মেরা বা মহাভাগবতকা সুখানুসন্ধান-রূপ প্রসঙ্গ বা পরিচর্যা প্রতিক্ষণ করো। ম্যাঁয় ইস্‌সে সর্বোত্তম প্রসন্ন হোতা হুঁ।"

সঙ্গমে পরিমাণ ঔর পাত্রকে অনুসার ভগবান্‌ দো প্রকার বশীভূত হোতা হ্যাঁয়। (১) গৌণ বশীভূততা—য়হ প্রসাদাভাস

হ্যাঁয়। ইস্‌মে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ (চতুর্বিধ মুক্তি জো কি প্রেমকী পূর্বাবস্থা হ্যাঁয়) মিলতী হ্যাঁয়। য়হ অপেক্ষাযুক্ত হ্যাঁয়। (২) মুখ্যবশীভূততা—য়হ সাক্ষাৎ হ্যাঁয়। ইসসে ভগবান্‌কা প্রেম মিল্‌তা হ্যাঁয়। বলিকো প্রহ্লাদ ঔর বামন-দেবকা সঙ্গ মিলা থা। বাণকো শিবকী সেবা ব সঙ্গ মিলাথা। কুবের ঔর বাণ শিবকে অত্যন্ত প্রিয় হ্যাঁয়। বাণেশ্বর শৈবোঁকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় লিঙ্গ। এক সহস্র জন্ম তক্‌ শিবকী পূজা কর্‌নে সে জব্‌ পাপ কা মূল উৎপাটিত হো জায়েংগে তো, বিষ্ণুভক্তি লাভ হোগী।

বিভীষণ কো রাম ঔর হনুমান্‌কা সঙ্গ মিলা থা। **গজরাজ কো** পিছলে জনম মে অগস্ত্যমুনিকা সঙ্গ মিলাথা। **জটায়ু্‌ কো** গরুড় (গরুড় দশরথকা বন্ধু থা) কা সঙ্গ মিলাথা ঔর রামসীতাকা দর্শন মিলাথা। **কুব্‌জা**—উসকা শ্রীকৃষ্ণপর প্রাকৃত কামভাব হুয়া থা, কিন্তু বহ অপ্রাকৃত বিগ্রহকে প্রতি হোনেকে কারণ অপ্রাকৃত হী থা। বিবাহাদি প্রসঙ্গ সে আগতা **দুস্‌রে গ্রামোঁকী স্ত্রীয়োঁকো** নিত্যসিদ্ধ ব্রজগোপীয়োঁকা সঙ্গ মিলা থা, আউর শ্রীকৃষ্ণকা দর্শন মিলাথা। উন্‌কা ঔর কোউ সাধন নহী থা।

সাধারণ গোয়ালিনীয়া—জো সাধন-ভজন কুছ্‌ভী নহী জান্‌তি থী, উন্‌ হোনেভী লক্ষ্মীকে বাঞ্ছিত নিত্যলীলায় প্রবেশ কিয়া থা। য়হ হী গুহ্যতম বাত্‌ হ্যাঁয়। **যজ্ঞপত্নীয়োঁকে** শ্রীকৃষ্ণকে গুণ-কথক ব্রাহ্মণ গর্গ ঔর ভাণ্ডুরীকা সঙ্গ মিলাথা ; ঔর জব্‌ বহ ভোজন লে কর্‌ গঈ তো উন্‌হে শ্রীকৃষ্ণকা সঙ্গ মিলাথা। ইন্‌ হোনে ঔর কোঈ সাধন নহী কিয়া থা।

বৃত্রাসুরকো পূর্বজন্মমে নারদ-অঙ্গীরাকা সঙ্গ মিলাথা। ঔর

কোঈ ভক্তি-অঙ্গ পালন ন কর্‌নে সে ভী কেবল মহৎসেবা দ্বারাহী অকিঞ্চনা-ভক্তি হো সক্‌তী হ্যাঁয়। ভগবান্ কহতে হ্যাঁয়,—"মেরে য়া মেরে ভক্তকে প্রতি প্রসঙ্গ হোনে সে মেরী ঔর নিরন্তর চিত্তবৃত্তি রহেগী হী।"

প্রঃ। ভগবান্ তো সাক্ষাৎ ভাব সে কৃপা কর্‌তে নহী, উন্‌কা সঙ্গ ক্যায়সে হো সক্‌তা হ্যাঁয় ?

উঃ। ভগবান্‌কী কৃপা সাধু দ্বারা আতী হ্যায়, য়হ উপাসনা আরম্ভ হোনে সে পহিলিকী বাতী হ্যাঁয়, য়হ সাম্মুখ্যকো উৎপাদন ক্যায়সে হোতা হ্যাঁয়; উস্‌বালী বাত্ হ্যাঁয় উপাসনা আরম্ভ হোনেকে বাদ কী বাত্ নহী। সাধনকে আরম্ভমে সাধুসঙ্গহী হোতা হ্যাঁয়,উস্‌কে Sub-sequent Process য়ানী উপাসনা হোনেকে বাদ সাধনভক্তি-বিশেষকে সাক্ষাৎভাবসে ভগবদ্‌সঙ্গ হো সক্‌তা হ্যাঁয়।

প্রঃ। কঁহী কঁহী দেখা জাতা হ্যাঁয় কি, ভক্তসঙ্গকো বর্ণন নহী পায়া জাতা, সাক্ষাৎ ভগবৎ-সঙ্গ সেহী ভক্তিকা উৎপাদন দেখা জাতা হ্যাঁয়। জ্যায়সে জাম্বুবান্‌নে কেবল রামকাহী সঙ্গ কিয়া থা।

উঃ। 'সৎ' শব্দকা অর্থ হ্যাঁয় 'অবতরণ'। ভগবান্ ঔর উনকে নিজজন দোনোহী 'সৎ' হ্যাঁয়। 'সৎ'কা যদি য়হ অর্থ স্বীকার কিয়া জায়, তো ভগবান্ স্বয়ং স্বাধীন ভাবসে করে য়া সাধুকো দ্বারা কর্‌কেহী করে, বহ কৃপা সৎকী হী হ্যাঁয়। ভগবানকে সাথ্ সঙ্গ—য়হ স্বীকৃত বিষয়কে বিরুদ্ধ নহী হ্যাঁয়। সাধু ঔর ভগবান্ পৃথক নহী। শক্তিমান্ ভগবান্ ঔর উন্‌কী কৃপাশক্তি ভক্ত অভিন্ন

হ্যায়। যদ্যপি জাম্বুবান্‌নে রামকাহী সঙ্গ কিয়া থা, তথাপি ব্রহ্মানে উসে পূর্বজন্মমে বরদান দিয়া থা। য়হাঁ সাধুকা সঙ্গ ন সহী, কিন্তু সাধু ব্রহ্মাকে সাথ সম্বন্ধ তো হ্যায়।

"সদনুগ্রহ ভবান্" ভগবান্ সদনুগ্রহ হ্যায় অর্থাৎ বহু ভক্ত সৎ দ্বারাহী কৃপা কর্‌তে হ্যায়। গোপীয়োঁকী অন্য কোঈ সাধন মিশ্রিত নহী হুই। সৎসঙ্গ সে উৎপন্ন হুই প্রীতি, রাগ ব শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহকে প্রতি নিরবচ্ছিন্ন অভিনিবেশ দ্বারাহী উন্‌হোনে শ্রীকৃষ্ণ কো পায়া থা। য়হ বাত্ পরম গোপনীয় হ্যায়। বৃন্দাবনকী নিত্যসিদ্ধ গাঁয়োকী সাথ্ সাধারণ গাইয়োঁকা সঙ্গ হোনে সে উনেভী প্রেম মিলা থা।

মণিগ্রীব ঔর নলকুবরনে কুবেরকী সম্পতিকোভী থুৎকার দিয়া থা। উন্‌কো নারদকী কৃপাসে ঔর শ্রীকৃষ্ণকে চরণ-স্পর্শসে 'রাগ' হো গয়া থা ; য়হ প্রসঙ্গকী পরাকাষ্ঠা হ্যায়।

কেবল ভাবহী প্রসঙ্গকা সর্বোত্তম ফল হ্যায়। শ্রীকৃষ্ণকে প্রভাবসে স্থাবর—জঙ্গম, জঙ্গম—স্থাবর হো জাতা হ্যায়। বৃন্দাবনকে কৃষ্ণকাহী অ্যায়সা প্রভাব হ্যায়, দ্বারকাকে কৃষ্ণকাভী নহী।

কালিয় নাগকো শ্রীকৃষ্ণকে চরণকমলকা স্পর্শ মিলা থা। তব নাগপত্নীয়োঁনে শ্রীকৃষ্ণকা স্তব কর্‌তে হুয়ে কহা থা—"হে কৃষ্ণ! ইস নাগকা ক্যা ভাগ্য থা কি ইস্‌নে লক্ষ্মীকে ভী বাঞ্ছিত তুম্‌হারি চরণ-কমল পায়ে।"

জিন্‌কো আপততঃ দৃষ্টিসে ক্ষণভরকে লিয়েভী একবার শ্রীকৃষ্ণকে চরণ-কমল মিলে হ্যায়, বস্তুতঃ উন্‌কো বস্তুসিদ্ধিকে

সময় নিত্যকালকে লিয়ে মিলেংগে। ভগবান্ কহতে হ্যাঁয় কি, "মুঝ্ কো পানেকা এহী অর্থ হ্যাঁয় কি, ইস্ জন্মমে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার কে বাদ বস্তুসিদ্ধি পাঈ। স্বয়ংরূপ ভগবান্‌কে চরণ-কমলকা দর্শন ভোগীয়োঁকো নহী মিল্‌তা। বহ অধিক সে অধিক ক্ষীরোদকশায়ী ভগবান্‌কে পাতে হ্যাঁয়। ইস্‌লিয়ে ভগবান্‌নে কহা হ্যাঁয়,—"মেরে ঔর মহাভাগবতকে সঙ্গরূপ নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি দ্বারা ম্যাঁয় জৈসে পরিপূর্ণ রূপ সে প্রসন্ন হোতা হুঁ, ঐসা যোগ, সাংখ্য, যম, নিয়ম কিসীসে নহী হোতা অর্থাৎ অন্য সাধনোঁকে অবলম্বন করনে বা লোকো মেরে চরণ-কমল নহী মিল্‌তে। মেরে শ্রীবিগ্রহকে প্রতি অভিনিবেশ ব রাগ দ্বারা জো পায়া জাতা হ্যাঁয়, বহ বেদাধ্যয়ন, সন্ন্যাস আদির দ্বারা চেষ্টা করনে পরভী নহী পায়া জা সক্‌তা।"

অহৈতুকী ভক্তিকে সহায়ক রূপসে যোগ ব চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করনেসে অনুরাগ নহী হো সক্‌তা। য়হাঁ পাতঞ্জল-যোগকী বাত্ নহী কহী গঈ। ভক্তি অনুকূল যোগ যদি ভক্তিকে উদ্দেশেভী কিয়া জায়, তভী কেবল রাগ নহী হো সক্‌তা। শ্রীভগবান্‌কে প্রতি কেবলা ভক্তি করনে সেভী বহ ইত্‌নী প্রসন্ন নহী হোতে, জিত্‌নী গুরু-সেবা দ্বারা।

রাগমে সেভী গোপীয়োঁকা রাগ সর্বশ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়। ভগবান্‌নে আউর কিসীকো য়হ গুহ্যবাত্ নহী বাতাঈ। মাথুর-বিপ্রলম্ভমে গোপীয়োঁকী জো দশা হুঈথী, (মোহ সে মৃত্যু পর্যন্ত) জো প্রেম-বৈচিত্র্য দিব্যোন্মাদ হুয়া থা, বহী সর্বশ্রেষ্ঠ প্রসঙ্গ থা। উসে যাদব শ্রীকৃষ্ণ, মথুরেশ শ্রীকৃষ্ণভী বর্ণন নহী কর সক্‌তে। উসে

শ্রীগৌরসুন্দর ব উন্‌কে অনুগত শ্রীরূপ-সনাতনহী কহ সক্‌তে হ্যাঁয়। ইস্‌কা আস্বাদনহী হো সক্‌তা হ্যায়, য়হ প্রচার কর্‌নেকী বাত্ নহী। ইস্‌মে গোবিন্দকা ভী অধিকার নহী, কেবল রূপ-স্বরূপ-সনাতনকা অধিকার হ্যায়। মাথুর ভাব-প্রাপ্ত গোপীয়োঁকে অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যকে চরণরেণুকী অভিলাষা করনাহী **চৈতন্যমঠমে** বাস হ্যাঁয় অথবা শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন-যজ্ঞমে অপ্‌নে আপ্‌কো আহুতি দেনা।

অনিত্য বস্তুকে প্রতি জো সঙ্গ হোনে সে বন্ধনকা কা কারণ হোতে হ্যাঁয়, বহী সঙ্গ অজ্ঞাতভাব সেহী যদি ভগবান্ বা ভক্তকে সাথ্ হো জায়, তো বহ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণমে প্রীতি করাতা হ্যায়, বহী প্রকৃষ্ট নিঃসঙ্গ ব নির্জন ভজন হ্যাঁয়। জঁহা স্মৃতি হ্যাঁয়, বহা প্রীতি হ্যায়। জঁহা প্রীতি হ্যায় বহাঁ স্মৃতি হ্যায়। প্রিয়-বস্তুকী স্মৃতি ব চিন্তা হোনা অনিবার্য হ্যায়।

য়হ স্মৃতি-আত্মিকা-প্রীতি যদি সৎ কে সাথ হো, তো বহা ভজন হ্যাঁয়। দেবতাগণ নারদকে প্রতি অস্নিগ্ধ—রাগ-রহিত হ্যাঁয়। ইস্‌লিয়ে উন্‌কা সঙ্গ নহী হোতা। স্নেহ ব রাগ ন হোনে সে ভগবৎসঙ্গ ব ভক্ত-সঙ্গ দ্বারাভী চরণ-কমল নহী মিলেংগে, নিঃসঙ্গভী নহী হোগা। গুরুদেব স্নিগ্ধ বিশ্রম্ভযুক্ত (মমত্ব-বোধ, —কেবল মর্যাদা-বোধ নহী) শিষ্যকে পাশ গূঢ়বাত্ বোল্‌তে হ্যাঁয়। কেবল শ্রদ্ধালুকে পাশ নহী। বৈধী ভক্তিকে অন্তর্গত সাধুসঙ্গ ভগবৎস্মৃতিযুক্ত হ্যাঁয়। ইস্ সৎসঙ্গ দ্বারা স্মৃতিকে সাথ সাথ্ ধারণা, ধ্যান হোতে হোতে ধ্রুবানুস্মৃতি বা নৈষ্ঠিকী ভক্তি হোগী। য়হ পহেলি স্মৃতি **সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিবালী** স্মৃতি হ্যাঁয়,

নৈষ্ঠিকী ভক্তিবালী ধ্রুবানুস্মৃতি নহী। **নিত্যসিদ্ধলীলা-পরিকর** (রাগাত্মিক) কে সঙ্গ সে বা ভগবান্‌কে প্রসঙ্গ সে উৎপন্ন রাগহী প্রসঙ্গমে সর্বশ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়। উস রাগ দ্বারাহী গোপীয়োঁনে ভগবান-কো পায়া থা। বহ রাগানুগ প্রসঙ্গ থা, কিন্তু ভগবান্‌কো পানেকা বাদ বহ রাগানুগ নহী রহী, লীলা-পরিকর হো গঈ। য়হ মুখ্য বশীকরণ হ্যাঁয়। বৈধী ভক্তিমে ইস্‌সে অধিক রাগানুগা ভক্তিকী বাত নহী কহী জা সক্‌তী। কেবল রাগমার্গকী শ্রেষ্ঠতা দেখানেকে লিয়ে দো এক শ্লোকোঁমে উস্‌কী বাত কহী গঈ হ্যাঁয়।

ইষ্টাপূর্ত কর্‌তে কর্‌তে, আসক্তি-রহিত হোকে, নিষ্কাম ভাব সে, নিষ্পাপ হোকে বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম কর্‌তে কর্‌তে উস্‌সে বিষ্ণুস্মৃতি হোগী। য়হ সব ভক্তি অনুকূল হোনে সে ক্রমশঃ চিত্ত-শুদ্ধি হোতে হোতে ভগবৎস্মৃতিযুক্ত হোনেকে বাদ ভগবান্ স্বয়ংহী অপ্‌নী স্বরূপশক্তিকী—কৃপাকে মূর্ত্যবিগ্রহ সাধুকো ভেজ্ দেতে হ্যাঁয়। য়হ সাধুসঙ্গ সাপেক্ষ হ্যাঁয়। নিরপেক্ষ সাধুসঙ্গকা ঔরভী গূঢ় ব্যাপার হ্যাঁয়, বহ ভগবান্‌নে কেবল উদ্ধবকো বাতায়া হ্যাঁয়।

ইষ্ট—পৌর্ণমাসী ইত্যাদি ব্রত। পূর্ত—কূয়া, তালাব্, বাব্‌লী—পিয়াউ বন্‌বানা।

মহাভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিজজন—মহাভাগবত।

পরিচর্যা—দেহ-মনকে অনুকূল ক্রিয়া। **পরি**—সম্পূর্ণ ভাবসে।

চর্যা—Caressing. Perfect Caressing.

মহাভাগবতকী পরিচর্যা ভগবৎ-সেবাসুখমে পর্যবসিত হো

জাতী হ্যাঁয়। কিয়োঁকী উন্‌কা সব কুছ্ নিত্যানন্দকে সমর্পিত হ্যাঁয়।

বলদেব শুদ্ধ সত্ত্বকে দেবতা হ্যাঁয়। মহাভাগবতকী সব চেষ্টা বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী হ্যাঁয়। অতঃ উন্‌কী কী হুঈ সব সেবা ভগবান্‌কো পঁহুছতা হ্যাঁয়। 'শুশ্রূষা' শব্দকা অর্থ হ্যাঁয়—সুন্‌নেকা ইচ্ছা ঔর পরিচর্যা।

ভক্তি—হ্লাদিনী শক্তিকী বৃত্তি হ্যাঁয়। গুরুদেবকে হৃদয়মে হ্লাদিনী শক্তি হ্যাঁয়, ইস্‌লিয়ে ভক্তিকী বৃত্তি সেবককে হৃদয়মে উদিত হোনে সে সেব্যবস্তুকী রুচিকর ঔর অরুচিকর সেবা সব সমঝ্‌মে আ জাতী হ্যাঁয়, জৈসে মা স্বভাব সেহী অপ্‌নে বালককো প্যার কর্‌তী হ্যাঁয়, উসে শিখানা নহী পড়্‌তা।

গায় বাচ্চোঁকো প্রসব কর্‌তেহী চাট্‌তী হ্যাঁয়, বৈসেহী সেবা-প্রবৃত্তি রহনে সে সেব্যকা রোচমানা বাত্ স্বয়ংহী জানী জায়েগী।

সমাশয়-বিশিষ্ট হোনেসে মহাভাগবতকী সেবা হোগী। "মেরী সেবা হুঈ কি নহী হুঈ য়হ ক্যায়সে সমঝুঙ্গা ? জিস্‌কা চিৎশক্তি কে সাথ্ সম্বন্ধ নহী হুয়া, উসীকা ঐসা প্রশ্ন হোতা হ্যাঁয়।

মহাভাগবতোঁকী সেবা-পরিচর্যা কর্‌নেসে কূটস্থ (কূট=নিত্য অবিকারী অবস্থা) মধুসূদনকে দো পাদপদ্মোঁমে তীব্র রতি-রসকা বিস্তার ব প্রেমকা মহোৎসব (স্বরূপগত ঔর পরিমাণগত আধিক্য) হোতা হ্যাঁয়। পরিচর্যাকা য়হী বৈশিষ্ট্য হ্যাঁয় কি ইস্‌সে তীব্ররসাস্বাদকী উন্নতি হোতী হ্যাঁয়, কেবল প্রেম নহী। কেবল দুধ নহী, প্রচুর মাখন ব ক্ষীর। পরিচর্যা-প্রসঙ্গসে কঁহি

কঁহি অধিক ফলপ্রদ হ্যাঁয়। বহ একদম সর্বনাশ কর্ দেতী হ্যাঁয়। দুঃখকো সদাকে লিয়ে উৎপাটিত কর্ দেতী হ্যাঁয়।

ভগবানকী উক্তি হ্যাঁয়,—"মেরী পূজাসে ভী মেরে ভক্তকী পূজাসে মুঝে অধিক সুখ হোতা হ্যাঁয়।" আরাধনা—শ্রীরাধাকে আনুগত্যমে সেবা কর্‌নেসে আরাধনা হোতী হ্যাঁয়। আরাধনা—পূজা ঔর অন্যান্য সেবা সে বড়ী হ্যাঁয়। সমর্চন—সম্যক্ পূজা ব পরিচর্যা ; কেবল অর্চন নহী। অতঃ অর্চনকী অপেক্ষা পাদসেবন শ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়। চিৎশক্তিকা আনুগত্য মান্‌নে সেহী বৈষ্ণবতা হোগী। বৈষ্ণবকো অস্বীকার কর্‌নেসে চিৎশক্তিকা অস্বীকার হো জাতা হ্যাঁয়, আউর ইস্‌কা অর্থ হ্যাঁয় ভগবান্‌কাভী অস্বীকার। বৈষ্ণবহী হ্লাদিনী শক্তি হ্যাঁয়, য়হ ন মান্‌নে বালা কেবল দাম্ভিক হ্যাঁয়, উস্‌কা অর্চনভী ব্যর্থ হ্যাঁয়।

জো মহাভাগবতকী সেবা নহী কর্‌তা, বহ অতি মূর্খ হ্যাঁয়। ইস্ মৃততুল্য শরীরমে জিস্‌কী স্ব-বুদ্ধি বা মমত্ব-বুদ্ধি হ্যাঁয়, মাটিমে প্রতিমা-বুদ্ধি হ্যাঁয়, জলমে তীর্থ-বুদ্ধি হ্যাঁয়, বহী গোখর হ্যাঁয়। পরিচর্যামে মহাভাগবতহী একমাত্র প্রীতিকা পাত্র হ্যাঁয়। উস্‌মে মায়াবুদ্ধি নহী। মহাভাগবতকা ক্রিয়াকলাপ কেবল কৃষ্ণ সুখ-মূলক হ্যাঁয়। জো উন্‌কী ক্রিয়ায়োঁকো মাপতা হ্যাঁয়, বহ গোখর হ্যাঁয়। বহ গাইয়োঁমে সে ভী গাধা হ্যাঁয় অথবা পঞ্জাবকী এক বন্য গর্দভ জাতী বিশেষ ব ম্লেচ্ছ জাতী বিশেষ।

প্রীতিকা পাত্র আরাধনা-যোগ্য হ্যাঁয়, মাপনে যোগ্য নহী। মাপনে সে শ্রীরাধাকা আনুগত্য নহী হুয়া অর্থাৎ ভজন-শিক্ষা নহী হুঈ। জিস্‌কী মহাভাগবতমে মমত্ব বুদ্ধি নহী হুঈ, বহী অসভ্য

হ্যায়, বহ গাধোঁ মে সেভী নিকৃষ্ট হ্যায়, কিঁয়োকী মনুষ্য হো করভী জো সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু দে সক্‌তে হ্যায়, ঐসে মহাভাগবত পর উসনে মমতা নহী কী। বহী পশু অধম অর্থাৎ দ্বিপদ পশু হ্যায়। ম্লেচ্ছ সেভী নীচ হ্যায়, কিঁয়োকী মহাভাগবতমে মমত্ব-বুদ্ধি, তীর্থবুদ্ধি, পূজ্যবুদ্ধি ন কী, ঔর পরম মঙ্গল খো দিয়া।

মাটি, পাথরকে দেবতা কভী মঙ্গল নহী কর্‌তে। হাজার জন্ম তক্ উন্‌কো পূজনেসে বহ বিষ্ণু-ভক্তিকা মার্গ দেখা দেংগে। ঐসে দেবতায়োঁমে উস্‌কী পূজ্যবুদ্ধি হ্যায়, উস্‌কী লৌকিক শ্রদ্ধাভী নহী হুঈ। য়হাঁ বিষ্ণুকী পূজাকী বাত্ নহী কী, য়হাঁ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরহিত পূজাকী বাত্ কহী গঈ হ্যায়। বর্ণাশ্রমমে রহ কর বিষ্ণুকী পূজা কর্‌না বৈধ হ্যায়, য়হ কর্মমিশ্র অর্চন হ্যায়, কিন্তু উপরকী পূজা অবৈধ হ্যায়। সব দেবতায়োঁকে মূল বিষ্ণুকী পূজা কর্‌নে সেহী সব দেবতায়োঁকী পূজা হো জাতী হ্যায়। জৈসে পেরকী জড়মে পানী ডাল্‌নেসে শাখায়োঁমে আপনে আপ্ জল চলা জাতা হ্যায়।

প্রঃ। মহাভাগবতকী সেবা সে সিদ্ধপুরুষকা লক্ষণ ক্যা হ্যায় ?

উঃ। "জো তুম্‌হারে চরণ-কমলোঁকে স্মৃতিপরায়ণ হ্যায়, উন্‌কা প্রকৃত সঙ্গ ব পরিচর্যা জিন্‌হোনে কী হ্যায়, বহ কভী পরমপ্রিয় শরীরকী চিন্তা নহী করতে ; মরণশীল শরীরকে সুখ-বিধাতা গৃহ, বিত্ত, স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজনকী চিন্তা নহী কর্‌তে।" য়হাঁ গৃহস্থকী নিন্দা নহী কী। সব শাস্ত্রোঁমে গৃহস্থোঁকে লিয়ে উপদেশ হ্যায়, কিঁয়োকী সব জগৎহী নারীসঙ্গযুক্ত, কেবল

পুরুষ ব স্ত্রী জাতীয় নহী। ত্যক্তগৃহকে লিয়ে শাস্ত্রমে বহুৎ কম উপদেশ হ্যাঁয়। বহির্মুখ সমাজকে লিয়ে য়হী উপদেশ হ্যাঁয় কি, জিস্‌নে ভগবান্ ঔর ভাগবতকী সেবামে সিদ্ধিলাভ কী হ্যাঁয়, বহ ভগবদ্-বিরোধী অপ্‌নে বন্ধু,স্বজনোঁকী চিন্তা নহী কর্‌তা। উস্‌কে বালবাচ্চে ঔর সম্পত্তিতো সব ভগবান্ ঔর ভক্তকে হো গয়ে, বহী (কৃষ্ণ) উন্‌কো (ভক্তকো) দেখেংগে জো কৃষ্ণকে হী হো গয়ে হ্যাঁয়, বহ কৃষ্ণকী হী স্মৃতি কর্‌তে হ্যাঁয়,উন্‌কী দুস্‌রী ঔর স্মৃতি নহী জাতী।

বিষ্ণুকে অনুগ্রহকে লিয়ে বৈষ্ণবসেবা কর্‌নী চাহিয়ে। জো কেবল বিষ্ণুকী পূজা কর্‌তা হ্যাঁয়, ভাগবতকো নহী পূজতা, বহ কেবল দাম্ভিক হ্যাঁয়, বৈষ্ণব নহী, উন্‌কী পূজা সব ব্যর্থ হো জাতী হ্যাঁয়।

বৈষ্ণব জিস কিসী জাতিমেহী আবির্ভূত হো, উন্‌হে বৈষ্ণবহী মান্‌না পড়েগা। জৈসে হমে পানী পীনে সে মত্‌লব হ্যাঁয়, জিস্ নাল মে সে পানী আতা হ্যাঁয়, উসসে নহী।

ভলেহী য়হ সোনেকী ব মিট্‌টিকী হো। জো অন্য কিসী বর্ণমে উৎপন্ন হ্যাঁয়, কিন্তু জিস্‌মে ব্রাহ্মণকে লক্ষণ হ্যাঁয়, উসে ব্রাহ্মণহী কহনা চাহিয়ে। জো ব্রাহ্মণকুলমে উৎপন্ন হ্যাঁয়, কিন্তু বৈষ্ণব নহী, উসে দর্শন নহী কর্‌না, উসসে বাত নহী কর্‌না, ঔর স্পর্শভী নহী কর্‌না। বহ কুত্তে খানে বালা চণ্ডালকে সদৃশ, দর্শনকা অযোগ্য হ্যাঁয়। বৈষ্ণব যদি চণ্ডালকুলমেভী আবির্ভূত হো, বহ দর্শন, স্পর্শন সেহী পবিত্র কর্‌তা হ্যাঁয়। যদি জাতি-সামান্য করকে উস্‌কী পূজা ন কী জায়, তো অপরাধ হোগা। পুণ্য কী পরাকাষ্ঠা হোনেকে বাদভী, যদি ভগবদ্ ইচ্ছামে কিসীকা

চণ্ডাল-কুলমে জন্ম হো, তো উসকে কদাচার, অনাচার কী আলোচনা নহী কর্‌নী চাহিয়ে।

জিসকী মন্ত্র, মন্ত্রদাতা ঔর হরিকে প্রতি আট প্রকারকী ভক্তি হ্যায়, উসে ভগবান্ বিষ্ণু কৃপা কর্‌কে দর্শন দেতে হ্যাঁয়।

আট প্রকার ভক্তি ঃ—(১) ভগবদ্‌ভক্তকে প্রতি প্রীতি বা সৌহার্দ্য, (২) শ্রীমূর্তি-পূজাকা অনুমোদন, (৩) ভগবৎ-কথাসে বিগলিত চিত্ত, (৪) আরতিকে সময় নৃত্য, (৫) ভগবদ্‌বস্তুকো অপ্‌নী স্বার্থ-সিদ্ধিকে লিয়ে ব্যবহার ন কর্‌না, (৬) তৃণাদপি সুনীচতা, (৭) দাসাভিমান অওর (৮) নিত্যকাল স্মরণ।

প্রসঙ্গবশ ঃ—শ্রীকৃষ্ণ ঔর মহাপুরুষকে আশ্রয়-বিগ্রহকী লীলা মহাপ্রভুনে কী থী। উন্‌হোনে বিষয়বিগ্রহ হোতে হুয়েভী সম্ভোগ-লীলা ন কর্‌কে আশ্রয়বিগ্রহকী হী লীলা কী। "কাঁহারে রাব্‌ণা বেটা।" য়হ হনুমান্‌কী উক্তি হ্যাঁয়, রামকী নহী।

"বিপ্র যদি দোষ ভী করে তো মেরে সম্বন্ধীয় ব পক্ষীয় জান্‌কর উসকে প্রতি বিদ্রোহ বা বিরোধ মৎ কর্‌না। বহ যদি হত্যা কর্‌নে ভী আয়ে তো দ্রোহ ন কর্‌না, উল্‌টে উসে প্রণামহী কর্‌না। ব্রাহ্মণসে কভী সম্মান মৎ লেনা। উস্‌কা (বাহ্য) সম্মানহী কর্‌না।" অ্যায়সা ন করনেসে ভগবদ্ আজ্ঞা কা উল্লঙ্ঘন হোগা। ব্রাহ্মণ ৪৮ সংস্কার-যুক্ত হোনা চাহিয়ে, কমসে কম দশ সংস্কারযুক্ত তো অবশ্যহী হোনা চাহিয়ে। য়হ গৌণ ব্রাহ্মণতা হ্যাঁয়। জঁহা নৈরন্তর্যময়ী ভগবৎস্মৃতি হ্যাঁয়, বহী অচ্যুত-গোত্রীয় ব্রাহ্মণতা। জঁহা কহা গয়া হ্যাঁয় কি অবৈষ্ণব বিপ্রকো দেখ্‌নাভী নহী চাহিয়ে বহা য়হী আশয় হ্যাঁয় কি উসে রুচিকে সাথ্ মৎ দেখ্‌না,

কিন্তু দৈবাৎ দেখ্‌নে পর তো উসকা বাহ্য সন্মান কর্‌নাহী পড়েগা। উসে ঘৃণাভী নহী করনা ঔর আসক্তিভী নহী রখ্‌না। অম্বরীষ মহারাজনে দুর্বাসাকো অপনে পেয়রো নহী পড়্‌নে দিয়া কিঁয়োকি বহ ব্রাহ্মণ থে। অম্বরীষনে ব্রাহ্মণকী মর্যাদা রখি।

দ্রৌপদী ঔর যুধিষ্ঠিরনে অশ্বত্থামাকো ব্রাহ্মণ সমঝ্ কর দোষী হোনে পরভী ক্ষমা কর দিয়া, মারা নহী। য়হী অশ্বত্থামা অষ্টম মন্বন্তরমে ব্যাস হোগা।

সদুদ্দেশ্য ব্যতীত দোষ উদঘাটনহী নিন্দা হ্যায়। বৈষ্ণবকী পূজা জো কর্‌না চাহতা হ্যাঁয়, বহ লৌকিকী শ্রদ্ধাবালেকীভী নিন্দা, চর্চা,অশ্রদ্ধা বা অনাদর নহী করেগা। বন্ধুভাবসে উসকা দোষোঁকী আলোচনা করনা য়া উসে শাসন কর্‌না নিন্দা নহী। অপ্‌নে গুণ দিখানেকে লিয়ে দুস্‌রোকে দোষোঁকী আলোচনা নিন্দা হ্যাঁয়। সহানুভূতি হোনে সে নিন্দা য়া চর্চা নহী হোতী।

বিষ্ণুভক্তি সমাযুক্ত (সম্যক্ যুক্ত) শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি যদি মিথ্যাচার, অনাচার ব দুরাচার ভী করে, তো বহ ত্রিভুবনকো পবিত্র কর সক্‌তা হ্যাঁয়। পরন্তু ইস বাত্‌কো প্রমাণ নহী মান্ লেনা। জিস্‌কী ভক্তি জিত্‌নী অধিক হ্যাঁয়, উত্‌নী হী বহ অগ্নিকে সাথ্ খেল্ সক্‌তা হ্যাঁয়।

জৈসে মহাদেব ঔর পার্বতী নংগে এক সাথ্‌মে রহ সক্‌তে হ্যাঁয়, ঔর কোঈ নহী।

শ্বপচভী যদি একবার কৃষ্ণনাম লে, তো বহ বহুৎ পুণ্যবান্ হ্যাঁয়। উস্‌নে বহুৎ বেদাধ্যয়ন কিয়ে হ্যাঁয়, বহ ব্রাহ্মণ হ্যাঁয়। দুর্জাতি, দুরাচার ব শঠ নহী। উস্‌কী যদি অকৈতবা বিষ্ণুভক্তি

হো, উস্‌কী দুর্জাতি, দুরাচার নহী দেখনা ; য়হাঁ কপটীকী বাত্‌ নহী কহী গঈ। লৌকিক শ্রদ্ধাযুক্তহী যদি অকৈতবা হো, তো উসকে সাথ্‌হী অ্যায়সা হী ব্যবহার কর্‌না। শ্রীগদাধর পণ্ডিতজী নে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকো বিষয়ী মানা থা। উনোনে সাক্ষাৎ শ্রীরাধা হো কর্‌ভী জীবোঁকী শিক্ষাকে লিয়ে উন্‌কী চিত্তবৃত্তিকা অভিনয় কিয়া থা। শ্রীশচীমাতানে সোচা থা কি' শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুকোভী বৈরাগী সন্ন্যাসী বনা দেংগে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুনে জীবোঁকে শিক্ষাকে লিয়ে শচীমাতাকো শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে পেয়রো পড়্‌বায়া। অর্জুনকেভী মোহাভিনয় সে জীবোঁকো শ্রীগীতাকা জ্ঞান মিলা।

ভগবদ্‌ভক্তসে নিরর্থক তিরস্কৃত হো কর্‌ভী জো প্রণামপূর্বক ক্ষমা চাহতা হ্যাঁয়, বহী বৈষ্ণব হ্যাঁয়। য়হ মহৎসেবা আদিকা পরাঙ্গ অবস্থা হ্যাঁয়।

শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি সাধুসঙ্গরূপী ভজনকী বাদ হোতী হ্যাঁয়। শরণাগতি এক পৃথক শ্রেণী হ্যাঁয়, কিন্তু সাধুসেবা ঔর নবধা ভক্তিমে সম্বন্ধ হ্যাঁয়। মহৎসেবা বিমুক্ত (প্রেম) দেনেবালী হ্যাঁয়। রসকা স্বরূপগত ঔর পরিমাণগত তারতম্য মহৎসেবা দ্বারা পায়া জাতা হ্যাঁয়। মহৎ-সেবা কর্‌তে কর্‌তে জড়সঙ্গ বা ধ্যান ঔর যোষিৎ (ইন্দ্রিয়ভোগ্য জড় বস্তু, কেবল নারী নহী) দর্শন চলা জায়েগা।

জড়স্মৃতিদ্বারা মনুষ্য নরকমে চলা জাতা হ্যাঁয় অর্থাৎ ভগবদ্‌-বহির্মুখতা, সংসার, মৃত্যু, তম, ভব মে পড়্‌ জাতা হ্যাঁয়।

জঁহা স্মৃতি হ্যাঁয়, বহী প্রীতি হ্যাঁয়, বহী সঙ্গ হ্যাঁয়। জঁহা জড়কী স্মৃতি হ্যাঁয়, বহী জড়কে সাথ্‌ সঙ্গ হ্যাঁয়। জো অ্যায়সা

সঙ্গ কর্‌তা হ্যাঁয়, বহী মোহগ্রস্ত হো জাতা হ্যাঁয়। মোহ হোনে সে সাধুমে অসাধু বুদ্ধি, সত্যমে অসত্য বুদ্ধি, মঙ্গলমে অমঙ্গল বুদ্ধি হো জাতা হ্যাঁয়। জো কুছ্‌ মঙ্গল হ্যাঁয়,বহ মহৎকী পরিচর্যা ঔর প্রসঙ্গ দ্বারা হো জাতা হ্যাঁয়, ঔর কিসী তরহভী নহী হো সক্‌তা। জিসে প্রেমভক্তি মিল গঈ, উসে ঔর ক্যা মিল্‌না বাকী রহ গয়া ? জো কাণ দ্বারা মহৎকী অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ কর্‌তে হ্যাঁয়, উন্‌কে সব অনর্থ দূর হো জাতে হ্যাঁয়। “জিন্‌কে চিত্ত মুঝ্‌মে সমর্পিত হ্যাঁয়, বহ মেরী কথা শ্রবণ কীর্তন বা অনুমোদন কর্‌তে হ্যাঁয়। ম্যাঁয় উন্‌কে বশ হো জাতা হুঁ, উস্‌কে লিয়ে ফির আউর ক্যা পানা বাকী রহ জাতা হ্যাঁয় ?” জ্যায়সে রাত্‌কো অগ্নিকে পাস বৈঠ্‌নেসে শীত, ভয় ঔর অন্ধকার দূর হো জাতে হ্যাঁয়, বৈসেহী মহৎরূপ অগ্নিকে স্পর্শমে আনেসে কর্মাদিজনিত জড়তা, (শীত) ভগবদ্‌বহির্মুখতা বা আগামী সংসার-ভয়, ঔর অজ্ঞান (অন্ধকার) আনুষঙ্গিক ভাবসেহ্‌ দূর হো জাতে হ্যাঁয় ; একক্ষণভী যদি মহৎকা সঙ্গ হো তো মুক্তিসুখ, ব্রহ্মানন্দভী তুচ্ছ লাগ্‌তা হ্যাঁয়। প্রাকৃতানন্দকী বাত নহী। সমুদ্রকী তুলনামে জৈসে গোখুরকী পানি ঔর সূর্যকী তুলনামে জৈসে খদ্যোত বৈসেহী কৃষ্ণসেবা-সুখকে সাম্‌নে ব্রহ্মানন্দ হ্যাঁয়।

মহৎকী বৃত্তিভী হ্লাদিনী-শক্তিকে সমান হ্যাঁয়। বহ ভগবান্‌কো স্বয়ং দেখ্‌তা হ্যাঁয় ঔর অপ্‌নে পরিচর্যাকারী ভক্তকাভী মঙ্গল কর্‌ দেতা হ্যাঁয়। হ্লাদিনী-শক্তিকী কৃপাদ্বারা গুরুসেবাকী ঔর মতি হো কর্‌ প্রেমভক্তিমে স্বরূপগত, পরিমাণগত তারতম্যকে অনুসার রস মিলেগা। অপনে দেহ, মন, মস্তিষ্ককা বল নহী,

কিন্তু হ্লাদিনী-শক্তিকী কৃপাকাহী বল হ্যাঁয়। জৈসে জৈসে মহাভাগবতকী কৃপা মিলেগী, বৈসে বৈসে সিদ্ধি মিলেগী। অ্যায়্সী কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিহী "শক্ত" হ্যাঁয়।

জঁহো মাংসদৃক্ দর্শন হ্যাঁয়, যোষিৎ (ভোগ্যদর্শন) হ্যাঁয়, কৃষ্ণ-প্রিয়ারূপ দর্শন নহী, বহী মৃত্যু হ্যাঁয়। ইস্‌সে বাঁচ্‌নেকা একমাত্র উপায় হ্যাঁয়—"গোপীর্ভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ" অভিমান—বৈষ্ণবদর্শন—ওর সুদর্শন হ্যাঁয়। জিস্‌কা চিত্তমে জিত্‌না ইস্ ভাবকা উদয় হ্যাঁয়, উত্‌নেহী হ্লাদিনী শক্তিকে কৃপাসে উন্‌কা অধিক মঙ্গল হোগা।

মহাভাগবতকী সেবা-পরিচর্যা কর্‌নেকা বাদ শ্রবণ-কীর্তন-আদি নবধা ভক্তি নহীভী হো সক্‌তী।

নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎ-সুখানুসন্ধানময়ী নবধা ভক্তি অপ্‌নে স্বার্থকে লিয়ে নহী হোতী, ভক্তিকী সব ক্রিয়া ভগবান্‌কে সুখ বা আনন্দকে লিয়ে হোতী হ্যাঁয়। "তদর্থমেব ইতি ভাবিতা" ইস্‌কে বাদহী ভাবময়ী ভক্তিভী আরম্ভ হোগী। জিন্‌কী কায়-মন-বাক্যকো ভগবান্‌কী সেবামে নিযুক্ত কর্‌নেকে লিয়ে কৃপণতা বা শাঠ্য হ্যাঁয়, উন্‌কো ভক্তি অরুচিকর লগ্‌তী হ্যাঁয়। ভক্তিকে প্রতি উন্‌কা অপরাধ হ্যাঁয়, উন্‌কী ভক্তি সকৈতবা হ্যাঁয়।

নবধা ভক্তি—"ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ"—আদৌ অর্পিতা, পরে কৃতা, ন তু আদৌ কৃতা, পশ্চাৎ অর্পিতা।

ভক্তি কিসী কামনাসে আরম্ভ নহী হোতী,—কর্মার্পণকী তরহ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের

শ্রীশ্রীহরিকথা

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম)

শ্রবণ

হ্লাদিনীশক্তি (সাধু) কে অনুগত হো কর্ সেবোন্মুখ কানোমে ভগবান্‌কে নাম্-রূপ-গুণ-লীলাময়ী শব্দকা সংস্পর্শ ব প্রবেশহী শ্রবণ হ্যাঁয়।

ভগবান্ উত্তমঃ-শ্লোককে গুণ-শ্রবণ-কীর্তন কর্‌নেকা অনিবার্য ফল হ্যাঁয়—অসৎবাসনা-বিনাশ আউর প্রেমভক্তি-লাভ। উত্তমঃ-শ্লোক = জিন্‌কী বাত্ শুন্‌নে সে তমঃ দূর হো জাতা হ্যাঁয়, বহ উত্তমঃ-শ্লোক-কীর্তি। গীতামে শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তি কী ভী থোড়ি বাত্ হ্যাঁয়, কিন্তু রাগকী বাত্ বিল্‌কুল্ নহী। মহা-ভাগবতকে গুণ শুন্‌নে সে আউরভী অধিক ফল হোগা। শরীর-রক্ষাকে লিয়ে শ্রবণ কর্‌নে সে সকৈতবা ভক্তি হো জায়েগী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নাম-রূপ-গুণ-লীলাকা অকৈতব, সুষ্ঠু শ্রবণ কর্‌নেসে সর্বনাশ হো জাতা হ্যাঁয়, ঘর ছুট্ জাতা হ্যাঁয়। বদ্ধ-জীবকে ঘরকে সমান ফির্ ঘর নহী রহতা। জ্যায়সি শ্রীবাস পণ্ডিত। উন্‌কা ঘর ভগবান্‌কা ধাম হ্যাঁয়। উঁহা শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হোতা হ্যাঁয়। বদ্ধজীবকা ঘর নরকা দ্বার হ্যাঁয়। কৃষ্ণ-

কথা-শ্রবণ যদি প্রজল্পকো দূর ন করে, তো সমঝ্না চাহিয়ে, উস্কা ফল নহী হুয়া।

ভক্তিকা ঐসা বল হ্যায় কি বহ মোক্ষ-বাঞ্ছা কোভী দূর কর্ দেতী হ্যায় ; কৃষ্ণসেবাসুখ কোটি কোটি ঘনীভূত ব্রহ্মানন্দ সে অধিক হ্যায়। প্রেমভক্তিকো ছোড়্ কর্ আউর সব বাঞ্ছা ব্যভি-চারী হ্যায়। কিসী কামকে কর্নেসে ক্যা হোতা হ্যায়—য়হ অন্বয়। ভক্তিকী অন্বয়ভাব সে ব্যাখ্যা হুঈ। কোঈ কাম নহী কর্নেসে ক্যা হোতা হ্যায়, য়হ ব্যতিরেক। অভী ব্যতিরেক ভাবসে বোল্তে হ্যায়।

নিবৃত্ত তৃষ্ণ—অর্থাৎ জীবন্মুক্ত কোভী ভগবদ্গুণ শ্রবণ কর্না চাহিয়ে। আউর মুক্তিকামীয়োঁকো ভী। শ্রীকৃষ্ণকে নাম-রূপ-গুণ-লীলা বিষয়ী লোক নিরপরাধ হো কর্ যদি মনোসুখকর ঔর শ্রোত্রসুখকর সম্ঝকর্ভী শুনে তোভী মঙ্গল হোগা। কৃষ্ণকথা কিসী প্রকার সেভী কানমে ঘুষ্নে পরহী প্রেয়ঃ ছুরা কর্ শ্রেয়ঃ দেতী হ্যায়। জো শ্রীকৃষ্ণ ইত্নে দয়ালু হ্যায়, উন্কে গুণ-শ্রবণমে ব্যাধ্কো ছোড়্ কর্ আউর কিস্কী রুচি নহী হোতী ?

"রাজপুত্র চিরংজীব, মা জীব মুনিপুত্রক।
জীব বা মর বা সাধো, ব্যাধ মা জীব মা মর ॥"

ব্যাধ্কো জীবনমেভী শান্তি নহী,কিয়োঁকী বহ হিংস্রক হ্যায়, আউর মর্নে পরভী উসে নরক ভোগ্না পড়েগা। ইস্লিয়ে য়হাঁ ব্যাধ কহা গয়া হ্যায়। জো শ্রীকৃষ্ণকে গুণ শ্রবণ নহী কর্তা, উস্সে বড়া পশুঘ্ন হিংস্র ব্যক্তি নহী। বহ অপ্নী আউর দুস্রো

কোভী হিংসা কর্‌তা হ্যাঁয়। ব্যাধ্ সুন্দর হিরণকে দেখ্ কর্‌ভী কোমলচিত্ত নহী হোতা, ঐসা কঠোর চিত্ত হোতা হ্যাঁয়। বহ সৌন্দর্যকো (Appreciate) সমঝ্ নহী সক্‌তা। ঐসেহী মহাপরাধী ব্যক্তিভী শ্রীকৃষ্ণকে নাম-রূপ-গুণ-লীলাকে সৌন্দর্য ঔর মাধুর্যকো সমঝ্ নহী সক্‌তা। বহ বিষয়-সুখকে লিয়েভী শ্রীকৃষ্ণ-কথা নহী শুন্‌না চাহতা। ঐসা পশুভী ক্যা পৃথ্বীপর হো সক্‌তা হ্যাঁয়, জো কৃষ্ণকথা শুনে বিনা জী সকে ?

ভগবৎ-সাক্ষাৎকারহী জীবকে লিয়ে পরমপুরুষার্থ হ্যাঁয়। বহ বাত্ শুন্ কর্‌ভী জো ভগবৎ-কথামৃত কর্ণাঞ্জলিদ্বারা পান নহী কর্‌তা, উস্‌কে সমান পশু আউর কৌন্ হো সক্‌তা হ্যাঁয় ? ভক্ত ভগবৎচরণকমলকা সৌরভ-কথা দ্বারা বহন কর্‌কে কাণমে ডাল্ দেতা হ্যাঁয়। কানোঁদ্বারাহী রূপ দেখ্‌না, শুঙ্ঘ্‌না, (ঘ্রাণ) স্পর্শ কর্‌না, আস্বাদন কর্‌না, যহী শ্রীমদ্ভাগবতকী অপূর্বতা বা বৈশিষ্ট্য হ্যাঁয়। শ্রুতিরূপ হাওয়ানে কর্ণরূপ নাসিকা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমলকা সৌরভ জিন্‌কে কানোঁমে পৌঁছা দিয়া হ্যাঁয়, উন্‌হোনে প্রীতিরূপ রজ্জু দ্বারা ভগবান্‌কে চরণকমল বাঁধ্ লিয়ে হ্যাঁয়।

(শ্রীকৃষ্ণরূপ অখিল রসামৃত-সিন্ধু-মাধুর্যের বাঁধের চাবি যাঁহার নিকট আছে, তিনি কৃষ্ণকীর্তন করিলেই বাঁধ এমন জোরে খুলিয়া যাইবে যে, কীর্তনকারী এবং শ্রবণকারী উভয়কেই ভাসাইয়া দিবে। উক্ত প্রকার উন্নতাধিকার-প্রাপ্ত কীর্তনকারী নিজ গুরুদেবের নিকট ঐ চাবি প্রাপ্ত হইয়াছেন)।

লীলা-শ্রবণ

লীলা

(১) মহাপুরুষ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী মহৎস্রষ্টা, প্রকৃতি-নিয়ন্তা জীবোঁকা উৎপাদনকর্তা, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকা অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী।	(২) বৈভবাবতার সে আরম্ভ কর্‌কে স্বয়ংরূপ তক্‌ লীলা। ভক্তকে সন্তোষ-বিধানার্থ লীলাহী পরমচমৎকারী হ্যাঁয়।

মহাপুরুষকে লীলাবতারোঁ অথবা বৈভবকী লীলা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সে কঁহী শ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়, স্বয়ংরূপকে তো বাত্‌ হী নহী।

জৈসে ভক্ত ভগবান্‌কে সুখকে লিয়ে সব কুছ্‌ কর্‌ সক্‌তে হ্যাঁয়, ঐসেহী ভগবান্‌ ভক্তকো সুখ দেতে হ্যাঁয়, এহী চমৎকার লীলা হ্যাঁয়। গৌরব-লীলাকে সাথ্‌ মেরা প্রয়োজন নহী, ম্যাঁয় সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কে দর্শনকে ফলস্বরূপ গৌরবভাব বা বিস্ময়ভাব নহী চাহতা। তুম্‌হারি জো লীলা ঐসে গৌরবকোভী নষ্ট কর্‌ দেতী হ্যাঁয়, উসী লীলাকে আকর্ষণসে মুঝে আকর্ষিত করো। ইহ লীলা কথা কানোঁকো গ্রাম্যকথা শুন্‌নেকী পিপাসাকো নষ্ট কর্‌তী হ্যাঁয়। হৃদয়-উন্মাদিনী মনোহারিনী কথা সম্যক্‌রূপসে অনবধানাদি দোষ-রহিত হো কর্‌ পান করো। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ অবতারোঁমে অদ্ভুত রস হ্যাঁয়।

ভগবান্‌ বোলতে হ্যাঁয়,—"জো মেরে জন্ম, নাম-রূপ-গুণ-লীলাকো অপ্রাকৃত মান্‌তা হ্যাঁয়,—উহ পণ্ডিত হ্যাঁয়, আউর জন্ম

নহী লেগা, আউর কঁহি কঁহি ইহ শরীর লে কর্‌ভী বৈকুণ্ঠমে জা সক্‌তা হ্যাঁয়, জৈসে ধ্রুব।"

লীলা দো প্রকার হ্যাঁয়,—মন্ত্রোপাসনাময়ী ঔর স্বারসিকী।

(১) **মন্ত্রোপাসনাময়ী,**—স্থিরা, ধ্যানমে আনেবালী।

"দিব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ, শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥"
—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আ ১।১৬)

(২) **স্বারসিকী**—সাধক বা সিদ্ধকে প্রেমকে অনুসার লীলাকা উদয়, য়হ দো প্রকার হ্যাঁয়—(১) নিত্য অর্থাৎ অষ্ট-কালীয় ঔর (২) **নৈমিত্তিক**—অর্থাৎ ভক্তকো সুখ দেনেকো লিয়ে প্রেমকে অনুসার হৃদয়মে উদিত হোনে বালী লীলা। উদয়, স্ফূর্তি, সাক্ষাৎকার, প্রেম—একহী বাত্‌ হ্যাঁয়। কবি জয়দেবকৃত শ্রীগীতগোবিন্দকা এক নাম 'অষ্টপদী' হ্যাঁয়।

নাম-শ্রবণ, রূপ-শ্রবণ, গুণ-শ্রবণ, পরিকর-শ্রবণ, লীলা-শ্রবণ—ইন্‌মে সে একভী কর্‌নেসে প্রেমভক্তি মিল্‌ সক্‌তী হ্যাঁয়, কিন্তু অন্তঃকরণশুদ্ধি (বিশুদ্ধ সত্ত্ব,—রজস্তম-কামাদি-রহিত) কে লিয়ে নামশ্রবণ সর্বাগ্রে পরম আবশ্যক হ্যাঁয়। সত্ত্ব, রজঃ, তম গুণাক্রান্ত চিত্ত সে শ্রবণ নহী হো সক্‌তা। নির্গুণ, নিরবচ্ছিন্ন সেবানুসন্ধানকে লিয়ে নাম-শ্রবণ কর্‌না—ঐসে কর্‌নেসে **আভাস** হোনেকে বাদ অন্তঃকরণ শুদ্ধি হোগী। শুদ্ধ অন্তঃকরণ হোনেকে বাদ রূপকা শ্রবণ হোনে পর রূপকা উদয় হোগা। য়হাঁ সে সাধ্য ভক্তিকা আরম্ভ হোগা। ফির গুণোঁকী স্ফূর্তি ব অনুভব হোগা।

ইস্‌কে বাদ লীলা আউর লালা-পরিকরকী স্ফূর্তি হোগী।

শ্রবণ সাধন হ্যায়, আউর স্ফূর্তি সাধ্য হ্যায়। শ্রবণকা অধিকার তো সবকা হ্যায়। য়হাঁ স্ফূরণকে অধিকার কী বাত্ কহী গঈ হ্যায়।

যদি অপরাধকা বজ্রলেপ ন হো তো,বিষয় কে লিয়েভী শুন্নে সে কৃষ্ণকথা অপ্না ফল দেখায়েগী। উপর লিখিত ক্রম সে উল্টা পাল্টা কর্নে সেভী ফল হো সক্তা হ্যায়। তথাপি শ্রীগৌড়ীয় শ্রীরূপানুগকী এহী পদ্ধতি হ্যায়।

ভগবান্‌কে নাম-রূপাদি-শ্রবণমে সেভী শ্রীমদ্ভাগবতকা শ্রবণ সর্বশ্রেষ্ঠ হ্যায়। তোতা রসাল ন হোনে সে ফল নহী খাতা, উস্‌কে উচ্ছিষ্ট ফল মিঠাহী হোতা হ্যায়। ঐসেহী শুকদেব দ্বারা আস্বাদিত শ্রীমদ্ভাগবতরূপ রসময় (লীলামিশ্রিত) ফলকা আস্বাদন কর্না চাহিয়ে। ইহা অষ্টিবল্কল-রহিত, আদি সে অন্ত্য তক্ কেবল রসময় হ্যায় !

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং, শুকমুখাদমৃত-দ্রব-সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং, মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥"
—(শ্রীভা ১।১।৩)

শ্রীমদ্ভাগবত একাধারে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রুতি, স্মৃতি, মহাপুরাণ (দশলক্ষণযুক্ত) পঞ্চরাত্র, সাত্বত সংহিতা (ভোজ, বৃষ্ণি, যাদব— ইন্‌কী সংহিতা) হ্যায়। পরতত্ত্বকে সাথ্ জীবকে মিলনকে উপায় জিস্ শাস্ত্র মে বর্ণিত হো, বহ সংহিতা। সংহিতা সেহী 'সাহিত্য' শব্দ হুয়া হ্যায়। জিস্ বাক্য মে জীবোঁকা পরতত্ত্ববস্তুকে চরণ-কমলোঁকী প্রাপ্তি কী বাত্ কহী গঈ হ্যায়, উহাহী 'সাহিত্য' হ্যায়। সহিত শব্দসে 'সাহিত্য' শব্দ বনা হ্যায়। শ্রীমদ্ভাগবত

বেদকী মাতা গায়ত্রীকা ভাষ্য হ্যাঁয়। ইহ পঞ্চমবেদ মহাভারত কা ভী প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় কর্‌তা হ্যাঁয়।

পরমাত্মাকী ইস্‌ জগতকে শ্রুতি আউর স্মৃতিরূপ দো আঁখে হ্যাঁয়। কলিযুগকে অত্যন্ত নিঃসহায় জীবোঁকে লিয়ে তন্ত্ররূপমে ইন্‌কী ব্যাখ্যা কী গঈ হ্যাঁয়। কলিযুগমে সাধককী চরম দুর্বলতা ঔর দুর্দশা হ্যাঁয়।

আউর পানেকে সময়ভী ক্যা ভগবান্‌কে পূর্ণতম আবির্ভাবকে মাধূর্যানুভব কর্‌ সকতা হ্যাঁয়। ঐসা রোগী হ্যাঁয় কি উহ এক শ্বাস মেহী মর্‌ সক্‌তা হ্যাঁয়। ক্যা বহ জল্‌দি সে জল্‌দি আচ্ছা হো কর আত্মীয় স্বজনোঁকা সাথ্‌ আমোদ আলাপ কর সক্‌তা হ্যাঁয়? ঐসে জীবোঁকে লিয়ে তন্ত্রোঁমে সেভী সাত্বততন্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত সর্বশ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়।

রাক্ষস-তামস-পৈশাচতন্ত্রভী হ্যাঁয়, জো ভূত, প্রেত, পিশাচোঁসে সাধন কর্‌তা হ্যাঁয়।

শ্রীমদ্ভাগবতমে সম্বন্ধ, অভিধেয়, আউর প্রয়োজনকী বাত্‌ তিন শ্লোকোঁমে পূর্ণরূপসে আউর সংক্ষিপ্তরূপমে কহ দী গঈ হ্যাঁয়। Abridged and at the same time comprehensive.

সম্বন্ধকে বিষয়মে নিম্নলিখিত শ্লোককে সমান ইস্‌ পৃথিবীমে আউর কোঈ শ্লোক ন হুয়া হ্যাঁয়,—ন হোগী!

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" (শ্রীভা ১।২।১১)

অভিধেয়কে বিষয়মে নিম্নলিখিত শ্লোক হ্যাঁয়।

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা,-দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং, ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥"
—(শ্রীভা ১১।২।৩৭)

দ্বিতীয় বস্তু অর্থাৎ মায়াকে প্রতি অভিনিবেশ হোনেসেহা ভয় হোতা হ্যাঁয়। ঈশ্বর-বিমুখ জীবোঁকা "সব সংসার হী ইষ্ট-দেবতা হ্যাঁয়।"—অ্যায়সা দর্শন নহী হোতা।

উস্‌কা Isolation, Separation অর্থাৎ য়হ উল্‌টিবুদ্ধি **দেনেবালী** মায়া হ্যাঁয়। ইস্ লিয়ে পণ্ডিতজন ভগবান্‌কী ভজন করে। একয়া ভক্তি—অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা, গুরুকো দেবতা আউর আত্মা মান্ কর্। মনুষ্যকো আত্মা অতি প্রিয় হ্যাঁয়। ইস্‌লিয়ে বহ দেহকে জীর্ণ হোনে পরভী মরণা নহী চাহ্‌তা। গুরুদেবকে আত্মাকে সমান প্রিয় মান্‌না।

প্রয়োজনকে বিষয়মে শ্রীমদ্ভাগবত মে কহা হ্যাঁয় কি **কৈবল্য** ইষ্টদেবকী সমচিত্তবৃত্তি, সর্বদা উন্‌কী সুখবাঞ্ছা, এহী প্রয়োজন হ্যাঁয়।

"সর্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্ ॥"
—(শ্রীভা ১২।১৩।১২)

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদনে শ্রীমদ্ভাগবতকে সমুদ্রমে গোতা লগা কর্ য়হ তিন শ্লোকরূপী রত্ন নিকালে হ্যাঁয়।

কৈবল্যকা অর্থ হ্যাঁয়—পরতত্ত্বকী সুখ ঔর জীবকা সুখ একতানযুক্ত হোনা, নির্মলত্ব, শুদ্ধি,—নিরন্তর উন্‌কা সুখস্মৃতি দ্বারা শুদ্ধি, নিরুপাধিকী, অহৈতুকী সুখবাঞ্ছা।

"ধর্মঃ প্রোজ্ ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥"

—(শ্রীভা ১।১।২)

জো শক্তি স্বয়ং পরতত্ত্ববস্তুকোভী অভাবযুক্ত অর্থাৎ প্রেমকে ভুখে, কাঙ্গাল বানা দেতী হ্যাঁয় ; উস্‌মে সর্বাধিক চমৎকারিতা হ্যাঁয়। ঐসী পরতত্ত্বকা বর্ণন শ্রীমদ্ভাগবতমে হ্যাঁয়। নিরুপাধি প্রীতিকে পাত্র শুশ্রূষু ব্যক্তিকে হৃদয়মে বাঁধ জাতী হ্যাঁয়।

শুশ্রূষু—পরিচর্যাকারী ঔর শ্রবণেচ্ছু। অনির্দেশ্য,অনির্বচনীয় ব্রহ্ম ঝট্ উস্‌কে হৃদয়মে কয়েদী হো জাতে হ্যাঁয়, জিস্‌নে ভক্তভাগবতকী পরিচর্যা ঔর গ্রন্থ-ভাগবতকী শ্রবণেচ্ছা কী হ্যাঁয়।

কৈবল্য—জঁহা Cross নহী, Angle নহী, এক লাইন হ্যাঁয়, পরতত্ত্ববস্তুকী সুখবাঞ্ছাকে সাথ্ এক হো গয়া হ্যাঁয়, য়হ মুক্তিসেভী শ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়।

জঁহা প্রেম ছোড়্ কর্ আউর কুছ্ নহী, পরতত্ত্ববস্তুকে দর্শন-কারী সাধুয়োঁকে ধর্ম ক্যা, ইসী শ্রীমদ্ভাগবতমে বর্ণন হ্যাঁয়। য়হ অভিধেয় অকৈতবা ভক্তিকে বিষয়মে 'অত্র'। দুস্‌রা 'অত্র' সম্বন্ধকে বিষয়মে। ভগবান্ 'বেদ্য' হ্যাঁয় অর্থাৎ উন্‌কো জান্‌নে সে ঔর কুছ্ জান্‌না বাকী নহী রহতা, সবহী জানা জাতা হ্যাঁয়। বহ শিবদ সুখদ হ্যাঁয়। বহ দুঃখ হরণ কর্‌তে হ্যাঁয় ঔর সুখ দেতে হ্যাঁয়। উন্‌কা বর্ণনভী ইসী শ্রীমদ্ভাগবতমে হ্যাঁয়। তিস্‌রা 'অত্র' প্রয়োজনকে বিষয়মে হ্যাঁয়। এহী শ্রীমদ্ভাগবত

শুন্‌নেকী ইচ্ছামাত্র হোনে সেভী ভগবান্ ঝট্ হৃদয়মে বন্ধ হো জাতী হ্যায়। "সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে।"—(শ্রীভা ১।১।২)

জিস্ শ্রীমদ্ভাগবতকে শুন্‌নে সে ভগবান্ অবরুদ্ধ হো জাতী হ্যাঁয়, ঐসে ক্যা আউর কিসী শাস্ত্রসে হোতে হ্যায়—অথবা ঐসে শ্রীমদ্ভাগবতকো ছোড়্ কর্ হমে ঔর কিসী শাস্ত্রকো ক্যা প্রয়োজন ?

ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত জ্ঞান-কর্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্রোঁকী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হ্যায়। ভগবত্তাকা সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র হ্যায় —শ্রীগীতা। শ্রী ব সৌন্দর্যহী ভগবান্‌কী গুণোঁমে অঙ্গী হ্যায়। শ্রী কী বাত্ হোনেসেহী রসকী বাত্ আ জাতী হ্যায়। ইস্ রসকে বাত্ জিস্ শাস্ত্রমে হ্যাঁয়, বহী সর্বশ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়। ঐশ্বর্যকা তো শেষ নহী, শ্রুতিভী ঐশ্বর্যকা বর্ণন নহী কর্ সকি। শেষমে শ্রুতিনে ভগবান্‌কো আনন্দ কহা, ইসীমে ঐশ্বর্য অন্তর্ভুক্ত হ্যাঁয়। রসময় ভগবান্‌কে বাত্ গীতামে নেহী। ভগবান্ রসিক হ্যাঁয়। এহী পূর্ণতম ধারণা হ্যায়। ভগবান্ প্রেমময় হ্যাঁয়, উস্‌মেভী ফির্ রসময় হ্যায়—ইন্ রসময় ভগবানকী বাত্ জিস্ শাস্ত্রমে হ্যাঁয়, উস্‌মে পরমাত্মা ঔর ব্রহ্মকী বাত্‌তো অন্তর্ভুক্তহী হ্যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতকে সর্বশ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধর স্বামীকা টীকা অবলম্বন কর্‌কে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুনে আউর কঁহি কঁহি জঁহা উন্‌কী বাত্‌সে কোঈ ভুলধারণা হো সক্‌তী হ্যাঁয়, উহা গুরুবর্গকী বাত্ কহ কর্ ষট্‌সন্দর্ভ রচনা কিয়ে হ্যাঁয়।

অনির্দেশ্য, নিরঞ্জন পরতত্ত্ববস্তু হৃদয়মে অবরুদ্ধ হোতে হ্যাঁয়,

ছিপি মে সমুদ্র সমা জাতা হ্যাঁয়, এহী শ্রীমদ্ভাগবতকী অপূর্বতা হ্যাঁয়। য়হ বড়া অদ্ভুত ব্যাপার হ্যাঁয়।

"পিবত ভাগবতং রসমালয়ং,মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥"

—(শ্রীভা ১।১।৩)

আ+লয়=আলয় অর্থাৎ মুক্তিকে বাদভী। মুক্তিমে ফির্‌ভী ধোঁখা হো সক্‌তা হ্যায়, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতকী বাত্‌মে কোঈ বিপদ নেহী। উপনিষদোঁ মে আনন্দময় ব্রহ্মকী বাত্ হ্যাঁয়,কিন্তু আনন্দকে আস্বাদন কে বাত্ নেহী। সম্বন্ধ, অভিধেয় ঔর প্রয়োজনকী সর্বশ্রেষ্ঠ বাত্ ইসীমে হ্যাঁয়—ইসীমে হ্যাঁয়, ইসীমে হ্যাঁয়, ঔর কঁহি নহী। ইস্‌লিয়ে ইহ প্রমাণচক্রবর্তী চূড়ামণি হ্যাঁয়। ভগবান্‌ভী ইহা বশ হো জাতে হ্যাঁয়, ইস্ শ্রীমদ্ভাগবতকে শুশ্রূষাসে। এহী মানবজাতিকে অবঞ্চক বন্ধু হ্যাঁয়। সব পরমহংসোঁকে অভীষ্টদেব শ্রীভগবান্‌নে জো জ্ঞান ব্রহ্মাজীকো দিয়া থা, ওহী ভাগবত মে হ্যাঁয়। শ্রীমদ্ভাগবত ভগবদাবির্ভাবিত হ্যাঁয়, (জব্ ব্রহ্মানে "গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি" স্তব কিয়া থা) ইস্‌লিয়ে ইস্‌কী মহিমা অধিক হ্যাঁয়। প্রাকৃত লোগোঁমে ছন্দ, রসশাস্ত্র ঔর বিদ্যাবত্তাকে বিচার সেভী শ্রীমদ্ভাগবতকা বহুৎ আদর হ্যাঁয়। জিস্ কিসী ভাবসে শুন্‌নে সেভী বহ অদ্ভুত-রসকা উদয় করায়েগাহী। ভাগবত শুন্‌নেকে বাদ মনুষ্য ঔর কুছ্ নহী শুন্‌না চাহতা। জিস্‌নে মিশ্রী খালী হ্যাঁয়, বহ গুড় খানে নহী জাতা।

এহী শ্রীমদ্ভাগবত যদি মহৎ কীর্তন করে, তো শীঘ্রহী ফল হোগা। প্রসঙ্গ পরিচর্যাকারী শুশ্রূষুহী শ্রবণ কর সক্‌তে হ্যাঁয়। শ্রীমদ্ভাগবতকী বাণী সুখদ—আনন্দ-প্রদাতা ইষ্টদেবকী স্মৃতি

উদ্দীপক, কেবল সাময়িক সুখ-প্রদাতা নহী, সাক্ষাৎকার প্রদাতা ঔর সর্বনাশকারক হ্যাঁয়। শ্রীমদ্ভাগতকে সাথ্ সমতাৎপর্য-বিশিষ্ট লীলাশুক বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস আদি গুরু-বর্গকে গ্রন্থভী শ্রবণ কর্না চাহিয়ে। মহৎদ্বারা আবির্ভাবিত বা Revealed ঔর উন্কে দ্বারা কীর্তিত বা Narrated দোনো প্রকার গ্রন্থোঁকা শ্রবণ কর্না চাহিয়ে। ভাগবত নিত্য হ্যাঁয়, কিন্তু বেদব্যাস্ দ্বারা প্রকট হুয়া হ্যাঁয়। অপ্রকাশশীল বস্তু প্রকাশিত হুঈ হ্যাঁয়।

পৃথু মহারাজ ভগবদাবেশাবতার হ্যাঁয়। উন্কো জব্ ভগবান্নে বর দেনা চাহা তো উনোনে কহা,—"ম্যাঁয় মহাভাগবতোঁকে শ্রীমুখবিগলিত কৃষ্ণকথামৃত জ্যায়সে মেঁ নিরন্তর পান কর্তা রহুঁ। উস্ শ্রবণসে হম জ্যায়সে হতভাগোঁকো জো কি তুম্হারে পরব্রহ্ম-স্বরূপকে মহিমা জ্ঞানকো বিলকুল ভুল গয়ে হ্যাঁয়, তুমহারে চরণকমলকো নিরন্তর স্মৃতি হো জাতী হ্যায়।" শ্রবণহী সাধন ঔর সাধ্য হ্যাঁয়।

মহৎ যোগ্যতা দেখ্ কর হী সাধন-প্রণালী বতাতা হ্যাঁয়। জ্যায়সা রোগী ঐসাহী ঔষধ দেতা হ্যাঁয়। কিঁয়ো কি বহ চিকিৎসক হ্যাঁয়। অক্ষরজ্ঞান ব ধনাদি হোনেসেভী শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ ব কীর্তনকা অধিকার নহী হোতা হ্যাঁয়। জিস্ মহৎকী বাণী শুন্নি বা পড়্নি হো, উস্কে হৃদয়কী বাত্ ন জান্নে সে তো ফল নহী হোগা। ইসলিয়ে পহেলী প্রসঙ্গ, পরিচর্যা কর্না। বৈধী ভক্তকো মহৎকী বাণী শুন্ কর্ মহিমা জ্ঞান হোতা হ্যাঁয় ঔর রাগানুগীয়ভক্তকো সুখদ হোতী হ্যাঁয়। জব্ তক্

পুরুষাভিমান, হ্যাঁয় তব্‌তক্‌ রহস্যলীলা (রাসলীলা) নহী শুন্‌নি চাহিয়ে।') ভগবান্‌কী কিংকরী অভিমান ন হোনেসে লীলাকো জড় বোধ হোতা হ্যাঁয়। (স্ত্রী পুরুষকে সমান মান্‌নেসে অপরাধ হো জায়েগা, পরস্ত্রীকো মাতা মান্‌নে বালা নীতি দর্শন নহী, ইহ অচেতন দর্শন হ্যাঁয়)। ভক্তকা চিন্ময়দর্শন, ইষ্টদেবকে সাথ্‌ সম্বন্ধযুক্ত দর্শন হ্যাঁয় (চিদ্বিলাসী ইষ্টদেব জড়বিলাসী নহী)। কৃষ্ণ-যোষিৎ-দর্শন হ্যাঁয়, উহাঁ স্ত্রী-দেহ ধারিণীকো সম্মান দেনা। পুরুষাভিমানযুক্ত ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট বা দাসভক্ত বা বাৎসল্যভক্ত ইহ লীলা শুন্‌নে সে রসাভাস এবং রসবিরোধ হো জায়েগা, প্রাকৃতবুদ্ধি বা কদাচার হো জায়েগা। শ্রদ্ধা ক্যা হ্যাঁয়? পুরুষাভিমান ন হোনা। শ্রদ্ধাযুক্ত হো কর্‌ শ্রবণ করুনেসে জো থোড়া কুছ্‌ পুরুষাভিমান শেষ হোগী, বহভী দাস্যাভিমান মে পরিণত হো জায়েগা। ইহ রাগমার্গকী 'শ্রদ্ধা' হ্যাঁয়। মহৎকী জিহ্বা সে হরিকথামৃত অজস্র ভাবসে বহ্‌তা হ্যাঁয়। উস্‌ কথাকো জো অপ্রমত্ত হো কর্‌, অত্যন্ত মনোযোগকে সাথ্‌, আনন্দমগ্ন হো কর, নিরন্তর তৃষ্ণার্ত হো কর্‌ "আউর আউর" কহ কর শুন্‌তা হ্যাঁয়, উস্‌কী দেহস্মৃতি বিনষ্ট হো জাতী হ্যাঁয়।

হরিকথামৃতকা ঐসাহী প্রভাব হ্যাঁয় কি বহ ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, ভয় সবকো বলপূর্বক দূর কর্‌ দেতা হ্যাঁয়।

জিন্‌কো বাসনা সমূল উৎপাটিত নহী হুঈ, উন্‌কে পক্ষমে ভগবদ্‌বিগ্রহকে আবির্ভাবকী যোগ্যতা নহী। শুদ্ধ অন্তঃকরণ মে যোগ্যতা হোতী হ্যাঁয়। আত্মা, আউর শুদ্ধচিত্ত এক হী বস্তু

হো জাতে হ্যাঁয়। জব্ কি সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন হো জাতা হ্যাঁয়, তো উপাধিভী উপাধি নহী রহতী।

ভগবান্‌কী কথা মে রুচিকী পরাবস্থা হ্যাঁয়—রতি, প্রেমভক্তি কা উদয়। জিস্‌কে হোনে সে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার মিল্‌তা হ্যাঁয়। সব পাপোঁকা পরম প্রায়শ্চিত্ত হ্যাঁয়—নিরপরাধ ভগবন্নামোচ্চারণ, যদি আউর পাপ না করে। "চেতোদর্পণ-মার্জনম্ ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণম্।"—(শ্রীপদ্যাবলী, ২২)

মহাভাগবতোঁকো ভগবান্‌কে নামকে প্রত্যেক বর্ণমে 'হরে' কে 'হ' আউর 'রে' মে ভী অমৃতাস্বাদন ঔর আনন্দ হোতা হ্যাঁয়।

'কৃষ্ণ' হী নাম সম্পূর্ণ হী অমৃতমে সনা হুয়া হ্যাঁয়। বহ সারা নাম সুন্‌নে কী অপেক্ষা নহী কর্‌তে। জৈসে লাল্‌চীকো রস-গোল্লাকা এক টুক্‌রা ভী মুখমে লগানেসে স্বাদ লগ্‌তা হ্যাঁয়। কৃষ্ণনাম মাধুর্যকা সমুদ্র হ্যাঁয়, বহ কিসী ওর সে আস্বাদন কর্‌নে সে হী মধুর লগ্‌তা হ্যাঁয়। নাম আউর শ্রীবিগ্রহ বস্তুতঃ একহী হ্যাঁয়।

ইষ্টদেবকা সাথ্ জিত্‌না অধিক যোগ হোতা হ্যাঁয়, উত্‌না হী শ্রবণাভিলাষ অধিক হোতা হ্যাঁয়। মহৎ কা কীর্তন সুন্‌নে কে বাদ লোগ্ রহনে সে ফির সুন্‌না। ইস্‌মে দৈন্য রহেগা। বক্তা আউর শ্রোতা দোনো ন রহনে সে আপ্‌নে আপ্ কীর্তন কর্‌না।

"শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে,-র্জন্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি, গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥"

—(শ্রীভা ১১।২।৩৯)

শ্রীকৃষ্ণরূপ অখিল রসামৃতসিন্ধুকে বন্ধ বা বাঁধ্‌কে (dam) চাবীকাঠি জিন্‌কে পাস হ্যাঁয়, বহ যদি কীর্তন করে, তো বাঁধ ঐসে বেগ্‌সে খুলেগা কি ওহ কীর্তনকারী, শ্রবণকারী দোনোঁকো বহা দেগা। য়হ চাবী উসে অপ্‌নে গুরুসে মিল্‌তী হ্যাঁয়। সমবাসনা-বিশিষ্ট মহৎকী পরিচর্যা কর্‌কে উন্‌সে অপ্‌নে অভীষ্টদেবকে নাম স্থন্‌নে সে অতি শীঘ্র ফল হোগা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শ্রীশ্রীহরিকথার মর্ম

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম)

"কীর্তন"

কীর্তনমেভী শ্রবণ জ্যায়সাহী ক্রম হ্যাঁয়। কীর্তন কর্‌নে সেহী ভগবান্ কহতে হ্যাঁয়,—"ম্যাঁয় ইস্ কীর্তনকারীকী অবশ্য রক্ষা করুংগা। শ্রবণকে বাদ কীর্তনকী বাত্ হ্যাঁয়। শ্রবণ সে পহিলে কীর্তন নহী কর্‌না চাহিয়ে। কীর্তন সাধনতম হ্যাঁয়। য়হ কিসী কী অপেক্ষা নহী কর্‌তা। শ্রবণমে তো কীর্তনকারী রহনাহী পড়েগা।

ভক্ত ভগবান্‌কো জিস্ নামসে পুকারতে, উসী নামসে পুকারনে সে শীঘ্র ফল হোগা। য়হ নাম সুন কর্ ভগবান্ কীর্তনকারীকো অপ্‌না সর্বস্ব দে ডাল্‌না চাহ্‌তি হ্যাঁয়।

নাম কীর্তন কর্‌তে কর্‌তে 'রাগ' হোনে সে চিত্ত দ্রবীভূত হোতা হ্যাঁয়। সব বাসনা নির্মূল হোনে পর রতিকা উদয় হোনে সে ভক্ত অনুক্ষণ লীলাস্মরণ কর্‌কে কভী রোতা হ্যাঁয়; কভী হাস্‌তা হ্যাঁয়, কভী গাতা হ্যাঁয়, কভী চীৎকার কর্‌তা হ্যাঁয়, রতি হোনেসে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার, অনুভাব, সঞ্চারীভাব হোতা হ্যাঁয়। বাহারকে লোক উস্‌কী ক্রিয়ায়োঁকী কুছ্ ভী নহী সম্-ঝেংগে। "আমারে বিষয়ী পাগল বলিয়া অঙ্গেতে দিবেক ধূলি।"

ইসলিয়ে শম-দম কর্‌না। সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিমে ইহ কর্‌না পড়্‌তে হ্যাঁয়, কিন্তু নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি হোনে সে ইহ আপ্‌হী হো জাতে হ্যাঁয়। ইহ সব অনাদরণীয় নহী, কিন্তু অকিঞ্চনা ভক্তিভী নহী।

প্রঃ। জো পাপিষ্ঠ হ্যাঁয়, জিন্‌কা মন চঞ্চল হ্যাঁয়; কিন্তু জিহ্বা হ্যাঁয়, মনকে ছোড়্‌ কর্‌ভী ক্যা কুছ্‌ কিয়া জা সক্‌তা হ্যাঁয়?

উঃ। সব সময় কোঈভী ইন্দ্রিয় চালনা কর্‌তে হুয়ে গোবিন্দ-নাম বোল্‌না, মর্‌ণেকা সময় জব্‌ আউর কুছ্‌ নহী হো সক্‌তা, তব ভী গোবিন্দ-নাম একবারহী উচ্চারণ কর্‌না; নাম-কীর্তন কেবল পাপহী দূর নহী কর্‌তা, ভগবান্‌কো গুণোঁকেভী স্ফূর্তি করাতা হ্যাঁয়।

আরূঢ় (সিদ্ধ) যোগীয়োঁকোভী জো নহী মিল্‌তা, বহ অনুরাগভরে নাম কর্‌নেসে একহী জন্মমে মিল্‌ সক্‌তা হ্যাঁয়।

জো নাম-রূপ-গুণ-লীলাকো পৃথক পৃথক মান্‌তা হ্যাঁয়, বহ-নামাপরাধী হ্যাঁয়। কোঈ লোগোঁকা তরলতা সে উচ্ছ্বাসমে আঁখো মে পানি আতা হ্যাঁয়। য়হ নামাভাস হ্যাঁয়। ইস্‌সে ফিরভী কভী মঙ্গল হো সক তা হ্যাঁয়। যদি কপটসে লোক দিখানেকে লিয়ে রোয়া জায়, তো প্রতিবিম্বাভাস, ইস্‌সে আউরভী অপরাধ হোতা হ্যাঁয়। জিস্‌কো অসতী জিহ্বা একমাত্র পতি ভগবান্‌ ও ভক্তকী বাত্‌ ছোড়্‌ কর্‌ আউর বাত্‌ কহতী হ্যাঁয়, বহ সব ব্যর্থ হ্যাঁয়। 'অমানী' ঔর 'তৃণাদপি সুনীচ' হো কর্‌হী নাম কীর্তন হো সক্‌তা। ইন্‌ দোঁনে মে নিশ্চয়হী কুছ্‌ ভেদ হ্যাঁয়

কিঁয়োকি যদি একহী হোতে, তো দোবার কহনে কী ক্যা আবশ্যকতা থা ? 'মানদ' কা অর্থ Formality (বাহ্য ব্যবহার, প্রচলিত প্রথা), Etiquette (শিষ্টাচার), Mannerliness (শিষ্টতা) নহী। পরমা শান্তি—নিরন্তর প্রেমানন্দ-সেবা।

Incessant activity in the shape of deep concentration নিরন্তর প্রেমানন্দ-সেবা।

"যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয়।"—(শ্রীচৈ. চ. ম. ১০।১৭৯) য়হ শান্তি—Cessation of Activity নহী। কীর্তনদ্বারাহী পরমা শান্তি মিল্‌তা হ্যাঁয়।

Christ is being crucified by the Europeans every second.

সমাধিমে তো ইষ্টদেব স্ফূর্তিহী হোতে হ্যাঁয়, কিন্তু কীর্তন সে তো লীলাস্বাদন হোতা হ্যাঁয়।

স্মৃতি-শাস্ত্রমে জিত্‌না প্রায়শ্চিত্ত হ্যাঁয়, সব সে কঁহি শ্রেষ্ঠ নামাভাস হ্যাঁয়, জো কেবল পাপহী দূর নহী করাতা ; কিন্তু ভগবদ্‌বিগ্রহ আউর গুণকী স্ফূর্তি করাতা হ্যাঁয়।

শ্রীমদ্ভাগবতমে আদিসে অন্ত্য তক্ কীর্তনকী হী সর্বশ্রেষ্ঠতা সম্পাদন কী গঈ হ্যাঁয়। নামকীর্তন উচ্চঃস্বর সে হী কর্‌না চাহিয়ে, মনমে নহী। সাধক, সিদ্ধ দোনোঁ অবস্থামে হী নাম চূড়ান্ত শ্রেয়ঃ হ্যাঁয়। ইস্‌কে দ্বারা ভুক্তি, মুক্তি সব্‌হী মিল্‌তা হ্যাঁয়। মুক্ত পুরুষভী নামকীর্তন কর্‌তে হ্যাঁয়। ভগবান্‌কী ইচ্ছাকে অনুকূলহী আউর দেবতায়োঁকে নাম ফল দে সক্‌তা হ্যাঁয়।

নামাপরাধ—নামাপরাধীকো যদি হাজার যমভী দণ্ড দে,

তো উস্‌কা অপরাধ নহী জা সক্‌তা। জন্ম জন্ম শাস্তি-ভোগ কর্‌নেহী পড়েগী। নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর্‌নেসে কৃপা মিল্ সক্‌তী হ্যায়। দেহাত্মবোধ-বিশিষ্ট ব্যক্তিকা নাম মে আদর নহী হো সক্‌তা। জঁহা হরিকীর্তন হোতা হ্যাঁয়, উহা সে অবজ্ঞা অনাদর দেখাকে চলে জানে সে নরকমে জানা পড়্‌তা হ্যায়। উস্ সময় যদি জানাহী পড়্‌তা হ্যায়, তো দণ্ডবৎ কর্‌কে, ক্ষমা মাংগকে জানা চাহিয়ে, অবজ্ঞা কর্‌কে নহী অজ্ঞাত সাধু ব মহৎকে পাস অপরাধ হোনে সেভী বহ অপ্‌নে প্রভুকে সংকীর্তনরূপ সেবা দেখ্‌কে প্রসন্ন হোকে অপরাধ ক্ষমা কর্ দেতে হ্যাঁয়।

দশ নামাপরাধোঁমে সে Gravity অর্থাৎ গম্ভীরতাকে (জো দ্রুত সর্বনাশ করে) বিচারসে সাধুনিন্দা, গুর্ববজ্ঞা, শ্রুতিনিন্দা, বিষ্ণুকো অন্য দেবতায়োঁকে সমান মান্‌না আউর Obstinate (একগুঁয়ে, দুর্দম্য) Tenacious হ্যাঁয়। অর্থবাদ আউর অনবধান য়হ থোড়ে সে নহী জাতা। অহং-মম ভাবভী থোড়ে সে জাতা নহী।

প্রমাদ—Inattention, absent mindedness, অর্থাৎ অমনোযোগিতা ও অন্যমনস্কতা।

আজ জল্‌দি জল্‌দি হরিনাম কর্ লু, কল্‌কো অচ্ছি তরহ কর্ লুংগা, য়হ অপরাধ বহুৎ ঢিট্ হ্যাঁয়।

সুর আচ্ছা হোনে সে ভগবান্‌কে নাম-রূপ-গুণ-লীলাকা কীর্তন কর্‌না। ভক্ত জিস্ নামসে ভগবান্‌কো পুকারতে হ্যাঁয়, উসী নাম সে পুকারনে সে ফল হোগা, বহ নাম সুন কর্ ভগবান্ সব কুছ দে ডাল্‌না চাহ তী হ্যাঁয়।

সুর আচ্ছা ন হোনে সে অপ্‌নী অপেক্ষা আচ্ছে সুর-বালেসে শুন্‌না। যদি তাল-জ্ঞান, সুর-জ্ঞান ন হো, তো অন্দরহী অন্দর অনুমোদনহী কর্‌না। উচ্চকীর্তনকারীকা মাহাত্ম্য বহুৎ হ্যাঁয়, বহ আপনে সাথ্ ঔরোকাভী মঙ্গল কর্‌তা হ্যাঁয়। রূপকীর্তনসে ভগবান্‌কে রূপকে প্রতি লোভ হোতা হ্যাঁয়। গুণকীর্তনকা সাধ্য ফল হ্যাঁয়।—পরম পুরুষার্থরূপা রতি। ভগবান্ উত্তমঃ শ্লোক হ্যাঁয়। তম=বিস্মৃতিরূপ মৃত্যু। শ্লোক=কীর্তি। জিন্‌কো কীর্তি শুন্‌নে সে তম নষ্ট হো জাতা হ্যাঁয়,—উন্‌হি উত্তমঃ শ্লোক ভগবান্ হ্যাঁয়। কৃষ্ণকীর্তনকারীকো ধূপ-দীপ সে পূজা কর্‌নে সে ভগবান্‌কে জিত্‌নি প্রসন্নতা হোতী হ্যাঁয়, ঐসে অপনী সেবা সে নহী হোতে। ফির্‌ভী বৈষ্ণবকী ইচ্ছাকে বিরুদ্ধ উন্‌কী পূজা নহী কর্‌না চাহিয়ে।

বহু আশ্রয়-বিগ্রহ মিল্‌কে এক বিষয়-বিগ্রহকী সেবা জব্ কর্‌তে হ্যাঁয়, তো **'রাস'** হোতা হ্যাঁয়। কীর্তনকী অপেক্ষা সংকীর্তন আউরভী চমৎকার হোতা হ্যাঁয়।

চমৎকার—আনন্দকী বাড়্ লা দেনে বালা। রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণকা সংকীর্তনমে অধিক উল্লাস হোতা হ্যাঁয়। কাব্যমে রসকী পরাকাষ্ঠাকো 'চমৎকার' কহতে হ্যাঁয়। চমৎকারিতা—অপূর্বতা। সমস্ত ইন্দ্রিয়োঁকো জহাঁ বলপূর্বক কৃষ্ণ আকর্ষণ কর্ লেতে হ্যাঁয়, বঁহা মনুষ্য ভগবান্‌কে নাম, রূপ, গুণ, লীলা-কীর্তন কে লিয়ে কোটি কোটি জিভেঁ মাংগ্‌তা হ্যাঁয়।

সংকীর্তনমে বিস্ময়কা আতিশয্য হোতা হ্যাঁয়। সংকীর্তন-রাসমেঁ গোপী-জনবল্লভ আউর গৌরসুন্দরকা সুখ হোতা হ্যাঁয়।

উস্ সংঘমেঁ লৌকিক শ্রদ্ধাবালাভী রহ সক্তা হো, কিন্তু শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাকে লে কর্ নিষ্কিঞ্চনা ভক্তিকে লোগ্ রহনে সে অধিক সুখ হোতা হ্যাঁয়। য়হী মিশন কা আদর্শ হ্যাঁয়।

প্রসঙ্গ বশঃ—জিস্ অবস্থামেঁ দ্বৈত লোপ হো গয়া হ্যাঁয়, অর্থাৎ সমাধিমেঁ আবিভূর্ত জ্ঞান কো শ্রুতি কহা গয়া হ্যাঁয়। সমদর্শনমেঁ আবিভূর্ত জ্ঞান চেতনকা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ্যাঁয়, জড়কা নহী। পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ঔর শ্রুতিকো প্রমাণ মান্তা হ্যাঁয়। শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরনে 'তত্ত্ব-সূত্র'মেঁ প্রত্যক্ষ-অনুমান কো প্রমাণ মানা হ্যাঁয়।

কীর্তন কর্‌তে কর্‌তে ধ্রুবানুস্মৃতি হোতী হ্যাঁয়। ইসী কা নাম শান্তি হ্যাঁয়। সাংসারিক বস্তুয়োঁকী প্রচুরতা শান্তি নহী। নৈষ্ঠিকী ভক্তিহী শান্তি হ্যাঁয়। বিষয়-বিতৃষ্ণা ঔর কৃষ্ণনিষ্ঠা—য়হ শান্তি হ্যাঁয়, কিন্তু পরমা শান্তি নহী। ধ্রুবানুস্মৃতি আউর থোড়ী ঊঁচী হ্যাঁয়। নিরুপাধি প্রীতিরূপ উদ্যম হী পরমা শান্তি হ্যাঁয়।

দ্রব্য, জাতি, গুণবিহীন দীনজনোঁকে লিয়েভী ভগবানকে কীর্তনাখ্যা ভক্তি হ্যাঁয়। য়হ ভগবানকে অপার করুণা হ্যাঁয়। কীর্তনকা ফল—সাক্ষাৎকার হ্যাঁয়। কীর্তন Short-cut হ্যাঁয়। পরম মঙ্গলকা রাস্তা হ্যাঁয়। য়হ সবহী কর্ সক্‌তে হ্যাঁয়। দাক্ষিণাত্যকে সব বিগ্রহ শেষশায়ী ব মহাপুরুষকে বৈভবাবতারোঁ কী মূর্তি হ্যাঁয়।

জো নাম পাকেভী দীক্ষা চাহতে হ্যাঁয়, বহ কোটি রূপয়ে পানে হজার মাংগনেকে বরাবর কহতে হ্যাঁয়।

একশো জন্ম ঠাকুর অর্চন করনেসে নাম মুখপর আয়েগা।

কীর্তনহী মহা অর্চন হ্যাঁয়। মন্ত্রকে বিনা তো পূজা ব্যর্থ হী হ্যাঁয়। মন্ত্রকা মন্ত্রত্ব হরিনাম দ্বারাহী হোতে হ্যাঁয়। য়হ সব সমঝ্ কর্ জো লোগ কহতে হ্যাঁয় কি ঠাকুর-পূজামে অধিক সেবা হোতে হ্যাঁয়, হরিনাম তো কেবল ওষ্ঠস্পন্দনহী হ্যাঁয়, বহ নামাপরাধী হ্যাঁয়। শ্রীবিগ্রহ-সেবামে উন্‌কা অপ্‌না সুখ হ্যাঁয়। অতঃ শ্রীবিগ্রহ উন্‌কী কোঈ সেবা-গ্রহণ নহী কর্‌তে, জিন্‌কা নামমে বিশ্বাস কম হ্যাঁয়। জিস্ গানমে সুরুসে লেকে আখির তক্ নাম হ্যাঁয়, বহী প্রশস্ত গান হ্যাঁয়। শ্রীনাম-প্রভুমে সর্বশক্তি অনাদিকাল সে হ্যাঁয়। ভগবান্‌নে কীর্তনাখ্যা ভক্তিকো বিশেষ অধিকার দিয়া হ্যাঁয়। কীর্তনকো সমাধি তক্‌মে রখ্‌না পড়েগা।

মহাপুরুষকে দর্শনপ্রাপ্ত আড়াই রস প্রেমভক্তিবালে মহাভাগবতগণ ভী কলিযুগমে মহাপুরুষকেভী অংশী শ্রীকৃষ্ণকো পানেকে লিয়ে জন্মগ্রহণ কর্‌না চাহতা হ্যাঁয়। কীর্তন সমাধিসে ভী শ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়, কিঁয়োকী মহাপুরুষকো সমাধিমে জো মিল্‌তা হ্যাঁয়, কীর্তন উসেভী থুৎকার দেনে বালা প্রেম দেতা হ্যাঁয়।

কলিযুগমে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা নাম-কীর্তন-প্রচার কা এক গৌণ অঙ্গ হ্যাঁয়। নাম-প্রচার অঙ্গী হ্যাঁয়, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা অঙ্গ হ্যাঁয় নামকীর্তনকে সাথ্ সাথ্ আউর ভী ভক্তি অঙ্গ ছোড়্‌নে নহী। নামমে অর্থবাদ কর্‌নেসে জ্যায়সে অপরাধ হোগা, অ্যায়সেহী আউর ভক্তিকে অঙ্গোঁমেভী অর্থবাদ কর্‌নেসে অপরাধ হোগা। ভগবানকী কীর্তিরূপ নদী আউর শ্রীচরণামৃতস্রবিণী গঙ্গা কলিযুগকে জীবোঁকে উদ্ধারকে লিয়ে অব্‌ভী হ্যাঁয়। জব্ তক্ গঙ্গা, যমুনা, তুলসী হ্যাঁয়, তব্ তক্ মহাভাগবতগণ অলক্ষিত ভাবসে

বিচরণ কর্‌তে হ্যাঁয়। মহাপুরুষকে সেবক গঙ্গাতটপর রহতে হ্যাঁয়।

শ্রীকৃষ্ণকে সেবক যমুনা তটপর। শ্রীগৌরসুন্দরকে সেবক যমুনা দর্শন কর্‌কে গঙ্গাতটপর রহ্‌তে হ্যাঁয়।

শ্রীমদ্ভাগবতমে বর্ণিত কৃষ্ণনামোঁকে মাহাত্ম্য সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব প্রশস্ত হ্যাঁয়; কিঁয়োকি শ্রীমদ্ভাগবতরূপমে কৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হুয়ে হ্যাঁয়, অপ্‌নে অপ্রকটকে বাদ। বলিনে বামন সে মন্বন্তরাবতারমে ভিক্ষা চাহী থী। ফির স্বয়ং গৌরসুন্দরনে ভী ভিক্ষুক-লীলা আউর প্রেমদান কিয়া।

কলিযুগকে জীব পাপী হ্যাঁয়, অপরাধী হ্যাঁয়, বহ বিষ্ণুকে প্রতি নিরপেক্ষ নহী, জান্ বুঝ্ কর্ বিদ্বেষী হ্যাঁয়।

রাজা গোপাল সিংনে কহা হুয়া থা;—“জো একলাখ্ নাম রোজ নহী করেগা, উসে দণ্ড দিয়া জায়েগা।”

অমনোযোগী লোগ্ তব্ কহতে থে,—“গোপাল সিংকী বেগার” শোধ কর্‌নেকে লিয়ে হরিনাম কর্‌তে হ্যাঁয়। য়হ নাম-কীর্তন বহুৎ দৈন্য সে কর্‌না পড়েগা। ভগবদ্‌গুণ-কীর্তন সে উল্লাস-ময়ী রতি হোগী।

কৃষ্ণেতর কথা মানবকা মানবত্ব হর্ লেতী হ্যাঁয়, জ্যায়সে বেশ্যা মনুষ্যকা শরীর তক্ লে লেতী হ্যাঁয়।

শ্রীভাগবতমে সেভী অপ্‌নে অভীষ্টদেব ভগবান্ যুগল-বিহারী শ্রীকৃষ্ণকে নাম মহৎসে শুন্‌কে বারবার আবৃত্তি কর্‌নেসে ভগবান্ শীঘ্রহী প্রণয়-রজ্জুদ্বারা বঁধ (বন্ধ) হো জায়েংগে।

—০—

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের

শ্রীশ্রীহরিকথা

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম)

"স্মরণ"

শরণাপত্তি আউর মহৎ-সেবা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হোনেকে বাদ স্মরণ কর্না। চিত্তশুদ্ধিকা অর্থ হ্যাঁয়,—বিক্ষেপ, লয়-রহিত হোনা। জড়কে প্রতি রাগাসক্তি কম হোতী হ্যাঁয় আউর ভগবান্‌কে প্রতি আসক্তি হোতী হ্যাঁয়। সাধককী ওর সে শরণাগতি, আউর স্বরূপ-শক্তি কৃপামূর্তি মহৎকী কৃপাসে আউর উন্‌কী সেবাসে চিত্তকে রজস্তম ভাব, কাম-ক্রোধাদি নিবৃত্ত হো জাতে হ্যাঁয়। য়হ সব বাতে চিত্তকো অভিভূত নহীঁ কর্‌তী। ইস্ তরহ চিত্ত নির্গুণ হোতা হ্যাঁয়। ইস্ নির্গুণ বা শুদ্ধ চিত্তসে 'স্মরণ' হোতা হ্যাঁয়। বিক্ষিপ্ত চিত্ত সে স্মরণ নহী হোতা।

'অবিস্মৃতি' কহা হ্যাঁয় Stress দেনেকে লিয়ে। ইস্‌কা অর্থ হ্যাঁয়—স্মৃতি। Two negatives make one positive. অন্তঃকরণ শুদ্ধ ন হোনে সে নাম-স্মরণ ভী নহী কর্না। অতঃ 'স্মরণ' কীর্তনসে ছোটা হাঁয়, কিঁয়োকি কীর্তন ছোড়্‌কে স্মরণ নহী হোগা।

স্মরণ ছোড়্ কর্ কীর্তন হো সক্‌তা হ্যাঁ স্মরণকারীকে ভগবান্ বশ হো জাতে হ্যাঁয়। য়হ স্মরণ বৈধী ভক্তিকে অন্তর্গত

হ্যায়। শুদ্ধান্তঃকরণকে পরকী অবস্থা হ্যাঁয় ধ্রুবানুস্মৃতি। স্মরণকারী অতি পাতকী হোনে সে ভী ভগবান্ উস্ পর্ প্রসন্ন রহতে হ্যাঁয়।

সমাধি—স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতিকা ফল হ্যাঁয়। পাপীকা প্রসঙ্গ হোনে সেভী ধ্যানকারী ব্যক্তিকা কোঈ অমঙ্গল নহী হোতা। ধ্যান কা ঐসাহী ফল হ্যাঁয়। উস্‌কা **নির্দ্বন্দ্বভাব** হোতা হ্যাঁয়। কৃষ্ণচরণদ্বন্দ্বকে ধ্যানকা ফল হ্যাঁয় **নির্দ্বন্দ্ব**। Relative ভাবহী বন্ধনকা কারণ হ্যাঁয়। চিজ্জগৎমে প্রেম আউর **মান**ভী এক তাৎপর্য-বিশিষ্ট হ্যাঁয়। প্রীতি বা স্মৃতি সে সঙ্গ হোতা হ্যাঁয়। জঁহা স্মৃতি হ্যাঁয়, বহা সঙ্গ হ্যাঁয়, জঁহা সঙ্গ হ্যায়, বহাঁ স্মৃতি হ্যাঁয়।

রামানুজোঁকা একমাত্র ভজন হ্যাঁয় শরণাগতি। উন্‌কী উচ্চতম অবস্থা হ্যাঁয় ধ্রুবানুস্মৃতি। য়হ নিষ্কঞ্চনা ভক্তিরূপা ধ্রুবানুস্মৃতি স্মরণকী চতুর্থ Stage হ্যাঁয়। পূর্ব পূর্ব তিন Stage মে শুদ্ধান্তঃকরণ হোতে হুয়েভী পূর্বাঙ্গরূপ হ্যাঁয়। সমাধি ভগবদাবেশরূপা হ্যাঁয়। গাঢ় ধ্রুবানুস্মৃতি সে ইষ্টদেবকা অন্তর্বহির্সাক্ষাৎকার বা সমাধি হোতী হ্যাঁয়। মার্কণ্ডেয় মুনিকো জব্ মহাপুরুষকা দর্শন হো রহা থা, উসী সময় শিব-পার্বতী জব্ আয়েতো উন্‌হে উন্‌হোনে দেখা নহী। বহ শিব-পার্বতীকো বিষ্ণুসে অভিন্ন মান্‌তে থে। য়হ জো সমাধিমে একাকার থা, বহ চিদ্বিলাস থা। নিরাকার, অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি নহী। মার্কণ্ডেয় অদ্বৈতবাদী নহী হুয়ে।

উন্‌হোনে শিবকো জগদাত্মা কহা কিঁয়োকি য়হ শিবকো বিষ্ণুসে অভিন্ন মান্‌তে থে।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাম্বদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের

শ্রীশ্রীহরিকথার সংক্ষিপ্ত মর্ম।

ইসবী সন্ ১৫।৯।৪৩

সমাধিমে জো জ্ঞান অনুভব হোতা হ্যায়, বহী বেদ হ্যায়। বেদ সাক্ষাৎ পরতত্ত্বকা অক্ষর আকার মে আবির্ভাব হ্যায়। **সম্বন্ধ,** অভিধেয় ঔর প্রয়োজন অপ্রাকৃত প্রমেয় হ্যায়,জড় জগৎকে **নহী**।

সম্বন্ধ—শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়। **অভিধেয়**—কৃত্য ক্যা হ্যায়? পরতত্ত্ববস্তুকে সাথ্ ক্যা কর্না?

উঃ। বহ উপাস্য হ্যায়, উন্‌কী উপাসনা কর্নী পড়েগী। ভগবান্ জ্ঞানময় হ্যায়, স্বাধীন হ্যায়, নিজকা নিজত্ব রাখ্ সক্‌তে হ্যায়, Initiative লে সক্‌তে হ্যায়। শ্রীমদ্ভাগবতকা জ্ঞান নিত্যসিদ্ধ হ্যায়, উসে আবির্ভূত কিয়া জা সক্‌তে হ্যায়, য়হ জ্ঞান নূতন ভাবসে স্থাপন ব সৃষ্টি নেহী, পরন্তু সংস্থাপন কিয়া জা সক্‌তা হ্যায়। সমগ্র পৃথ্বীমে শ্রীবেদব্যাসকে মনোঽভীষ্ট-জ্ঞাতা শ্রীরূপসনাতনকে শিক্ষা-শিষ্য শ্রীজীবগোস্বামীকে সমান শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্যাখ্যাতা হুঈ নহী, হ্যায় নহী ঔর হোংগে নহী। পরমহংসধর্ম মেধাকে বিচারসেভী সর্বশ্রেষ্ঠ হ্যায়। বড়ে বড়ে মেধাবীয়োঁকো উস্‌কে আগে শির ঝুঁকানা পড়েগা।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীনে পহেলে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসমে

কায়িক, বাচিক, মানসিক সেবাকে বিধি, বিশেষতঃ গৃহস্থকে লিয়ে লিখি থী। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুনে উসীকো বিস্তৃত ঔর শৃঙ্খলাবদ্ধ করকে শ্রীহরিভক্তিবিলাস লিখা থা। দুঃখ ঔর অজ্ঞানসে জীবকো বন্ধন হোতা হ্যায়। ভগবান্‌কে অজ্ঞানকে কারণহী জীবকো স্বরূপজ্ঞানভী নহী। ভগবান্‌কে জ্ঞানকে সাথ্ সাথ্‌হী স্বরূপজ্ঞানভী হোগা, পহিলে স্বরূপজ্ঞান, পীছে ভগবদ্-জ্ঞান য়হ আরোহমার্গ হ্যায়। সূর্যকে আলোককে সাথ্ সাথ্‌হী অন্ধকারনাশ—য়হ বিচার বৈজ্ঞানিক হ্যায়, অন্ধকারনাশকে সাথ্ সাথ্ সূর্যালোক, য়হ বিচার অবৈজ্ঞানিক হ্যায়। ভগবৎ-সাক্ষাৎকারসেহী স্বরূপজ্ঞান হোগা।

ব্রহ্ম ঔর ভগবান্‌মে জগৎকী জৈসে ছোটাই বড়াই নহী, দর্শনকারীকে অবস্থান-ভেদ সেহী পরতত্ত্ববস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন আবির্ভাব হোতে হ্যায়। ভক্তি, যোগ ঔর জ্ঞান অভিন্ন, Inseparable হ্যায়। জ্যায়সে 'মা' বোল্‌নেসেহী বাচ্চা হোগাহী। জো ইনকো পৃথক পৃথক করতে হ্যায়, বহ তত্ত্ববেত্তা নহী। জো মুক্তিকো প্রীতিসে ভিন্ন কর্‌তে হ্যায়, বহী মুক্তিকো নহী জান্‌তে ঔর জো প্রীতিকো মুক্তিসে ভিন্ন কর্‌তী হ্যায়, বহভী প্রীতি নহী জান্‌তে। ঐসী মুক্তিহী হ্যায়। জাঁহা অদ্বয়-জ্ঞানকী সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনকো খণ্ড কিয়া গয়া হ্যায়, বহী গুরুবর্গনে মর্দন কিয়া হ্যায়। জাঁহা পূর্ণবস্তু ভগবান্, ভক্তি ঔর ভক্তকো খণ্ড খণ্ড কিয়া জায়, বহী সিদ্ধান্তমে গোলমাল হ্যায়। জীবকা চরম প্রয়োজন—মাধুর্যানুভব য়া রসানুভূতি। য়হ দেনেকে লিয়েহী শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়-বিগ্রহকা ভাব ঔর

কান্তি লেকে ইস্ জগৎমে অবতীর্ণ হুয়ে থে। যহ জ্ঞান প্রত্যেক জীবাত্মামে সুপ্ত, গুপ্ত ভাবসে হ্যাঁয়। যহ Created নহী অর্থাৎ সৃষ্টি নহী কিয়া হুয়া। যহ জ্ঞান প্রাপ্ত কর্নেকে লিয়ে মেধা Intellectualism কী আবশ্যকতা নহী।

সংসারকে প্রত্যেক বস্তু সত্ত্ব, রজ ঔর তম গুণকে বন্ধনমে বঁধী হুই হ্যাঁয়। সত্ত্ব—প্রকাশ, যহ **স্থিতিমে** দেখা জাতা হ্যাঁয়। **রজ**—সৃষ্টি, প্রবর্তন। **তম**—ধ্বংস, লোপ। জীব পরতত্ত্ববস্তুকো ভুল জানেকে ফলস্বরূপ অপ্নেকো ভী ভুল গয়া হ্যাঁয়। ইস্ লিয়ে দেহাদিমে 'ম্যাঁয়', 'মেরা' বুদ্ধি হোনে সেহী উসে সোনে, (সত্ত্বগুণ), চাঁদী (রজগুণ) ঔর লোহা (তমগুণ) কী জাঞ্জিরে মিলী হ্যাঁয়। ভগবদ্ মাধুর্যকা অনুভব দো প্রকার হোতে হ্যাঁয়। (১) সম্ভোগ ঔর (২) বিপ্রলম্ভ।

আজকাল লোগ্ মন্ত্র ছোড়্কর্ যন্ত্রকে অধীন হো গয়া হ্যাঁয়, যন্ত্রকে বীচ্মে রুদ্র হ্যাঁয়। বিষ্ণুকা বিরোধ কর্কে মন্ত্রকা আশ্রয় ছোড়্নেকে কারণ রুদ্রনে যন্ত্ররূপ ধরকে সমগ্র পৃথিবীমে পিশাচোঁকে সাথ তাণ্ডবনৃত্য সুরু কিয়া হ্যাঁয়।

বঙ্গালমে পিছ্লে ত্রিশ সালকে অন্দর অন্দর লোগ্ ইত্নে বিষ্ণুবিরোধী হো গয়ে হ্যাঁয়, জিস্কে ফল-স্বরূপ বাঙ্গালীহী সবসে পহেলে ভুখ্সে মরে হ্যাঁয়। যহ প্রকৃতিকা প্রতিকার হ্যাঁয়।

Terrible Vendetta of Nature. মথুরা-মণ্ডলমে অভী তক্ সাধুকো দেনেকী প্রথা হ্যাঁয়, চাহে ও সাধু সাচ্চা হো, চাহে ঝুটা হো। বহ লোগ্ সরল হ্যাঁয়. ইস্লিয়ে উন্হে পাখণ্ডীকা প্রশ্রয় দেনেকা দোষ নহী লগ্তা, জৈসে যদি কোঈ

পুলিশকী বর্দী পহেন্ কর্ পুলিশকা কাম ন করে, তো উসেহী দোষহী কহা জায়েগা ন কি উন্‌কো জো কী উস্‌কে ধোকে মে আ গয়ে।

সৌভাগ্যবান্—জো ভগবান্ কী কথা সুন্‌নেকে সাথ্‌হী সাথ উপাসনা আরম্ভ কর্ দেতে হ্যাঁয়, বহ একক্ষণভী বৃথা নহী খোতে। "বহুৎ সময় নষ্ট হো চুকা, ব্যস্—অব্ ঔর নহী; ভগবান্‌কো ইসী জন্মমেহী লাভ কর্‌নাহী পড়েগা, ভালেহী—প্রাণ ছোড়্‌নে পড়্ জায়।" উন্‌কা ঐসা ভাব হোতা হ্যাঁয়।

হতভাগ্য—অভী উস্‌কা সময় নহী আয়া, উস্‌কী Enjoying Temperament অর্থাৎ ভোক্তাভিমান অভী প্রবল হ্যাঁয়। কঁহী ঐসা নহী কি ইন্দ্রিয়তর্পণ ছোড়্‌না পড়ে ইসলিয়ে উন্‌হে ভগবৎকথা অচ্ছি নহী লাগ্‌তী। জৈসে ঘাস পাথর দ্বারা দাব্ জানেসে বাড়্‌তী নহী, সুখ্ জাতী হ্যাঁয়, ঐসেহী পাপ, অপরাধ মলিন হৃদয় জীবোঁকা হরিকথা সুন্‌নে সেভী ফল নহী হোতা। জব্ তক্ অপরাধ-পাপ-মলিন হৃদয় হ্যাঁয়, তব্ তক্ শাস্ত্রমে বিশ্বাস এবং গুরুদেবমে অতিমর্ত্য বুদ্ধি নহী হোতী। কিসী অজ্ঞাত সুকৃতিকে ফলসে সাধুসঙ্গ হোনে পর ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হোতা হ্যাঁয়।

প্রহ্লাদ বহির্মুখজীবোঁকে প্রতিনিধি Spokesman হো কর্ শ্রীনৃসিংহদেবসে কহ্‌তে হ্যাঁয়,—"ম্যাঁয় কামাতুর হো, একক্ষণকে লিয়েভী তুম্‌হারা স্মরণ নহী কর্‌তা। দেহকে সুখ-দুঃখকে লিয়ে ম্যাঁয় আর্ত, তাপিত ঔর ক্লিষ্ট হুঁ। মেরা মঙ্গল ক্যায়সে হো?"

জিস্ রূপমে ভুখ ঔর পিয়াস নহী, জন্ম-মৃত্যু নহী, পরতত্ত্ব কে

সাথ্ মাখা-মাখিভাব হ্যাঁয় ; উসী স্বরূপগত অপ্নে রূপকো দেখনাহী চরম প্রয়োজন হ্যাঁয়। জো মন তদ্ভাব-বিভাবিত হঁ্যায়, উসীমে ভগবান্ আবির্ভূত হোংগে। জো চক্ষু প্রেমভক্তি দ্বারা ভাবিত হঁ্যায়, উন্হী দ্বারা ভগবান্কো দেখা জায়েগা। জৈসে লোহা অগ্নিকে সম্পর্কমে আনে সে উস্মে অগ্নিবৎ ধর্ম আ জাতে হঁ্যায় ; অগ্নি নহী হো জাতা, ঐসেহী জীবমেভী ব্রহ্মকে গুণ আ জাতে হঁ্যায়, কিন্তু ব্রহ্ম নহী হো সক্তা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শ্রীশ্রীহরিকথার সংক্ষিপ্তসার

ইসবী সন্ ১৬।৯।৪৩

শ্রীমদ্ভাগবতমে শ্রুতিকী ব্যাখ্যা য়া Interpretation হ্যাঁয়। উস্‌কা প্রমেয় হ্যাঁয় সম্বন্ধ, অভিধেয় ঔর প্রয়োজন। প্রমাণকী ব্যাখ্যাকে লিয়ে নিম্নোক্ত ছয় প্রকার সে বিচার কর্‌না। কিসী শাস্ত্রকা মার্গ জান্‌নেকে লিয়ে নিম্নলিখিত ছয় প্রকারসে উস্‌কা বিচার কর্‌না পড়েগা।

(১) উপক্রম, উপসংহার, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্বতা, (৪) অর্থবাদ, (৫) উপপত্তি, সঙ্গতি – Final conclusion. ঔর (৬) ফল—কলি—Controversy, Cross. সব বিচারক গণোঁকী য়হ পদ্ধতি হ্যাঁয়,—(১) বিষয়, (২) সংশয়, (৩) পূর্বপক্ষ, (৪) সিদ্ধান্ত ঔর (৫) সঙ্গতি। প্রমাণকো সর্বজন সম্মানিত হোনা চাহিয়ে। শ্রুতিহী প্রমাণ হ্যাঁয়। নির্মলহৃদয়হী শ্রীবৃন্দাবন হ্যাঁয়।

"আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি মানি।"

ভক্তিহী সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা হ্যাঁয়, কিঁয়োকি ইস্‌মে অল্প চেষ্টা দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ ফল হোতা হ্যাঁয়; ঔর ভক্তি অপ্রতিহতা হ্যাঁয়;

বহ কিসী বিঘ্নকো নহী মান্‌তী। বড়ী বস্তুহী বিঘ্ন দে সক্‌তী হ্যাঁয়। ভক্তি তো সব সে বড়ী হ্যাঁয়। ভক্তি কর্‌নে জৈসা বড়া সুখ কোঈ নহী ঔর ন করনে জিত্‌না বড় দুঃখ কোঈ নহী। ইস্‌ লিয়ে ভক্তিকো কোঈ সুখ-দুঃখ অভিভূত নহী কর্ সক্‌তা। ভক্তিমে বাধাভী সোপান হো জায়েগী, সুখময় হো জায়গী, ভক্তিকো অভিভূত কর্‌নাতো দূর্‌কী বাত্ হ্যাঁয়।

জিস্ ধর্মকো কর্‌নেসে হরিকথামে রুচি হো, হরিকা সন্তোষ হো, য়হী সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হ্যাঁয়। কেবল ইস্ সংসারকো ঝুটা মান্‌নে সে নহী চলেগা। কেবল বৈরাগ্যসে নহী হোগা। বৈরাগী সমাজ-কো ধোকা দেতে হ্যাঁয়, অতঃ ঔরভী দণ্ড ভুগ্‌তে হ্যাঁয়। বিনা কিসী কামনাসে যদি শ্রদ্ধা, রুচি হোতী হ্যাঁয়, য়হী ভক্তি হ্যাঁয়। ঐসে রুচি হোনেকে বাদ নবধা ভক্তি কর্‌নেসে অজ্ঞান-দুঃখ দূর হো জাতা হ্যাঁয়। জিস্ ধর্মকো কর্‌নেসে ঐসা রুচি নহী হোতী, উসে উসে ধর্ম নহী কহা জা সক্‌তা।

জো ব্যক্তি বিষয়-সুখ-প্রতিষ্ঠা নহী চাহতে, বহ বৈরাগ্য, জ্ঞানকী অধিকারী হোতে হ্যাঁয়। জো 'রাগী' অর্থাৎ কামী হ্যাঁয়, বৈকুণ্ঠ-সুখ নহী চাহতে, গৃহসুখ চাহতে হ্যাঁয়, জিন্‌হে অভীভী অনিত্যতা বোধ নহী হুয়া, বহ কর্মকে অধিকারী হোতা হ্যাঁয়।

যদৃচ্ছা-ক্রমসে অর্থাৎ পরম স্বতন্ত্র ভগবদ্‌ভক্তকী কৃপা য়া সংগ-জনিত ভাগ্য দ্বারাহী জিস্‌কী শ্রদ্ধা, রুচি ভগবান্‌কে নাম-রূপ-গুণ-লীলামে হো গঈ হ্যাঁয়, বহ ভক্তিকা অধিকারী হ্যাঁয়।

উত্তর ভারতমে বহুৎ লোগ চিম্‌টা লেকর্ ভস্ম লগা কর্ বৈরাগী ন্‌বকে রহতে হ্যাঁয়। দক্ষিণ ভারতকে লোগ অধিকাংশ স্থলমেহী

অত্যন্ত গৃহাসক্ত হোতে হ্যাঁয়। য়হ দোনোঁহী হরিভজন নহী করতে, এক অতি বৈরাগী, এক অতি আসক্ত। মধ্যপথ বা Golden means কোঈ নহী লেতা। জিস্‌কা ঐসা দৃঢ় বিশ্বাস হ্যায় কি সর্বোত্তম শ্রেয় বা মঙ্গল হরিকথামেহী হ্যাঁয়, বহী 'জাত-শ্রদ্ধ' হ্যাঁয়। ঐসা ব্যক্তিহী ভক্তিকা অধিকারী হ্যাঁয়। ভক্তিমে নির্বেদকী পহিলেসেহী আবশ্যকতা নহী। সেব্যবস্তুকে প্রতি শ্রদ্ধা জিতনী বাড়েগী, ভোগ্য বস্তুকে প্রতি উতনীহী বিতৃষ্ণা হোগী। দুর্বলতা রহনেসেভী সংসারমে রুচি তো কমেগীহী। শ্রদ্ধা ঔর সংসারাসক্তি যুগপৎ Side by side নহী চল্ সকতে। অমৃতকা আনন্দ পানে সে সংসার-বিষকে প্রতি আসক্তি আপ্‌হী কমেগী। আসক্তি কম হোনেকা অর্থ হ্যাঁয়—"আমি আমার"-বুদ্ধি চলী জাতী হ্যাঁয়। জঙ্গলমে জানে সে মতলব্ নহী, প্রভুত্ব-কামনা চলী জায়েগী। সবমে কৃষ্ণকা জীব হ্যাঁয়, ঐসা দর্শন হোগা, ভোক্তা ভোগ্য বুদ্ধি নহী রহেগী। যদি ঐসা নহী হোতা, তো শ্রদ্ধা-ভক্তি কুছ্‌ভী নহী হ্যাঁয়। ভগবান্‌কে অসন্তোষকে কারণহী ভজনমে উন্নতি নহী হোতী। য়হ অসন্তোষ শ্রদ্ধা সেহী জায়েগা। 'শ্রদ্ধাবান্'—য়হ বিশেষণ হ্যাঁয় উপলক্ষণ নহী। জো ক্রিয়াকে সাথ্ রহে, বহ বিশেষণ কহলাতা হ্যাঁয়। জৈসে 'শস্ত্রধারীকো লাও' ইস্ বাক্যমে শস্ত্রধারীকো শস্ত্র সহিত লানেকে লিয়ে কহা গয়া হ্যাঁয়; ইস্ লিয়ে 'শস্ত্রধারী' য়হাঁ বিশেষণ হ্যাঁয়। 'জুতেবালেকো ভোজন করাও' ইস্ বাক্যমে জুতা উতার কর্‌হী ভোজন কর্‌না হ্যাঁয়, ইস্‌লিয়ে 'জুতেবালা' য়হাঁ উপলক্ষণ হ্যাঁয়।

ভক্তি সর্বোত্তম ঔর বিদ্যুৎ-বেগসে ফল দেতী হ্যাঁয়। প্রাপ্যকী ওরসে পূর্ণতম ঔর জো পায়েগা, বহ সর্বথা অযোগ্য হ্যাঁয়। মুমূর্ষুভী ভক্তি কর্ সক্তা হ্যাঁয়। পাপ-বাসনাতো সশ্রদ্ধ ব্যক্তিকো হো হী নহী সক্তী। অন্তর্যামী দর্শনসে পাপ কভী হো হী নহী সক্তা। বৈধ পুণ্য-কর্মভী ছোড়্নে পড়েংগে। ভক্তি—পাপ-পুণ্যকা অতীত পরমধর্ম হ্যাঁয়।

—০—

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহ্বদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের

শ্রীশ্রীহরিকথা

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যার মর্মানুসারে)—

ইসবী সন্ ১৭।৯।৪৩

জগৎ জিস্‌সে পশু-সমাজ ন হো জায়ে, ইস্ লিয়ে ভগবান্‌নে কহা হ্যাঁয় কি শ্রুতি, স্মৃতি মেঁ বর্ণিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম করনেহী পড়েংগে। মানবত্ব, দেবত্বকোভী অতিক্রম কর্‌কে বৈকুণ্ঠমে বৈষ্ণবতাকা সন্ধান হ্যাঁয় কি শ্রদ্ধা হোনে সে কর্মকাণ্ড নহী কর্‌না পড়েগা। ভক্তি নিবৃত্তি-মার্গ হ্যাঁয়। চেতন-বিষয়মে প্রবৃত্তি, জড় বিষয়মে নিবৃত্তি-ফল্গু বৈরাগ্য নহী।

ভক্তিধর্ম আচরণ কর্‌তে কর্‌তে যদি দেহ পতন হো জায় য়া ভজনসে ভ্রষ্ট হো জায়, তব্ ভী উস্ ব্যক্তিকা পুনঃ পুনঃ জন্ম হোনেসে নীচ যোনিমেভী জন্ম লেনে পর উসে নীচ যোনিকা নহী মান্‌না পড়েগা।

বেদমে তিন প্রকারকী বিদ্যাকী বাত্ হ্যাঁয় ঃ—

(১) **কর্ম-বিদ্যা** (কর্মকাণ্ড)—ফলভোগ-কামনা, (২) **আত্ম-বিদ্যা** (জ্ঞান) ঔর (৩) **গুহ্যবিদ্যা** (ভক্তি)। অপ্রাকৃত বিদ্বৎ পরমহংসোঁকে চিত্তকীহা গুহ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়োঁকে অগোচর কহা জাতা হ্যাঁয়। গুহ্যবিদ্যা অবতীর্ণ হোতে হ্যাঁয়, সৃষ্টি নহী কী জাতী।

গুহ্যসেভী গুহ্যতম "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"
—(শ্রীগীতা ১৮।৬৬) ভাগবত-ধর্মমেভী সর্বোত্তম হ্যায় শরণাগতি।
পরিত্যজ্য=পরি—(সর্বতোভাবে) ত্যজ্য (ত্যাগ করিয়া)।

শরণাগত ব্যক্তি ইচ্ছা কর্‌কে কোঈ নিত্য-নৈমিত্তিক কাম নহী করেগা। যদি কভী অভ্যাসবশতঃ হোভী জায়, উসে দোষ নহী লাগেগা।

অভক্ত ঔর ভক্তকে স্নানমে ভেদ হ্যায়, অভক্ত অপ্‌নে সুখকে লিয়ে ঔর ভক্ত ভগবানকে সুখকে লিয়ে স্নান কর্‌তে হ্যায়। ভক্ত্‌কে সব ক্রিয়ামেহী ভজন হোতা হ্যায়, কর্মফল-ভোগ নহী। ভক্ত্‌কে জিত্‌নে ক্রিয়া-কলাপ, জিত্‌নে গুণ হ্যায়, সব অপ্রাকৃত হ্যায়। অভক্তকা সব কুছ্‌হী দোষযুক্ত হ্যায়। ইন্‌ দোনোকো একসমান নহী মান্‌না। ভক্ত-বৈষ্ণবকো বেমারামেভী ভগবৎস্মৃতি হোতা হ্যায়। অভক্ত লোগ্ বেমারীমে আউরভী দ্রোহী হো জাতা হ্যায়। "ম্যাঁয়নে ঐসা কোনসা পাপ কিয়া হ্যায়, জিস্‌কা ফল ভগবান্‌নে মুঝে দিয়া হ্যায়—অভক্ত অ্যায়সা সোচ্‌তা হ্যায়।

ভক্তকী সব ক্রিয়া স্বরূপতঃহী অলৌকিক হ্যায়,সশ্রদ্ধ ব্যক্তিকা ঐসা বিশ্বাস হোতা হ্যায়। একবার শ্রদ্ধা হো জানে সে সর্বদা ভজন-চেষ্টা রহেগী। ভজন, সেবা-প্রবৃত্তি কভী ভী কম নহী হোতী। প্রেমভক্তি উদয় ন হোনে তক্ ; উদয় হোনেকে বাদ কি তো বাত্‌হী নহী। তব্‌ভী নিরবচ্ছিন্ন সেবা-চেষ্টা রহেগী হী।

"এক লীলায় করেন প্রভু কার্য পাঁচ-সাত ॥"

—(শ্রীচৈ চ অ ২।১৬৯)

সতী বৈষ্ণবরাজ শম্ভুকা অনুগত হ্যায়। মহাদেবকে বৈষ্ণবত্ব-

পর মুগ্ধা হ্যাঁয়, উন্‌কা বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী-দর্শন মুখ্য সম্বন্ধ হ্যাঁয়। য়হা কার্তিক-গণেশকা জন্ম নহী হোতা।

কালিদাসকে 'কুমারসম্ভব'-কাব্যমে বর্ণিত কার্তিক কা জন্ম বৈষ্ণব শিব ঔর বৈষ্ণবী সতী সে নহী হুয়া।

চিত্রকেতুনে কেবল লোকশিক্ষাকে লিয়ে মহাদেব পর প্রাকৃত বুদ্ধি কী থা। উস্ সময় মহাদেবনেভী অপ্‌নেকো গোপন কিয়া। চিত্রকেতুনেভী গুরুপর মর্ত্যবুদ্ধি বাস্তবমে নহী কী থী, কেবল ভানহী কিয়া থা। যদি বাস্তবিকহী উন্‌কা অপরাধ হোতা, তো উন্‌হে বিষ্ণুস্মৃতি ন রহতী। উন্‌হোনে তো ঐসা কহা থা,—"হে স্বামি! জ্যায়সে গাই কী বাচ্চোঁকে সাথ, বাচ্চোঁকী গাইকে সাথ, পতি-পত্নীমে পরস্পর মিলনমে জ্যায়সি উৎকণ্ঠা হোতী হ্যাঁয়, ঐসী মেরী তুম্‌হারি সাথ্ কব্ হোগী? হায়! ম্যাঁয় ক্যায়সা জঘন্য হুঁ। তুম্‌হারি সেবা কুছ্ নহী কর্ সক্‌তা।" গুরুপর প্রাকৃতবুদ্ধি কর্‌নে সে ইত্‌না বড়া মহাত্মাভী ক্যায়সি পশু হো সক্‌তা হ্যাঁয়, য়হ শিক্ষা মিল্‌তী হ্যাঁয়। দেবীনেভী অপ্‌নে আপ্‌কে গোপনহী কিয়া থা।

যদি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি অপ্‌নে দোষ নহী ছোড়্ সক্‌তা, জো উস্‌মে স্বভাব মে হ্যাঁয়, তবভী উসমে আত্মগ্লানি য়া আত্মধিক্কার রহেগাহী। বহ অ্যায়সা কহ কর্ রোয়েগা,—"মেরে জ্যায়সা জঘন্য, নারকী ঔর কোঈ নহী। ম্যাঁয় নিরুপাধি প্রীতিকে পাত্রকোভী প্রীতি নহী কর্ সক্‌তা।" অ্যায়সা ভাব হোনে সে ভক্তি অপ্‌নে বল দ্বারা, প্রবলা বিষয়াসক্তিকো নষ্ট কর্‌কে ভগবান্‌কে প্রতি আসক্তি, রুচি বাড়া দেগী।

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥"
—(শ্রীগীতা ৯।৩১)

"অপি চেৎ সুদুরাচারো"—(শ্রীগীতা ৯।৩০)। ইস্‌মে লৌকিকী শ্রদ্ধাকী বাত হ্যায়। "মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"—(শ্রীভা ১১।২০।৯)। য়হ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাকী বাত্ হ্যায়। জিস্‌কী শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা নহী, উসে গুহ্যবিদ্যাকী বাত্ নহী কহনা চাহিয়ে, কিঁয়োকি য়হ অতি গুহ্য হ্যায়। উদর-মাটি-বাদীকো ভগবান্‌কী বাত্ বাতানেসে অপরাধ হোগা। জো অন্ধকারমে রহনেকা নিশ্চয় কর্ চুকা হ্যায়, উসে বাতানেসে লাভ নহী হোগা। অধিকারী সে গোপন নহী কর্‌না। অশ্রদ্ধালুকো হরিকথা কহনে সে নামাপরাধ তো হোগাহী, জাগতিক ভী অসুবিধা হোগী।

মহিমা-জ্ঞান—ন হোনে সে শ্রদ্ধা নহী হোগী, কিন্তু মহিমা সুন্‌নেসে পহিলেভী কিসী কিসীকা আগ্রহ বা ঝুঁকাও (প্রবণতা) দেখা জাতা হ্যায়। ঐসী ব্যক্তিকো উপদেশ কর্‌না।

কৌতূহল—নিজ-সুখবাঞ্ছা নহী হোনা চাহিয়ে। ভগবান্‌কী সেবা ইচ্ছাহী মূল—জিস্‌কী হ্যায়, উসেহী সুনানা। জিস্‌কী নহী উসে নহী সুনানা। জ্যায়সে কোঈ পরপুরুষকা অপ্‌না ঘর দেখাতা হ্যায়।

উপাসনা—ব্রহ্মাণ্ডকো ছোড়্ কর্ নিত্য লোকমে জানেকী চেষ্টা; ফল-কামনা-রহিত হো কর্ সব কর্ম কর্‌না। য়হ 'আরোহ-পন্থা' হ্যায়। জিন্‌কা অধিক ভাগ্য নহী, ভক্তিপথ নহী

লে সক্তে, উন্‌কে লিয়ে কর্মফল ত্যাগ হ্যাঁয়। বহ যদি অনুচিত কর্ম (অব্যবস্থা কর্‌না, ব্যবস্থা তোড়্‌না) ন করে, তো মঙ্গল হোগা। য়হ কম ভাগ্যবানোঁকে লিয়ে পথ হ্যাঁয়।

(দধি মন্থন করিতে হইবে, কিন্তু মাখন নিজের জন্য নিতে হইবে না। মাখন ভগবানের জন্যই—এইরূপ চিন্তা করিলে যথার্থ ভক্তিপর জ্ঞান হইয়া যাইবে।) যদি আসক্তিভী ন রহে, তো কিসী দিন নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান হো সক্‌তা হ্যাঁয়; কিন্তু অপ্রাকৃত পরম পুরুষ নহী মিলেংগে। বহির্মুখতা সে শুরু কর্‌কে ধীরে ধীরে পাপকর্ম ছোড়্‌তে ছোড়্‌তে, ভাগ্য রহনেসে কভী জ্ঞান হোগা। যদি বহুৎ ভাগ্য রহে, তো কভী ভক্তিভী হো সক্‌তী হ্যাঁয়। ঈশ্বরনে কহা হ্যাঁয় কি "ফলকামনা মৎ কর্‌না।"—ইস্ জ্ঞান সে ফলকামনা ছোড়্‌নে সে **'ভাগবত-ধর্ম'** হোগা। যদি কিসী দিন ভাগ্য (ভক্তসঙ্গ, ভক্তকৃপা) হো জায়, তো ভক্তি হো সক্‌তী হ্যাঁয়। ভাগবত-সঙ্গ, কৃপা ন মিল্‌নেসে কেবল কর্মার্পণ দ্বারা ভগবান্ নহী মিলেংগে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম মিল্ সকতে হ্যাঁয়।

রাজযোগ—পুরুষাবতারোঁকী উপাসনা। য়হ ভক্তিকী আংশিক চেষ্টা হ্যাঁয়। অন্তর্যামী দর্শন। গীতাকে অষ্টম অধ্যায়মে অধিযজ্ঞ পুরুষোত্তমকী উপাসনাকী বাত হ্যাঁয়।

বৈভবাবতার—সবহী গর্ভোদকশায়ী।

যুগাবতার—ক্ষীরোদকশায়ী। **যোগ**—হঠযোগ নহী। য়হ ধ্যানরূপা ভক্তি। যোগী ভক্তিকো গৌণ কর্‌কে অপ্‌নী চেষ্টাসে মনকো বশ কর্‌তা হ্যাঁয়, ইসমে শান্তরস মিল : । ইস্‌মে ক্রম মুক্তি হোতী হ্যাঁয়। শ্রীমদ্ভাগবত

আউর শ্রীগীতা দোনোঁমেহী পরমাত্মাকী উপাসনা আউর অনন্যা ভক্তিকী বাত হ্যাঁয়। যোগ **ভক্তিবিশেষ** হ্যাঁয়। **বিশেষ**—Technically means resembling different, but not substantially different.

পুরুষ—Who can take initiative, powerful. পুরুষোত্তম বাসুদেবকো কোঈ ভোগ নহী কর্ সক্তা, বহ সব পর প্রভুত্ব কর্ সক্তে হ্যাঁয়।

কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী স্বয়ং নহী আতে, উন্কে বৈভবাবতার আতে হ্যাঁয়। যোগী নারায়ণকো চতুর্ভুজ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ মে দর্শন কর্তে হ্যাঁয়। পতঞ্জলি অনন্তকে অংশ হ্যাঁয়। ভক্তিকো ছোড় কর্ হঠ-যোগাদি করনেসে কুছ্ ফল নহী হোগা। উস্মে বঞ্চনা হ্যাঁয়। ভক্তি সহিত যোগ কো গর্হণ নহী কিয়া গয়া।

—•—

ইসবী সন্ ১৮।৯।৪৩

পরতত্ত্ব সম্বন্ধকো ন জান্নেবালে নীতিবান্ আউর অনীতি-বান্ দোনো বরাবর হ্যাঁয়।

"কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ ॥"—(শ্রীচৈ চ আ ৩।৯৭)। বিষ্ঠাকে তরল এবং শুষ্ক অবস্থাকে একহী বিষ্ঠা বোল্তা হ্যাঁয়।

'ব্রহ্মসূত্র' বেদকে শিরোভাগ উপনিষদোঁকা ভাষ্য হ্যাঁয়। ব্রহ্মসূত্রোঁকা ভাষ্য হ্যাঁয়—শ্রীমদ্ভাগবত। জিন্হোনে ব্রহ্মসূত্র লিখে হ্যাঁয়, উন্হোনেহী শ্রীমদ্ভাগবত লিখা হ্যাঁয়। গ্রন্থ-রচয়িতা হী

যদি ভাষ্যকর হো জায়, তো উসী ভাষ্যকো সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ মান্‌না পড়েগা। জিস্‌কা জিত্‌না দৈন্য, আনুগত্য অধিক হ্যাঁয়, উস্‌কো উত্‌নী হী স্বরূপশক্তি কী কৃপা মিলেগী। ভক্তি-দেবীহী সমঝ্ সক্‌তী হ্যাঁয়, কিস্‌কা আনুগত্য হ্যাঁয়। ভক্তিমে পক্ষপাতিত্ব হ্যাঁয়, বহ ইস্ জগৎকী অপক্ষ পাতিত্বকো বহু মাননা নহী কর্‌তী। ভক্তি কা পক্ষপাতিত্ব হী বড়া গুণ হ্যাঁয়, জড় জগৎকে সমান দোষ নহী।

লয়, বিক্ষেপবিহীন সত্ত্বগুণ আচ্ছা হ্যাঁয়। বিক্ষেপ রজ-গুণকা ধর্ম হ্যাঁয়, ঔর লয় তম গুণকা। জিস্‌কী জিত্‌না লয় বিক্ষেপ Absent mindedness কম হ্যাঁয়; উস্‌কী মনোযোগ Concentration অধিক হ্যাঁয়। মনোযোগ সত্ত্বগুণ হ্যাঁয়। স্থিতি—চঞ্চলতাকে অভাব হ্যাঁয়। সত্ত্বগুণ কাঁচ জাতীয় আবরণ হ্যাঁয়, ইস্‌কে দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মতক্ গতি হো সক্‌তী হ্যাঁয়। অগ্নি প্রকাশশীল, ধূম্র চঞ্চল হ্যাঁয়, কভী স্থির নহী, উস্‌মে প্রকাশভী নহী, কাঠমে কোঈ চেতনতা-প্রকাশ নহী হোতী। Pacifism অর্থাৎ বিশ্বজনীন শান্তিবাদ মে আলস্য হ্যাঁয়।

ইসবী সন্ ১৯।৯।৪৩

জ্ঞান দ্বারা মুক্তি সুলভ হ্যাঁয়। পুণ্য কর্ম কর্‌নে সে ভোগ সব্‌কো মিল্ সকতে হ্যাঁয়, কিন্তু হরিভক্ত সুদুর্লভ হ্যাঁয়, আউর সহজভী হ্যাঁয় কিয়োকি মুমূর্ষু, জো কর্ম-জ্ঞান কুছ্ নহী কর্ সক্‌তা, বহভী ভক্তি কর্ সক্‌তা হ্যাঁয়।

মানব-জাতিকা মেধা **মানো** সুইকা ছেদ্ হ্যাঁয়, উস্‌মে

ভগবান্‌কা জ্ঞানকা ঘুষানা মানো সুইকা ছেদ্‌মে হাতীকো ঘুষানেকে বরাবর হ্যাঁয়। য়হ জ্ঞান অলৌকিক হ্যাঁয়।

যুধিষ্ঠির নে রাজসূয়-যজ্ঞ কিসী কামনা সে নহী কিয়া থা। উন্‌হোনে প্রার্থনা কী থী কি, "ম্যায় সব রাজায়োঁকো জিত্‌ লূঁ। বহ মুঝে মাথা ঝুকায়েংগে। ম্যাঁয় ফির্ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীচরণোঁ মে মাথা ঝুকাঁউ।

বিরহ মে ভক্তকো বাহার সে বিষকে সমান জ্বালা বোধ হোতা হ্যাঁয়, কিন্তু ভিতর সে সুখময় হ্যাঁয়, ইষ্ট-দেবকী সুখবাঞ্ছা হ্যাঁয়। ইহ বিপরীত ধর্ম হ্যাঁয়।

ইসবী সন্ ২১।৯।৪৩

জব্ সংসার-ক্ষয়োন্মুখ হো জাতা হ্যাঁয়, তভী সাধু মিল্‌তা হ্যাঁয়। উন্‌কে সাথ সংগ ঔর প্রীতি হোনেকে বাদ বহ হরিকে চরণোঁ মে রুচি দেতে হ্যাঁয়। সংসারকা অর্থ হ্যাঁয়—সম্যক্ গমন অর্থাৎ মা-কে পেট্ মে আনা জানা। ব্রহ্মাণ্ড মে চৌদ্‌হ লোক অন্তর্গত হ্যাঁয়। ইন্ সব লোকোঁ কী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হোতী হ্যাঁয়। য়হ দেবীধাম কারাগার হ্যাঁয়। জো অপনা সুখ চাইতে হ্যাঁয়, উন্‌কে লিয়ে য়হ লোক হ্যাঁয়।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥"

—(শ্রীচৈ চ ম ১৯।১৫১)

ইস্‌কে বাদ বিরজা। ফির কৈলাস (প্রপঞ্চমে কাশী, মহেশ-ধাম)

বহা কুবের হ্যায়। ব্রহ্মলোকভী বহী হ্যায়; মহেশধামভী ব্রহ্মলোককে অন্তর্গত হ্যায়; কিন্তু য়হ আদরণীয় নহী। বিরজা মে রজোগুণ ঠণ্ডা হো গয়া হ্যায়। অপ্‌নে সুখকে লিয়ে সব চেষ্টা বন্ধ হো জাতী হ্যায়। ইস্‌লিয়ে ইসে 'বিরজা' কহা হ্যায়। য়হা ব্রহ্মাকে ক্রিয়া (সৃষ্টি) কা অন্ত হো জাতা হ্যায়। বৈকুণ্ঠ নিত্য নূতন ঔর সনাতন হ্যায়। ইস্ জগৎ মে ভী পরিবর্ত্তন ঔর নিত্য নূতনতা হ্যায়, কিন্তু সনাতন নহী। য়হা কা সব চিজোঁ নীরস (Monotonous) হো জাতী হ্যায়— "ব্যস্, বহুৎ হুয়া, ঔর নহী চাহিয়ে।" ঐসা ভাব হো জাতা হ্যায়, কিন্তু বৈকুণ্ঠ মে কভী ঐসা নহী হোতা। চতুর্দশ লোককা সব ক্রিয়াকে মূল মে রজোগুণ হ্যায়। জঁহা রজোগুণ ঠণ্ডা হো জায়, বহা 'বিরজা'। জব্ মনুষ্য রজোগুণ সে তংগ আ জাতা হ্যায়, তব তমোগুণী হো জাতা হ্যায়। য়হ তমোগুণ কী শান্তি, সত্ত্বগুণ কে বরাবর নহী। ফির্ জব্ শক্তি আতী হ্যায় তো, রজোগুণ প্রবল হো জাতা হ্যায়। তব ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত ভাব সে ভোগেচ্ছা প্রবল হো জাতী হ্যায়। অবৈষ্ণব লোগ তমোগুণ কো সত্ত্বগুণ কে সমান দেখ্‌তে হ্যায়। দুর্গা দেবীকী উপাসনা তমোগুণী লোগোঁকে লিয়ে হ্যায়। বহ তমোগুণমেহী শান্তি দেখ্‌তে হ্যায়, বৈষ্ণব বিশুদ্ধ-সত্ত্বকো 'বিরজা' দেখ্‌তে হ্যায়। তরলময় অবস্থা কো বিরজা ঔর জোতির্ময় অবস্থা কো বৈকুণ্ঠ কহা জাতা হ্যায়। প্রকৃত Solid State মে কৈলাস, চিদম্বর, পরাকাশ হ্যায় ঔর এক চিদানন্দ-পূর্ণ বৈকুণ্ঠ হ্যায়। জো বিরজাকো পার কর্ চুকে হ্যায়, য়হী

সাধু হ্যাঁয়। অচিৎ 'লয়' তমোগুণ হ্যাঁয় ঔর চিৎ 'লয়'— বিরজা। সৎসঙ্গ হোনে সে সংসার-ক্ষয় হোগা, অ্যায়সা নহী কহা কিঁয়োকি ঐসা কহনে সে তো অপ্‌নী চেষ্টাকী বাত্‌হী আ জাতী। সাধু তো স্বয়ং প্রকাশ হ্যাঁয়। বহ অবতীর্ণ হোতে হ্যাঁয়। উন্‌কা মিল্‌না অতি দুর্লভ হ্যাঁয়। উন্‌কো অপ্‌নী বল দ্বারা নহী পায়া জা সক্‌তা।
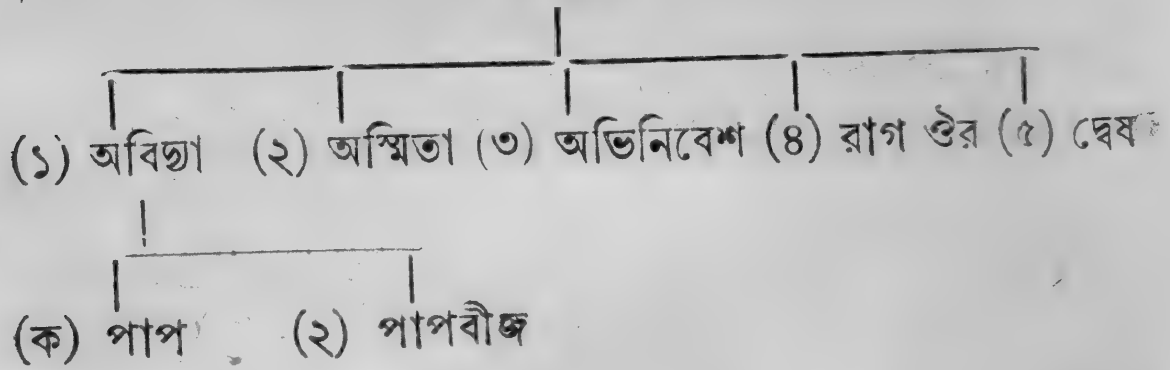
পরতত্ত্ব সে বৈমুখ্যকে ফলস্বরূপ জীব য়হ ক্লেশ ভোগতা হ্যাঁয়। মূলবস্তুকা প্রতি দ্রোহী জীবকা বৈমুখ্যহী সব সে বড়া পাপ হ্যাঁয়। বিমুখ জীব সুনীতিমান্ হোতে হুয়েভী পাতকী হ্যাঁয়। দেহাত্মবোধ রহতে হুয়েভী কর্মত্যাগ কী ঔর জীবকো লে জানাহী স্মৃতিয়োঁকা উদ্দেশ্য হ্যাঁয়।

"জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম-জন্ম তাপ ॥"

—(শ্রীচৈ ভা ম ১।২০২)

ঐ সে পাপী তাপীয়োঁকে লিয়ে জনার্দন অপ্‌নে জনোঁকো ভেজ দেতে হ্যাঁয়। মহাপুরুষরূপী সূর্য অন্ধকার-মগ্ন লোগোঁকো

লিয়ে কিরণরূপী সাধুকো ভেজ দেতে হ্যাঁয়। দরজা খুলা রহনেসে সাধুতো মিলেংগে হী। অনাদিকাল সে জীব অধর্মশীল, ভগবৎ-সুখ-বাঞ্ছা-বিহীন, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা মে অভিনিবিষ্ট হ্যাঁয়। **সদ্‌গতি**—পরতত্ত্ব বস্তু সাধুয়োঁকী গতি হ্যাঁয়। জঁহা জঁহা সাধু হ্যাঁয়, বহা অদৃশ্য ভাবসে ভগবান্‌কা আবির্ভাব হোতা হ্যাঁয়, কিঁয়োকি সাধু উন্‌কে নিজ-জন হ্যাঁয়, ভাগ্যবান্ ব্যক্তি হী ঐসা দর্শন পাতা হ্যাঁয়, অভাগা কভী নেহী। 'সদ্‌গতি' কা ঔর এক অর্থ হ্যাঁয় কি ভগবান্ সাধুয়োঁকে হী প্রাপ্য হ্যাঁয়, অসাধুয়োঁকে নেহী।

মহাপুরুষ মহাপ্রলয়কে বাদ ফির্ সৃষ্টি কর্‌তে হ্যাঁয়, অপ্‌নে ভক্তোঁকে সুখকে লিয়ে। কোঈ ঐসে সাধক হোতে হ্যাঁয়, জিন্‌কা ভক্তি যাজন কর্‌তে কর্‌তে সিদ্ধি সে পহিলেহী মহা-প্রলয় মে দেহত্যাগ হো গয়া। ঐসে ভক্তকো সুখ দেনেকে লিয়ে কারণার্ণবশায়ী ফির্ সৃষ্টি কর্‌কে উন্‌হে বিভিন্ন যোনিয়োঁ মে ভেজ্ দেতে হ্যাঁয়। ভগবদ্দাস কিসী ভী যোনি মে আ সক্‌তে হ্যাঁয়। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড মে সে এক ব্রহ্মাণ্ড কা উদ্ধার হো জায়, তো মায়া ঔর কারণার্ণবশায়ী কো কোঈ ক্ষতি নহী হোতী।

ভক্তকে বিরহ মে ভক্তি-যাজনকা সুযোগ নহী মিল্‌তী ঔর ভক্তি অনুশীলন ন হোনেকে সমান বড়া কোঈ দুঃখ নহী। ইস্‌লিয়ে ভগবদ্দাসোঁকে প্রপঞ্চ সে চলে জানে পর ভক্তকো অত্যন্ত দুঃখ হোতা হ্যাঁয়। ইস্ সে বড়া দুঃখ কোঈ নহী।

শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীরূপ-সনাতনকে বিরহ মে শ্রীরাধাকুণ্ড কে'

ব্যাঘ্র, বৃন্দাবনকো শূন্য, ঔর গিরিবর গোবর্ধনকো অজগর কে সমান দেখা থা। কিঁয়োকি ইন্ সব্‌কে আস্বাদনকারী তো হ্যাঁয় হী নহী। জো দয়ালু শিরোমণি অমূল্য চিন্তামণি রতন মুঝে দেনা চাহতা হ্যাঁয়, উন্‌সে বড়া বন্ধু কোন্ হ্যাঁয় ? কোঈ-বার মহাপুরুষোঁকে পাস রহ কর্‌ভী লোগোঁকা মঙ্গল নহী হোতা, কিয়োঁকি বহ পরতত্ত্বকো পানেকে লিয়ে লালায়িত নহী হোতে, অপ্‌না প্রকৃত মঙ্গল নহী সমঝ্‌তে ; মৃত্যুরূপ সূর্য আয়ুকে দিনোঁকো লে জা রহা হ্যাঁয়, জীব সাধুকী কথাসেভী নহী চেত্‌তা (কুত্তেকে জাগানে সেভী নহী জাগ্‌তা)। **সাধু কেবল বাত্ জানাকে চুপ্ হো জাতা হ্যাঁয়, বহ কিসী পর জবরদস্তি নহী কর্‌তা।** চোর আতে হ্যাঁয়, কুত্তে ভোঁক্‌তে হ্যাঁয়, কোঈ ঐসে দুষ্ট লোক হোতে হ্যাঁয় জো **উঠ্‌তে নহী,** উল্‌টে কুত্তেকো মার্‌তে হ্যাঁয়। বহ পিছে সে পছ্‌তাতে হ্যাঁয়। কোঈ বার লোগ জিত্‌নেহী সাধুকে পাস রহতে হ্যাঁয়, উত্‌নেহী উন্‌কা মঙ্গল নহী হোতা, জিত্‌না "দিয়েকে নীচে আন্ধেরা হোতে হ্যাঁয়।" মনুষ্য সত্ত্বগুণী হোকে দেবতা হো জাতে হ্যাঁয়। অ্যায়সে দেবতা হোকে বহ নারদ কো রোজ দেখ্‌তে হ্যাঁয়, উন্‌কো অপ্‌নী সুখবাঞ্ছা ছোড়্ কর্ কৃষ্ণপ্রেম মে রুচি নহী হোতী। "দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ।"—(শ্রীল নরোত্তম-গীতি)। পবিত্র কা অর্থ হ্যাঁয়—মনকা মৈল উতারনা। দেবতায়োঁকা নারদকে প্রতি অভিনিবেশ নহী থা।

ইসবী সন ২২।৯।৪৩

জড়নেহী তো জীবকো বঁধ্ রখী হ্যায়। জড় যানী জিঞ্জির হোতো বদ্ধজীব খোল্ নহী সক্তী। ঈশ্বরভী নিত্যানন্দময় হ্যাঁয়। বহভী কৃপা নহী কর্তে। স্বরূপশক্তি অর্থাৎ সাধুহী জীবকে এক মাত্র অবলম্বন হ্যায়। সাধুকৃপাকে বাদ দৈন্যাত্মিকা ভক্তি হোতী হ্যায়। জঁহা সাধুসঙ্গকে বাদভী দৈন্য নহী হোতা, বহা সমঝ্না চাহিয়ে কি সঙ্গহী নহী হুয়া।

"অনাথের নাথ ! ডাকি তব নাম,
এখন ভরসা তুমি।"—(শরণাগতি)

ঐসা ভাব হোনাহী চাহিয়ে। জিস্মে দৈন্য নহী, বহ অবশ্য অপরাধী হ্যায়। জঁহা দৈন্য উচ্ছলিত আর্দ্র, বিগলিত চিত্ত সে গোপনে আর্তি নহী কী জাতী, বহা বজ্র, পত্থর, লোহে অথবা কাষ্ঠকা আবরণ হ্যায়। উন্কে উপর সহজমে কৃপা নহী হোতী। দৈন্যবিগলিত চিত্তমে হী শ্রীভগবৎ-কৃপাভী অধিক প্রকাশ পাতী হ্যায়। ভগবান্ চেতনকে মূল আকর হ্যায়। বহ প্রযোজক ঔর জীব প্রযোজ্য হ্যায়।

প্রঃ। ক্যা পরমেশ্বরহী সাধু দ্বারা কৃপা কর্তে হ্যায় ?

উঃ। সাধুজনোঁকী কৃপাকে সাথ্ সাথ্ পরমেশ্বরকী কৃপা পিছে পিছে আতী হ্যায়।

জীব দৈন্যাশ্রু দ্বারা আর্তি জানানেসে অথবা "রাধাকৃষ্ণ প্রেম-হীন, জগমাঝে সেই দীন" ঐসে দীন জনোঁকী দুর্দশা দেখ্ কর্ সাধু শোচ্তে হ্যায় কি "ইস্ জীবকা সর্বনাশ কর্কে, ইসে অকিঞ্চন বনাকে শ্রীকৃষ্ণকে পাদপদ্মমে পৌছানা চাহিয়ে। জীবোঁকা

মলিনতা, কলুষতাকী ঔর স্বাভাবিক আগ্রহ হ্যাঁয়। য়হ কুসংস্কার সাধুসঙ্গ দ্বারাহী শোধন হোতা হ্যাঁয়। "দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ।"—(শ্রীল নরোত্তম-গীতি)।

জো তীর্থজলমে স্নান কর্‌তা হ্যাঁয়, বিষ্ণুব্যতীত মিট্টি, শিলাকে দেবতায়োঁকী পূজা কর্‌তা হ্যাঁয়, উন্‌মে দেবতা-বুদ্ধি রাখ্‌ কর্‌, কেবল পাথর সমঝ্‌ কর্‌ নহী উস্‌কীভী সাধু-কৃপা বিনা জড়বাসনা-রূপ মৈল দূর নহী হোতী।

সদাশিব জগৎকে মূল কারণ হ্যাঁয়। অদ্বৈত প্রভু উপাদান-কারণ হ্যাঁয়। জড়কে দেবতা হ্যাঁয়—রুদ্র। য়হ সংকর্ষণ সে শক্তিপ্রাপ্ত হ্যাঁয়। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকী হী এক মূর্তি হ্যাঁয়।

পরতত্ত্ব-অনুশীলন-কারীহী সৎ হ্যাঁয়, উন্‌কী কৃপাসেহী জড়-বাসনা দূর হো সক্‌তী হ্যাঁয়।

শ্রীমদ্ভাগবতকে (১।১।১) আউর দ্বাদশ স্কন্ধকা ত্রয়োদশ অধ্যায়কা উনিশ শ্লোককা অন্তর্গত "সত্যং পরং ধীমহি" কা অর্থ হ্যাঁয়, "হাম পরতত্ত্বকা ধ্যান কর্‌তে হ্যাঁয়।" য়হ অদ্বৈতবাদ নহী। 'সত্য পর' একবচন হ্যাঁয়। আশ্রিত ব্যক্তি বহুবচন হ্যাঁয়। য়হা আশ্রয় ঔর বিষয়কা পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার কিয়া গয়া হ্যাঁয়। যদি সব মিথ্যাহী হোতা, তো গুরু, চেলা, শ্রোতা, বক্তা সব মিথ্যা হ্যাঁয়।

"স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা।"—(শ্বেতাশ্ব ৩।১৯)। বহ সব জান্‌তে হ্যাঁয়। বহ 'বেদ্য' হ্যাঁয়, অর্থাৎ উন্‌কো জান্‌কে ঔর কুছ্‌ভী জান্‌না শেষ নহী রহতা। উন্‌হে কোঈ নহী জান্‌তা।

একাদশী।

ইসবী সন্ ২৫।৭।৪৩

মহাভাগবতোঁকী অবস্থাকো সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অনুভব হোনে কে বাদহী সম্‌ঝা জা সক্‌তা হ্যাঁয়। জিসে অনুভব নহী, বহ উন্‌কী অবস্থাকো নহী সমঝ্ সক্‌তা।

প্রহ্লাদ অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাব সে আহ্লাদিনীকে আশ্রিত, ইস্ লিয়ে উন্হে খম্বেমে ভগবদ্ দর্শন হুয়া থা। ভক্তকা সর্বত্র অদ্বয়জ্ঞান-দর্শন হোতা হ্যাঁয়। বহ কেবল ধাম, ইষ্টদেব ঔর পরিকরকে দেখ্‌তে হ্যাঁয়। ইস্ জগৎকো স্বপ্নকে নাঈ দেখ্‌তে হ্যাঁয়, য়হ জড় বস্তুতঃ নহী হ্যাঁয়, জব্ তক্ ম্যাঁয় বদ্ধ হুঁ, তব্ তক্ মুঝে সত্য প্রতীত হোতা হ্যাঁয়। ভক্তকী ভূমিকামে জাকেহী উন্হে সম্‌ঝা জা সক্‌তে হ্যাঁয়। জৈসে যদি কৃষকলোগ বৈজ্ঞানিককে সাথ লড়াঈ করনে লগে আর কহে,—"হাম তো নেহী মান্‌তে কি দো গ্যাস মিল্‌কে পানী বন্‌তা হ্যাঁয়।"—তো উন্হে মূর্খ কহা জায়েগা। ঐসেহী অপ্রাকৃত ভূমিকা মে ন জানে তক্ তর্ক কর্‌নেসে বর্বরতাহী সম্‌ঝি জায়েগী।

বৈভব—স্বরূপ-বৈভব ঔর তদ্রূপ-বৈভব। য়হ দোনো বৈভব ন রহনে সে লীলা নহী হোতী। দোনোহী পরতত্ত্বকে স্বরূপ হ্যাঁয়,—লীলাবিহীন ঔর লীলাযুক্ত। তদ্রূপ-বৈভব—লীলা, ভক্তি, ধাম, আধার হ্যাঁয়। আধেয় বিনা লীলা নহী হোতী। ভক্ত বিনা লীলা নহী হোতী। রুদ্র-প্রধানকে দেবতা হ্যাঁয়। রুদ্রকো বৈজ্ঞানিক লোগ কভীভী মাপ নহী সক্‌তে, ভালেহী বহ কিতনেহী আবিষ্কার করে। স্বরূপশক্তিকী ধারণাকে বিনা বিষ্ণুকী

ধারণা নহী হো সক্‌তী। লক্ষ্মী—লক্ষ্মীশ্রী। শ্রী—শোভা, বিশ্রী—স্বরূপশক্তিকা আনুগত্য-রহিত। বাংলাদেশমে 'লক্ষ্মী-ছাড়া ভূত' কহ্‌তে হ্যাঁয়।

সমদর্শন—সুশ্রী দর্শন। শ্রী—সৌন্দর্য-সহিত দর্শন। **সম**—'মা' লক্ষ্মী। 'মাধব'—লক্ষ্মীপতি। 'বিষম'—ভেদ-দর্শন। 'মা' কে বিনা বিনা। মায়া—'য়া'—স্বরূপশক্তি জঁহা নহী। 'তন্ময়' শব্দকা অর্থ—সব ইষ্ট-দেবময়। ইষ্টদেবকে সাথ্ লীলা-পরিকর-দর্শন। লীলা-পরিকর মে ইষ্টদেবকো জ্যায়সে গোপীয়াঁ পেড় লতা সবকো কৃষ্ণময় দেখ্‌তী হ্যাঁয়। বহা অন্তর্যামী দর্শন নহী। ইষ্টস্ফূর্তি, লীলা-দর্শন। অন্তর্যামী দর্শন যোগীয়োঁকো হোতা হ্যাঁয়। বিষয়-বিগ্রহকা আশ্রয়-বিগ্রহ অভিমান ঔর আশ্রয়-বিগ্রহকা বিষয়-বিগ্রহকা অভিমান। ইত্‌নী তন্ময়তা—অভেদ; য়হ অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানকে বরাবর নহী। য়হা প্রেম হ্যাঁয়, বহা প্রেম নহী। "অহং ব্রহ্মাস্মি" কা ভাব ঘৃণ্য, তুচ্ছ হ্যাঁয় কিঁয়োকি উস্‌মে ভক্তি নহী। উসী ভক্তিকী পরাকাষ্ঠা হ্যাঁয় য়হ ভাব। উপাদেয়তাকী পরাকাষ্ঠা হ্যাঁয়,—**অধিরূঢ় মহাভাব**। ইস্‌মে কৃষ্ণ-চিন্তাকা ব্যাঘাত নহী হোতা। ব্রহ্ম-জ্ঞানমে ইষ্ট-দেবকী স্মৃতি নহী। য়হ প্রেমকী তন্ময়তা কী অবস্থা হ্যাঁয়, নিরাকার ঈশ্বরবাদীয়োঁকী তরহ নহী। আকার ন রহনে সে নুপূর, চূড়া, কুণ্ডল নহী রহেংগে ঔর উন্‌কা ধ্যানভী কৈসে হোগা? শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ ভক্তকে হৃদয়মে বান্ধে রতে হ্যাঁয়। 'মোহন' 'মাদন' অবস্থা মহাভাব মে ঐসী পরাকাষ্ঠা হ্যাঁয়। য়হ কেবল শ্রীমতী ঔর শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতিকো হোতে হ্যাঁয় ঔর সখীয়োঁকে নহী।

"উত্তমাধিকারী সেই তারয়ে সংসার।"—(শ্রীচৈ চ ম ২২।৬৫) য়হ সাধন-ভক্তি মে শ্রদ্ধাকে তারতম্য কে অনুসার কহা গয়া হ্যাঁয়। ইস্‌কা অর্থ হ্যাঁয় কি বহ সংসার কো তর্ জাতা হ্যাঁয়, 'তার্‌তা' নহী।

মধ্যম মহাভাগবত মুক্ত পুরুষ হোতে হুয়েভী কভী কভী শোচ্‌তে হ্যাঁয়,—"য়হ জীব বড়া কষ্ট পাতে হ্যাঁয়, ইন্ পর্ কৃপা কর্‌না চাহিয়ে।" মধ্যম মহাভাগবতকে আকার মে ভগবান্ কী কৃপা উতরতি (অবতীর্ণ) হ্যাঁয়। ইন্হে লীলা-স্ফূর্তি নহী হোতী। কিঁয়োকি উন্ মে কৃপা, মৈত্রী, উপেক্ষাদি হ্যাঁয়। ইস্‌লিয়ে য়হ মধ্যম হ্যাঁয়।

শ্রীপার্বতীনে জব্ শ্রীশিবজী সে কহা থা,—"তুম্ মেরে, পিতা দক্ষকো দণ্ডবৎ কিঁয়ো নহী কর্‌তে?" তব্ উন্‌হোনে উত্তর দিয়া থা,—"ম্যাঁয় অপ্‌নে ইষ্টদেব বাসুদেবকো নমস্কার কর্‌তা হুঁ, উসী'ম তুম্‌হারি পিতাকোভী প্রণাম হো জাতা হ্যাঁয়।"

কনিষ্ঠ অধিকারী—লৌকিকী শ্রদ্ধাযুক্ত। প্রেম নহী হুয়া, ভক্তকা মাহাত্ম্য ভী নহী জান্‌তা, জীবোঁমে অন্তর্যামী দর্শন ন হোনেকে কারণ আদর ভী নহী। য়হা ভক্তিকো **অসম্যক্ আবির্ভাব** হ্যাঁয়। সব প্রাণীয়োঁকো আদর কর্‌নেকা অর্থ হ্যাঁয়, কিসীকো Insult নহী কর্‌নী, কিসীকো Slight কা হেলা নহী কর্‌না। শ্রীশিবজীকো ভগবদ্দাস শ্রেষ্ঠ মান্‌কে উন্‌কে হৃদয় মে ভগবান্‌কা দর্শন কর্‌কে উন্‌কী পূজা কর্‌নে সে দোষ নহী হোগা। জো প্রাণীয়োঁকে প্রতি আদর নহী কর্‌তা, ওর ইস্‌কে ফলস্বরূপ উন্‌কে অন্তর্যামী কী অবজ্ঞা কর্‌তা হ্যাঁয়, উস্‌কা সব ভক্তিকা য়া ভগবদ্-

বিগ্রহকে অর্চনকা ভাণ কর্না বৃথা হ্যায়। সব মে পরমাত্মা দর্শন কর্কে সব্কো ঈশ্বরকে জীব সমঝ্ কর সবকা আদর কর্না চাহিয়ে। উস্ আদর মে তারতম্য হো সক্তা হ্যায়, কিন্তু আদর তো কর্নাহী পড়েগা। ভগবান্ কী উক্তি হ্যায়,—"ম্যায় হী অপ্রাণী সে আরম্ভ কর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী ভগবদ্ভক্ত তক্ কা অধিষ্ঠাতা হুঁ। যো প্রাণীয়োঁকী অবজ্ঞা কর্তে হ্যায়, বহ বাস্তবমে মেরী হী অবজ্ঞা কর্তা হ্যায়। বহ দান বা অর্চনাদি কর্কে রাখ্মে ঘী ডাল্তা হ্যায়।" য়হ ঈশ্বরকো পূজা ছোড়্ কর্ জীবকী কর্নেকী নহী কহা গয়া। জো লোগ্ বর্ণাশ্রমমে রহ কর কেবল পরম্পরাক্রমসে লোক দেখান ভাবসে পাথর পূজ্তে হ্যায়,কিন্তু জীবকা আদর নহী কর্তে, উন্হে গর্হণ কিয়া গয়া হ্যায়।

দরিদ্র দুঃখী কী সেবা কর্নেসে কর্মকাণ্ড হোতা হ্যায়; বহ বন্ধনকা কারণ হ্যায়। ইস্মেভী যদি হরিকে সাথ্ সম্বন্ধ হো, তো কেবল মঙ্গল কা রাস্তা আরম্ভ মাত্র হুয়া।

লৌকিকী শ্রদ্ধাসে পূজা কর্নে সে বহুৎ বিলম্বমে ফল মিলেগা, জল্দি নহী। য়হ ব্যর্থ নহী জায়েগী। জব্ তক্ প্রত্যেক প্রাণী মে অপ্নে হৃদয় মে বর্তমান বিষ্ণুকো ন জানা জায়েগা, তব্ তক্ পাথরকী মূর্তিকী হী পূজা কর্তে রহনা চাহিয়ে।

ঐসা কর্তে কর্তে কভী শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হোনেসে মঙ্গল হো জায়েগা। যদি আন্জান্মে ভূতাবজ্ঞা কী জায়, তো কভী শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হো সক্তী হ্যায়। জান্কে অবজ্ঞা কর্নে সে ভগবান্ মে নৈষ্ঠিকী ভক্তি নহী হোগী। শান্তি ভী নহী হোগী। ভগবান্ ঔর উন্কে অধিষ্ঠান জীবোঁকী প্রতি অবজ্ঞা কর্নে-

বালেকো **উদর-ভেদ** হোতা হ্যাঁয়। উসী সে হিংসা ঔর বিদ্বেষ হোতে হ্যাঁয়।

জো ব্যক্তি সব প্রাণীয়োঁকে প্রতি পিতাকে সমান কৃপাবান্ হ্যাঁয়, উন্‌হে উদ্বেগ নহী দেতা, উসী পর হৃষীকেশ প্রসন্ন হোতে হ্যাঁয়। জো ঐ সে নহী কর্‌তা, উস্‌কা কভী ভক্তি মে অধিকার নহী হোতা। বহ যদি অচ্ছি অচ্ছি চীজোঁ দ্বারাভী ভগবান্‌কী পূজা করে, তো বহ প্রসন্ন নহী হোতে। নিন্দা কটূক্তি কর্‌না, য়হভী বিদ্বেষকা সমান হ্যাঁয়। কভী কভী য়হ বিদ্বেষসেভী খারাব হো সক্‌তা হ্যাঁয়।

জো অন্তর্যামী দর্শনকী বাত্ নহী জান্‌তা, ইস্‌লিয়ে অশ্রদ্ধা কর্‌তা হ্যাঁয়, বিষ্ণুকী প্রতিমা কো অন্তর্যামীসে ভিন্ন কর্‌তা হ্যাঁয়, উস্‌কী প্রকৃত ভক্তি নহী হোতী, **আভাস** হোতা হ্যাঁয়। য়হ আরোপসিদ্ধা ভক্তি হ্যাঁয়।

বর্ণাশ্রমমে রহ কর্ লৌকিকী শ্রদ্ধা হ্যাঁয়, অন্তর্যামী দর্শনভী নহী, জো কাঠ-পাথরকে ঠাকুরকো "মাঁয় জয়পুরসে য়হ ঠাকুর লায়া হুঁ।" ঐসা মান্‌তে হ্যাঁয়, জো বুৎপরস্ত হ্যাঁয়, উন্‌কা শুদ্ধ ভক্তিমে বহুৎ ধীরে ধীরে অধিকার হোতা হ্যাঁয়। জৈসে সতীমা বাচ্চেকে লিয়ে পূজ্যা হ্যাঁয়, কিন্তু কামাসক্তকে লিয়ে ভোগ-সামগ্রী হো সক্‌তে হ্যাঁয়, ঐসে হী দুস্‌রে পৌত্তলিক লোক শ্রীমূর্তিকো দেখ্ সক্‌তে হ্যাঁয়, কিন্তু ভক্তকে লিয়ে য়হ পূজ্য হ্যাঁয়।

জো শ্রীমূর্তিকো নহী মান্‌তে, বহ স্বয়ংহী কিত্‌নে বড়ে পৌত্তলিক হ্যাঁয়। বহ লোগ্ ইস্ আশা সে প্রার্থনা কর্‌তে হ্যাঁয় কি ভগবান্ সোনেংগে। জঁহা সুন্‌নেকী ক্রিয়া হ্যাঁয়, বহী

শ্রবণেন্দ্রিয় রহেগে হী। জঁহা শ্রবণেন্দ্রিয় হ্যাঁয়, বহা শরীর ভী রহনাহী পড়েগা। নহী তো নিরীন্দ্রিয় জ্ঞান অসম্ভব হ্যাঁয় ঔর বিগ্রহকে বিনা ক্রিয়াভী অসম্ভব হ্যাঁয়। যদি ভগবান্‌কা আকার নহী তো ফির মন্দির, মস্‌জিদ, সাকার, সান্ত বীচ্‌মে উন্‌কে লিয়ে প্রার্থনা কিঁয়ো কর্‌তী ? সব মূৰ্ত্তি-বিরোধী লোক হী পৌত্তলিক হ্যাঁয়। সব ধর্মহী মান্‌তে হ্যাঁয় কি শাস্ত্র সাধারণ মনুষ্যকে রচিত নহী হ্যাঁয়। বহ ভগবান্ দ্বারাহী আবির্ভূত হোতে হ্যাঁয়। কিন্তু প্রত্যেক শাস্ত্রকী এক না এক লিপিতো অবশ্যহী রহনে চাহিয়ে।

য়হ লিপি ক্যা ভগবান্‌কী বানাঈ হুঈ হ্যাঁয়, য়া মনুষ্য কী ? যদি মনুষ্য দ্বারা রচিত হ্যাঁয়, তো বহ অনন্ত ভগবান্ বিষয়ক বাত্ ক্যায়সে প্রকট কর্ সক্‌তে হ্যাঁয়। যদি বহ ভগবান্ নে বনাঈ হুঈ হ্যাঁয় তো, বহ মনুষ্যতক্ ক্যায়সে আঈ ? বহ লোক ভী শাস্ত্রকে সম্মান কর্‌তে হ্যাঁয়। অতঃ বহভী পৌত্তলিক হ্যাঁয়।

বর্ণাশ্রমাভিমান পরিত্যাগ কর্‌কে অন্তর্যামী দর্শন কর্‌কে' শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা সুরু হোকে, শুদ্ধ অর্চন হোতে হ্যাঁয়। অর্চা কী কভী ভী অবহেলা নহী করনী চাহিয়ে। প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্তি কা অর্চন কভী নহী ছোড়্‌না, চাহে শিরভী কাট্‌না জায়। যাবজ্জীবন সম্যক্ ভাবসে অর্চন কর্‌না চাহিয়ে। চিত্তবৃত্তিকে অর্চন শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হোতা হ্যাঁয়, কিন্তু অর্চন স্বরূপতঃ খারাব নহী। সর্ব-ভূতোঁ মে আদর ন কর্‌কে বর্ণাশ্রমমে রহতে হুয়ে অর্চন কর্‌নে সে ফল নহী মিলেগা। ভিক্ষা সন্ন্যাসী ঔর ব্রাহ্মণকা ধর্ম হ্যাঁয়। উসে পেশা বানাতে তো বিষ্ণুকা অপমান কর্‌তা হ্যাঁয়। ইস্-

লিয়ে ভিক্ষা পেশা বালেয়োঁকা আদর নহী করনা। বহ তো বিষ্ণু-বিরোধী হ্যাঁয়। জিস্‌কী শ্রীমূর্তিকে প্রতি অবজ্ঞা হ্যাঁয়, উস্‌কী প্রসাদমে শ্রদ্ধা ন হোনে সে উসে প্রসাদ নহী দেনা।

উদর-ভেদ-দর্শনকারীকো ভীষণ সংসার ভোগ্‌না পড়েগা। হরিসন্তোষকে লিয়ে জীবকা উপর দয়া কর্‌নী চাহিয়ে, ইস্ সিদ্ধান্ত সে নহী কি জীবোঁকী সেবা হী ভগবান্‌কী সেবা হ্যাঁয়। ঔর লোগোঁকী ভী মেরী তরহহী সুখ-দুঃখ অনুভব হোতা হ্যাঁয়। উন্‌হে ঘৃণা নহী কর্‌নী চাহিয়ে।

প্রাণীয়োঁমেসে সর্বোত্তম বৈষ্ণব। বিশেষ বিশেষ প্রাণীয়োঁ-কো বিশেষ বিশেষ সম্মান দেনা। য়হ বর্ণাশ্রম রাখ্‌কর্ ভক্তি শুরু কর্‌নে বালোঁকী বাত্ হ্যাঁয়। পাথর সে বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়, বৃক্ষসে রসবেদী মছ্‌লী শ্রেষ্ঠ, রসবেদী সে গন্ধবেদী বোল্‌তা, ভ্রমর আদি শ্রেষ্ঠ, ইন্‌সেভী শব্দবেদী মেঢক্, সাপ, ছিপ্‌কলি, চিটি শ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়, শব্দবেদীসে রূপবেদী শ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়, পক্ষী দেখ্‌নে-সেহী সমঝ্ লেতে হ্যাঁয়, ক্যা খানেকী চীজ হ্যাঁয় য়া নহী। চমগীদড় পক্ষী ঔর চৌপায়াকে বীচ্‌মে হ্যাঁয়। বহ ন পক্ষী হ্যাঁয় ন চৌপায়া হ্যাঁয়। চৌপায়োঁমে সে বান্দর শ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়। বান্দরোঁমেসেভী শিম্পাঞ্জী শ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়, উস্‌সে নরমাংসভোজী হাব্‌সী শ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়। উন্‌সে সভ্য লোক শ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়। সভ্যভী দো প্রকারকে হ্যাঁয়। (১) বেদ নহী মান্‌তে হ্যাঁয়। (২) বেদ মান্‌তে হ্যাঁয়। ইন্‌মেসে বেদ মান্‌নেবালে শ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়। উন্‌মেসেভী জো অপ্‌নেকো **'দাস'** মান্‌তে হ্যাঁয়, জিন্‌কা পুরুষাভিমান নহী, জো সবমে অপ্‌নী তরহহী ইষ্ট-দেবদর্শন কর্‌তে হ্যাঁয়; বহ সর্বশ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়। বহ

সবকা উপকার চাহতে হ্যাঁয় ; সবকো ইষ্টদেবকা দাস মান্‌কে, চেতনকে প্রকাশভেদ সে আচ্ছাদিত চেতন সে আরম্ভ কর্‌কে বিকসিত চেতন পর্যন্ত সবকো যথাযোগ্য সম্মান দেনা, ইন্‌সবমেসে ভক্তহী অতিশ্রেষ্ঠ হ্যাঁয় ।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত শরণাগত হোকে জিন্‌হোনে বর্ণাশ্রম পরিত্যাগ কর্‌ দিয়া হ্যাঁয়, বহ সর্বত্র নারায়ণ বা কৃষ্ণকা বৈভব দর্শন কর্‌তে হ্যাঁয় । জৈসে জৈসে ইষ্টদেব স্ফূর্তি ঐসা ঐসা অধিকার। য়হ সাধকোঁকী বাত্‌ হ্যাঁয়, সিদ্ধকী নহী ।

ভগবদ্‌বৈভব, ভগবৎ-সম্বন্ধ-জ্ঞান, ভগবান্‌কী কৃপাময়তা ; (কৃপালুতা) উন্‌কী প্রীতিকী স্ফূর্তি হোগী হী । সবমে বৈষ্ণব-জ্ঞান কর্‌কে আদর হোগা হী ।

রাগানুগভক্তি-যাজীকা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধী দর্শন হোতা হ্যাঁয় । বৈধ-ভক্তকা নারায়ণ-সম্বন্ধীয় দর্শন । সাধক ব্রজবাসীয়োঁকা শ্রীকৃষ্ণকা প্রতি জৈসা বন্ধুভাব হোতা হ্যাঁয়, উসীকো স্মরণ কর্‌কে সব ভূতোঁমে বন্ধুভাব রাখ্‌তা হ্যাঁয় । বহ প্রত্যেক প্রাণীকো অপ্‌না বন্ধু সম্‌ঝেগা । মধুর রতিকা সাধক হোনেসে উসী রতিমে সিদ্ধোঁ-কা অনুসরণ কর্‌কে, আউর উন্‌কে প্রতি শ্রীকৃষ্ণকা জৈসা ভাব হ্যাঁয়, উসে স্মরণ কর্‌কে বহ সব ভূতোঁকে সাথ্‌ ব্যবহার কর্‌তা হ্যাঁয় । জিন্‌কী রতি উদয় হো গঈ হ্যাঁয়, বহ কভীভী হিংসা নহী কর্‌তে, উন্‌কে লিয়ে সব বস্তু পূজ্য হ্যাঁয় । ভোগ্যভী নহী, ত্যাজ্যভী নহী । বহ পূর্ণ অহিংসক হো জাতে হ্যাঁয় । বাসনা-শূন্যতা হো জাতে হ্যাঁয় ।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাবালেকোভী আদর কর্‌নাহী পড়েগা । ইস্‌সে

রাগ, দ্বেষকে মিট্ কর্ সব বন্ধনকে কারণ নষ্ট হো জায়েংগে অর্থাৎ মুক্তি হো জায়েগী। হরিকা সম্বন্ধ ছোড়্কে আর্ত সেবা কর্নে সে মুক্তি নহী হোগী।

ইস্বী সন্ ২৬।৯।৪৩

জৈসে চন্দ্রমাকে উদিত হোনে পর সূর্যকী কিরণো নহী রহা সক্তা, ঐসেহী ভগবান্‌কে শ্রীনখচন্দ্র জ্যোস্না-দ্বারা জিন্‌কা হৃদয় সর্বদা আলোকিত হ্যাঁয়, উন্‌কে হৃদয়মে কামাদি জ্বালারূপ সূর্য নহী আ-সক্তা।

সাক্ষাৎ—স্ব-অক্ষ—ইন্দ্রিয়-গোচর।

তাদাত্মাপন্ন ইন্দ্রিয়—আহ্লাদিনী শক্তিকে সাথ্ জব্ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়কা সংস্পর্শ হোতা হ্যাঁয়। কামাদি নষ্ট হোনেকে বাদ শুদ্ধান্তঃকরণমে সাক্ষাৎকার হোতা হ্যাঁয়। স্বরূপশক্তিকী কৃপা ঔর চিত্তশুদ্ধি যুগপৎ চল্তী হ্যাঁয়। ঐসা সাক্ষাৎকার জিসে হুয়া হ্যাঁয়, উস্‌কে হৃদয়মে ভগবান্ সর্বদা প্রণয়রজ্জু দ্বারা বন্দী রহতে হ্যাঁয়।

"আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন!
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥"—(শ্রীল নরোত্তম-গীতি)

দর্শনকা অর্থ—স্থান-দর্শন নহী, বৃন্দাবন-নাথ-দর্শন, লীলাকা আধার-আধেয় দর্শন। জিন্‌কে হরিকে নাম উচ্চারণ করনেসেহী

পাপ নষ্ট হো জাতে হ্যাঁয়, বহ জিন্‌কে হৃদয়মে নিরন্তর বান্ধে রহতে হ্যাঁয়, বহা পাপবাসনা সমূল উৎপাটিত হো জাতী হ্যাঁয়। ভক্তকা হৃদয়কে অতিরিক্তভী ভগবান্‌কে এক ধাম হ্যাঁয়। অর্চন-গত অনুমান করনেসে শ্রীসম্প্রদায়মে মহাভাগবত হোংগে।

(১) অর্চন, (২) মন্ত্রজপ, (৩) যোগ—ধ্যান, (৪) যাগ—অর্চন, (৫) বন্দন, (৬) নাম-সংকীর্তন, (৭)মুদ্রাদি-ধারণ, (৮) বৈষ্ণব-সেবা ঔর (৯) সেবা।

বৈষ্ণব সর্বগুণ-সম্পন্ন হোতে হ্যাঁয়।

ভক্তিহী সব কুছ্ দে সক্‌তী হ্যাঁয়। জিস্‌নে সব লৌকিক কর্ম ত্যাগ দিয়ে হ্যাঁয়, বহ প্রণম্য হ্যাঁয়।

ইসবী সন্ ২৭।৯।৪৩

জীব সঞ্চিত ভাগ্যকে অনুসার জ্ঞানী বা ভক্ত সাধুকা সঙ্গ প্রাপ্ত হোতা হ্যাঁয়।

প্রকৃত গৌড়ীয় মিশন মে রুচি, শ্রদ্ধা ঔর প্রীতি তিনোঁ রহতী হ্যাঁয়। কিসী মহৎ ব্রজবাসীকা সঙ্গ কর্‌নেসেহী প্রকৃত গৌড়ীয় মিশনকা সেবক বনা জা সক্‌তা হ্যাঁয়। জিস্‌কী শ্রদ্ধা জিত্‌নী অধিক হ্যাঁয়, ভগবান্ উসকী উত্‌নীহী সেবা গ্রহণ কর্‌তে হ্যাঁয়। চাঁদা দ্বারা জো ভগবান্‌কী সেবা কর্‌তে হ্যাঁয়, উন্‌কী **আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি** হো সক্‌তী হ্যাঁয়, শুদ্ধা ভক্তি নহী। মাধুকরী ভিক্ষা অনির্দিষ্ট পরিমাণমে লব্ধ দ্রব্য দ্বারা সেবাসে **শুদ্ধা নির্গুণা-ভক্তি** হোতী হ্যাঁয়।

দেবতায়োঁকী নিন্দাভী নহী কর্নী চাহিয়ে। আউর দেবতা-য়োঁকো স্বতন্ত্র ঈশ্বরভী নহী মান্না চাহিয়ে।

নির্গুণা ভক্তিমে ভগবান্কী সেবাকে লিয়ে জো-ভী চেষ্টা কী জায় বহ হরিনামকে সমান হ্যাঁয়।

মন্ত্র দো প্রকার হোতা হ্যাঁয়। (১) প্রণব-পুটিত বৈদিক মন্ত্র ঔর (২) বীজপুটিত পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র।

দম্ভ ছোড়্ কর্ ভজন করনা চাহিয়ে। দম্ভ-দৈত্য দীনতা দেবীকো outrage কর্তা হ্যাঁয়। বিশ্রম্ভ অর্থাৎ পূর্ণ বিশ্বাসকে সাথ—'গুরুদেবতাত্মা' হোকে উস্সে ভজনকী শিক্ষা লেনে সে শ্রীহরি আপ্না আপ্ দে ডাল্তে হ্যাঁয়।

জিস্নে বিষ্ণুদীক্ষা লাভ নহী কী, জো বিষ্ণুকো নহী ভজ্তা, বহ অবৈষ্ণব হ্যাঁয়। জো গুরু বিষ্ণুকা সুখানুসন্ধান ন কর্কে জো শিষ্য জৈসা চাহতা হ্যাঁয়, উসে ঐসা মন্ত্র দে দেতা হ্যাঁয়, বহ অপরাধী হ্যাঁয়। ঐসে গুরুসে মন্ত্র লে চুক্নে পরভী বৈষ্ণব, ভজনকারী গুরুসে মন্ত্র গ্রহণ কর্না চাহিয়ে।

শুক্রাচার্য ব্রাহ্মণ হোতে হুয়েভী মুক্ত নহী থে। বহ কর্মার্পণ কর্তে থে। শুক্রাচার্য ঔর বৃহস্পতি বেদ জান্নেবালে বড়ে পণ্ডিত থে। দেবতাভী মায়া মুগ্ধ হ্যাঁয়।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসনে 'ভারত' লিখা থা। পিছে সে উন্কে শিষ্যনে বাড়াকে "মহাভারত" লিখা থা।

ব্রহ্মাকে সাত্ লড়্কে—(১) অঙ্গিরা, (২) মরীচি, (৩) বশিষ্ঠ, (৪) পুলস্ত্য, (৫) অগস্ত্য, (৬) ভৃগু ঔর (৭) ক্রতু।

অঙ্গিরা, ভৃগু ঔর মরীচিকে বংশ বিষ্ণুকে উপাসক হ্যাঁয় ; ইন্‌কে বংশমে মহাভারতকে বর্তমান রূপমে রচনা কী থী।

জ্ঞানী অতন্নিরসন অর্থাৎ মায়া ঔর জীবকো মিথ্যা কহতে কহতে ব্রহ্মদর্শন কর্‌তা হ্যাঁয়। ব্রহ্ম জীবভী নহী, জড়ভী নহী। হংস জল ছোড়্‌কে দুধ পীতা হ্যাঁয়, ঐসেহী অতৎ নিরসন কর্‌তে কর্‌তে 'চিৎ' কা ধ্যান কর্‌তা হ্যাঁয়। ফির্ অভেদ ভাবনা কর্‌তে কর্‌তে ব্রহ্মদর্শন।

'আধ্যাত্মিক'—য়হ শব্দ নির্বিশেষ-বাদীয়োঁকা হ্যাঁয়। অপ্রাকৃত তত্ত্বমে সবিশেষতাকী বাত্ হ্যাঁয়, গুণোঁকী বাত্ হ্যাঁয়, পরম চমৎকারিতাকী বাত্ প্রচুর হ্যাঁয়।

—০—

ইসবী সন ২৮।৯।৪৩

উৎসাহ রতি বীররসকা স্থায়ীভাব হ্যাঁয়।

বিধি-মার্গ দ্বিবিধ হোতা হ্যাঁয়। (১) ভাগবত-মার্গ—শাস্ত্র-বিধিকে বাণী শুন্‌নে মাত্রসেহী ভক্তি আরম্ভ হো জায়, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণকা প্রধান্য হো।

(২) পঞ্চরাত্র মার্গ—দেশ, কাল, পাত্র-ভেদ সে আচার, ক্রিয়া-কলাপ ঔর অর্চন।

ইস জগৎমে উল্টা হ্যাঁয়, য়হা ভোগ্য বন্ জাতা হ্যাঁয়, ঔর ভোগ্যা ভোক্তা হো জাতী হ্যাঁয়।

সৎ—নিরন্তর স্মৃতিময়, জিন্‌কী ভক্তি কভী বিচলিত নহী হোতী।

ভক্তকা জন্ম ন হো, বহ ঐসী ইচ্ছা নহী কর্‌তা, কিন্তু জন্ম-জন্মমে ভক্তি মাংগতা হ্যাঁয়।

ময়দানবকো পাণ্ডবোঁকা সঙ্গ মিলাথা। সৎ-সঙ্গসেহী প্রকৃত মঙ্গল স্বরু হোতা হ্যাঁয়।

ভগবান্ পূর্ণ, অবিচ্ছেদ্য আনন্দময় হ্যাঁয়; দিব্য, স্বপ্রকাশশীল নিরন্তর ক্রীড়াশীল হ্যাঁয়।

স্বরূপ লক্ষণ ক্যা হ্যাঁয়? আকার, মূর্তি, স্বভাব।

ইসবী সন ৩।১০।৪৩

নিত্যসিদ্ধ ভক্তভী জীবোঁকী শিক্ষাকে লিয়ে সাধককে জিত্‌নে দোষ হ্যাঁয়; সব্‌কী স্বয়ং লীলা কর্‌তে হ্যাঁয়। জৈসে পণ্ডিত শ্রীগদাধরনে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকো ঔর শ্রীপ্রহ্লাদনে শ্রীনৃসিংহ-দেবকো স্তব কর্‌তে হুয়ে কহা থা,—"ম্যাঁয় রজোগুণ দ্বারা তাড়িত হুঁ।"

শ্রীমদ্‌ভাগবতকা ঐশ্বর্য য়হ হ্যাঁয় কি উন্‌কে সুন্‌নে সে বহির্মুখতাকা ফল দুঃখ-দারিদ্র্যভী নহী রহতা। উস্‌মে নারায়ণকে ঐশ্বর্য অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কী বাত্‌ভী হ্যাঁয়, ঔর মাধুর্যময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকীভী।

অনাদিবহির্মুখ জীবকী স্বভাবসেহী হরিকথামে রুচ নহী হোতী। উসে হরিকথা সুন্‌নেকে সময় নিঁদ, ভুখ, পিয়াস আদি সতাতে হ্যাঁয়, কিন্তু মহৎকে খসে সুন্‌নেকা ঐসা প্রভাব হ্যাঁয় কি ভুখ, পিয়াস, নিঁদ, শোক, মোহ, ভয় সব দূর হো জাতে

হ্যাঁয়। মহৎকী সেবা য়া পরিচর্যা কর্‌তে সময় য়হ ভাব রহনে চাহিয়ে কি য়হ, শ্রবণ-কীর্তন আদি কর্‌নেসে ভগবান্‌কী কিত্‌না সুখ হোতা হ্যাঁয়, ঔর ন কর্‌নেসে উন্হে কিত্‌না দুঃখ হোতা হ্যাঁয়। য়হ ভাব রাখ্‌কে নবধা ভক্তি কর্‌নী চাহিয়ে। নহী তো লাঁখো জনম বীত্ জায়েংগে, **সকৈতবা ভক্তি** হো জায়েগী।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শ্রীশ্রীহরিকথার সংক্ষিপ্ত মর্ম

(অর্চন)

ইসবী সন ৬।১০।৪৩

আগম, তন্ত্রশাস্ত্রকথিত আবাহন বিধিকো আনুক্রমিক ভাবসে পালন কর্‌কে পূজা কর্‌নেকো 'অর্চন' কহতে হ্যায়। ভাগবত-মার্গমে অর্চনকী বাত্ কম হ্যাঁয়, শ্রবণ,কীর্তন ঔর স্মরণকী প্রধানতা হ্যাঁয়।

পঞ্চরাত্র-মার্গ অর্চন-মার্গ হ্যাঁয়। (১) অর্চাদর্শন সর্বাপেক্ষা সুলভ। য়হা উপাস্য বস্তু Respond নহী কর্‌তী। (২) অন্ত-র্যামী দর্শন তদপেক্ষা দুর্লভ। (৩) বৈভব-দর্শন—(লীলাবতার) ঔরভী দুর্লভ। (৪) চতুর্ব্যূহ (বাসুদেব,সংকর্ষণ,প্রদ্যুম্ন ঔর অনিরুদ্ধ) (৫) পরতত্ত্ব—বাসুদেব সংকর্ষণাদি সহিত নারায়ণ। যদ্যপি ভাগবত-মার্গমে অর্চন কর্‌নাহী পড়েগা, ঐসী কোঈ বাত্ নহী, অর্চনকো ছোড়্‌কে আউর দশ প্রকার ভক্তি দ্বারাভী পুরুষার্থ সিদ্ধি হো সক্‌তী হ্যাঁয়, তথাপি ভগবান্‌কে সাথ্ নিত্য সম্বন্ধ বনানা চাহতা হো, উসে শ্রীগুরুসে দীক্ষা লেকে প্রত্যহ অর্চন কর্‌না চাহিয়ে।

দী = দিব্যজ্ঞান। ক্ষ = অনর্থ—পাপক্ষয়। শ্রীগুরুদেব দিব্য-জ্ঞান দ্বারা ইষ্টদেবকো জানা দেতে হ্যাঁয়।

শিষ্যকা উন্‌কে সাথ ক্যা সম্বন্ধ হ্যাঁয়, য়হভী জানা দেতে হ্যাঁয়। অতঃ দীক্ষা অনর্থযুক্ত অবস্থাসে সুরু কর্‌কে রতিকা উদয় তক্ চল্‌তী হ্যাঁয়। কায়শাঠ্য—শরীরকো ভগবান্‌কী সেবামে ন লগানা। বিত্তশাঠ্য—সমস্ত ঐশ্বর্যকে মালিক নারায়ণকী সেবা ন কর্‌না। মনঃশাঠ্য—ভগবান্‌কা সুখ অনুসন্ধান ন কর্‌না। অর্চনকারীকো য়হী তিন প্রকার শাঠ্য ছোড়্‌না পড়েগা।

গৃহস্থ অকিঞ্চন নহী হোতে, উন্‌কা কিঞ্চনতা অবশ্য রহতা হ্যাঁয়, ইস্‌লিয়ে উন্হে সর্বদা স্মরণ কিয়া আবশ্যকতা হ্যাঁয়। গৃহস্থকো নানাপ্রকার দ্রব্যকী আবশ্যকতা রহতী হ্যাঁয়। দ্রব্যকী আবশ্যকতা হোনে সেহী অর্চন কর্‌না পড়েগা।

জিন্হে দ্রব্য নহী চাহিয়ে, উন্হে অর্চনকী ঐসী আবশ্যকতা নহী। ভগবান্‌কে উচ্ছিষ্ট জ্ঞানসে সব দ্রব্য গ্রহণ কর্‌নে পড়েংগে।

অর্চন

রাগমার্গ	বিধিমার্গ
(ভূতশুদ্ধি, ন্যাসাদিকো আবশ্যকতা নহী।)	(ভূতশুদ্ধি, ন্যাসাদি কর্‌নেহী পড়েংগে।)

বিধি-মার্গমে ভূতশুদ্ধি, ন্যাস আদি কর্‌কে উপচার, উপাদান, উপকরণকো নারায়ণকে সমর্পণ কর্‌না পড়েগা।

গৃহস্থগণ সাধারণতঃ ফলকামী হোতে হ্যাঁয়। উন্হে সমঝ্‌না চাহিয়ে কি নারায়ণকী পূজা কর্‌নেসেহী সব দেবতায়োঁকী পূজা হো জায়েগী। শ্রীপ্রহ্লাদজী কহতে হ্যাঁয়—জিস্ সম্পত্তিমান্

ব্যক্তিকে ঘরমে কেশব (মহাপুরুষ, মহাবিষ্ণু) কা অর্চন নহী, উস্‌কে ঘরকে অন্ন নহী খানা চাহিয়ে। যদি খায়া জায়, তো গোমাংস-ভক্ষণকে সমান হ্যাঁয়। অর্চন ন কর্‌কে জো খাতা হ্যায়, বহ অসংখ্যবার নরকমে জায়েগা। অর্চনমে শাস্ত্রকী বিধিকে অনুসার চল্‌না পড়েগা। শাসন ন মান কর্ অপনে বিচারসে অর্চন নহী হোগা। ইস্ লিয়ে পহেলে দীক্ষা লে করভী শাস্ত্রীয় বিধি স্ুন্‌কে অর্চন কর্‌না চাহিয়ে। জিস্‌কী শাস্ত্রমে শ্রদ্ধা হো, পরন্তু শাস্ত্র জান্‌তা ন হো, উসে এক শতাংশ ভাগ ফল হোগা। আউর শাস্ত্র-শ্রদ্ধা ন হোনেসে, তো উত্‌নাভী ফল নহী হোগা।

জিস্‌কী গুরুদেব, ভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য ঔর বিষ্ণুমন্ত্রকে প্রতি ভক্তি নহী, উস্‌কী কোঈ বাত্ নহী স্ুন্‌নি, ভালে হো বহ সাংসারিক বিচার মে কিত্‌নাহী বড়া আদ্‌মী না হো।

অম্বরীষ মহারাজনে বিপ্রোকা পরামর্শ লে কর্‌হী পৃথ্বীপর রাজ্য কিয়া থা। মন্ত্রমে ভগবন্নাম হ্যাঁয়হী ভগবান্‌কে নামমে তো 'নমঃ' 'স্বঃ' কুছভী নহী। ইস্ নামসেহী সর্বসিদ্ধি হো জায়েগী। নাম ঔর নামী একহী হ্যাঁয়।

"নামের ফলে কৃষ্ণপদে **'প্রেম'** উপজয়।"

—(শ্রীচৈ চ অ ৩।১৭৮)

প্রঃ। যদি নামকী হী অধিক শক্তি হ্যায়, তো দীক্ষা-মন্ত্রকী ক্যা আবশ্যকতা ?

উঃ। যদ্যপি স্বরূপতঃ মন্ত্রগ্রহণ কী আবশ্যকতা নহী, তথাপি জো লোগ্ স্বভাবসেহী দেহাদি ঔর তৎসম্বন্ধী বস্তুয়োঁমে আসক্তি-বালে হ্যায়, কৃপণ (কদর্যশীল) হ্যাঁয়, বিক্ষিপ্ত চিত্ত

হ্যাঁয়, জিন্‌কা আনুক্রমিক চিন্তা-স্রোত নহী, উন্‌কী সব দুষ্প্রবৃত্তিয়োঁকা সঙ্কোচ কর্‌নে কে লিয়ে নারদাদি ঋষিয়োঁনে বিধি, শাসন বনায়ী হ্যাঁয়।

ছয় প্রকারকে অধম সেবক—(১) আলি, (২) জ্যোতিষী, (৩) বাণ, (৪) মৌনী, (৫) কিং একাকী ঔর (৬) প্রেষ্ঠিত প্রেষ্ঠ।

হরিনাম ঔর অর্চন পরস্পর নিরপেক্ষ হ্যাঁয়। নাম কর্‌নে সে অর্চন ভী কর্‌না পড়েগা, ঐসী কোঈ বাত্‌ নহী হ্যাঁয়।

নারায়ণ-মন্ত্রোঁমে সে নৃসিংহমন্ত্র শ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়। ফির্‌ রামমন্ত্র আউরভী শ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়। ফির কৃষ্ণ-মন্ত্রমে সে গোপাল-মন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়। য়হ অষ্টাক্ষর, দ্বাদশাক্ষর ঔর অষ্টাদশাক্ষর হোতা হ্যাঁয়।

প্রাচীন মহাজনোঁকা পন্থা ছোড়্‌কে জো নবীন পন্থা বনায়েগা, বহ প্রয়োজন নহী পায়েগা ঔর জো প্রণালী বনায়েগা, বহভী নিষ্ফল হোগী।

অর্চন

কেবল অর্চন।	কর্মমিশ্র অর্চন।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বালোঁকা কেবল অর্চন হোতা হ্যাঁয়। জিন্‌কী সংসার-জয় কর্‌নেকী ইচ্ছা হ্যাঁয়, বহ শাস্ত্র-কথিত বিধি-দ্বারা কেশবকা অর্চন করে। য়হ **বিধিপথ** হ্যাঁয়। **রাগপথ**—জিন্‌কে প্রতি সাধু কৃপা-বিশেষ কর্‌তে হ্যাঁয়, বহ শ্রীকৃষ্ণকা অর্চন কর্‌তে হুয়ে পৃথ্বাকা প্রতি কোঈ ধ্যান নহী রাখ্‌তে কি লোগ ক্যা

কহেংগে। বহ লৌকিক, বৈদিক দোনো কর্মকা ত্যাগ কর্ দেতে হ্যাঁয়।

জো ব্যক্তি বর্ণাশ্রমমে সে লৌকিকী শ্রদ্ধা লে কর্ অর্চন করতে হ্যাঁয়, উন্‌কা কর্মমিশ্রা অর্চন হোতা হ্যাঁয়। ঐকান্তিক ভক্ত অম্বরীষ লোক-সংগ্রহকে লিয়ে সব বৈদিক কর্ম কর্‌তে থে। বিদ্বান্—অর্থাৎ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্তভী কর্মী কী তরহ বাহারসে কর্মকাণ্ড কর্‌তে হ্যাঁয়, কিঁয়োকি নহী তো সব লোগ পাপ কর্‌নে লগেংগে।

তিন শাস্ত্রোঁমে সে 'নারদ-পঞ্চরাত্র' কহতে হ্যাঁয় কি দেবতা-য়োঁমে অন্তর্যামী দৃষ্টিসে নারায়ণ কী পূজা সমঝ্ কর্ দেবতায়োঁ কী পূজা কর্‌নী চাহিয়ে।

বিষ্ণুযামল মে লিখা হ্যাঁয় কি অন্য দেবতায়োঁ কী বিষ্ণুকে উচ্ছিষ্ট দ্বারা পূজা কর্‌নী চাহিয়ে। য়হ কর্মমিশ্র অর্চনকী বাত্ হ্যাঁয়।

কঁহী কঁহী বৈষ্ণবোঁমেভী গণেশকা নাম শুভকে লিয়ে লিখা জাতা হ্যাঁয়। য়হ বিকৃত প্রাকৃত ফলদাতা গণেশ, দুর্গা নহী; অপ্রাকৃত দুর্গা গণেশকী বাত্ হ্যাঁয়। য়হ প্রাকৃত দেবতায়োঁকে মূল হ্যাঁয়। বৈকুণ্ঠকে গণেশ-দুর্গাদি ভগবান্ সে অভিন্ন হ্যাঁয়; চিৎশক্তিময় হ্যাঁয়। ঐকান্তিক ভক্ত প্রাকৃত দেবতায়োঁ কী পূজা নহী কর্‌তে,—কর্মমিশ্রা অর্চকোঁকী তরহ। বৃন্দাবন মে দুর্গা ভগবৎশক্তি-স্বরূপিণী হ্যাঁয়। গোপীয়াঁ উন্ কাত্যায়নীকা পূজা কর্‌তী হ্যাঁয়, প্রাকৃত কাত্যায়নী কী নহী। যদি বহ মায়িক দুর্গাকী পূজা কর্‌তী, তো কৃষ্ণকো ন পাতী। দুর্গা=দুঃ+গা।

অত্যন্ত দুঃখকে সাথ্ গান কী জাতী হ্যাঁয় য়া জানী জাতী হ্যাঁয় অর্থাৎ ভক্তিদেবী ভোগ দ্বারা নহী মিল্‌তী। ভোগ-ত্যাগ দ্বারাহী মিলেংগী। অপ্রাকৃত দুর্গা অর্থাৎ ভক্ত, কৃষ্ণ, প্রেম একহী বস্তু হ্যাঁয়। সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন একহী তত্ত্ব হ্যাঁয়।

দুর্গা অভিধেয় হ্যাঁয়, বহী সম্বন্ধী কৃষ্ণ হ্যাঁয়। য়হ প্রাকৃত দুর্গা—জিসে বাংগালী পূজ্‌তে হ্যাঁয়, উস্ অপ্রাকৃত দুর্গাকী দাসী হ্যাঁয়, স্বামিনী নহী। য়হ মায়া-স্বরূপিণী হ্যাঁয়, সংসারকী অধিষ্ঠাত্রী দেবী হ্যাঁয় দুর্গা। বহ দুর্গা কৃষ্ণমন্ত্র-জপকারীয়োঁকী রক্ষা কর্‌তা হ্যাঁয়। প্রাকৃত দুর্গা কভী ভক্তি নহী দে সক্‌তী। গণেশ, দুর্গাকে শব্দ-মাত্র সে ভয় নহী কর্‌না চাহিয়ে। বৈকুণ্ঠকে দুর্গা গণেশকী পূজা কর্‌নী পড়েগী। জৈসে বিষ্ণুকী সেবকোঁকী পূজা ন কর্‌নেসে বিষ্ণুকী পূজা নহী হোতী, ঐসেহী ইন্‌কী পূজা ন কর্‌নেসে বরঞ্চ দোষ হোগা।

সংকর্ষণ বা বলদেব জো তথাকথিত 'সরাব' পীতে থে, বহ পরমমেধ্য কী ভী পরাকাষ্ঠা থী। বহ কৃষ্ণপ্রেমকো বড়াতী থী। "হরিরস-মদিরা-মদাতিমত্তঃ॥" অতঃ প্রাকৃত সরাবাদি অমেধ্য দ্রব্য দ্বারা কভী উন্‌কী পূজা নহী কর্‌নী চাহিয়ে।

নৃসিংহ-লোকমে ঐ সে সূর্য, চন্দ্রমা, বায়ু, আকাশ নহী হ্যাঁয়। বহা অগ্নি জ্বলাতী নহী। মৃত্যু নহী, বহা দোষ নহী, গোলোক বৈকুণ্ঠ কী তো দূর কী বাত্।

ভূতশুদ্ধি—অপ্‌নেকো নারায়ণকা পার্ষদ, লীলা-পরিকর মন্‌না। অহংগ্রহোপাসনা কী ভাতি স্বয়ং নারায়ণ নহী। ভগবান্‌কা পৃথক ধাম হ্যাঁয়। "মেরে হৃদয়মেহী ধাম হ্যাঁয়।"

য়হী যোগীয়োঁকা ধ্যান হ্যাঁয়। ভক্ত পৃথক ধামকা ধ্যান কর্‌কে অপ্‌নেকো উস্‌ ধামমে অবস্থিত মান্‌তে হ্যাঁয়।

ইস্‌ জগৎ মে তো অসুর গণ্ডগোল পয়দা কর্‌তে হ্যাঁয়, অপ্রকট ধামমে অসুর ক্রিয়া নহী কর্‌তে, বঁহা যন্ত্রবৎ প্রতিমা হ্যাঁয়, চেতন নহী, কেবল উদ্দীপন করাতে হ্যাঁয়। গোকুলমে চমৎকারিতা অধিক হ্যাঁয়। গোলোক মে অসুর হিল্‌তে জুল্‌তে নহী। বঁহা রক্তপাত, মার্‌ ধর্‌ নহী। অসুর বঁহা স্থির ধীর হ্যাঁয়; কিঁয়োকি বঁহা বিশুদ্ধ সত্বহী হ্যাঁয়, সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ তো নহী।

মানস-পূজা মে সভীকা অধিকার হ্যাঁয়।

অর্চা—শালগ্রাম নিত্যসিদ্ধ অধিষ্ঠান হ্যাঁয়, উন্‌মে ভগবান্‌ সন্নিহিত হ্যাঁয়, ঐসা মান্‌না। অপ্‌নে অভীপ্সিত ইষ্টদেবকা উন্‌মে দর্শন কর্‌না, জৈসে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীনে শালগ্রাম-মেহী শ্রীরাধা-রমণকা দর্শন কিয়া থা। জঁহা শালগ্রাম হ্যাঁয়, বঁহা **হরি** হ্যাঁয়হী। অতঃ ধামভী বঁহী হ্যাঁয়, ভালেহী বহ দিল্লী, পেশোয়ার হো।

শালগ্রাম মে শ্রীকৃষ্ণ হ্যাঁয়। শ্রীকৃষ্ণ তো মথুরা ছোড়্‌ কর্‌ কঁহী রহতে নহী, অতঃ বঁহী মথুরা হ্যাঁয়, ম্যাঁয়তো মথুরা-নাথকা সেবা কর্‌তা হুঁ, ঐসা মান্‌না। য়হা শালগ্রাম হ্যাঁয়, কিন্তু মথুরা নহী, ঐসা ভাব হোনেবালেকো তো ভূতশুদ্ধিহী নহী হুঈ। শালগ্রাম কো-কালে বর্ণেওয়ালা গোলাকার পাথর নহী মান্‌না চাহিয়ে। উন্‌মে অপ্‌না ইষ্টদেবকা দর্শন কর্‌না। রামচন্দ্র য়া দ্বিভুজ-মুরলীধরমে সেভী কোঈ ইষ্টদেব হো, উন্‌কা দর্শন করনা,

নহী তো শালগ্রাম মে শিলাবুদ্ধি হোনে সে অপরাধকা ফলস্বরূপ জন্ম জন্ম শাস্তি ভোগ কর্‌নী পড়েগী।

শ্রীমূর্তি

সচলা — অচলা

পরতত্ত্ব বস্তুকা জো আকার হো, অর্চাকাভী বহী আকার হ্যায়। অবৈষ্ণব শূদ্র দ্বারা অর্চিত মূর্তিকো দর্শন নহী কর্‌নী চাহিয়ে। শ্রদ্ধালু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি শ্রীমূর্তিকো কিস Perspective সে দেখে ? সমগ্র পৃথ্বীমে সে হরিহী সর্বশ্রেষ্ঠ পূজাকে পাত্র হ্যাঁয়।

মনুষ্যমে সে জ্ঞানবন্ত বস্তুকে প্রতি অনুসন্ধান কে তারতম্য কে অনুসার ছোট বড়া হোতা হ্যাঁয়। উদিত বিবেক ঔর অনুদিত বিবেক। গর্ব্তমেহী জীবকো উদর-ভেদ প্রতীত হোতে হ্যাঁয়। কালক্রম সে মায়াকে উপর জিত্‌নী দৃষ্টি অধিক হোতী জাতী হ্যাঁয়, উত্‌না অন্তর্যামী দর্শনকা অভাবসে, হাম সব এক উপাস্যকে উপাসক হ্যাঁয়, য়হ কম হোতা গয়া। অতঃ উদরভেদ হুয়া। ঐসে লোগোঁকে লিয়ে পরমহংসনে ত্রেতাযুগমে অর্চা কা আবিষ্কার কিয়া। ত্রেতাযুগমে একপাদ ধর্ম নষ্ট হো গয়া থা। Selfish interest বাড়্ গয়া থা।

ব্রাহ্মণ মূর্তিমান্ বেদ হ্যাঁয়। কিঁয়োকি উন্‌মে তপস্যা, যোগ, ত্যাগ, বিদ্যা, ভূতদয়া, সন্তোষ ইত্যাদি গুণ হ্যাঁয়। য়হ ব্রাহ্মণ ভী জ্ঞাননিষ্ঠ, যোগনিষ্ঠ, কর্মনিষ্ঠ, বেদপাঠনিষ্ঠ ভেদসে চারপ্রকার

হ্যাঁয়। ইন্ মে সে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রহ্মানুসন্ধানকারী শ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়। বহির্মুখোঁমেসে জ্ঞাননিষ্ঠহী সর্বশ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়। উন্‌সেভী পরমাত্মানুসন্ধানকারী শ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়, উন্‌কী সর্বাপেক্ষা অধিক পূজা কর্‌নী চাহিয়ে। উনসেভী প্রেমিকভক্ত শ্রেষ্ঠ হ্যাঁয়। প্রেমিকভক্তদ্বারা পূজিত অর্চাহী সর্বশ্রেষ্ঠ পূজ্যবস্তু হ্যাঁয়। উন্‌কী অপেক্ষা অধিক পূজ্য ব্রহ্মাণ্ডমে ঔর কোঈ বস্তু নহী হ্যাঁয়।

যদ্যপি ভগবান্ সর্বব্যাপক হ্যাঁয়, তব্ভী বদ্ধজীবকে মঙ্গলকে লিয়ে শালগ্রামাদিমে বর্তমান হ্যাঁয়। প্রেমিকভক্ত অন্তর্যামীদর্শন নহী কর্‌তে। অর্চামেহী বহ সাক্ষাৎ ইষ্টদেবকে দেখ্‌তে হ্যাঁয়। অপ্‌নে প্রেমকী অবস্থাকে অনুসার জো অন্তর্যামীদর্শন কর্‌তা হ্যাঁয়, বহ অগ্নিকে অন্তর্যামী শ্রীনারায়ণকী আহুতি দ্বারা, বিপ্রকী আতিথ্য দ্বারা পূজা করে।

শ্রীমূর্তি-পূজা—(১) সাক্ষাৎ ভাবসে শ্রীমূর্তিকী সেবা-পূজা। (২) জিস্‌মে ভগবান্ হ্যাঁয়, উস্‌কী পূজা হো জাতী হ্যাঁয়। য়হা ভগবদ্-বৈভব-দর্শন হ্যাঁয়, বিষ্ণুদর্শন নহা।

বিষ্ণুকো ঈশ্বর মান্‌না ঔর বৈষ্ণবকো বন্ধু মান্‌না। নারায়ণ বৈষ্ণবমে বর্তমান হ্যাঁয়।

বৈষ্ণবকে জৈসা উপকারী কোঈ নহী উন্‌সে কুছ্ গোপন নহী কর্‌না। কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ কর্‌নেবালেকো কৃষ্ণকৃপা অবশ্য মিলেগী।

কর্মমিশ্র অর্চনমে সবকা অধিকার হ্যাঁয়। জৈসা স্ত্রিয়াঁ পতিপ্রিয়া হোনেকে লিয়ে অর্চন কর্‌তী হ্যাঁয়, বহ য়হী পায়েংগী ; কিন্তু ফির্ পতন হো জায়গা।

সত্যযুগমে শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগমে রক্ত, দ্বাপরমে কৃষ্ণ, কলিমে পীতবর্ণ ভগবান্‌কী উপাসনা হোতী হাঁায়, য়হ ঠিক হ্যাঁয় ; কিন্তু বিষ্ণুকে আউর অসংখ্য অবতার হ্যাঁয়, উন্‌মেসেভী কিসী কী পূজা হো সক্‌তী হ্যাঁয়।

জন্মাষ্টমীকে দিবস উৎসব অবশ্য কর্‌না চাহিয়ে।

মহৎকে প্রতি অপরাধ হোনেসে তো সেবা-পূজা-অর্চন আদি সব ভক্তি নষ্ট হো জায়েগী, উস্‌কী জড়ে হী কাট্‌ জায়েগী।

ইসবী সন্ ২৭।১২।৪৪

শ্রীগৌরসুন্দরনে কলিহত জীবোঁকে পাশ উস্ বস্তুকা প্রচার কিয়া জো কি কিসী পূর্ব অবতারনে য়া শক্তি আবিষ্ট পুরুষনে নহী কিয়া থা। অপনে ভক্তকো উন্‌হোনে অভূতপূর্ব সুখ য়া আনন্দ দিয়া থা। জো স্বয়ং রসস্বরূপ হোতে হুয়েভী রসাস্বাদী হ্যাঁয়, উন্‌হোনে অপ্‌নে অভিন্নবিগ্রহ রায়-রামানন্দকো প্রেরণা দে কর্ উন্‌সে রসকথা শুনী থী। স্বয়ং জিহ্বাকে পরিচালক হোতে হুয়েভী শিষ্যত্বকা অভিনয় কিয়া থা। উন্‌হোনে উসী আস্বাদনকে সমুদ্রমে নিমজ্জন করনেকে লিয়ে শ্রীরূপ ঔর শ্রীসনাতন গোস্বামীকো উপদেশ দিয়া থা। আউর উনকে হৃদয়মে শক্তিসঞ্চার কর্‌কে উন্‌হে আনন্দ-সমুদ্রমে নিমজ্জিত করায়া থা।

দশাশ্বমেধ—দশ ইন্দ্রিয়াঁ জঁহা বলি দী গঈ হ্যাঁয়, সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়াঁ ইন্দ্রিয়পতিকী সেবা মে নিযুক্ত হ্যাঁয়। দশাশ্বমেধ-ঘাটপরহী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ সনাতনকো উপদেশ দিয়া থা।

শব্দ-প্রমাণ—জো প্রমাণ মানব-কল্পিত, রচিত নহী—বেদ, শ্রুতি য়হী সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হ্যাঁয়। ভগবান্‌নে য়হ শব্দ প্রকট কিয়া হ্যাঁয়। আউর সিদ্ধোঁকে হৃদয়মে প্রকাশ কিয়া হ্যাঁয়। য়হ সত্য, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল হ্যাঁয়।

বেদকে তিন প্রতিপাদ্য বিষয় হ্যাঁয় ;—(১) **সম্বন্ধী**—জিস্‌কে সাথ্ সম্বন্ধ হ্যাঁয়। দোনোঁমে জো যোগ হ্যাঁয়, বহ সম্বন্ধ কহা জাতা হ্যাঁয়। (২) **অভিধেয়**—কর্তব্য-নির্ণয় ঔর (৩) **প্রয়োজন**—প্রেমভক্তি।

ত্রিবিক্রম—ত্রিচরণ, ত্রিপাদ-বিভূতি, ত্রিধাম।

Oriental Scholars কা কহানা হ্যাঁয় কি 'ত্রিবিক্রম' কা অর্থ হ্যাঁয় সূর্য, কিয়োঁকি সূর্যমে তিন অবস্থা হোতী হ্যাঁয় ; (১) উদয় হোনা, (২) মধ্যাহ্ন হোনা ঔর (৩) অস্তহোনা।

পরব্যোম চিন্তামণিধাম, জঁহা মহানারায়ণ বাসুদেব হ্যাঁয়, সংকর্ষণ, অনিরুদ্ধ আদি বহিঃ সংবরণ দেবতা দ্বারা উপাসিত হোতা হ্যাঁয়। ইস্‌কে উপর হ্যাঁয়—শ্রীকৃষ্ণলোক।

বিষ্ণু পরমোত্তম দেবতা হ্যাঁয়। অগ্নি দেবতায়োঁমে সে নিকৃষ্ট হ্যাঁয়।

য়হ জগৎ একপাদ বিভূতি। আনন্দময় ভগবান্‌কা প্রাপ্তিকা উপায় ঔর পৃথ্বীকা শাস্ত্র নহী দেতা, বেদ ব্যতীত। বেদ ভগবান্‌কে সাথ্ পরিপূর্ণ ভাবসে মিলন করাতে হ্যাঁয়। ভক্তি রাজগুহ্য বিদ্যা হ্যাঁয়, য়হ রহস্যময় হ্যাঁয়। ইস্‌কে Recipient (গ্রাহক) বহুৎ কম হ্যাঁয়।

বেদ চিৎ-কাব্য-চূড়ামণি হ্যাঁয়। সংহিতা মিলনকী বাত্ বাতাতী হ্যাঁয়। স+হিত, জিস্‌মে হিতকী বাত্ হো।

ইসবী সন ২৮।১২।৪৪

বেদ আনন্দকী বৈচিত্র্য লাভ করাতী হ্যাঁয়। বেদকা নাম সংহিতা ঔর ব্রাহ্মণভী হ্যাঁয়। বেদ বিশুদ্ধ-সত্ত্ব প্রকৃতি ব্যক্তিকে লিয়ে অনুশীলনীয় হ্যাঁয়—বিদ্বদ্‌ মুক্ত, সিদ্ধ, আপ্তকে লিয়ে অনুশীলনীয় হ্যাঁয়। কেবল সত্ত্ব, রজ, তমোগুণী ব্যক্তিয়োঁকে লিয়ে উপযোগী নহী।

বেদ রসোঁকে সার স্বরূপকা আনন্দ আস্বাদন করাতে হ্যাঁয়। ইস্ লিয়ে বেদকো মান্‌না পড়েগা। আনন্দ-সমুদ্রমে অবগাহন করাতে হ্যাঁয়, নিমজ্জিত করাতে হ্যাঁয়। সব প্রাণী দুঃখকা প্রতিকার ঢুঁড়তে হ্যাঁয়। ইস্ লিয়ে বেদকা মান্‌না চাহিয়ে।

ঈশোদ্যান—কল্পতরু ঔর কল্পলতাকা উদ্যান। কল্পতরুকা ফল হ্যাঁয়—শ্রীমদ্ভাগবত। ভগবৎ-সম্বন্ধী বস্তুহী ভাগবত হ্যাঁয়, ভগবান্‌সে সম্বন্ধিতা শ্রীবার্ষভানবী হ্যাঁয়। "প্রেষ্ঠং কলত্রং ইদং—(শ্রীমদ্ভাগবতম্) ॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উসী কীর্তনকে প্রবর্তক হ্যাঁয়, জো কি নিরন্তর সুখানুসন্ধানময় ধ্যান মূলক হ্যাঁয়, আউর জো তন্ময় হৃদয়সে নিকাল্‌তা হ্যাঁয়।

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।

তেজো-বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা।
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥”

—(শ্রীভা ১।১।১)

অন্বয়াত্—শ্রীকৃষ্ণকে বংশসেহী পরম্পরাসেহী ইস্ রসকী প্রতীতি প্রাপ্তি হো সক্তী হ্যাঁয়। অন্বয়—বংশধারী অথবা রাগভক্তি দ্বারা। ইতর—বিধিভক্তি জব্ রাগ ভক্তিমে পর্যবসিত হোতী হ্যাঁয় তব্।

অভিজ্ঞ—য়হ উপাসকোঁকী যোগ্যতা সব সমঝ্ সক্তে হ্যাঁয়।

যোগ্যতা

স্বরূপগত	পরিমাণগত
শান্ত, দাস্যাদি রস।	রতি, প্রেমাদি।
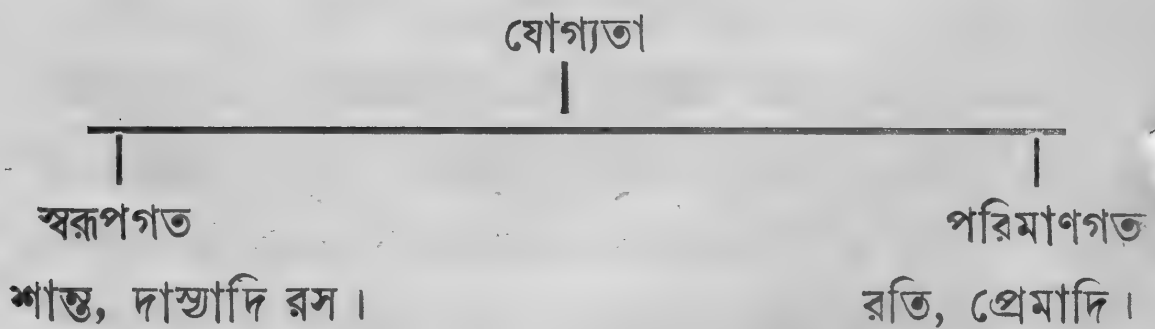
“তেজো বারি মৃদাম্”—**তেজোধাম**—ব্রহ্মলোক। উস্ লোকমে জানেওয়ালা মানতে হ্যাঁয়, য়হী শেষ আনন্দ হ্যাঁয়, ইস্‌সে শ্রেষ্ঠ কুছ্ নহী হ্যাঁয়।

বারিধাম—পরমাত্মা-ধাম। য়হাবালাভী ইসীকো চরম মান্‌তা হ্যাঁয়।

মৃদ্ধাম—চিন্তামণিময় ধাম। পরব্যোম সে আরম্ভ কর্‌কে বৃন্দাবন তক্। য়হ তিনোঁ ধাম সচ্চিদানন্দ হ্যাঁয়।

‘অমৃষা’—সত্য হ্যাঁয়, অসত্য নহী।

‘আদিকবয়ে’—শ্রীরায়-রামানন্দ, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীদাস

গোস্বামীকে হৃদয়মে জিন্‌হোনে প্রকাশ কিয়া থা, বহ শ্রীগৌর-সুন্দর।

নন্দীশ্বর, বর্ষাণা ঔর গোবর্ধনমে নিত্যকাল যুগপৎ লীলা হো রহী হ্যাঁয়।

কর্মীমে স্পর্দ্ধা আ জাতী হ্যাঁয়। অমুক আদ্‌মী এত্‌না পুণ্য কর্‌তা হ্যাঁয়, ম্যাঁয় আউরভী অধিক করুংগা।

ভক্তিমে মাৎসর্য, অসাধুত্ব অর্থাৎ অসৎ অভিনিবেশ নহী রহ সক্‌তে। ভক্তি নির্মৎসর, ঔর সৎপুরুষোঁকা ধর্ম হ্যাঁয়। "নির্মৎ-সরাণাং সতাম্‌"।—(শ্রীভা ১।১।২)

বাস্তব বস্তু—স্বশক্তিদ্বারা প্রকাশশীল বস্তু।

'বেদ্যং'—আস্বাদনীয়ং, ন তু কেবলং জ্ঞেয়ম্‌।

'শিবদং'—মঙ্গল-প্রেমপ্রদং—শুভজনক নিঃশ্রেয়সদং ঔর আনুষঙ্গিক- ভাবসে তাপত্রয়োন্মূলনম্‌।

'মহামুনিকৃতে'—মহামুনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস নহী। মুনিগণদ্বারা মহনীয় অর্থাৎ পূজিত হুয়ে হ্যাঁয় জিন্‌কে চরণকমল, শ্রীমদ্ভাগবত উন্‌হিকে দ্বারা আবির্ভূত হুয়ে হ্যাঁয়। মুনি উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকী পূজা কর্‌তে হ্যাঁয়; ঔর বহ গোপীয়োঁকে ভক্তভী হ্যাঁয়, উন্‌ গোপীনাথ দ্বারা নিরূপিত শাস্ত্র হ্যাঁয়, শ্রীমদ্ভাগবত। উদ্ধব জৈ সি সমাধি ঔর কভী নহী দেখি গঈ। জো আরাধ্য বস্তু হ্যাঁয়, বহী জব্‌ অপ্‌না সন্ধান দেতে হ্যাঁয়, তো ঐসা শাস্ত্র-কো ছোড় কর্‌ আউর কিস্‌কী আবশ্যকতা হ্যাঁয়?

জো হৃদয় প্রেমপূর্ণ হ্যাঁয়, সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হ্যাঁয়, উস্‌ হৃদয়মে তৎক্ষণহী অবরুদ্ধ হো জাতী হ্যাঁয়।

'কৃতিভিঃ'—জো সুকৃতিবান্ হ্যাঁয়। জিন্‌কী ইন্দ্রিয়াঁ তাদাত্মাপন্ন হ্যাঁয়,—সাদ্ধর্ম্ম প্রাপ্ত হ্যাঁয়, ঐসে ইন্দ্রিয়বান্ ব্যক্তি-কো বশীভূত হো জাতে হ্যাঁয়।

নিরুপাধি প্রীতিকে পাত্র শ্রীকৃষ্ণকা ধর্ম্ম প্রাপ্ত হো জাতে হ্যাঁয় ইন্দ্রিয়াঁ।

শুশ্রূষুভিঃ – শ্রবণেচ্ছু ঔর ভক্ত-ভাগবতকী পরিচর্য্যাভিলাষী। ভগবান্ উপপতি নহী হ্যাঁয়, গোপীয়াঁ উন্‌কী উপপত্নী নহী, স্বরূপ-শক্তি হ্যাঁয়।

দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত জীবোঁকো কৃষ্ণকে বিলাসকে বিষয়মে সন্দেহ কর্‌কে অপ্‌না সত্ত্বা নাশ নহী কর্‌না চাহিয়ে। শ্রীশুকদেব জো কি সর্বদা অন্তর বাহির হরিকো জান্‌তে থে, উন্‌হিনে ভগবান্‌কী বিলাসকী আলোচনা কী হ্যাঁয়।

মনকে বিলাসকো বন্দ কর্‌নাহী ভক্তি হ্যাঁয়। মনকা বিলাসহী সংসার হ্যাঁয়। ইষ্টদেব সে বিরুদ্ধ তাৎপর্য বিশিষ্ট হ্যাঁয় মন। **মনকো নিরোধ কর্‌কে** ধারণা কী তরফ ফিরানা পড়েগা। পহিলে গর্দান ফিরানা, ফির শির, ফির আঁখোসে উধার দেখ্‌না।

বেদকা শ্রুতার্থ, দৃষ্টার্থ, কর্মার্পণ তক্‌হী হ্যাঁয়। য়হা সে গর্দান ফিরানা শুরু হুয়া হ্যাঁয়।

ইসবী সন্ ২৯।১২।৪৪

জো লোগ্ অশ্রদ্ধালু হ্যাঁয়, ঔর বৈরাগী নহী হ্যাঁয়, অজিতেন্দ্রিয় হ্যাঁয়, ইন্দ্রিয়-সুখ চাহতে হ্যাঁয়, উন্‌কে লিয়ে ক্যা কর্তব্য হ্যাঁয়।

ক্রমশঃ সংযম কর্‌তে কর্‌তে ব্রহ্মানন্দকা ঔর গতি করানেকে লিয়ে স্মৃতিমে Rules and Regulations হ্যাঁয়। কাম-বাসনাকো বিবাহদ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিয়া জাতা হ্যাঁয়। পাগল ঘোড়ে কো একদম নহী রোখ্‌না চাহিয়ে, থোরাসা ঢিলা ছোড়্ কর্ ফির খীচ্‌না। একহাত ঢিলা ছোড়্‌না, দশহাত পিছে খাচ্‌না। শাস্ত্র বাসনাকো ভুলায়া দে কর্ ধীরে ধীরে ব্রহ্মানন্দকী ঔর লে জাতে হ্যাঁয়।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হোনেসে বা নির্বেদ হোনে সে কর্তব্যবোধ য়া কর্তব্যাভিমান নহী হোতা। জঁহা দেখা জাতা হ্যাঁয়, শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হোনেসেভী সংসারকে কাম কীয়ে জাতে হ্যাঁয়, তো বহ আকার মাত্র হ্যাঁয়, উন্‌মে অহংকার নহী। য়হ সব কাম ন হোনে সেভী উন্‌কো কুছ্ দুঃখ নহী। জিস্‌কী শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বা নির্বেদ নহী হুয়া, উসে বেদ বা স্মৃতিবিহিত পুণ্যকর্ম করনে চাহিয়ে।

জিস্ নিষ্কাম কর্মমে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ঔর ভগবান্‌কী ঔর লক্ষ্য নহী হ্যাঁয়, বহা শান্তি নহী; বহ অনিষ্ঠকা কারণ হ্যাঁয়। য়হ অধিক দিন নহী রহ সক্‌তা। জৈসে জো হাঁসপাতাল বনাতে হ্যাঁয়, বহ কিসী ব্যক্তি বিশেষকে লিয়ে তো নহী বনাতে তব্‌ভী উন্‌কা কর্মযোগ নহী হোতা, কেবল নিষ্কাম কর্ম হো জাতা হ্যাঁয়।

অর্পিত কর্মকা ফল তো অবশ্য হোতা হ্যাঁয়, কিন্তু ন অর্পণ কর্‌নেসে কৃষিকার্যবৎ—হোভী সক্‌তা হ্যাঁয়, নহী ভী হো সক্‌তা। ভগবান্ অর্পণকারীকো কেবল উস্ কর্মকা ফলহী নহী দেতে বল্‌কী উস্‌কী চিত্তশুদ্ধি হোতী হ্যাঁয়, কর্মবাসনা কম হোতী হ্যাঁয়।

শম—অন্তরেন্দ্রিয়-নিগ্রহ। **দম**—দ্বন্দ্ব-রহিত হোনা, আত্মা-নাত্ম বিবেক কর্‌না। **ক্ষীর-সাগর**—নির্মল হৃদয়হী ক্ষীর-সাগর হ্যাঁয়।

জাগতিক অর্থমে সুখী জীবোঁকো দেখ্‌কেভী প্রকৃত সাধুকো দয়াহী আতি হ্যাঁয়। বিষয়ী ঔরভী অধিক সুখমে ফাস্‌না চাহতে হ্যাঁয়। জাগতিক সুখকে অন্তরালমেভী দুঃখ হ্যাঁয়, মৃত্যুপূর্ণ জাল হ্যাঁয়।

সমদর্শন—অর্থাৎ ইষ্টদেবকে সুখানুসন্ধানকো ছোড়্ কর্ জো কুছ্‌ভী ভালা বুঢ়া হ্যাঁয়, সব সমান হ্যাঁয়।

শরণাপত্তিকে আভা সেহী মুক্তি হো জাতী হ্যাঁয়।

ব্রাহ্মণ কভী শোক নহী কর্‌তে, শূদ্র শোক কর্‌তে হ্যাঁয়।

জো লোগ্ দ্রব্য দ্বারা পূজা কর্‌না চাহতী হ্যাঁয়, উন্‌কী লৌকিকী শ্রদ্ধা হ্যাঁয়। গীতামে ভগবান্‌নে কহা হ্যাঁয় কি, "অজ্ঞ ঔর কর্মসঙ্গীকো মেরী বাত্ মৎ শুনানা।"

ভাগবতমে কহা হ্যাঁয় কি, "অজ্ঞব্যক্তিকে পাশ নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্ত ব্যক্তি হরিকথাহী বোলে। বন্ধনময় কর্মকী বাত্ কভী ন বোলে।" ইন্ দোনোঁকী মীমাংসা য়হ হ্যাঁয় কি ভাগবতমে জিন্‌কী বাত্ কহী গঈ হ্যাঁয়, বহ লৌকিকী শ্রদ্ধাযুক্ত হ্যাঁয়। জিন্‌কী শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাকী ঔর কুছ্‌ভী ঝোঁক হ্যাঁয়, উন্‌কে পাস হরিকথাহী বোলে।

ত্রিপুরাসুর—(১) অশ্রদ্ধা, (২) কৌটিল্য ঔর (৩) **জড়াভিনিবেশ** অর্থাৎ সংসারকী প্রতি কর্তব্যহী বাস্তব হ্যাঁয়, পরতত্ত্বকে প্রতি কর্তব্যপালন হো বা ন হো, কুছ্ চিন্তা নহী।

যহী মায়াকে তিন 'পুর' হ্যাঁয়। ত্রিপুরারি—শিবনে ত্রিপুরাসুরকো ধ্বংস কিয়া থা—পিনাকী ধনুষ দ্বারা। বৈষ্ণবগুরু ইস্ ত্রিপুরকো ধ্বংস কর্‌তে হ্যাঁয়, অশ্রদ্ধা, কৌটিল্য ঔর জড়াভিনিবেশহী ত্রিপুরাসুর হ্যাঁয়।

রাগানুগা ভক্তিমে ভগবান্ কে সাথ্ সম্বন্ধযুক্ত অভিমান রহতা হ্যাঁয়।

বর্ণাশ্রমধর্মমেভী য়হী সার হ্যাঁয় কি অধোক্ষজ ভগবান্‌মে ভক্তি হোতী হ্যাঁয়। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।" —(শ্রীভা ১।২।৬)

বিষ্ণুতীর্থমে জা কর্ মহৎকা দর্শন, স্পর্শন, সঙ্গ কর্‌না, য়হ পূর্বাঙ্গ হ্যাঁয়। য়হ আভাস জাতীয় সঙ্গ হ্যাঁয়। পীছে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হোনেসে পরাঙ্গ সঙ্গ হোতা হ্যাঁয়। অধোক্ষজ—অর্থাৎ শকটাসুরকী ধূরীকে নীচে জিন্‌কা জন্ম হুয়া থা। সবনে শোচাথা কি—শ্রীকৃষ্ণ শকটকে নীচে দাব্ কর্ দেহত্যাগ কর্ চুকে হ্যাঁয়। অতঃ উন্‌কা এক তরহ সে জন্ম হী হুয়া থা। অধঃ+অক্ষ+জ=অধোক্ষজ। যদি কিসী উৎসব য়া Change কে লিয়ে কঁহী জা কর্ কিসী সিদ্ধ মহৎকা দর্শন মিলে, উন্‌কে সাথ্ বার্তালাপ হো, উন্‌কী কোঈ মামুলী সেভী সুখকর ক্রিয়া কী জায় তো অবিদ্যা-মোচন আরম্ভ হো জায়গা। তব্ রুচি হোগী, ফির্ শ্রদ্ধা হোগী।

শাস্ত্রোপদেশ

|

প্রভূপদেশ ক্রিয়া-কলাপমূলক

প্রসঙ্গ—শ্রীগুরুদেবকী সুখকর অভিপ্রেত কার্য কর্‌না, যদি ব্রজবাসীকা কেবল ভাবসে, নির্মল ভাবসে সঙ্গ কিয়া জায়, তো সর্বোত্তম ফল মিলেগা,—শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার।

শরণাপত্তি দ্বারা শান্ত রতি মিল্ সক্‌তী হ্যাঁয়, প্রেমভী মিল্ সক্‌তা হ্যাঁয়, কিন্তু স্নেহ, প্রণয়, মানাদি নহী।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত অন্যান্য ভজনকারী অপ্‌নেকো ঔর দুস্‌রোঁ কো ধামবাসী মান্‌তা হ্যাঁয়; ঔর ধামেশ্বর কো লীলাপরায়ণ দেখ্‌তা হ্যাঁয়, নহী তো সমঝ্‌না চাহিয়ে কি উস্‌কা ভজনহী নহী হো রহা। বহ জিস্ ইষ্টকা উপাসক হ্যাঁয়, উসে উসীকী লীলা-স্ফূর্তি হোগী। পাণ্ডবোঁমে সব সম্বন্ধ শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র কর্ কীয়ে থে। উন্‌কা পরস্পর প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে সম্বন্ধসেহী থা। এক দুসরে কো শ্রীকৃষ্ণকা প্রিয় মান্‌কর্ সব প্রেম করতে থে।

ভক্তিযোগ মে ধ্যান অবশ্য রহনা চাহিয়ে। কেবল **ভক্তি** তো অনুষ্ঠানময়ী হী হ্যাঁয়, ইন্ দোনোঁ মে পার্থক্য হ্যাঁয়।

শ্রীবাস-অঙ্গনমে জিত্‌নে কীর্তনকারী থে, সব শ্রীকৃষ্ণকে নাম, রূপ, গুণ ঔর লীলা মে তন্ময় থে।

তৃণাদপি সুনীচ—Humble.

অমানী—Modesty—অপ্‌না স্তুতি গান শুন্ কর্ লজ্জিত হোনা।

পাদ দ্বারা অধিক ঘনিষ্ঠতা ঔর গৌরব সূচিত হোতা হ্যাঁয়। ইস্‌লিয়ে ইষ্ট-সেবন ঔর ভগবৎ-সেবন নহী কহা, 'পাদ-সেবন' কহা হ্যাঁয়।

—০—

সখ্য—সখ্যে বিশ্বাস ও হিতকামনা বিদ্যমান। বিশ্বাস কেবল মানসিক গুণ-মাত্র। হিতকামনা—ভক্তির অঙ্গ। শীতের রাত্রি বড় হইয়া থাকে, এইজন্য শেষ রাত্রেও ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয় ;—ইহা সখ্যেরই পরিচায়ক।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত সংকীর্তন-মাধুর্যে সর্বাত্মার স্নপন হইয়া থাকে। আর চতুর্যুগের ধর্মের অন্তর্গত কীর্তনের দ্বারা মুক্তি লাভ হইতে পারে, এতটা পার্থক্য আছে।

স্থূল দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া শুদ্ধ জীবাত্মা পর্যন্ত ভগবানের চরণে অর্পণ করাই 'আত্মনিবেদন'-নামে কথিত।

দশ ইন্দ্রিয় এবং মনকে ভগবানের সুখানুসন্ধান-পূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করা কর্তব্য। শরণাপত্তি তো মন ও বাক্য-দ্বারাই হইতে পারে, কিন্তু দেহাদি যাহা কিছু একত্র মিলিত হইলেই **'আত্ম-নিবেদন'** হইবে।

—•—

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীবদন-বিগলিত অমৃত-কণিকা

শ্রীবৃন্দাবন-ধাম।

মার্চ মাস, ১৯৫৬ খ্রীঃ

শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত মহৎকে মাপিতে পারা যায় না। মনোধর্মিগণ যে দাঁড়ি-পাল্লা দিয়া ওজন করিবে, তাহাই ত' মায়া। মায়ার দ্বারা মায়াতীত বস্তু—হ্লাদিনী-শক্তির প্রকাশ-বিগ্রহকে কি প্রকারে মাপিবে? যাহারা মনে করে, আমরা ভক্তকে মাপিয়া লইতে পারি, তাহারা বাতুল। যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া তাহারা ওজন করিতে যায়, সেই জ্ঞানের মূল্য এক কাণা-কড়িও নহে।

দাঁড়ি-পাল্লাটাতেই যে ভুল রহিয়াছে, তাহারা তাহা জানে না। কি দিয়া ওজন করিবে, কে ওজন করিবে? কাহাকে ওজন করিবে, তাহারা কিছুই জানে না।

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ সকলকে দয়া করুন,—এই প্রার্থনা।

বর্তমান কালে কলির তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের অভাবে তথাকথিত বৈষ্ণব-সমাজেও অনেক ভ্রম-ধারণা প্রবেশ করিয়াছে।

পরম করুণ শ্রীজীবপাদ বদ্ধজীবের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া শ্রীষট্‌সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। এই ছয়টি সন্দর্ভের পঠন-পাঠন এতদ্দেশে বিশেষভাবে প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ষট্‌-সন্দর্ভের আলোচনা যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই তথাকথিত বৈষ্ণব-সমাজ হইতে ভক্তি-বিরুদ্ধ মতবাদ দূর হইতে থাকিবে। সন্দর্ভ-গুলির আলোচনা করিলে প্রকৃত ভাগবত-ধর্মের বিষয়ে শুদ্ধ জ্ঞান জন্মিবে। অত্যন্ত বদ্ধ-দশা হইতে কিরূপে ক্রমে ক্রমে জীবগণ চরম উন্নতি অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে পারে; শ্রীশ্রীভক্তি-সন্দর্ভে সুবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সেই সকল বিষয় শ্রীজীবপ্রভু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জীব-দুঃখী শ্রীজীবপাদের যে কি অসাধারণ করুণা, তাহা ভাষায় প্রকাশের সাধ্য কাহারও নাই। বিপুলভাবে ষট্‌সন্দর্ভের প্রচার হওয়া একান্ত আবশ্যক। মূলসহ সরল বাংলা-ভাষায় ষট্‌সন্দর্ভ প্রকাশ করার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল। বাংলা-ভাষায় উহা অনুবাদ করিয়া রাখা হইয়াছে। যদি শ্রীশ্রীগৌরহরির ও শ্রীশ্রীগোস্বামি-পাদগণের কৃপাদৃষ্টি হয়, তবে ভবিষ্যতে কাহারও না কাহারও দ্বারা এই কার্যটি সম্পন্ন হইবে।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-পাঠের পূর্বে ভাল করিয়া ষট্‌সন্দর্ভ আলোচনা করা আবশ্যক; তাহা হইলেই চরিতামৃতের সিদ্ধান্ত-গুলি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীজীবপাদ কৃপা না করিলে শ্রীমদ্ভাগবতীয় ভক্তি-সিদ্ধান্ত কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

—০—

মাপিতে যাইও না। কি দিয়া মাপিবে! ওজনের পাল্লাটাই তো ভুল। বিচার-বুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া পড়িয়া থাক। সর্বক্ষণ "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শচীসুত গৌর-গুণধাম"—এই নাম কীর্তন করিতে থাক। শ্রীগৌর-নাম করিতে করিতে প্রথমতঃ চিত্ত শুদ্ধ হইবে। শুদ্ধ চিত্তে অনর্থাদি থাকিবে না। তখন নিরপরাধে রুচির সঙ্গে শ্রীনাম কীর্তন করিতে পারিবে। প্রথমে অনর্থ-নিবৃত্তি, পরে অর্থ-প্রবৃত্তি—তাহা নহে। শ্রীগৌর-নাম যত করিবে, ততই অনর্থ-নিবৃত্তি ও অর্থ-প্রবৃত্তি এক সঙ্গেই হইতে থাকিবে।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীবদন-বিগলিত অমৃত-কণিকা

শ্রীবৃন্দাবন-ধাম

ইং ৮।৩।৫৭

মহামন্ত্রের মধ্যে তিনটি মুখ্য নাম আছেন। 'হরি', 'কৃষ্ণ' ও 'রাম'—এই তিনটিই মুখ্য নাম। হরিই—শ্রীগোবিন্দদেব, কৃষ্ণই—শ্রীমদনমোহন বা শ্রীমদনগোপাল ও রামই—শ্রীগোপীনাথ বা শ্রীগোপীজন-বল্লভ বা শ্রীরাধারমণ।

'হরির' সম্বোধনে 'হরে'! 'হরা' (শ্রীরাধা)-এর সম্বোধনেও 'হরে'! 'হরে হরে'='গোবিন্দ, গোবিন্দ'! 'হরে হরে'='রাধে, রাধে'! 'হরে হরে'='রাধে গোবিন্দ'!

শ্রীমতী বৃষাভানু-নন্দিনী শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুলা হইয়া যখন মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তখন পুনঃ পুনঃ শ্রীগোবিন্দের শ্রীমুখমণ্ডল তাঁহার মনে পড়িতে থাকে। সেইজন্যই তিনি 'হরে হরে' অর্থাৎ 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ'! বলিয়া সকাতরে আহ্বান করিয়া থাকেন।

ত্রিভঙ্গ-ললিত স্বয়ংরূপ শ্যামসুন্দরের তিনটি বিশেষ ভঙ্গী আছে। (১) মস্তক হইতে গ্রীবাদেশ পর্যন্ত যে ভঙ্গিমা, তাহাই শ্রীগোবিন্দের বৈশিষ্ট্য ; (২) গ্রীবার নিম্নভাগ বা স্কন্ধ-দেশ হইতে নাভি ও কটি পর্যন্ত যে বিশেষ ভঙ্গিমা, তাহা শ্রীগোপীনাথের এবং (৩) তলোদর হইতে পদতল পর্যন্ত (বিশেষরূপে জানু ও চরণের) যে বিচিত্রভঙ্গী, তাহাই শ্রীমদন-মোহনের ভঙ্গী-বৈশিষ্ট্য।

এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াগণের প্রাণধন। শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপী-নাথ ও শ্রীমদনমোহন সকলেই রাসবিলাসী, সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ ও ব্রজেন্দ্র-কুমার।

শ্রীগোবিন্দদেবের বাম পার্শ্বে বৃষভানু-রাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা ললিতাদি প্রিয়-সখীগণের সহিত বিরাজমানা। প্রিয়-নর্মসখীবৃন্দ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা করিতেছেন।

শ্রীগোপীনাথের দুই পার্শ্বে শ্রীরাধা ও অনঙ্গ মঞ্জরী এবং শ্রীমদনমোহনের দুই পার্শ্বে শ্রীরাধা-ললিতা।

শ্রীগোবিন্দদেব কেশী-তীর্থোপকণ্ঠে 'গোমাটিলা'-যোগপীঠে, শ্রীগোপীনাথ বংশীতটে এবং শ্রীমদনমোহন 'মদনটের' নামক যামুন-তটে (কালিয়দহের নিকট) বিরাজমান। ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রয়োজনাধিদেবতা বা প্রয়োজন-দেবতা।

শ্রীমদনমোহন সম্বন্ধ, শ্রীগোবিন্দ অভিধেয় ও শ্রীগোপীনাথ প্রয়োজন-দেবতা—এই মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমবিজৃম্ভিত।

রসিক-কুল-মুকুটমণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন—তিন ঠাকুরকেই বৃন্দাবন-পুরন্দর, ব্রজেন্দ্র-কুমার ও রাসবিলাসী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীগোবিন্দ-দেবের মৃদুমধুর হাস্যযুক্ত বিম্বাধরে মোহন-মুরলী, শিরে চঞ্চল শিখিপুচ্ছ, ললাটে চন্দন-তিলক, গণ্ডস্থলে মলয়জ পঙ্ক-বিরচিত পুষ্প-পত্রাঙ্কুর, কর্ণযুগে দিব্য মকরকুণ্ডল ও কুঞ্চিত অলকাবলী ললাটের উপর ক্রীড়া করিতেছে। তিনি বঙ্কিম কটাক্ষপাতে ব্রজগোপীগণের মনোপ্রাণ হরণ করিতেছেন।

শ্রীগোবিন্দের শ্রীমুখমণ্ডলের সেবাই প্রধান। (নর্মবাক্য, কটাক্ষ, সুধা-সুমধুর হাস্য, চুম্বন, ওষ্ঠাধরের রক্তিমা ইত্যাদি ব্রজ-হরিণ-লোচনাদিগের জীবাতু)।

শ্রীগোবিন্দ-দেবের বদনকমল-মধু নিখিল গৌড়ীয়গণকে নিরন্তর উন্মত্ত করিতেছেন।

এই শ্রীগোবিন্দ-দেবের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, দর্শন এবং তদীয় বেধন বা বিদ্ধ-করণ, স্পর্শন (চুম্বন), অধরামৃত-গ্রহণ বা আস্বাদন প্রভৃতি অপূর্ব লীলা-বৈশিষ্ট্য গৌড়ীয়গণের সতত চিন্তনীয়।

এই গোবিন্দই মহামন্ত্রের উদ্দিষ্ট 'হরি'। জীবকুলের অপরাধ, পাপ, তাপাদি সকলই হরণ করেন বলিয়া তিনিই 'হরি'। আবার গোপীকুলের চিত্ত-বিত্তহারী বলিয়াও তিনি 'হরি'। তিনি চিত-চোরা ও ননীচোরা, চুরিই তাঁহার নিজস্ব-বৈশিষ্ট্য; তাই তিনি 'হরি'।

"দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥"

—(শ্রীচৈ চ আ ১।১৬)

"বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু-বনে।
রত্ন-মণ্ডপ, তাহে রত্নসিংহাসনে॥
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য প্রকাশি' করেন জগৎ মোহন॥
বামপার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে।
রাসাদিক-লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে॥"

—(শ্রীচৈ চ আ ৫।২১৮-২২০)

অপ্রাকৃত কবিকুলমণি শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামি-পাদ এই শ্রীগোবিন্দদেবের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং,
বংশীন্যস্তাধর-কিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশি-তীর্থোপকণ্ঠে,
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥"
—(শ্রীচৈ চ আ ৫।২২৪ শ্লোকধৃত শ্রীভ র সি ১।২।২৩৯)

হে সখে ! যদি স্ত্রী-পুত্রাদি বন্ধুজন-সহবাসে তোমার অভিলাষ থাকে, তবে শ্রীবৃন্দাবনে কেশিতীর্থ-সমীপে ঈষৎ হাস্যযুক্ত, গ্রীবা-কটি ও জানুতে ভঙ্গীত্রয়-বিশিষ্ট, বাম অঞ্চলে নেত্রকটাক্ষবিশিষ্ট, অধরকিশলয়ে বিরাজিত বংশীধারী ও ময়ূরপুচ্ছ-রূপ শিরোভূষণ-দ্বারা উজ্জ্বল 'গোবিন্দ' নামক কৃষ্ণমূর্তি দেখিও না।

এখানে নিষেধ-ছলে অবশ্য দর্শনের বিধি দিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দমূর্তি অবশ্য দেখিবে। তাঁহাকে দেখিলে স্ত্রী-পুত্রাদি সমস্ত বিষয় আপনা আপনি তুচ্ছ হইবে।—ইহাই ফলিতার্থ।

এই শ্লোকের "গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুম্"—লক্ষ্য করিবার বিষয়।

শ্রীগোবিন্দই যে 'হরি'—শ্রীল রূপপাদও ইহাই বলিয়াছেন। "হরিঃ পুরটসুন্দরঃ" এবং "শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"—এই শ্লোকও আলোচ্য। শ্রীগোবিন্দই এই কলিতে শ্রীগৌরহরি বা গৌর-গোবিন্দ হইয়া আসিয়াছেন।' তিনি 'নবঘনশ্যাম' হইয়াছেন এবং শ্যামসোহাগিনী শ্রীরাধার তপ্তকাঞ্চন-বর্ণধারী 'গৌরগুণধাম'।

লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে গাহিয়াছেন,—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥”
—(শ্রীচৈ চ ম ২১।১৩৬ শ্লোকধৃত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-৯২)

এই শ্রীকৃষ্ণের দেহখানি অতি সুমধুর, উঁহার বদনখানি অতিশয় মধুর, উঁহার মধুগন্ধি এই ঈষৎ হাস্য অতি সুমধুর, অতি সুমধুর, অতিশয় সুমধুর, অতিশয় সুমধুর।

লীলাশুক এই শ্লোকে শ্রীগোবিন্দের সুধা অপেক্ষা সুমধুর, অতি সুন্দর মৃদুমন্দ হাস্যের কথাই গাহিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা সুমধুর এই হাস্য-জ্যোৎস্না। এই স্মিতালোকের দ্বারাই গোপিকাগণকে উন্মত্ত করেন। ইনি রাস-রসিক নটবর।

শ্রীগোপীনাথই শ্রীরাধারমণ ‘রাম’। ইনিও রাস-রসিক নটবর, রাসরস-রঙ্গিয়া শ্যাম।

শ্রীগোপীনাথের বক্ষঃস্থল অতি প্রশস্ত। মালতী-মাধবী-কেতকী-জাতি-যূঁথি-রঙ্গন-পুষ্পাদির দ্বারা রচিত মালা, পত্রপুষ্পে গ্রথিত ‘বনমালা’, গুঞ্জামালা, মুক্তামালা ও পঞ্চবর্ণের পুষ্প-বিরচিত ‘বৈজয়ন্তী’-মাল্যে শ্রীগোপীনাথের বক্ষঃদেশ সুশোভিত। কুঙ্কুম-চন্দন-মৃগমদ-পঙ্ক-চর্চিত শ্রীবক্ষঃস্থল-শোভায় ইনি ব্রজাঙ্গনাদিগকে উন্মত্ত করিতেছেন। ইঁহার বক্ষঃদেশের সেবা (আলিঙ্গনাদি) গোপীগণের নিত্য অভিলষণীয় বিষয়। ইনিই বক্ষঃ-কমল-মধু-দ্বারা গৌড়ীয়গণকে সতত উন্মত্ত করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণই মদনমোহন বা মদন-গোপাল। শ্রীমদনমোহনের

'নিধুবন-সেবা'। এই সেবার কথা শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণ ভিন্ন অপর কেহই জানেন না।

জানু-চরণাদির বিচিত্র ভঙ্গীই মদনমোহনের বৈশিষ্ট্য।

"রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদা 'মদনমোহনঃ'।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং 'মদনমোহিতঃ' ॥"

—(শ্রীচৈ চ ম ১৭।২১৬ শ্লোকধৃত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১৩।৩২)

শ্রীরাধাব্যতীত মদনমোহনের মদনমোহনত্ব বজায় থাকে না, তখন তিনি শুধুই 'মদন।'

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধা যখন বিরাজ করেন, তখন তিনি মদনকে (অর্থাৎ কন্দর্পকে) মোহিত করেন। আর যখন শ্রীরাধা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ একাকী থাকেন, তখন ভুবন-মোহন হইলেও মদন-কর্তৃক মোহিত হন।

শ্রীমদনমোহনের শ্রীচরণকমল-সেবা শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের কাম্য। শ্রীপদযুগলে মণিময় নূপুর-মঞ্জীরাদি শোভা পাইতেছে। ইনি রাস-রসায়ন, রাস-রসিক নটবর, বৃন্দাবনের পুরন্দর, ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্যাম। শ্রীবৃন্দাবনে রাসস্থলীতে গ্রীবা-কটি-জানু-চরণাদির বিচিত্র ভঙ্গী প্রকাশ করিয়া শ্রীমতীর সহিত অপূর্ব নৃত্যপরায়ণ—এই শ্রীমদনগোপাল।

শ্রীমদনমোহন শ্রীচরণকমল-মধুদ্বারা নিখিল গৌড়ীয়গণের অন্তরাত্মাকে প্রমত্ত করিতেছেন।

মহামন্ত্রে আমরা আটবার 'হরি', চারিবার 'কৃষ্ণ' ও চারিবার 'রাম'—এই তিনটি মুখ্য নাম পাইতেছি।

শ্রীবৃষভানুনন্দিনী কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া এই মহামন্ত্র কীর্তন করেন।

শ্রীবার্ষভানবীর ভাব-কান্তিধারী অভিন্ন যশোমতী-নন্দন গৌরহরি এই কলিহত জগতে মহামন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন করিয়া অপার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন।

মহাবদান্যশিরোমণি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর এই কৃপার কোনই তুলনা নাই।

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥"

—(শ্রীচৈ চ ম ১৯।৫৩)

—০—

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীহরিকথামৃত

শ্রীধাম-বৃন্দাবন
ইংসন ১৭।৩।৫৭

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং,
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥"
—(শ্রীচৈ চ আ ১।৩)

উপনিষদে অদ্বৈতবাদিগণ যাঁহাকে অদ্বৈত—(দ্বিধায়িত জ্ঞান-শূন্য) ব্রহ্ম,বলেন, তিনিও ইঁহার (এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অঙ্গ-কান্তি। যোগশাস্ত্রে যোগিগণ যাঁহাকে 'অন্তর্যামী আত্মা' বলেন, তিনিও ইঁহার অংশ-বৈভব। তত্ত্ববিচারে যাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্য-পূর্ণ ভগবান্ বলা হয়,তিনিও স্বয়ং এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরই অভিন্ন স্বরূপ। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে ভিন্ন পরতত্ত্ব নাই।

এই শ্লোকে "ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ"—শব্দটি ব্যবহার না করিয়া "ন কৃষ্ণাৎ চৈতন্যাৎ" শব্দ ব্যবহার করিতে পারিতেন, ইহা

করিলেও ছন্দঃপতন হইত না ; কিন্তু তাহা করেন নাই। ইহার মধ্যে গূঢ় রহস্য আছে।

'চৈতন্যাৎ' — পূর্বে, 'কৃষ্ণাৎ' পরে—ইহা বড়ই রহস্যময় বিষয়। শ্রীচৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক চৈতন্যদান-কারণী শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীযশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি-রূপে কলিকালে শ্রীধাম-মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ বলা হয়, কৃষ্ণ প্রথমে নয়, রাধা-নামই প্রথমে, 'কৃষ্ণ-রাধা' কেহ বলে না।

শ্রীগৌরলীলারূপ অক্ষয় রস-সরোবর হইতেই কৃষ্ণ লীলার শত শত প্রবাহিণী আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীচরিতামৃতের মধ্যলীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-মাধুর্য একমাত্র বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা-সুন্দরীই পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন বা অনুভব করেন এবং পরিপূর্ণতমরূপে দর্শন করেন। তিনি চৈতন্যরূপিণী। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দরের অপর নাম—শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্যই শ্রীচৈতন্যরূপা। কারণ শ্রীচৈতন্যরূপিণী কৃষ্ণময়ীর ভাবকান্তি লইয়াই শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইলেন।

"শেষ লীলায় ধরে নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥"

—(শ্রীচৈ চ আ ৩।৩৪)

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক চৈতন্য-বিজ্ঞান বা অনুভব আপামর সাধারণকে দান করিলেন বলিয়াই তিনি "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"।

শ্রীমতী বার্ষভানবীও এই প্রকারই সকলকে স্বীয় প্রাণকান্তের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য অনুভব করাইয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং হ্লাদিনী-মূর্তি, মহাভাব-স্বরূপিণী। তাঁহার করুণা-কটাক্ষ ব্যতীত কেহই কৃষ্ণানুভব লাভ করিতে পারে না।

"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ"---শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত তনু শ্রীগৌরহরি ব্যতীত আর পরতত্ত্ব নাই।

—০—

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের

শ্রীবদন-বিগলিত

শ্রীহরিকথামৃত-কণিকা

শ্রীধাম-বৃন্দাবন
ইং ২০।৩।৫৭

সহন-শক্তি থাকা সাধক জীবের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। অসহ্য, অস্থির হইলে চলিবে না; সহিষ্ণু হইতে হইবে। বৃক্ষের নিকট আমাদের বহু শিক্ষণীয় আদর্শ আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে কহিয়াছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"
—(শ্রীচৈ চ অ ২০।২১ শ্লোকধৃত পদ্যাবলী-৩২)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-পাদ এই শ্লোকের মর্ম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥"

"উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে, জানি' 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান ॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণ-নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥"

—(শ্রীচৈ চ অ ২০।২২-২৬)

কেহ বৃক্ষের উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে বৃক্ষ কি করে? প্রতিশোধ কি প্রকারে লয়? না, প্রতিশোধ নহে,—লোষ্ট্রনিক্ষেপ-কারীরও পরম উপকারই করিয়া থাকে। অপকারীকে পর্যন্ত বিমুখ করে না,—ফুল-ফল দান করিয়া উপযুক্ত অভ্যর্থনাই করে। বৃক্ষের নিকট যাচ্ঞা করিয়া কেহ ফিরিয়া যায় না। বৃক্ষ নিদাঘের প্রখর সূর্যতাপে শুষ্ক হইলেও কাহারও নিকট একবিন্দু জল যাচ্ঞা করে না। কেহ যদি শাখা-প্রশাখা, এমন কি মূলদেশে পর্যন্ত কুঠারাঘাত করে; তবে তাহার ঐ কার্যে কোনও বাধা প্রদান না করিয়া, নিজ দেহ পতন-কালেও 'সর্ সর্'-শব্দের দ্বারা ছেদন-কারীকে সাবধান করিতে থাকে। বিন্দুমাত্র প্রতিকার নাই, প্রতিবাদ নাই, কি আশ্চর্য ক্ষমা-গুণ! বৃক্ষ-জীবন কেবল পরোপকারের জন্যই।

বৈষ্ণবের পক্ষে সহিষ্ণুতা একটী অত্যাবশ্যকীয় গুণ। কেহ অপকার, নিন্দা কিংবা ভৎর্সনা করিলে এমন কি প্রহার করিলেও প্রতিশোধ লইতে হইবে না।

অপকারীর উপকার করাটাই সর্বোত্তম প্রতিশোধ! বৈষ্ণবের জীবন কেবল পরোপকারের জন্যই। তৃণাদপি সুনীচ ও তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু না হইলে কেহ সাধন-ভজনে উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

দৈন্যপূর্ণ স্বভাবে কখনো অভিমান বা অহংকার হইবে না। যেখানে নিজকে বড় বলিয়া অভিমান, সেখানেই অহমিকা। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সুনীচ, সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্বদা শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্‌-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্‌।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের

শ্রীবদন-বিগলিত

অমৃত-কণিকা

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব-তিথি

ইংসন ১৯৫৭

দাস্য-প্রধান মধুর-রতির পরাকাষ্ঠা দ্বারকায় শ্রীরুক্মিণী এবং শ্রীনবদ্বীপে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর মধ্যে বিদ্যমান।

সখ্যপ্রধান মধুর-রতির পরাকাষ্ঠা ব্রজে শ্রীমতী রাধারাণী এবং ব্রজ-গোপীগণের মধ্যে বর্তমান।

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণনাথ নদীয়াবিহারী ॥"

গৌর-বাসুদেবের সহধর্মিণী লক্ষ্মী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। বিপ্রলম্ভ-লীলাকারী শ্রীগৌরসুন্দরের আনুকূল্যময়ী—নিরন্তর বিপ্রলম্ভময়ী, বসুন্ধরা-তুল্যা ধৈর্যশালিনী, অনুক্ষণ পতির সাহায্য-কারিণী, গৌর-বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অনুক্ষণ পতির সুখানুসন্ধান-পরায়ণা। তিনি অহর্নিশ নয়নজলে পূজারতা, ধ্যানযুক্তা ও শ্রীনাম-কীর্তনরতা। চন্দ্রের যেমন চন্দ্রিকা, রবির যেমন রৌদ্র,—স্বরূপশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও তদ্রূপ শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরের অনবচ্ছিন্না নিত্য-সঙ্গিনী।

বিচ্ছেদ বোথায় ? "বাহিরে বিষজ্বালা হয়। অন্তরে আনন্দ-ময় ॥" বাহিরে বিরহ, তীব্রবিরহ ! আবার অন্তরের অন্তঃপুরে প্রাণনাথের সঙ্গ-সুখ-অনুভব।

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণধন নদীয়াবিহারী ॥"

গয়াধামে পিণ্ডদানের পর হইতে শ্রীগৌর-নারায়ণের গৃহলক্ষ্মীর সঙ্গে সংযোগ কম। এখন তিনি তাঁহার বিপ্রলম্ভ-রসের আনুকূল্য-বিধায়িনী, পতির ভাবানুকূলা, অসীম সহিষ্ণুতা-শালিনী বলিয়াই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে "ভূ"-শক্তি বলা যায়।

শ্রীধাম-বৃন্দাবন
শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্যের আবির্ভাব-তিথি
ইংসন ১৯৫৭

জয় শান্তিপুর-নাথ, শ্রীসীতানাথ শ্রীশ্রীমদাদ্বৈত-চন্দ্র। জয় জয় গৌর আনা ঠাকুর। মহাকরুণাময়, পরম উদার, দীনহীন, মূর্খ-নীচ, স্ত্রী-শূদ্র-চণ্ডালাদির প্রতিও পরম কৃপালু—এই ঠাকুর।

জয়রে জয়রে জয়, শ্রীঅদ্বৈত কৃপাময়, দীনহীন অগতির গতি। সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভুকে নিজগৃহে পাইয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভু-প্রাণের আনন্দে গাইয়াছিলেন—

"কি কহিব রে সখি ! আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব-মন্দিরে মোর ॥"

—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৩।১১৪)

"আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাঙ্‌।
তব্‌ হাম্‌ পিয়া দূর দেশে না পাঠাঙ্‌ ॥
শীতের ওড়নি পিয়া, গিরীষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥"
"কি কহিব রে সখি ! আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব-মন্দিরে মোর ॥"

চিরদিনে—অর্থাৎ দীর্ঘকাল পরে। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে প্রাণের গোরাচাঁদ আবার শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর মন্দিরে আসিয়াছেন। সে আনন্দের আর সীমা নাই।

ব্রজলীলায় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু—শ্রীসম্পূর্ণ প্রেমমঞ্জরী। মঞ্জরী-ভাবে আবিষ্ট হইয়াই তিনি বিদ্যাপতি-রচিত এই প্রেম-গীতি গান করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে মাথুর বিরহাবসানে—প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া (শ্রীমতীর সঙ্গে সম্মিলিত দেখিয়া) ব্রজ-গোপিকারা মহানন্দে নৃত্য করিতেছেন এবং নিজেদের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দকে রাখিয়া ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিয়া নাচিয়া ব্রজাঙ্গনারা গাহিতেছেন,—"কি কহিব রে সখি ! আজুক আনন্দ ওর।"—ইত্যাদি।

এখন ব্রজলীলার সেই গোপীরাই পুরুষ-দেহধারী ; তাঁহারা নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছেন,—কত না বিচিত্র ভঙ্গীতে, কত না মধুর ছন্দে সেই নৃত্য গীত !

—০—

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহ্বদ্-গোবিন্দদেবৌ বিজয়েতেতমাম্।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের

শ্রীবদন-বিগলিত

অমৃত-কণিকা

শ্রীধাম-বৃন্দাবন

ইংসন ১৯৫৭

অন্তর্মুখী হও—ভিতরে যাও, বাহিরে থাকিলে চলিবে না। স্বদেশে যাইতে হইবে। কর্তৃত্বাভিমান ছাড়। হর্তা-কর্তা-পালয়িতা—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ।

শরণাগত হও। শরণাগতি ভিন্ন বাঁচিবার আর পথ নাই। শ্রীহরিই কর্ম করাইতেছেন, তিনিই চালনা করিতেছেন, আমি কিছুই জানি না। 'আমি করি'—'আমি বলি'—'আমি জানি'—এ' সবই বৃথা অভিমান। মূলে শ্রীকৃষ্ণ রহিয়াছেন। নিজে কর্তা সাজা অত্যন্ত মূর্খতা।

শ্রীনারদজী ব্রজের পর্জন্য, উপানন্দ প্রভৃতির শ্রীগুরুদেব, তিনি অনেকেরই উপদেষ্টা।

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদ-বন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥"

—(শ্রীভা ১১।২।৪০)

—এই শ্লোকটির অবস্থা শ্রীনারদের মধ্যে বর্ত্তমান।

জীব স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না ; হয় মায়া-পরতন্ত্র থাকিবে, নয় ত মায়াধীশ শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তির অধীন হইবে। জীবকে কোন-না কোন-টির অধীন থাকিতেই হইবে।

শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ—এই তিনটি পরাবস্থ-স্বরূপ। ভক্তবাৎসল্য-গুণহেতু নৃসিংহদেব, রঘুপতি রাম ও শ্রীকৃষ্ণ উত্তরোত্তর উত্তম। শ্রীকৃষ্ণে—বিশেষতঃ শ্রীগৌরে ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান।

শ্রীশ্যাম-শ্যামাই শ্রীগৌরকিশোর। শ্যাম কিশোরই বর্তমান কলিতে গৌর-কিশোর। শ্যাম-গৌর ঝাঁকি—এই রূপটি অনুক্ষণ হৃদয়ে জাগ্রত থাকা চাই। গৌর-শ্যাম শ্যাম-গৌর—বড়ই মধুর। **"শ্যামাভাবি গৌরহরি"**। শ্যাম + অভাবি অর্থাৎ শ্যামের অভাব-ক্লিষ্টা শ্যাম-বিহরিণী শ্রীরাধা। এই শ্যাম, বিরহিণী শ্যামার ভাবধারী শ্রীগৌরহরিই 'শ্যামাভাবি'। শ্রীশ্যামা সুন্দরী শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গ-চন্দ্রই **"শ্যামাভাবি গৌর"**। **শ্যাম + অভাবি আর শ্যামা + ভাবি।**

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচী-সুত (গৌর) গুণধাম।
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম ॥"

—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৬।২৫৮)